মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর শানে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ) রচিত না'ত সাহিত্য : একটি বিশ্লেষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গবেষক

মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন

রেজিঃ নং ১৪২, শিক্ষা বর্ষঃ ২০১২-১৩

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গবেষক মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ:) এর শানে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ:) রচিত না'ত সাহিত্য : একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে রচিত হয়েছে। এটি গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। অভিসন্দর্ভটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে এই শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য কোন অভিসন্দর্ভ লেখা হয়নি।

এ গবেষণা কর্মটি পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত দেখেছি এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন প্রদান করছি।

(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)

অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

rashidnumani@yahoo.com

ফেব্রুয়ারি ২০১৬

ঘোষণা পত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ:) এর শানে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ:) রচিত না'ত সাহিত্য : একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার এ অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে আমি কোথাও প্রকাশ করিনি এবং অন্য কোথাও প্রকাশ বা কোন প্রকার ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপন করিনি।

(মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন)

পিএইচ.ডি. গবেষক

রেজি: নং ১৪২, শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-১৩

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আল্লাহ্ তা'আলা'র নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা, রাহ্মাতুল্লিল 'আলামীনের পবিত্র দরবারে অসংখ্য দরূদ ও সালাম। অতঃপর আমি এখানে আমার গবেষণার আলোচ্য শিরোনাম নির্ধারণ ও গবেষণা সম্পর্কে কিছু কথা লেখার প্রয়োজন মনে করছি। ছাত্র জীবন ও শিক্ষকতা জীবনে কিতাবের প্রারম্ভিকতায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে লিখিত বিশ্বনন্দিত গীতিকাব্য 'কাসিদায়ে বুরদাহ'-এর নিম্নোক্ত দু'টি পঙক্তি সর্বদা পাঠ করতাম।

مولاي صلّ وسلّم دائما ابدا * على حبيبك خير الخلق كلّهم

محمّد سيّد الكونين و الثّقلين * والفريقين من عرب و من عجم

২০১০ সালে পবিত্র হজ্ব পালনকালে যখন যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনা শরীফ গমন করি তখন এক বিস্ময়কর দৃশ্য আমার দৃষ্টিগাচর হয়। সেটি হলো যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সালাত ও সালাম দেওয়ার জন্য রাওযা মুবারকের দরজার সামনে দাড়াই, তখন দেখতে পাই রাওযা মুবারকে প্রবেশ করার দরজায় তিনটি তালা রয়েছে, উপরের দুটি তালা রৌপ্যের এবং নিচের তালাটি স্বর্ণের এবং উক্ত স্বর্ণের তালাটিতে খোদাই করা কাসিদা-এ বুরদাহ'র নিম্নোক্ত পঙক্তি শোভা পাচ্ছে।

هو الحبيب الّذى ترجى شفاعته * لكلّ هول من الاهوال مقتحم

সেখানে সোনালী জালির উপরে চতুর্দিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে নাযিলকৃত অসংখ্য কুর'আনের আয়াত স্বর্ণাক্ষরে লেখা দেখতে পাই। তৎক্ষণাৎ আমার অন্তরে প্রিয় নবীজীর শানে রচিত না'ত সাহিত্যের উপর গবেষণা করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়।

দেশে ফিরে একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. আ. ন. রইছ উদ্দীন স্যারের বাসায় মিলাদ মাহফিলে কাসিদায়ে বুরদাহ পরিবেশন করার সুযোগ হয়। এক পর্যায়ে স্যারের নিকট না'ত সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করার ইচ্ছা প্রকাশ করি। স্যার আমাকে হাস্সানুল হিন্দ আ'লা হযরত ইমামে ইশ্ক ও মুহাব্বত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ:) রচিত না'ত সাহিত্যের উপর গবেষণা করার জন্য উৎসাহিত করেন।

মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দরবারে কৃতজ্ঞতা জানাই এই জন্য যে, আমি মদিনা শরীফে রাওযা পাকের পাক মাটিতে যা নিয়্যত করে ছিলাম বাংলাদেশে আসতেই উক্ত বিষয়ের উপর গবেষণা করার সূযোগ পেয়ে যাই।

"মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ:) এর শানে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ:) রচিত না'ত সাহিত্য: একটি বিশ্লেষণ" শিরোনামে গবেষণা কর্মের জন্য আমি ২৪-০৮-২০১১ তারিখ ২০১০-১১ শিক্ষা বর্ষে এম. ফিল প্রোগ্রামে যোগদান করি। শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. আ. ন. ম রইছ উদ্দীন স্যারের দিক-নির্দেশনা ও একান্ত সহযোগিতায় এম.ফিল থেকে স্থানান্তর হয়ে ১০-০৪-১৩ তারিখ ২০১২-১৩ শিক্ষা বর্ষে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে যোগদান করি। পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে যোগদানের এক বৎসর পর শ্রদ্ধেয়

তত্ত্বাবধায়ক ড. আ.ন.ম রইছ উদ্দীন স্যার - - ২০১৫ তারিখ ইন্তিকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন) তিনি একজন প্রকৃত নবী প্রেমিক ছিলেন। ইসলামী সাহিত্য জগতে তাঁর অবদান অনিস্বীকার্য। আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতবাসী করুক। জান্নাতের আ'লা মকাম দান করুক। আমিন!

এ অবস্থায় আমার গবেষণার কার্যক্রম যখন স্তব্ধ, সাফল্যের তরী যখন তীরে এসে ডুবে যাচ্ছিল ঠিক সেই মুহুর্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন ইসলামী সাহত্যি জগতের অন্যমত উজ্জ্বল নক্ষত্র, আশেকে রাসূল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক ও গবেষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যার। আমার একান্ত অনুরোধে এবং গবেষণষার বিষয় বস্তুর কথা বিবেচনা করে তিনি আমার গবেষণা কার্যের তত্ত্বধায়ন করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। স্যার বহুমূল্যবান সময় ব্যয় করে গবেষণা পদ্ধতি সহ সার্বিক বিষয়ে আমাকে অকৃপণভাবে পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন এবং অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আন্তরিকতা কথা। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসা না হলে আমার গবেষণা কার্যক্রম সমাপ্ত করা সম্ভব হত না। বিনয়ের সাথে তাঁর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সুদীর্ঘ সময় ধরে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পর সম্প্রতি উক্ত বিষয়ে প্রণীত একটি খসড়া অভিসন্দর্ভ আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ স্যারের সমীপে উপস্থাপনের পর তিনি নিরক্ষণ করে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপন করার চূড়ান্ত অনুমোদন করেন।

শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি, মাক্তাবা আল-মাসজিদ আন-নববী ও ইসলামিক ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী-মদীনা মুনাওয়ারা, ভারতের জামেয়া মানযারুল ইসলাম লাইব্রেরী, কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগীয় লাইব্রেরী, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ঢাকা ও চট্রগ্রাম ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থগার, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া লাইব্রেরী, কাদেরিয়া তৈয়েবিয়া লাইব্রেরী, গাউছুল আ'যম ও আ'লা হযরত রিসার্চ একাডেমী লাইব্রেরীর সকল কর্মতাদের। যারা আমার গবেষণা কর্মের জন্য সহযোগিতা করেছেন।

কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি আল্লামা সায়্যিদ মোহাম্মদ ওয়াজহাতুর রাসূল ক্বাদেরী সাহেবকে যাকে আমি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বারবার বিরক্ত করেছি অথচ কখনও বিরক্তি প্রকাশ করেননি বরং আনন্দচিত্তে সাড়া দিয়েছেন। কখনো ই-মেইলের মাধ্যমে, কখনো ডাক যোগে আবার কারো মাধ্যমে হাতে হাতে তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ করে সহযোগিতা করেছেন।

আমার দীর্ঘকাল গবেষণা কর্ম প্রচেষ্টাকে যারা তথ্য-উপাত্ত, প্রাজ্ঞ-পরামর্শ, আন্তরিক দু'আ জানিয়ে প্রতিনিয়ত প্রেরণা দিয়েছেন তাদের মধ্যে রাহ্নুমায়ে শরী'আত ও তরীক্বত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব সায়্যিদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী, শে'রে মিল্লাত আল্লামা মুফতি মোহাম্মদ ওবাইদুল হক নঈমী, আলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ এহছানুল হক, উপাধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ সগীর উসমানী, সায়্যিদ মাওলানা মোহাম্মদ অছিয়র রহমান, কাযী মুফতি মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ, হাফেয সোলায়মান আনছারী, হাফেয মাওলানা মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান আল-কাদেরী, কাজী মাওলানা মোহাম্মদ ছালেকুর রহমান, অধ্যাপক ড. আবদুল ওয়াদুদ, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, অধ্যক্ষ কাজী মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল আলিম রেযভী, উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম মোহাম্মদ ফজলুল হক, সহযোগী অধ্যাপক মাওলানা মোহাম্মদ মুরশেদুল হক, মুফাস্সিরে কুর'আন

মাওলানা মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন, মাওলানা মোহাম্মদ ছৈয়দ হোছাইন, অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ বদিউল আলম, হাফেয মাওলানা মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান, মাওলানা মোহাম্মদ জসিম উদ্দীন আল-আযহারী, হাফেয মাওলানা মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামান, সহকারি অধ্যাপক মাওলানা মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, মাওলানা মোহাম্মদ নেযাম উদ্দীন, মাওলানা মোহাম্মদ ইসমা'ঈল রেযভ, মাওলানা মাসুম বাকী বিল্লাহ্ প্রমুখ অন্যতম। আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁদের অবদানকে ছোট করতে চাই না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রত্যেককে জাযায়ে খায়র দান করুন।

আমার দীর্ঘকাল গবেষণা কর্মে যারা আকণ্ঠ সমর্থন দিয়ে সদা সঞ্জিবণী শক্তি যুগিয়েছেন তারা হলেন, শ্রদ্ধেয় আলহাজ্ব মাওলানা জাকির হোসাইন, আলহাজ্ব আব্দুল মুস্তফা মোহাম্মদ নাজির আহমদ চৌধুরী, আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, আলহাজ্ব অ্যাডভোকেট মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, আলহাজ্ব এ. টি. এম. নাসির উদ্দীন, আলহাজ্ব মোহাম্মদ রেজাউল করিম বাবলু, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল মালেক বুলবুল, আলহাজ্ব মোহাম্মদ শোয়েবুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখ।

ড. মোহাম্মদ আলমগীর, আলহাজ্ব মাওলানা আবুল হাসান মোহাম্মদ ওমাইর রেযভী, মাওলানা সায়্যিদ মোহাম্মদ মঈন উদ্দীন হেলাল, মাওলানা নুরুল ইসলাম, মাওলানা মোহাম্মদ আশিক জুনাইদ, জনাব মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, স্নেহের মাহ্দি আল গালিব, মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ্, মোহাম্মদ মুতাসিম বিল্লাহ্, হাফেয মোহাম্মদ কবির, মোহাম্মদ মুনির হোসাইন প্রমুখের সহযোগীতার জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

সর্বোপরি আমার এ গবেষণার সফলতার জন্য আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা ও আম্মা সর্বদা দু'আ করেছেন। আজ তাঁরা উভয়জন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতবাসী করুন (আমীন)। আমার এ গবেষণা কর্মকে বেগবান করার জন্য নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার সহধর্মিণী মারুফা বিল্লাহ্। আমি প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

বিনীত

মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন

সংকেত পরিচয়

১. আল-কুর'আন, ১ : ২	:	প্রথম সংখ্যাটি সূরা এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটি আয়াতের নির্দেশক।
২. দ.	:	দরূদ পাঠ করুন (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)
৩. আ.	:	'আলায়হিস্ সালাম (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হউক)
৪. রা.	:	রাদ্বিআল্লাহু 'আনহু (মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক)
৫. রহ.	:	রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি (তাঁর উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হউক)
৬. অনু.	:	অনুবাদক
৭. অনূ.	:	অনূদিত
৮. হি.	:	হিজরী
৯. খ.	:	খণ্ড
১০. তা. বি.	:	তারিখ বিহীন
১১. পৃ.	:	পৃষ্ঠা
১২. ড.	:	ডক্টর
১৩. ডা.	:	ডাক্তার
১৪. দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
১৫. পূ.	:	পূর্বোক্ত
১৬. ই. ফা. বা.	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
১৭. মৃ.	:	মৃত/মৃত্যু
১৮. খ্রি.	:	খ্রিষ্টাব্দ
১৯. জ.	:	জন্ম
২০. P.	:	Page
২১. Vol.	:	Volume
২২. Ed.	:	Edition
২৩. O.P.	:	Opsite

প্রতিবর্ণায়ন

আরবী বর্ণমালার (**الحروف الهجائية العربية**) বাংলায় প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে এ অভিসন্দর্ভে

অনুসৃত নিয়ম

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ء = ا	’ ঊর্ধ্ব কমা	ز	য	ق	ক, ক্ব
ب	ব	س	স	ك	ক
ت	ত	ش	শ	ل	ল
ث	স, ছ	ص	স	م	ম
ج	জ	ض	য, দ্ব	ن	ন
ح	হ	ط	ত, ত্ব	و	ওয়া, ভ
خ	খ	ظ	য	ة-ه	হ
د	দ	ع	‘ উল্টো কমা	ى	য়
ذ	য	غ	গ		
ر	র	ف	ফ		

ধ্বনি চিহ্ন

(الحركات)

হার্‌কাত	ধ্বনি চিহ্ন	হার্‌কাত	ধ্বনি চিহ্ন
--	আ	--	-ইন
--	-ই=ি	--	-উন
--	-উ=ু	--	আ (যুগ্ম ধ্বনি)
--	(হস্ চিহ্ন)	--	ই (যুগ্ম ধ্বনি)
--	আন	--	উ (যুগ্ম ধ্বনি)

ء আলিফের ন্যায়। তবে সাকিন হলে উর্ধ্ব কমা (-') চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা **تأويل** = তা'বীল এবং **ع** = এর সাকিন হলে উল্টো কমা ('-) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়; যথা **نعت** = না'ত।

সূচী পত্র

প্রত্যয়ন পত্র	i
ঘোষণা পত্র	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii
সংকেত পরিচয়	vi
প্রতিবর্ণায়ন	vii
ধ্বনি চিহ্ন	viii
ভূমিকা	১-৫

প্রথম অধ্যায়

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ:) : জীবন পরিক্রমা

১.১. জন্ম ও বংশ পরিচয়	৬-৮
১.১. (ক) জন্ম	৬
১.১. (খ) নাম	৬
১.১. (গ) বংশ পরিচয়	৭-৮
১.২. শিক্ষার সূচনা ও বৈষয়িক জ্ঞানার্জন	৮-১৩
১.২. (ক) শিক্ষার সূচনা	৮-৯
১.২. (খ) বৈষয়িক জ্ঞানার্জন	৯-১২
১.২. (গ) সম্মানিত প্রসিদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ	১২
১.২. (ঘ) মেধা-মনন ও স্মৃতিশক্তি	১২-১৩
১.৩. কর্ম ও রচনাবলী	১৩-৪০
১.৩. (ক) তরীক্বতে অন্তর্ভুক্তি ও খিলাফত প্রাপ্তি	১৩-১৪
১.৩. (খ) প্রসিদ্ধ খলিফাগণ	১৪-১৬
১.৩. (গ) শিক্ষাদান	১৬-১৭
১.৩. (ঘ) স্বনামধন্য ছাত্রবৃন্দ	১৭-১৮
১.৩. (ঙ) গবেষণা ও রচনাবলীর বিষয়সমূহ	১৮-২১

১.৩. (চ) রচনাসমগ্র ২১-৪০

১.৪. পারিবারিক জীবন ৪০-৪১

১.৫. অনুপম চারিত্রিক গুণাবলী ৪১

১.৬. সংস্কার কার্যক্রম ৪২-৫২

১.৬. (ক) মুজাদ্দিদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যাবলী ৪২-৪৩

১.৬. (খ) মুজাদ্দিদের তালিকা ৪৩-৪৫

১.৬. (খ) ধর্মীয় সংস্কৃতির সংস্কার ৪৫-৪৭

১.৬. (গ) সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার ৪৮-৫০

১.৬. (ঘ) অর্থনৈতিক সংস্কার ৫১

১.৭. যিয়ারতে হারামাঈন শরিফাইন (জাজিরাতুল আরব ভ্রমণ) ৫২-৫৩

১.৮. ইন্তিকাল ৫৩-৫৪

১.৯. মালফুযাত ৫৫-৫৬

১.১০. আ'লা হযরত (রহ.) সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য ও মূল্যায়ন ৫৬-৬০

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর অবদান

২.১. প্রাতিষ্ঠানিক অবদান ৬১-৬৬

২.১. (ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও প্রতিষ্ঠার সময়কাল ৬১

২.১. (খ) মানযারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৬১

২.১. (গ) আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ:)-এর প্রণীত শিক্ষানীতি ৬২

২.১. (ঘ) মানযারুল ইসলামের পাঠ্যসূচি ৬২-৬৫

২.১. (ঙ) মানযারুল ইসলামের পাঠ নির্দেশিকা ৬৫-৬৬

২.১. (চ) মানযারুল ইসলামের শিক্ষানীতি ৬৬

২.২. তরজুমাতুল কুর'আন ও ইল্‌মে তাফসীরে অবদান ৬৭-৭৮

২.২. (ক) তরজুমাতুল কুর'আন এর নাম ও প্রণয়নের সময়কাল ৬৭

২.২. (খ) "কান্‌যুল ঈমান ফি তারজুমাতিল কুর'আন" এর বৈশিষ্ট্য ৬৭-৬৮
২.২. (গ) আ'লা হযরতের অনুবাদ ও অন্যান্য অনুবাদকের অনুবাদের তুলনামূলক পর্যালোচনা ৬৮-৭৩
২.২. (ঘ) কান্‌যুল ঈমান সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের অভিমত ৭৩-৭৫
২.২. (ঙ) কান্‌যুল ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণকারী গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ৭৫-৭৬
২.২. (চ) কান্‌যুল ঈমানের অনুবাদ কর্ম ৭৬-৭৭
২.২. (ছ) কান্‌যুল ঈমানের ভাবধারায় লিখিত তাফসীর গ্রন্থসমূহ ৭৭-৭৮
২.২. (জ) ইল্‌মে তাফসীর বিষয়ক রচনাবলী ৭৮

২.৩. ইল্‌মে হাদীসে অবদান ৭৮-৮৩

২.৩. (ক) ইল্‌মে হাদীসে আ'লা হযরতের পাণ্ডিত্য ৭৮
২.৩. (খ) আ'লা হযরতের ইল্‌মে হাদীসে অনুমোদন প্রাপ্ত ধারাবাহিক সনদ সূত্র ৭৯-৮১
২.৩. (গ) ইল্‌মে হাদীস বিষয়ক রচনাবলী ৮১-৮৩

২.৪. ইল্‌মে ফিক্‌হে অবদান ৮৪-১০৪

২.৪. (ক) ইল্‌মে ফিক্‌হে আ'লা হযরতের পাণ্ডিত্য ৮৪
২.৪. (খ) ফাতওয়া প্রণয়ন ৮ ৫
২.৪. (গ) ইংরেজি ভাষায় ফাতওয়া প্রদান ৮৫-৮৯
২.৪. (ঘ) কাব্যিক আকারে ফাতওয়া প্রদান ৮৯-৯০
২.৪. (ঙ) কাগজী নোট সম্পর্কীত ফাতওয়া-এর একটি পর্যালোচনা ৯১-৯২
২.৪. (চ) তায়াম্মুম সংক্রান্ত গবেষণাধর্মী ফাতওয়া ৯২
২.৪. (ছ) শর'ঈ হুকুমের প্রকারভেদ-এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আ'লা হযরতের নৈপূণ্যতা ৯৩-৯৪
২.৪. (জ) ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইমাম আহ্‌মদ রেযা খান (রহ.)-এর অবদান সম্পর্কে বিজ্ঞ মহলের অভিমত ৯৫-৯৮
২.৪. (ঝ) ইল্‌মে ফিক্‌হ বিষয়ক রচনাবলী ৯৮-১০২
২.৪. (ঞ) 'ফাতাওয়া-এ রেযভিয়্যাহ' গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ ১০২-১০৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

না'ত সাহিত্য : পরিচয়, উৎস, উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ

৩.১. না'ত সাহিত্যের পরিচয় ও উৎস ১০৫-১১৮

৩.১. (ক) না'ত শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ ১০৫

৩.১. (খ) না'ত সাহিত্যের উৎস কুর'আন ও সুন্নাহ্ ১০৫

৩.১. (গ) আল-কুর'আনের আলোকে না'তে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ১০৬-১০৮

৩.১. (ঘ) হাদিসে নববীর আলোকে না'তে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ১০৯-১১৫

৩.১. (ঙ) আরবী ভাষায় সর্ব প্রথম না'ত শব্দের ব্যবহার ১১৫-১১৬

৩.১. (চ) না'তে রাসূল পরিবেশনকারী সাহাবিয়ে রাসূলুল্লাহ-এর তালিকা ১১৬-১১৮

৩.২. না'ত সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ

৩.২.ক. নবীজির ইন্তিকালের পূর্বে আরবী ভাষায় না'ত রচনা ১১৮-১৩৬

৩.২.ক.১. হযরত আবু তালিব-এর না'ত ১১৯-১২১

৩.২.ক.২. আ'শা ইব্ন কায়স ইব্ন সা'লাবা-এর না'ত ১২২

৩.২.ক.৩. হযরত কা'ব ইব্ন যুহায়র (রা.)-এর না'ত ১২৩-১২৪

৩.২.ক.৪. আনসারী বালক-বালিকাদের না'ত ১২৪-১২৬

৩.২.ক.৫. হযরত হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা.)-এর না'ত ১২৬-১৩০

৩.২.ক.৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.)-এর না'ত ১৩০-১৩১

৩.২.ক.৭. হযরত কা'ব ইব্ন মালিক (রা.)-এর না'ত ১৩১-১৩২

৩.২.ক.৮. হযরত নাবিগা জা'দী (রা.)-এর না'ত ১৩৩

৩.২.ক.৯. হযরত ফাতিমা (রা.)-এর না'ত ১৩৪-১৩৫

৩.২.ক.১০. হযরত আব্বাস (রা.)-এর না'ত ১৩৫-১৩৬

৩.২.খ. নবীজির ইন্তিকালের পরে আরবী ভাষায় না'ত রচনা

৩.২.খ.১. হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (রা.)-এর না'ত ১৩৬-১৩৭

৩.২.খ.২.হযরত ইমাম শরফুদ্দীন বূসীরী (রা.)-এর না'ত ১৩৭-১৩৯

৩.২.খ.৩.হযরত ইমামে আ'যম আবু হানিফা (রা.)-এর না'ত ১৩৯-১৪১

৩.২.খ.৪. হযরত শায়খ মুসলেহ উদ্দীন সা'দী সিরাজী (রা.)-এর না'ত ১৪১-১৪২
৩.২.খ.৫. হযরত মাওলানা ইমাম আহমদ রেযা (রা.)-এর না'ত ১৪৩-১৪৪

৩.২.গ. ফর্সী ও উর্দূ ভাষায় না'ত রচনা
৩.২.গ.১. শায়খ ফরিদ উদ্দীন (রহ.)-এর না'ত ১৪৪-১৪৬
৩.২.গ.২. আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী (রহ.)-এর না'ত ১৪৬-১৪৭
৩.২.গ.৩. আল্লামা শামসে তাবরেযী (রহ.)-এর না'ত ১৪৭-১৪৮
৩.২.গ.৪. হযরত শায়খ মুসলেহ উদ্দীন সা'দী সিরাজী (রহ.)-এর না'ত ১৪৯
৩.২.গ.৫. আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (রহ.)-এর না'ত ১৪৯-১৫২
৩.২.গ.৬. হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন আজমিরী সানজিরী (রহ.)-এর না'ত ১৫২
৩.২.গ.৭. হযরত আমির খসরু (রহ.)-এর না'ত ১৫৩-১৫৪
৩.২.গ.৮. ড. আল্লামা ইকবাল (রহ.)-এর না'ত ১৫৪-১৫৫
৩.২.গ.৯. হযরত মাওলানা ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর না'ত ১৫৬-১৫৭

চতুর্থ অধ্যায়

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর না'ত সাহিত্যের উপজীব্য

৪.১. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির মূল ১৫৮-১৬০
৪.২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম নূরের সৃষ্টি ১৬০-১৬৪
৪.৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা ১৬৪-১৬৮
৪.৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সৌন্দর্যের বর্ণনা ১৬৮-১৭৩
৪.৫. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বিভিন্ন মু'জিযা প্রসঙ্গ ১৭৩-১৭৯
৪.৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আনুগত্যই সকল ইবাদতের মূল ১৭৯-১৮১
৪.৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা'র ইখতিয়ার ও অশেষ দানশীলতার প্রশংসা ১৮১-১৮৯
৪.৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য জ্ঞানের ধারক ১৮৯-১৯২
৪.৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শাফা'আত প্রসঙ্গ ১৯৩-১৯৭
৪.১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম হায়াতুন্নবী ১৯৭-২০১
৪.১১. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মি'রাজ প্রসঙ্গ ২০২-২০৫

Dhaka University Institutional Repository

৪.১২. নবী পরিবার ও খোলাফায়ে রাশেদীন'র প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ২০৫-২১০
৪.১৩. গাউসুল আ'যম হযরত আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রহ.)-এর প্রশংসা ২১০-২১৫
৪.১৪. আলে রাসূল মারহারুভী (রহ.)-এর প্রশংসা ২১৫-২১৬
৪.১৫. নবী করিম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দুশমনের সাথে শত্রুতা পোষণ ২১৬-২১৭

পঞ্চম অধ্যায়

না'ত সাহিত্য রচনায় আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর শৈল্পিক বৈচিত্র্য

৫.১. (ক) একটি কবিতায় চার ভাষার ব্যবহার ২১৮-২২১
৫.১. (খ) কবিতায় প্রবাদ প্রবচন ও অলংকার প্রয়োগ ২২১-২২২
৫.১. (গ) কবিতায় সান'আতে তালমীহ (صنعت تلميح)'র ব্যবহার ২২৩-২২৪
৫.১. (ঘ) কবিতায় সান'আতে ইক্বতিবাস (صنعت اقتباس)'র ব্যবহার ২২৫-২২৮
৫.১. (ঙ) কবিতায় সান'আতে ওয়াসিয়ূস সাফাতাইন (صنعت واسع الشفتين)'র ব্যবহার ২২৮-২২৯
৫.১. (চ) কবিতায় সান'আতে মুসতাযাদ (صنعت مستزاد)'র ব্যবহার ২৩০
৫.১. (ছ) কবিতায় অন্ত্যমিল ও অনুপ্রাস এর ব্যবহার ২৩১-২৩২
৫.১. (জ) কবিতায় উপমা প্রয়োগের নমুনা ২৩২-২৩৮
৫.১. (ঝ) বিভিন্ন পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানের পাণ্ডিত্যের নমুনা ২৩৮
৫.১. (ঞ) কবিতায় সান'আতে ইশতিক্বাক্ব (صنعت اشتقاق)'র ব্যবহার ২৩৯-২৪০
৫.১. (ট) কবিতায় সান'আতে তযাদ (صنعت تضاد)'র ব্যবহার ২৪০-২৪২
৫.১. (ঠ) কবিতায় সান'আতে তাজনিসে নাকেস (صنعت تجنيس ناقص)'র ব্যবহার ২৪২-২৪৩
৫.১. (ড) কবিতায় সান'আতে তারসী' (صنعت ترصيع)'র ব্যবহার ২৪৩-২৪৫
৫.১. (ঢ) কবিতায় সান'আতে হুসনে তলব (صنعت حسن طلب)'র ব্যবহার ২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়
আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর অনুপম গীতি কাব্য : কাসিদায়ে সালাম ও কাসিদায়ে দরূদ

৬.১. কাসিদায়ে সালাম ২৪৬-২৭১

৬.১. (ক) সালাত ও সালাম-এর গুরুত্ব ২৪৬-২৪৮

৬.১. (খ) কাসিদা'র পরিচয় ও আ'লা হযরত-এর কাসিদার সংখ্যা ২৪৮

৬.১. (গ) কাসিদায়ে সালাম ২৪৯

৬.১. (ঘ) সালাম পাঠের শিষ্টাচারের বর্ণনা ২৪৯

৬.১. (ঙ) কাসিদায়ে সালামী সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের অভিমত ২৫০-২৫২

৬.১. (চ) কাসিদায়ে সালামী-এর শে'র'র সংখ্যা ২৫২-২৫৩

৬.১. (ছ) কাসিদায়ে সালামী-এর বৈশিষ্ট্য ২৫৩

৬.১. (জ) কাসিদায়ে সালামী-এর বিন্যাসক্রম ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা ২৫৪-২৭১

৬.২. কাসিদায়ে দরূদ ২৭২-২৭৮

৬.২. (ক) দরূদ (সালাত)-এর প্রকৃত অর্থ ২৭২

৬.২. (খ) উর্দূ ভাষায় দরূদ রচনা ২৭২-২৭৩

৬.২. (গ) কাসিদায়ে দরূদ-এর অলংকারিত ২৭৩-২৭৮

৬.২. (ঘ) কাসিদায়ে দরূদ-এর বৈশিষ্ট্য ২৭৮

সপ্তম অধ্যায়
আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর না'ত সাহিত্যের ভাষান্তর

৭.১. আরবী ভাষায় ভাষান্তর ২৭৯-২৯২

৭.২. ইংরেজি ভাষায় ভাষান্তর ২৯৩-৩২৬

৭.৩. বাংলা ভাষায় ভাষান্তর ৩২৭-৩৩৯

উপসংহার ৩৪০-৩৪৩

গ্রন্থপঞ্জি ৩৪৪-৩৭৫

পরিশিষ্ট ৩৭৬-৪০০

প্রথম অধ্যায়

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ) : জীবন পরিক্রমা

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর অবদান

তৃতীয় অধ্যায়

না'ত সাহিত্য : পরিচয়, উৎস, উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ

চতুর্থ অধ্যায়

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর না'ত সাহিত্যের উপজীব্য

পঞ্চম অধ্যায়

না'ত সাহিত্য রচনায় আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর শৈল্পিক বৈচিত্র্য

ষষ্ঠ অধ্যায়

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর অনুপম গীতি কাব্য : কাসিদায়ে সালাম ও কাসিদায়ে দরূদ

সপ্তম অধ্যায়

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর না'ত সাহিত্যের ভাষান্তর

গ্রন্থপঞ্জি

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র। অসংখ্য দরূদ ও সালাম সরওয়ারে কায়েনাত, নূরে মুজাস্‌সাম, শাফি'উল মুযনিবীন, রাহমতুল্লীল 'আলামীন, সায়্যিদুল মুরসালিন, খাতামুন্নাবীয়্যিন, সর্বকাল ও সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি। সৃষ্টিকুল যাঁর প্রশংসা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় মুখরিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাঁর মাহবুবের প্রশংসা করেছেন কুর'আন মাজীদে।

রাসূলের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা এবং তাঁর শানে না'ত রচনা করা আল্লাহ্‌রই প্রিয় রীতি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছেও একান্ত প্রিয় বিষয় ছিল না'তে রাসূল। তাই রাসূলের শানে প্রশংসা করায় হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.)-এর জন্য মসজিদে নববীতে মিম্বর তৈরী করে দু'আ করছিলেন এই বলে- اللّٰهم ايّده بروح القدس 'হে আল্লাহ্! আপনি হাস্‌সানকে জিবরাইল দ্বারা সহায়তা করুন'। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা'র প্রতি অনুপম প্রেম ও অকৃত্তিম ভালবাসা, হৃদয় নিংড়ানো ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে যুগে যুগে কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, পণ্ডিত, দার্শনিক, নবীপ্রেমিক ও আউলিয়ায়ে কেরাম বিভিন্ন ভাষায় প্রিয় নবীর শানে না'ত ও কাসিদা লিখে নিজেদের জীবনকে ধন্য করেছেন এবং নিজেদের রচনা ভান্ডারকে করেছেন সমৃদ্ধ। যেমন- আরবী ভাষায় হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.), হযরত কা'ব ইব্‌ন যুহায়র (রা.), হযরত কা'ব ইব্‌ন মালেক আনসারী (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.), হযরত নাবিগা জা'দী (রা.), হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত মাওলা আলী (রা.), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.), খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রা.), হযরত যায়নুল আবেদীন (রা.), হযরত ইমাম আ'যম আবু হানীফা (রহ.), হযরত শারফুদ্দীন বূসীরী (রহ.), ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় হযরত আবুল কাসিম ফেরদৌসী, শায়খ সা'দী, রূমী, জামী, হাফিজ, আমীর খসরু, ইকবাল, দাগ, হাসান রেযা, শাহ্ সূফী ফতেহ আলী এবং বাংলা ভাষায় শাহ্ মুহাম্মদ সাগীর, দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খান, সায়্যিদ আলাওল, শাহ্ আব্দুল করিম, দৌলত কাজী, আলী রেযা, আব্দুল হাকীম, হায়াত মাহমুদ, ফকীর গরীবুল্লাহ, সায়্যিদ হামজা, লালন ফকীর, পাঞ্জ শাহ্, মুন্সী মেহেরুল্লাহ, কবি ফররুখ আহ্‌মদ, কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তাফা, মরমী কবি সাবির আহমদ চৌধুরী, মহান সাধক আহমদ নেওয়াজ প্রমুখ রাসূল প্রশস্তির সার্থক পূর্বসূরী।

এ ধারাবাহিকতায় নবী প্রেমে না'ত সাহিত্য রচনা করেন 'হিন্দের হাস্‌সান' নামে খ্যাত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ না'ত রচয়িতা, চলন্ত বিশ্বকোষ, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, অতুলনীয় নবী প্রেমিক, চর্তুদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, ইমামে ইশ্‌ক ও মুহাব্বত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)। শিক্ষা ও ধর্মীয় চর্চার ন্যায় না'ত সাহিত্য জগতে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ছিল। তবে সাহিত্য চর্চা বা কাব্য চর্চা তাঁর মূখ্য বিষয় ছিল না। তিনি অন্যান্য কবিদের মত কাব্য চর্চায় নিমগ্ন থাকতেন না। বরং যখনই তিনি রাসূলের স্মরণে আত্মহারা হতেন, তখনই তাঁর অন্তরে উদয় হতো অপূর্ব সব ছন্দের উত্তাল তরঙ্গ। সেগুলো আবৃত্তির মাধ্যমে তিনি নবী প্রেমের উচ্ছ্বাসিত জ্বালাকে প্রশমিত করতেন। এ প্রসঙ্গে আ'লা হযরতের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

جب سرور عالم صلی اللہ علیہ و سلم کی یاد تڑپاتی ہے تو میں نعتیہ اشعار سے بے قرار دل کو تسکین دیتا ہوں – ورنہ شعر وسخن میرا مذاق طبع نہیں-

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ আমি যখন প্রিয় নবীর স্মরণে আত্মহারা হতাম, তখন কবিতার চরণ আওড়িয়ে আমি স্বস্তি খুঁজে পেতাম। নিছক কাব্যের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। (ইমাম আহমদ রেযা, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, মুম্বাই : রেযা একাডেমী, তা. বি., ভূমিকা- পৃ. ৩)

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) তাঁর না'ত সাহিত্যের প্রাণবন্ত উপাদান ও উপকরণ গ্রহণ করেছেন কুর'আন ও হাদীস থেকে। কাজেই তাঁর না'ত সাহিত্যের পঙক্তিমালা কুর'আন-হাদিসের নির্যাস। তিনি শরী'আতের গণ্ডি থেকে কিঞ্চিত পরিমাণ নড়েননি। সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে না'ত রচনা করতেন এবং বলতেন,

حقیقتا نعت شریف لکھنا بہت مشکل کام ہے جس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں اس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے- اگر شاعر بڑھتا ہے تو الوہیت میں پہونچ جاتا ہے اور کمی کرتا ہے تو تنقیص ہوتی ہے-

অর্থাৎ বস্তুত না'ত রচনা করা অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয়, যাকে মানুষ সহজ মনে করে। এটি যেন ধারালো তলোয়ারের উপর দিয়ে চলার ন্যায়। যদি এতে বেড়ে যায়, তাহলে উলুহিয়্যাতে পৌঁছার সম্ভাবনা থাকে, আর যদি কম হয় তাহলে রাসূলের গুণকীর্তনে সংকীর্ণতা হয়। (মাওলানা বদরুদ্দীন আহমাদ, *সাওয়ানেহে আ'লা হযরত*, কানপুর : রেযা লাইব্রেরী, ১৯৯৭, পৃ. ৩৫১)

আ'লা হযরত তাঁর কাব্য ধারার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন,

قرآن سے میں نعت گوئی سکھی

یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ

আমি কুর'আন থেকেই না'ত শিখেছি,

যাতে শর'ঈ বিধি-বিধান অটুট থাকে।

(ইমাম আহমদ রেযা, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৫)

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর কাব্য মূলতঃ রাসূল প্রশস্তিকে কেন্দ্র করেই রচিত হত এবং তাঁর কাব্য শর'ঈ উৎকর্ষতা ও আধ্যাত্মিকতার সুরে অনুরণিত। নবীপ্রেম, রাসূলের মর্যাদা, বুজুর্গানে দ্বীনের মাহাত্ম্য এবং ধর্মের জৌলুসকে উপজীব্য করেই তিনি কাব্য চর্চা করতেন। জাগতিক কোন মতাদর্শকে প্রশংসা করে তিনি কাব্য রচনা করেননি।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর না'ত সাহিত্যে অনবদ্য সৃষ্টি হলো তিন খণ্ড বিশিষ্ট 'হাদায়িক্বে বখশিশ'। তিনি আরবী, ফার্সী, উর্দূ, ও হিন্দি চার ভাষায় উক্ত কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। 'বাসাতিনুল গুফরান' নামক আরো একটি দিওয়ান রয়েছে যা আরবী ভাষায় রচিত। অনারবী হয়েও তিনি আরবী ভাষায় অসংখ্য কাসিদা রচনা করেন। তিনশত ষাটটি শে'র বিশিষ্ট 'আল-ইসতিমদাদ 'আলা আজইয়ালিল ইরতিদাদ' নামে আরো একটি কাসিদার কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। আমার এই অভিসন্দর্ভে উক্ত তিনটি কাব্যগ্রন্থকে কেন্দ্র করে গবেষণার কাজ চালানো হয়েছে। তাঁর রচিত সকল না'তের উপর গবেষণা করা অসম্ভব ব্যাপার। তাঁর এমন এমন না'ত ও কাসিদা রয়েছে যার একেকটি না'ত ও কাসিদার উপরও গবেষণাকর্ম হতে পারে। যেমন কাসিদায়ে সালামীয়্যাহ, কাসিদায়ে দরূদিয়্যাহ, কাসিদায়ে নূরীয়্যাহ, কাসিদায়ে মি'রাজিয়্যাহ, কাসিদায়ে ইসতিমদাদিয়্যাহ্ ইত্যাদি। একবাক্যে স্বীকার করতে হবে

Dhaka University Institutional Repository

যে, সীমিত পরিসরে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর না'ত সাহিত্যেও পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করা কখনো সম্ভব নয়।

একথা সত্য যে, আরো সুসমৃদ্ধ গবেষণালব্ধ লেখা সময়সাপেক্ষ। তবুও আমার এ গবেষণা কর্মটির ব্যাপারে পাঠক, গবেষক, বিদ্যানুরাগীগণ নিম্নোক্ত বিষয়ে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে আশা রাখি:

- ❖ এ গবেষণা কর্মটির দ্বারা বাংলা ভাষাভাষীগণ চলন্ত বিশ্বকোষ, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ না'ত ও কাসিদা রচয়িতা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অবগত হতে পাবেন।
- ❖ বিশেষ করে তাঁর না'তিয়া কাব্যের বিশাল ভান্ডার সম্পর্কে সম্যক ধারনা অর্জিত হবে।
- ❖ নবী প্রেমিকগণ এ অভিসন্দর্ভ থেকে আত্মার খোরাক রাসূল প্রশস্তি খুঁজে পাবেন।
- ❖ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপাদান ও দিক-নির্দেশনা লাভ করতে পারবেন।
- ❖ গবেষক ও শিক্ষাবিদগণ পরিবর্ধিতরূপে আরো সুসমৃদ্ধ লেখার কাজে এগিয়ে আসবেন।
- ❖ এ অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামার মাহাত্ম্য, মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হয়ে মহা বিশ্বব্যবস্থাপক আল্লাহ্‌র পরিচয়-জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবেন।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর কর্ম আরবী, ইংরেজি, ফার্সী, উর্দূ ও হিন্দি ভাষায়। বাংলা ভাষায় তাঁর উপর গবেষণা নেই বললেই চলে। বিশেষ করে তাঁর না'ত সাহিত্য আরবী, ফার্সী, উর্দূ ও হিন্দি ভাষায় রচিত। তাই বাংলা ভাষায় তাঁর এ বিশাল না'ত সাহিত্যের মূল্যায়ন করা সত্যিই কষ্টসাধ্য। তদুপরি সীমাবদ্ধতাকে সামনে রেখে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) রাসূলের শানে যে না'ত সাহিত্য রচনা করেছেন তার উপর গবেষণায় ব্রতী হই এবং যথার্থ মৌলিক তত্ত্ব ও তথ্য সংযোজনের মাধ্যমে তাঁর না'ত সাহিত্যের অবদানকে মূল্যায়নে প্রচেষ্টা চালাই।

এ অভিসন্দর্ভে স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এর তথ্য, উপাত্তগুলোও মৌলিক ও প্রামাণ্য তথা গ্রহণযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ, হাদীস গ্রন্থ, জীবনীকার, রিজাল শাস্ত্র, ঐতিহাসিকদের মূল গ্রন্থ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, দেশী-বিদেশী জার্নাল, সাময়িকী ইত্যাদি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এতদসংশ্লিষ্ট তথ্য, উপাত্ত, সাময়িকী, সংকলন সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ, ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের পাঠাগার ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে গবেষণা কর্মটিকে মৌলিক, তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ করতে একান্ত প্রয়াস চালানো হয়েছে। আমার গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমি ২০১২সালে ভারতে সফর করি। দীর্ঘদিন কলকাতা, দিল্লী, বিশেষ করে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-জন্ম স্থান বেরেলীতে অবস্থান করে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে গমণ করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি।

অভিসন্দর্ভের মূল আলোচনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রবন্ধকার ও গ্রন্থাকারের লেখনীর শিরোনাম হুবহু রেখে দেয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু সাংকেতিক বর্ণ এবং পাদটীকায় তথ্যসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাংকেতিক রূপসহ আরবী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে যে নীতি অনূসৃত হয়েছে, অভিসন্দর্ভের শুরুতে পৃথকভাবে সেগুলোর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আমার এ অভিসন্দর্ভটি সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে উপাস্থাপন করেছি। প্রতিটি অধ্যায় আবার কয়েকটি পরিচ্ছেদে সজ্জিত করেছি। যেমন:

প্রথম অধ্যায় : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) : জীবন পরিক্রমা

এতে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর জন্ম ও বংশ পরিচয়, শিক্ষার সূচনা, বৈষয়িক জ্ঞানার্জন, মেধা-মনন ও স্মৃতিশক্তি, কর্ম ও রচনাবলী, তরিক্বতে অন্তর্ভুক্তি ও খিলাফত প্রাপ্তি, শিক্ষাদান, পারিবারিক জীবন, অনুপম চারিত্রিক গুণাবলী, সংস্কার কার্যক্রম, যিয়ারতে হারামাঈন শরীফাইন, পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি, মালফুযাত, মনীষীদের মন্তব্য ও মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর অবদান

এ অধ্যায়ে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর ইসলামী শিক্ষায় অবদান সমূহের মধ্যে মাত্র চারটি অবদান চারটি পরিচ্ছেদ করে আলোকপাত করা হয়। ১. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অবদান, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর প্রণীত শিক্ষানীতি, পাঠ্যসূচি, পাঠ নির্দেশিকা। ২. তরজুমায়ে কুর'আন ও ইল্‌মে তাফসীরে অবদান, তারজুমাতিল কুর'আন- এর বৈশিষ্ট্য, অনুবাদের তুলনামূলক পর্যালোচনা, কান্‌যুল ঈমান সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের অভিমত। ৩. ইল্‌মে হাদিসে অবদান, সনদ সূত্র, ইল্‌মে হাদীস বিষয়ক রচনাবলী, ৪. ইল্‌মে ফিক্‌হে অবদান, ফাতওয়া প্রণয়ন, বিজ্ঞ মহলের অভিমত, 'ফাতাওয়া-এ রেযভিয়্যাহ্' গ্রন্থের বৈশিষ্টাবলী বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : না'ত সাহিত্য : পরিচয়, উৎস, উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ

এ অধ্যায় দু'টি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়। ১. না'ত সাহিত্যের পরিচয় ও উৎস, আরবী ভাষায় সর্বপ্রথম না'ত শব্দের ব্যবহার, না'তে রাসূল পরিবেশনকারী সাহাবীয়ে রাসূলুল্লাহ-এর তালিকা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ২. না'ত সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ, নববী যুগে আরবী ভাষায় না'ত, নববী যুগের পরে আরবী ভাষায় না'ত, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় না'ত ধারাবাহিকভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর না'ত সাহিত্যের উপজীব্য

এ অধ্যায়ে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রোযা খান (রহ.)-এর রচিত না'ত সাহিত্যের অসংখ্য উপজীব্য হতে মাত্র ১৫টি উপজীব্য নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন- হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির মূল, নূরের সৃষ্টি, রাসূলের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা, সৌন্দর্যের বর্ণনা, বিভিন্ন মু'জিযা প্রসঙ্গ, শাফা'আত ও অশেষ দানশীলতার প্রশংসা, অদৃশ্য জ্ঞানের ধারক, হায়াতুন্নবী, মি'রাজ প্রসঙ্গ, নবী পরিবার ও খোলাফায়ে রাশেদীন-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, গাউসুল আ'যম হযরত আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রহ.)-এর প্রশংসা, আলে রাসূল মারহারুভী (রহ.)-এর প্রশংসা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দুশমনের সাথে শত্রুতা পোষণ ইত্যাদি।

পঞ্চম অধ্যায় : না'ত সাহিত্য রচনায় আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর শৈল্পিক বৈচিত্র্য

এ অধ্যায়ে আ'লা হযরতের না'তিয়া কালামে অবদান ও শৈল্পিক বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে। যেমন-একটি কবিতায় চার ভাষার ব্যবহার, কবিতায় প্রবাদ প্রবচন ও অলংকার প্রয়োগ, সান'আতে তালমীহ, সান'আতে ইক্বতিবাস, সান'আতে ওয়াসিয়ূস সাফাতাইন, সান'আতে ইশতিক্বাক্ব, সান'আতে তাজনিসে নাকেস, সান'আতে ইশতিক্বাক্ব কবিতায় সান'আতে মুসতাযাদ, সান'আতে তারসী, অন্ত্যমিল ও অনুপ্রাস,

Dhaka University Institutional Repository

উপমা প্রয়োগ, বিভিন্ন পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে তাঁর পাণ্ডিত্যের নমুনা, সান'আতে হুসনে তলব এর ব্যবহার বিশদভাবে দেখানো হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর অনুপম গীতি কাব্য কাসিদায়ে সালাম ও কাসিদায়ে দরূদ

এ অধ্যায়টিতে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) গীতি কাব্যসমূহ হতে দু'টি গীতি কাব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি দু'টি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়। ১. কাসিদা- এ সালাম, এতে সালামের গুরুত্ব, সালাম পাঠের শিষ্টাচার, কাসিদায়ে সালামী সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের অভিমত, কাসিদায়ে সালামীর শে'র'র সংখ্যা, কাসিদায়ে সালামী-এর বৈশিষ্ট্য এবং কাসিদায়ে সালামী-এর বিন্যাসক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। ২. কাসিদায়ে দরুদ, এখানে দরূদ (সালাত)-এর প্রকৃত অর্থ, কাসিদায়ে দরূদ-এর অলংকারিত্ব এবং কাসিদায়ে দরূদ এর বিশেষত্ব নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর না'ত সাহিত্যের ভাষান্তর

সপ্তম অধ্যায়টি তিনটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়েছে। ১. আরবী ভাষায় ভাষান্তর, এখানে ০৯টি না'তের আরবী ভাষায় রুপান্তরের নমুনা দেখানো হয়েছে। ২. ইংরেজি ভাষায় ভাষান্তর, এখানে ১০টি না'তের ইংরেজি ভাষায় রুপান্তরের নমুনা দেখানো হয়েছে। ৩. বাংলা ভাষায় ভাষান্তর, এখানে ১০টি না'তের কাব্যানুবাদ তুলে ধরা হয়েছে।

পরিশেষে গবেষণার সার-সংক্ষেপের উপর একটি উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে সামগ্রিক ক্ষেত্রে লিখিত তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন করা হয়েছে। তথ্যসমূহ একাধিক সূত্র থেকে যাচাই করে এর যথার্থতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর সন্নিবেশ করা হয়েছে। সর্বশেষে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর জন্মস্থানের মানচিত্র, স্বহস্তে লেখার ফটোকপি, তাঁর মাজার ও মাজারের চমকপ্রদ গুম্বাদসহ তাঁর কর্মের নিদর্শন সমূহের কয়েকটি ছবি পরিশিষ্টে সংযোজন করা হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমার এ গবেষণা কর্ম জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হবে ইনশাআল্লাহ্। মহান আল্লাহ্ তা'আলা এই অভিসন্দর্ভ দ্বারা আমাকে ও এর পাঠকগণকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন!

প্রথম অধ্যায়
আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) : জীবন পরিক্রমা

১.১. জন্ম ও বংশ পরিচয়

১.১. (ক) জন্ম

সব্যসাচী, কলম সম্রাট, জ্ঞানের চলন্ত বিশ্বকোষ, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি ১২৭২ হিজরীর ১০ই শাওয়াল মোতাবিক ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই জুন শনিবার মধ্যাহ্নে ভারতের বেরেলী (U.P.) শহরে সওদাগরা নামক মহল্লায়, বড়হিস গোত্রের পাঠান বংশে বিখ্যাত খান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] তিনি নিজেই নিম্নোক্ত আয়াত থেকে তাঁর হিজরী জন্ম সাল বের করেছেন।[২]

أولئك كتب فى قلوبهم الايمان و أيّدهم بروح منه -

অর্থাৎ তাঁরা হচ্ছেন সেই সব ব্যক্তি যাঁদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানের নকশা অংকন করেছেন এবং নিজ পক্ষ থেকে রুহ দ্বারা তাঁদেরকে সাহায্য করেছেন।[৩]

এ আয়াতাংশের অক্ষর সংখ্যা ৩৬। উক্ত অক্ষর সমূহের মানের সংখ্যার সমষ্টি দাড়ায় ১২৭২, যা তাঁর হিজরী জন্মসাল।

১.১. (খ) নাম

আ'লা হযরতের জন্ম কালীন নাম রাখা হয় 'মুহাম্মাদ'। সংখ্যা তাত্ত্বিক (আবজাদী) নাম 'আল-মুখতার' (১২৭২ হিজরী)। কিন্তু তাঁর পিতামহ মাওলানা রেযা আলী খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি তাঁর নাম 'আহমদ রেযা' নির্বাচন করেন।[৪] যথার্থ সেই নামকরণ। সারা জীবন যে ব্যক্তি সেই আহমদ-এর (রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আরেক নাম 'আহমদ', রেযা শব্দটির শাব্দিক অর্থ সন্তুষ্টি) সন্তুষ্টি অর্জন করার নিমিত্তে জীবন-ধন-সম্পদ সব উৎসর্গ করে দিয়েছেন, তিনি স্বয়ং তাঁর এক কাব্যে উল্লেখ করেন-

مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا

---

১. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, *হায়াতে আ'লা হযরত*, ভারত : মারকাযে আহলে সুন্নাত বারাকাত রেযা, ২০০৩ খ্রি., খ. ১, পৃ. ১০২; আ.ফ.ম. অবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২, খ. ২২, পৃ. ৪০৮; অধ্যাপক ড. মাস'উদ আহমাদ, *মাওলানা আহমাদ রেযা বেরলভী*, করাচী : ইদারায়ে মাস'উদীয়া, ১৯৯৭, পৃ. ৬; মাওলানা বদরুদ্দীন আহমাদ, *সাওয়ানেহে আ'লা হযরত*, কানপুর : রেযা লাইব্রেরী, ১৯৯৭, পৃ. ৮৭

২. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৩, মাওলানা বদরুদ্দীন আহমাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭; মাওলানা বদিউল আলম, হাফিয আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আল-মুখতার*, চট্টগ্রাম : আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০ খ্রি., পৃ. ৯

৩. আল-কুর'আন, ৫৮ : ২২ ০১৭০৫৪০৮০০৪

৪. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ ১০৩; মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, *আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা(রহ.)-এর সংস্কার ও চিন্তাধারা*, ভৈরব : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা কমপ্লেক্স, ছোবহানিয়া দরবার শরীফ, ২০১০খ্রি., পৃ. ৮

মম তনুমন ধন সব দিয়েছি সঁপি, তব বিরহে জীবন মম রুদ্ধ রূপি।[৫]

এবং জগৎ বিমুগ্ধ নয়নে দেখেছে তাঁর রাসূল প্রেমের অনুপম দৃষ্টান্তের গগনভেদী চূড়ার শিরধাম, এ নাম তাঁরই প্রাপ্য। আ'লা হযরত নিজের নামের ব্যপারে তাঁর কাব্যে অন্য স্থানে উল্লেখ করেন-

کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے

ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروروں درود

সে কর্ম করো গ্রহণ, যাতে তুষ্টি তব হয় অর্জন

ঠিক থাকে রেযা নামকরণ, তোমাতে কোটি দরূদ।[৬]

পরবর্তীতে আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি নিজেই নিজ নামের সাথে "আব্দুল মুস্তাফা" সংযোজন করেন।[৭] এতেই তাঁর রাসূল প্রশস্তির নমুনা পাওয়া যায়। তাঁর রচিত না'তিয়া কালামের এক জায়গায় তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বলেন -

خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفے

ترے لے امان ہے ترے لے امان ہے

ভয় কী 'রেযা' হাশরে আর, গোলাম তুমি যে মোস্তাফার,

নির্ভাবনায় থাক তুমি অভয়বাণী শুনলে 'আমান'।[৮]

১.১. (গ) বংশ পরিচয়

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযার সম্মানিত পিতা আল্লামা নাকী আলী খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি[৯] এবং পিতামহ আল্লামা রেযা আলী খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি তাঁরা দু'জনই স্ব-স্ব যুগের জ্ঞানী সমাজে সমাদৃত ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক গগনের উজ্জ্বল নক্ষত্রও ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ আল্লামা সাঈদ উল্লাহ খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি ছিলেন আফগানিস্তানের কান্দাহারের বড়হিস গোত্রের পাঠান বংশধর ও যুগ শ্রেষ্ঠ আলিম। মুঘল আমলে সুলতান মাহমুদ শাহ্ ও নাসির শাহ্ের সঙ্গে পাকিস্তানের লাহোর গমন

---

৫. ইমাম আহমদ রেযা, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, মুম্বাই : রেযা একাডেমী, তা. বি., খ. ১, পৃ. ৩২

৬. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯৭

৭. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০৮

৮. ইমাম আহমদ রেযা, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৯

৯. আল্লামা নাকী আলী খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি ১২৪২ হি./১৮৩০ সালে ভারতের বেরেলী শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধেয় পিতা আল্লামা রেযা আলী খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি হতে শিক্ষা সমাপ্ত করে অধ্যাপনা ও লেখালেখি শুরু করেন। ১২৯৪ হিজরীতে মারহারা শরীফে (ইউ.পি. ভারত) উপস্থিত হয়ে হযরত শাহ্ আলে রাসূল মারহারুভী ক্বাদেরী বারকাতী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং একই মজলিসে খেলাফত প্রাপ্ত হন। ১২৯৫ হিজরীতে হজ্জব্রত পালন করেন। মক্কায় সায়্যিদ আহমাদ বিন যায়ন দাহলান মক্কী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি থেকে হাদিসের সনদ অর্জন করেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষার উপর ২৫ টির অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। ৩০ শে যিলক্বদ ১২৯৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৮০ সালে ৯১ বছর ৫ মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন। (আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৪; ড. মাস'উদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬)

করেন। সেখানে তিনি পরপর কয়েকটি সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লাহোরের শীষমহল ছিল তাঁরই জায়গীর। অতঃপর তিনি দিল্লী গমন করেন। সেখানে তিনি "শুজা'আত-ই-জঙ্গ" উপাধি লাভ করেন। ইমাম আহমদ রেযা খান সেই স্বনামধন্য পুরুষেরই বংশধর। তাঁর বংশীয় নসব নামা (শাজরা) নিম্নরুপ-

ইমাম আহমদ রেযা ইব্ন মাওলানা নাকী আলী খান ইব্ন মাওলানা রেযা আলী খান ইব্ন মাওলানা হাফেজ কাযেম আলী খান ইব্ন মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ আ'যম ইব্ন হযরত মুহাম্মাদ সা'আদত ইয়ার খান ইব্ন হযরত মুহাম্মাদ সাঈদ উল্লাহ খান রাহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হিম আজমাঈন।[১০] আ'লা হযরত নিজের পরিচয় তাঁর না'তিয়া কাব্যে ছন্দোবদ্ধ চরণে বলেন-

"احمد ہندی رضا ابن نقی ابن رضا"[১১]

আ'লা হযরত ভৌগলিক ভাবে পাঠান, ইসলামের মৌলিকত্বে (আক্বাঈদ) আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, মাযহাবগত দিক থেকে তাঁরই সু-যোগ্য পূর্বসূরী নু'মান ইব্ন সাবিত রাহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হি-এর প্রতিষ্ঠিত হানাফী মাযহাব এবং তরীক্বতগত (আধ্যাত্মিক) দিক থেকে তরীক্বতের পুরোধা, নব্য যুগের সূচনাকারী গাউসূল আ'যম মুহিউদ্দিন আব্দুল ক্বাদির জ্বিলানী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হি-এর প্রতিষ্ঠিত ক্বাদেরিয়া তরিক্বার অনুগামী ও সাধক ছিলেন ।[১২]

১.১. শিক্ষার সূচনা ও বৈষয়িক জ্ঞানার্জন

১.২. (ক) শিক্ষার সূচনা

চলন্ত বিশ্বকোষ নামে পরিচিত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর মেধাশক্তি ছিল প্রখর ও বিস্ময়কর। মকতবে প্রাথমিক শিক্ষার আরবী বর্ণমালার পাঠ দানের একটি ঘটনা থেকেই তাঁর এ অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন তিনি শিক্ষকের মুখে মুখে 'আলিফ', 'বা', 'তা', 'সা', পড়ছিলেন। যুক্তাক্ষর 'লাম-আলিফ' পর্যন্ত যখন আসলেন তখন তিনি থেমে যান। তখন শিক্ষক মহোদয়কে যুক্তাক্ষরের রহস্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তাঁর দাবি ছিল যে, এ যুক্তাক্ষর তো পৃথক পৃথকভাবে একবার পড়েছি এবং শিখে নিয়েছি। পুনরায় পড়বো কেন? অতঃপর শিক্ষক তাঁকে যুক্তাক্ষরের রহস্যের বর্ণনা দিয়ে শান্ত করলেন।[১৩] তিনি ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র চার বছর বয়সে বিশুদ্ধভাবে কুর'আন শিক্ষা করেন। ছয় বছর বয়সে পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে মঞ্চে উপবিষ্ট হয়ে এক বিশাল সমাবেশে তিন ঘন্টা ব্যাপী মিলাদ শরীফ বিষয়ে দীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করেন। সামবেশের সবাই তাঁর বিদ্যাবত্তার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়। মাত্র আট বছর বয়সে, বালক কালের প্রারম্ভিকতা, যখন তাঁর সমবয়সীরা খেলায় মত্ত তখন তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে দূর্বোধ্য ও সমৃদ্ধ ভাষা আরবীর অন্যতম উচ্চাঙ্গিক ও প্রসিদ্ধ আরবী ব্যাকারণের গ্রন্থ 'হিদায়তুন্নাহু' অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন এবং এই বয়সেই তিনি আরবীতে উক্ত কিতাবের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন।[১৪] ১৮৬৯ সালে ১৩ বছর ১০ মাস ৫ দিন বয়সে, ১২৮৬ হিজরী ১৪-ই শা'বান ধর্মীয় ও বৈষয়িক

---

[১০]. মাওলানা বদরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫; *আল-মুখতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

[১১]. ইমাম আহমদ রেযা, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩০২

[১২]. মাওলানা বদরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

[১৩]. মুহাম্মদ আমানত-ই-রাসূল, *তাজাললিয়াত-ই- ইমাম আহমদ রেযা* , ১ম সংস্করণ, ইউপি, ভারত : মাকতাবা আল-মুস্তাফা কাদিরী; ১৯৮৭খ্রি., পৃ. ২১

[১৪]. মাওলানা বদরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০, ৯৫

জ্ঞানের পূর্ণতা অর্জন করে 'দস্তারে ফযীলত' তথা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপনী সনদ অর্জন করেন। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি নিজেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর কথা উল্লেখ করে বলেন-

و ذالك المنتصف شعبان سنة الف و مأتين و ست و ثمانين و انا اذا ذالك ابن ثلاثة عشر عامّا و عشر اشهر و خمسة ايّام و في هذا التاريخ فرضت علىّ الصّلاة و توجهت الىّ الاحكام-

অর্থাৎ ১২৮৬ হিজরীর শা'বানের মাঝামাঝি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করি। আমি তখন ১৩ বছর ১০ মাস ৫ দিন বয়সে উপনীত হয়েছি। সে তারিখেই আমার উপর নামায ফরয হয়েছে এবং আমার প্রতি শর'ঈ বিধান আরোপ হয়েছে।[১৫]

যে দিন তিনি 'দস্তারে ফযিলত' লাভ করেন সে দিনই তিনি মায়ের স্তন্যপান সম্পর্কিত একটা ফাতওয়া লিখে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার নিকট উপস্থাপন করেন। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা, অকাট্য যৌক্তিকতা, ও শরী'আতের চুলচেড়া বিশ্লেষণের ক্ষমতা এবং ফাতওয়া প্রণয়নের সঠিকতা দেখে, প্রবীণ মুফতীগণও বিস্ময়ে হতবাক হন এবং ঐ দিনই তাঁর পিতা আল্লামা নাকী আলী খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি তাঁর পরম স্নেহের সন্তানকে ফাতওয়া প্রদানের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেন। মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ এ দায়িত্বটি তিনি যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হন।[১৬]

১.২. (খ) বৈষয়িক জ্ঞানার্জন

তৎকালীন প্রখ্যাত আলিম হযরত মাওলানা মির্যা গোলাম ক্বাদেরী বেগ (রহ.)-এর নিকট হতে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক ও আল্লাহ্ প্রদত্ত (আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানকে ইল্মে লাদুন্নি বলে) জ্ঞানে মহাজ্ঞানী ব্যাক্তি। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এ মহান ব্যক্তিত্ব পঞ্চান্ন (৫৫) এর অধিক বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। এ তথ্যটি তিনি ১৩২৪ হিজরী ৮ ই সফর মাওলানা সায়্যিদ ইসমা'ঈল খলীল মক্কী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি কে প্রদত্ত-" الاجازة الرضوية لمبخل مكة البهيّة " নামক একটি আরবী সনদে উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ আছে :

১. ইল্মে কুর'আন
২. ইল্মে তাফসীর
৩. ইল্মে হাদীস
৪. হানাফী মাযহাবের কিতাবাদি
৫. শাফে'ঈ, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের কিতাবাদি
৬. উসূলে হাদীস

---

১৫. মাওলানা আব্দুল মুজতাবা রেযভী, *তাযকারায়ে মাশায়েখে ক্বাদেরিয়া বারকাতিয়া রেযভিয়্যাহ*, মুবারকপূর, আ'যমগড় : আলমাজমা'উল মিসবাহী জামেয়া আশরাফিয়া, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ৩৯৫

১৬. মাওলানা যুফর উদ্দীন বিহারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৮০

৭. উসূলে ফিক্হ

৮. জাদাল-ই মুহাযয্যাব

৯. ইল্মে আক্বাইদ ও কালাম

১০. ইল্মে নাহু

১১. ইল্মে ছরফ

১২. ইল্মে মা'আনী

১৩. ইল্মে বায়ান

১৪. ইল্মে বদী'

১৫. ইল্মে মানতীক

১৬. ইল্মে মুনাযারাহ্

১৭. ইল্মে ফাল্সাফাহ

১৮. ইবতাদায়ী ইল্মে তাকসীর

১৯. ইবতাদায়ী ইল্মে হাইয়্যাত

২০. ইল্মে হিসাব (অংক শাস্ত্র)

২১. এবং ইল্মে হিন্দাসাহ্ (প্রকৌশল বিদ্যা)।

আ'লা হযরত বলেন- আমি উক্ত একুশ (২১)টি বিষয় আমার পিতা আল্লামা নাকী আলী খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি হতে শিক্ষা গ্রহণ করি। এরপর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করেন-

১. ক্বিরাত

২. তাজবীদ

৩. তাসাউফ

৪. সূলুক (তরীক্বত)

৫. আখলাক

৬. আসমাউর রেজাল

৭. সিয়র

৮. তারিখ

৯. লুগাত

১০. সাহিত্য।

উক্ত দশটি বিষয় সম্পর্কে আ'লা হযরত বলেন 'উপরোল্লিখিত দশটি বিষয় আমি কোন শিক্ষক হতে শিক্ষা লাভ করিনি। কিন্তু বিজ্ঞ আলেমগণ আমাকে উক্ত বিষয়গুলোর উপর সনদ প্রদান করেন'। এরপর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করেন-

Dhaka University Institutional Repository

১. এ্যরিসমাত্বীক্বী (গণিত শাস্ত্রের একটি শাখা)

২. ইল্‌মে জাবার ও মুকাবালা

৩. হিসাবে-ই সিত্তীনী

৪. লগারিথম (Logaritham) (গাণিতিক হিসাব বিদ্যা)

৫. ইলমুত তাওক্বীত (সময় নির্ধারণী বিদ্যা)

৬. মুনাযারাহ ও মারায়া

৭. ইলমুল আকর

৮. ইলম-ই যীজাত

৯. মুসাল্লাসে-ই কুরভী

১০. মুসাল্লাসে-ই মুসাত্তাহ

১১. হাইয়্যাত-ই জাদীদাহ

১২. মুরাববা'আত

১৩. ইলম-ই জাফার (ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা)

১৪. জায়িরজাহ

এবং সর্বশেষ নিম্নোক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়গুলো উল্লেখ করেন :

১. নযমে আরবী (আরবী পদ্য)

২. নযমে ফার্সী (ফার্সী পদ্য)

৩. নযমে হিন্দি (হিন্দি পদ্য)

৪. নছরে আরবী (আরবী গদ্য)

৫. নছরে ফার্সী (ফার্সী গদ্য)

৬. নছরে হিন্দি (হিন্দি গদ্য)

৭. খত ও নসখ (লিখন পদ্ধতি)

৮. খাত-ই-নাসতা'লিক (নাস্তালিক লিখন পদ্ধতি)

৯. তাজবীদ সহ তিলিওয়াত শিক্ষা

১০. ইলমুল ফরায়েজ (মিরাস সম্পর্কীয় জ্ঞান)।

উল্লিখিত পঞ্চান্ন (৫৫)টি বিষয় উল্লেখ করার পর আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি বলেন- মহান আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করি এ জন্য যে, আমি উল্লিখিত বিষয়াদির কথাগুলো অহংকার বশত বর্ণনা করিনি বরং মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত জ্ঞানের কথা স্মরণ করছি ।[১৭]

---

১৭. ড. মাস'উদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮

১.২. (ঘ) সম্মানিত প্রসিদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি ভারতীয় উপমহাদেশ ও মধ্য প্রাচ্যের অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ হতে জ্ঞান অর্জন করেন। প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম নিম্নরুপ-

১. আল্লামা শাহ্ আলে রাসূল মারহারুভী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি (১২৯৭ হি. /১৮৭৯ খ্রি.)।

২. আল্লামা নাকী আলী খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি (১২৯৭ হি. /১৮৮০ খ্রি.)।

৩. শায়খ আহমদ ইব্‌ন যায়ন দাহলান মক্কী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি (১২৯৯হি./১৮৮১ খ্রি.)।

৪. শায়খ আব্দুর রহমান সিরাজ মক্কী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি (১৩০১ হি. /১৮৯৮৩ খ্রি.)।

৫. শায়খ হুসাইন ইব্‌ন সালিহ শাফি'ঈ মক্কী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি (১৩০২ হি./১৮৮৪ খ্রি.)।

৬. মাওলানা আব্দুল আলী রামপুরী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি (১৩০৩ হি. /১৮৮৫ খ্রি.)।

৭. শাহ্ আবুল হুসাইন আহমদ নূরী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি (১৩২৪ হি. /১৯০৬ খ্রি.)।

৮. মির্যা গোলাম ক্বাদির বেগ রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি (১৮৮৩ খ্রি.)।[১৮]

১.২. (ঘ) মেধা-মনন ও স্মৃতিশক্তি:

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি-এর স্মরণশক্তি বিস্ময়কর ও প্রবাদতুল্য। কোন পাঠ দু'একবার শুনে হুবহু বলতে পারতেন। কোনো কিতাব তাকে জীবনে দ্বিতীয়বার দেখতে হতোনা। তাঁর এ অসাধারণত্ব দেখে একবার এক শিক্ষক বলেছিলেন- Ahmad Miya, say whether you are a man or a Jin, It takes me time to teach you but you memorise it in no time. 'অর্থাৎ আহমদ মিয়া (আহমদ রেযা) তুমি জিন না মানুষ? আমার পড়াতে সময় লাগে অথচ তোমার মুখস্থ করতে সময় লাগেনা। নিম্নোক্ত দু'টি ঘটনার বিবরণে তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়'।[১৯]

এক.

আ'লা হযরত একদা পিলভেত নামক জায়গার তৎকালীন প্রসিদ্ধ মাওলানা ওয়াসি আহমদ মুহাদ্দিস সুরতী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি (মৃ.১৩৩৪ হি.) থেকে

"العقود الدريّة فى تنقيح الفتاوى الحامديّة"

নামক দুই খন্ডের একটি গ্রন্থ ধার নিয়ে পরদিনই প্রত্যূষে ফেরত দিলেন। ফেরতের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন যে, গতরাত্রে গ্রন্থটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার দেখে নিয়েছি। মহান আল্লাহ্ তা'আলা-এর ইচ্ছায় বাকী জীবনের জন্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু স্মৃতিপটে আবদ্ধ থাকবে ইন্‌শা আল্লাহ্।[২০]

---

১৮. ড. মাস'উদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

১৯. Dr. Mohammed Mas'ud Ahmed, *The reformer of the muslim world*, Karachi-Pakistan : Al-Mukhtar Publication, 1995, p. 12

২০. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫৭

দুই.

একদিন তাঁর কোন এক ভক্ত তাঁর নামের পূর্বে 'হাফিয' শব্দটি সংযোজন করলে তিনি বললেন, আমি হাফেয নই। হ্যাঁ, যদি কোন হাফিযুল কুর'আন আমাকে এক এক রুকু শুনায় আমার নিকট পুনরায়, মুখস্থ শুনতে পারবে। অতঃপর তিনি কোন এক রামযান মুবারকে মাত্র এক মাসেই সম্পুর্ণ কুর'আন মাজীদ মুখস্থ করে হাফিযুল কুর'আন হয়েছিলেন। যদি কুর'আন মুখস্থ করার সময় একত্র করা হয় তবে মাত্র ১৫ ঘন্টা হয়।[২১]

১.২. কর্ম ও রচনাবলী

১.৩. (ক) তরীক্বতে অন্তর্ভুক্তি ও খেলাফত প্রাপ্তি

অন্যান্য জ্ঞান-গবেষণার পাশাপাশি তাসাউফ সাধনার প্রতি আ'লা হযরতের প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি ১২৯৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৭ সালে তাঁর পিতা আল্লামা নাকী আলী খান সমেত তৎকালীন যুগের প্রখ্যাত সূফী সাধক হযরত শাহ্ আলে রাসূল মারহারুভী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি-এর নিকট হাজির হন এবং ক্বাদেরিয়া তরীক্বায় বায়'আত গ্রহণ করেন। সাথে সাথে খিলাফত ও ইজাযত লাভেও ধন্য হন। জনৈক মুরীদ শাহ্ আলে রাসূল মারহারুভী (রহ.) কে তাঁদের তৎক্ষণাৎ খিলাফত প্রদানের রহস্য জানতে চাইলে তিনি বললেন 'অন্য ব্যক্তিবর্গ অপবিত্র আত্মা নিয়ে উপস্থিত হয়, ফলে ইবাদত ও রিয়াযতের মাধ্যমে প্রথমে অপবিত্র আত্মার পরিশুদ্ধির প্রয়োজন হয় বলে খিলাফত অর্জন সময় লাগে, কিন্তু এ দু'জন অত্যন্ত পবিত্র আত্মা নিয়ে আমার নিকট এসেছে। তাঁদের জন্য শুধু শিষ্যত্বই যথেষ্ট ছিল। আর তা বায়'আতের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন আমি এত দিন এ চিন্তায় ছিলাম যে, কাল কিয়ামত দিবসে যখন আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেন হে আলে রাসূল! তুমি আমার দরবারে কি নিয়ে উপস্থিত হয়েছো ?

আজ আমার সেই চিন্তা দূরীভূত হল। আমি উত্তরে বলবো আল্লাহ্! আমি তোমার দরবারে আহমদ রেযা কে নিয়ে উপস্থিত হয়েছি।[২২]

তরীক্বত জগতে তিনি এতদ্রুত উন্নতি সাধন করেছিলেন যে, শাহ্ আলে রাসূল মারহারুভী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি সহ ভারতীয় উপমহাদেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন তরীক্বতের শায়খগণ তাঁকে তরীক্বতের খিলাফত ও অনুমতি প্রদান করেছিলেন। এভাবে তাঁর তেরটি তরিক্বার খিলাফত অর্জনের সৌভাগ্য হয়। নিম্নে তার একটি তালিকা পেশ করা হল:

১. ক্বাদেরিয়া বারকাতিয়্যা জদীদাহ্

২. ক্বাদেরিয়া আবাইয়্যা ক্বাদিমিয়্যাহ্

৩. ক্বাদেরিয়া উহদলিয়্যাহ

৪. ক্বাদেরিয়া রায্যাকিয়্যাহ

৫. ক্বাদেরিয়া মানসুরিয়্যাহ্

৬. চিশতিয়া নিজামিয়্যাহ্ ক্বাদিমাহ্

---

২১. *আল-মুখতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

২২. মাওলানা বদরুদ্দীন আহমাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ২২, পৃ. ৪০৯

৭. চিশতিয়া মাহবুবিয়্যাহ্ জদীদাহ

৮. সোহরাওয়ার্দিয়্যাহ্ ওয়াহেদিয়্যাহ

৯. সোহরাওয়ার্দিয়্যাহ্ ফাযিলিয়্যাহ্

১০. নক্শবন্দীয়াহ্ আলাইয়্যাহ্ সিদ্দীক্বিয়্যাহ্

১১. নক্শবন্দীয়াহ্ আলাইয়্যাহ আলভিয়্যাহ্

১২. বদী'আহ্

১৩. উলুভিয়া মনামিয়্যাহ্ ইত্যাদি ।[২৩]

১.৩.(খ) প্রসিদ্ধ খলিফাগণ

সমগ্র বিশ্বে আ'লা হযরত এর সুবাসিত জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মৌমাছি হয়ে যাঁরা নিজে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে আলোকিত করেছেন, তাঁরা চন্দ্র বেষ্টিত উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় আ'লা হযরত এর সাথে জ্বল জ্বল করছেন। তাই আ'লা হযরত এর প্রসঙ্গ আসলে তাঁদের কথাও চলে আসে নদীর বুকে কল্ললিত স্রোতের মত। মক্কা শরীফ, মদিনা শরীফ, আফ্রিকা, ভারত, পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশের যে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি থেকে খেলাফত (স্বীকৃতি তথা তরীক্বতের সনদ) লাভে ধন্য হয়েছেন তন্মেধ্যে থেকে প্রসিদ্ধ খলিফাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

➢ <u>মক্কায়ে মু'আজ্জামা ও মদিনায়ে মুনাওয়্যারা</u>

১. হযরত মাওলানা শায়খ সালেহ কামাল মক্কী

২. হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মাদ আব্দুল হাই মক্কী

৩. হযরত মাওলানা ইসমা'ঈল মক্কী

৪. হযরত সায়্যিদ মোস্তাফা মক্কী

৫. হযরত মাওলানা শায়খ আব্দুর রহমান মক্কী

৬. হযরত মাওলানা শায়খ মোহাম্মদ আবেদ মক্কী

৭. হযরত মাওলানা শায়খ আলী ইব্ন হোসাইন মক্কী

৮. হযরত মাওলানা শায়খ খলীল মক্কী

৯. হযরত মাওলানা শায়খ আবুল হোসাইন মুহাম্মাদ মির্জা মক্কী

১০. হযরত মাওলানা শায়খ আসাদ দোহান মক্কী

১১. হযরত মাওলানা শায়খ জামাল মক্কী

১২. হযরত মাওলানা শায়খ আব্দুল্লাহ মক্কী

---

[২৩]. মাওলানা আব্দুল মুজতাবা রেযভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯; ড. মাস'উদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

১৩. হযরত মাওলানা শায়খ বকর রফী মক্কী

১৪. হযরত সায়্যিদ আব্দুল্লাহ দেহলান মক্কী

১৫. হযরত মাওলানা শায়খ হাসান

১৬. হযরত সায়্যিদ সালেম

১৭. হযরত সায়্যিদ আলুওয়্যী

১৮. হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবু বকর

১৯. হযরত মাওলানা শায়খ আব্দুল ক্বাদির কিরদী মক্কী

২০. হযরত মাওলানা শায়খ মোহাম্মদ ইউসুফ

২১. হযরত মাওলানা শায়খ আব্দুল্লাহ ফরীদ

২২. হযরত সায়্যিদ মামুন বাররী মাদানী

২৩. হযরত সায়্যিদ মেহাম্মদ সাঈদ মাদানী

২৪. হযরত মাওলানা শায়খ ওমর মাদানী

২৫. হযরত মাওলানা শায়খ যিয়া উদ্দীন মুহাজির মাদানী, রাহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হিম আজমাঈন ।

- <u>আফ্রিকা</u>

২৬. হযরত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ আব্দুল হাই ইব্ন সায়্যিদ আব্দুল কবীর কাহ্তানী হাসানী ইদ্রিস ফারসী মুহাদ্দিস বেলাদে মাগরিব।

- <u>ভারত উপমাহাদেশ</u>

২৭. হযরত মাওলানা হাসান রেযা খান বেরলভী (আ'লা হযরতের মেঝ ভাই)

২৮. হযরত মাওলানা মোহাম্মদ রেযা খান বেরলভী (ছোট ভাই)

২৯. হযরত মাওলানা হামেদ রেযা খান বেরলভী (বড় সাহেব জাদা)

৩০. মুফতীয়ে আ'জম-এ হিন্দ মুহাম্মাদ মুস্তাফা রেযা খান বেরলভী (ছোট সাহেব জাদা)

৩১. হযরত মাওলানা হাসানাইন রেযা খান বেরলভী (ভাতিজা)

৩২. হযরত মাওলানা আমজাদ আলী আ'জমী (বাহারে শরিয়ত এর লিখক)

৩৩. হযরত সায়্যিদ নঈম উদ্দীন মুরাবাদী

৩৪. হযরত মাওলানা মোহাম্মদ যুফর উদ্দীন বিহারী

৩৫. হযরত মাওলানা সায়্যিদ আহমদ আশরাফ জিলানী কচুচবী

৩৬. হযরত মাওলানা আহমদ মুখতার সিদ্দিকী

৩৭. হযরত মাওলানা আব্দুল আহাদ ক্বাদেরী

৩৮. হযরত মাওলানা আব্দুল আলিম সিদ্দিকী মিরাঠী

৩৯. হযরত মাওলানা ওমর ইব্ন আবু বকর

Dhaka University Institutional Repository

৪০. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ শরীপ কুটলভী

৪১. হযরত মাওলানা সায়্যিদ মাহমুদ জান

৪২. হযরত মাওলানা ইমামুদ্দীন কুটলভ লোহরান

৪৩. হযরত মাওলানা গোলাম জান হাজরওয়ী

৪৪. হযরত মাওলানা আহমদ হোসাইন আমওয়াহী

৪৫. হযরত মাওলানা আব্দুস সালাম জবলপুরী

৪৬. হযরত মাওলানা বোরহানুল হক জবলপুরী

৪৭. হযরত মাওলানা মোহাম্মদ শফী বিসলপুরী

৪৮. হযরত মাওলানা ফতেহ আলী শাহ্

৪৯. হযরত মাওলানা আবুল বারকাত সায়্যিদ আহমদ ক্বাদেরী

৫০. হযরত মাওলানা আব্দুল আহাদ ক্বাদেরী

৫১. হযরত মাওলানা আব্দুল বাক্বী

৫২. হযরত মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ক্বাদেরি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হিম আজমাঈন।[২৪]

১.৩. (গ) শিক্ষাদান

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি শিক্ষা জীবন সমাপনান্তে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। অতঃপর তিনি বিশাল সমুদ্রতুল্য রচনা রাজ্যের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ফাতওয়া লিখনের ও প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ও যুগের চাহিদা বিবেচনা করে আজীবন এ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর পিতা আল্লামা নাকী আলী খান রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ 'মিসবাহুত তাহযীব' নামে ভারতের বেরেলী শহরে একটি আরবী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পরবর্তীতে এ মাদ্রাসাটি 'মিসবাহুল উলুম' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৮৯৪ সালে তিনি 'ইশা'আতুল উলুম' নামে আরো একটি আরবী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি এ প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে 'মানযারুল ইসলাম' নামে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।[২৫] তিনি স্বয়ং এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর জ্ঞান-গরিমার প্রভা, প্রজ্ঞার দীপ্তি, স্বতন্ত্র মহিমামন্ডিত গুণাবলী ও সুনামের গুঞ্জন চতুর্দিকে জনবিদিত হতে লাগল। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ছাড়াও মুসলিম ও বহিঃবিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকেও প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা এ জ্ঞান-গুলিস্তানে এসে জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন যে "তের বছর দশ মাস চার দিন বয়সেই আমার পাঠ্য জীবন শেষ হয়। অতঃপর কয়েক বছর ছাত্রদের পড়িয়েছি"।[২৬] উল্লেখ্য যে তিনি ছাত্রজীবনেই ছাত্রদের শিক্ষা

---

[২৪]. মাওলানা বদরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭-২২৯; ড. মাস'উদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৬

[২৫]. Dr. Muhammad Mas'ud Ahmed, *The reformer of the muslim world,* Karachi-Pakistan : Al-Mukhtar Publication, 1995, p. 34.

[২৬]. *আল-মুখতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

দিতেন। ফাতওয়া প্রদান ও গ্রন্থ রচনার কাজে ব্যস্ততার কারণে তিনি বেশীদিন শিক্ষকতা করতে পারেননি। ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষাদানের চেয়ে তাঁর সব্যসাচী হস্তের অসি ও কলমের অবদান অনেক বেশি। ফলিত জ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখায় তাঁর অবাধ বিচরণ মুখরিত হয়ে আছে।

১.৩. (ঘ) স্বনামধন্য ছাত্রবৃন্দ

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর ছাত্র সংখ্যা এত বেশি যে, তাঁদেরকে সঠিকভাবে নিরুপন করে সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অধিকাংশ ছাত্র তাঁর বরকতময় ও প্রজ্ঞাধী চিন্তাধারাকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে এ উপমহাদেশে হানাফী মাযহাবের চর্চা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।[২৭] ভারতীয় উপমহাদেশ, জাজিরাতুল আরব সহ বহিঃবিশ্বের যে সকল জ্ঞান-পিপাসু আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হয়েছেন তৎমধ্য থেকে প্রসিদ্ধ ছাত্রদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. হযরত মাওলানা হাসান রেযা খান বেরলভী (আ'লা হযরতের মেঝ ভাই)
২. হযরত মাওলানা মোহাম্মদ রেযা খান বেরলভী (আ'লা হযরতের ছোট ভাই)
১. হযরত মাওলানা হামেদ রেযা খান বেরলভী (আ'লা হযরতের বড় সাহেব জাদা)
২. মুফতীয়ে আ'যম হিন্দ মুহাম্মাদ মুস্তাফা রেযা খান বেরলভী (আ'লা হযরতের ছোট সাহেব জাদা)
৩. হযরত মাওলানা হাসানাইন রেযা খান বেরলভী (আ'লা হযরতের ভাতিজা)
৪. হযরত মাওলানা আমজাদ আলী আ'জমী (বাহারে শরিয়ত এর লিখক)
৫. হযরত মাওলানা মোহাম্মদ যুফর উদ্দীন বিহারী (হায়াতে আ'লা হযরতের লিখক)
৬. হযরত মাওলানা সায়্যিদ আহমদ আশরাফ জিলানী কচুচবী
৭. হযরত সায়্যিদ মুহাম্মাদ জিলানী কচুচবী
৮. হযরত মাওলানা সুলতান আহমদ খান
৯. হযরত মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আব্দুস সালাম জবলপুরী
১০. হযরত সায়্যিদ আমীর আহমদ
১১. হযরত মাওলানা আব্দুল আলিম মীরাঠী
১২. হযরত মাওলানা হাফিয একীন উদ্দীন
১৩. হযরত মাওলানা হাফিয আব্দুল করীম
১৪. মুফতী আবূ ইউসুফ মুহাম্মাদ শরীফ সিয়ালকোটি
১৫. হযরত মাওলানা এ্যায়ু'দ-দীন সিয়ালকোটি
১৬. হযরত মাওলানা শায়খ মুহাম্মাদ সা'ঈদ শাফি'ঈ (পবিত্র মক্কার মুফতি)
১৭. হযরত সায়্যিদ গোলাম জান জাম যৌধপূরী

---

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

১৮. হযরত মাওলানা সায়্যিদ নূর আহমদ চাটগামী

১৯. হযরত মাওলানা মুনওয়্যার হোসাইন

২০. হযরত মাওলানা ওয়ায়েজ উদ্দীন

২১. হযরত মাওলানা আব্দুর রশীদ আযীম আবাদী

২২. হযরত মাওলানা শাহ্ গোলাম মোহাম্মদ বিহারী

২৩. হযরত মাওলানা হাকীম আযীয গওছ

২৪. হযরত মাওলানা নওয়াব মিরযা

২৫. আবুল হাসনাত মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মাদ আহমদ ক্বাদেরী

২৬. হযরত মাওলানা কলন্দর আলী সোহরাওয়ার্দী

২৭. হযরত সায়্যিদ আইয়ূব আলী রেযভী

২৮. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন ফিরোজপুরী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হিম আজমাঈন প্রমূখ ।[২৮]

১.৩. (ঙ) গবেষণা ও রচনাবলীর বিষয়সমূহ

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি ধর্মতত্ত্ব, ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিভিন্ন শাখায় গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সর্ব বিষয়ে শাস্ত্রজ্ঞ এ জ্ঞানীর অর্জিত জ্ঞান ও গবেষণালব্ধ বিষয়ের সংখ্যা পঞ্চান্নের অধিক। যা তিনি ৮-ই সফর ১৩২৪ হিজরী মাওলানা সায়্যিদ ইসমা'ঈল খলিল মক্কী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি কে প্রদত্ত " الاجازة الرضوية لمبخل مكة البهيّة" নামক একটি আরবী সনদেও উল্লেখ করেছেন।[২৯]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণাধর্মী বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বর্তমানে তাঁর জ্ঞান-গবেষণা ও রচনাসমগ্রের বিষয়ের সংখ্যা ছিয়াত্তরোর্ধ (৭৬) পাওয়া যায়।[৩০] নিম্নে তাঁর একটি তালিকা প্রদত্ত হল:

১. ইল্‌মে কুর'আন

২. ইল্‌মে হাদীস

৩. উসূলে হাদীস

৪. ফিকহ্ শাস্ত্র (সব মাযহাবের)

৫. উসূলে ফিক্‌হ

---

২৮. ; মাওলানা ইয়াসিন আখতার মিসবাহী, *মাওলানা আহমদ রেযা আরবাবে ইলম ও দানীস কী নজর মে*, দিল্লী : দারুল কলম, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ৩৯; আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৫-১২৬; ড. মাস'উদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

২৯. ড. মাস'উদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৩০. *আল-মুখতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৬. হামদ ও না’ত

৭. জদল মুহাযযাব

৮. ইল্‌মে তাফসীর

৯. ‘আক্বাইদ

১০. ইলমুল কালাম

১১. ইল্‌মে নাহু

১২. ইল্‌মে ছরফ

১৩. ইল্‌মে মা’আনী

১৪. ইল্‌মে বায়ান

১৫. ইল্‌মে বদী‘ (আরবী ভাষার অলংকার শাস্ত্র)

১৬. ইল্‌মে মানতিক্ব

১৭. ইল্‌মে মুনাযারাহ (তর্ক শাস্ত্র)

১৮. ইল্‌মে ফালসাফা (দর্শন শাস্ত্র)

১৯. ইল্‌মে তাকসীর

২০. ইল্‌মে হাইয়্যাত (জ্যোতি বিদ্যা)

২১. ইল্‌মে হিসাব (গণিত শাস্ত্র)

২২. ইল্‌মে হিন্দাসা (জ্যামিতি বিদ্যা)

২৩. ইল্‌মে ক্বিরাত

২৪. ইল্‌মে তাজবীদ

২৫. ইল্‌মে তাসাউফ (সূফীতত্ত্ব)

২৬. ইল্‌মে সূলুক (তরীক্বত সম্পর্কিত)

২৭. আখলাক

২৮. আসমাউর রিজাল (হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী)

২৯. সিয়র

৩০. সাহিত্য (সর্ব বিষয়ে)

৩১. এ্যরিসমাত্বীক্বী (গণিত শাস্ত্রের একটি শাখা)

৩২. ইল্‌মে-ই-জাবার ও মুকাবালা

৩৩. হিসাবে-ই-সিত্তীনী

৩৪. লগারিদম (Logaritham)

৩৫. ইল্‌মে তাঁরক্বীত (সময় নির্ধারণী বিদ্যা)

৩৬. মুনাযারাহ ও মারায়া

৩৭. ইলমুল আকর

৩৮. ইলম-ই- যীজাত

৩৯. মুসাল্লাসে-ই-কুরভী

৪০. মুসাল্লাসে-ই-মুসাত্তাহ

৪১. হাইয়্যাত-ই- জাদীদাহ

৪২. মুরাববা'আত

৪৩. ইলম-ই-জাফার (ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা)

৪৪. জায়িরজাহ

৪৫. নযমে আরবী (আরবী পদ্য)

৪৬. নযমে ফার্সী (ফার্সী পদ্য)

৪৭. নযমে হিন্দি (হিন্দি পদ্য)

৪৮. নছরে আরবী (আরবী গদ্য)

৪৯. নছরে ফার্সী (ফার্সী গদ্য)

৫০. নছরে হিন্দি (হিন্দি গদ্য)

৫১. খত ও নসখ (লিখন পদ্ধতি)

৫২. খাত- ই- নাসতা'লিক (নাস্তালিক লিখন পদ্ধতি)

৫৩. তাজবীদ সহ তিলাওয়াত শিক্ষা

৫৪. ইলমুল ফরায়েজ

৫৫. ইলমুল আরুজ ওয়াল কাওয়াফী

৫৬. ইল্‌মে ত্বীব (চকিৎসাবিদ্যা)

৫৭. ইল্‌মে সওত (শব্দ বিদ্যা)

৫৮. ইল্‌মে নূর

৫৯. ইতিহাস

৬০. অভিধান শাস্ত্র

৬২. ইল্‌মে তবয়ী'আত

৬৩. ইল্‌মে আদভীয়্যাহ্‌

৬৪. ইল্‌মে মাআশিরাত (ইকোনোমিক)

৬৫. ইলমুল ইকতিসাদ (অর্থনীতি)

৬৬. ইল্‌মে তিজারত (ব্যবসা বিজ্ঞান)

৬৭. ইল্মে শুমারিয়াত (গণনানীতি)

৬৮. ইল্মে আরদিয়াত (ভূতত্ত্ববিদ্যা)

৬৯. ইল্মে জিওগ্রাফিয়াহ (ভূগোল শাস্ত্র)

৭০. ইল্মে সিয়াসত (রাজনীতি)

৭১. ইল্মে বায়ান আক্বয়াওয়ামী (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক)

৭২. ইল্মে আখলাকিয়াত (নীতি বিদ্যা)

৭৩. ইল্মে মাদানিয়াত

৭৪. ইল্মে কিমিয়া (ওয়াসায়ন শাস্ত্র)

৭৫. ইল্মুল আওক্বাফ

৭৬. ইল্ম-ই-নুজুম (নক্ষত্র বিদ্যা) ইত্যাদি ।[৩১]

১.৩. (চ) রচনাসমগ্র

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-গবেষণার জগতে একজন শ্রেষ্ঠ ও সফলতম ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনের একটি বৃহত্তম অংশ লেখা-লেখির মধ্যেই অতিবাহিত হয়। তাঁর লিখন ক্ষমতার এত জোর ছিল যে, একই সময়ে চারজন লেখক তাঁর পাণ্ডুলিপি নকল করে সারতে পারতেন না। হাজী ইমদাদ উল্লাহ মুহাজির-ই মক্কী রাহমাতুল্লাহি আ'লায়হি-এর প্রখ্যাত খলিফা শাহ্ কারামত উল্লাহ খান বলেছেন যে, আহমদ রেযা খান সেই মহান ব্যক্তি, যাঁর প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞান সমাজও মুখাপেক্ষী। তাঁর জ্ঞানের প্রশস্ততা এভাবে ছিল যে, তাঁর কোন গ্রন্থ রচনায় চারজন মুনসি লিখতে বসলে তিনি যে পারিমাণ রচনা করতেন, এ চারজন তা নকল করতে পরতেন না।[৩২] তাঁর সীমাহীন অধ্যায়ন, বিশ্লেষণ ও ক্ষুরধার লিখনীর দিকে তাকালে বিস্মিত হতে হয়। পাক-ভারত উপ-মহাদেশে পূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যেও গ্রন্থ রচনার দিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ কাউকে পাওয়া যাবে না। তাঁর রচিত সংখ্যার নিরুপনে বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী ১৯০৯ সালে তাঁর রচিত 'আলমুজমালুল মুআদ্দিদ লিতা'লিফিল মুজাদ্দিদ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি পঞ্চাশ (৫০)টি বিষয়ের উপর তিনশত পঞ্চাশ (৩৫০)টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে একশ (১০০)টি আরবী, সাতাশ (২৭)টি ফার্সী, এবং দুইশত তেইশ (২২৩)টি উর্দূ। পরবর্তীতে তিনি 'হায়াতে আ'লা হযরত' গ্রন্থে আ'লা হযরতের রচিত সংখ্যা ছয়শত (৬০০) এর অধিক উল্লেখ করেন।[৩৩]

---

৩১. ড. তাহেরুল ক্বাদেরী কৃত, অনুবাদক- মাওলানা বদিউল আলম রেযভী, *আ'লা হযরতের বৈচিত্রময় জ্ঞান পরিক্রমা*, চট্রগ্রাম : রেযা ইসলামিক একাডেমী, ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ১১-১২

৩২. ড. মুহাম্মদ মাস'উদ আহমদ, *হায়াত-ই-মাওলানা আহমদ রেযা বেরলভী(রহ.)*, ১ম সংস্করণ, সিয়ালকোট, পাকিস্তান : ইসলামী কুতুব খানা, ১৯৮১ খ্রি., পৃ. ২২১

৩৩. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, *আলমুজমালুল মুআদ্দিদ লিতা'লিফিল মুজাদ্দিদ*, পাটনা, ভারত : মাকতবা-ই-হানাফিয়্যা, ১৯০৯ খ্রি., পৃ. ১০

হুজ্জাতুল ইসলাম মুফাস্‌সিরে কুর'আন আল্লামা হামিদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি 'আদ্দওলাতুল মাক্কিয়াহ বিল মাদ্দাতিল গাইবিয়্যাহ' গ্রন্থের পার্শ্ব টিকায় লিখেছেন যে, ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি-এর রচনাবলী চারশত (৪০০)-এর অধিক। এতে বার (১২) খন্ডের 'ফাতাওয়া-এ রেযভিয়্যাহ'ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মাহ্‌নামা 'আল-মিযান' এ পঞ্চাশ (৫০) টি বিষয়ের উপর তাঁর রচিত পাঁচ শত আটচল্লিশ (৫৪৮) টি গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে।[৩৪] ড. হাসান রেযা খান তাঁর ফক্বীহে ইসলাম গ্রন্থে ছয়শ ছেষট্টি (৬৬৬) টির বিবরণ দিয়েছেন। 'আল্লামা ইজাজ 'আলী খান তাঁর একটি গ্রন্থে আ'লা হযরতের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা এক হাজার (১০০০)-এর অধিক উল্লেখ করে বলেন- هو صاحب التصانيف العالية أو التاليفات الباهرة التى بلغت أعدادها فوق الألف অর্থাৎ বিভিন্ন গ্রন্থের প্রণেতা ও সংকলক হিসাবে তিনি উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত যার রচনাবলীর সংখ্যা সহস্রাধিকে উপনীত হয়েছে।[৩৫]

আ'লা হযরত মৌলিক গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি পার্শ্ব টিকা ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন অসংখ্য। তাঁর পার্শ্ব টিকা ও ব্যাখ্যা লিখন ছাত্র জীবন থেকে শুরু হয়। নিম্নে তাঁর কয়েকটি বিষয় ভিত্তিক প্রসিদ্ধ মৌলিক গ্রন্থ ও ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হালো:

১.ইলমুল আক্বাইদ

১. اعتقاد الاحباب فى الجميل و المصطفى والآل والاصحاب
২. مطلع القمرين فى ابانة سبقة العمرين
৩. حياة الموات فى بيان سماع الاموات
৪. جزاء الله عدوه بانّه ختم النبوّة
৫. قوارع القهّار على المجسّمة الفجّار
৬. السوء والعقاب على المسيح الكذّاب
৭. حسّام الحرمين على منحرالكفر والمين
৮. الفيوض الملكّيّة لحب الدولة المكيّة
৯. البشرى العاجلة من تحف اجله
১০. تجلّى اليقين بانّ نبيّنا سيّد المرسلين
১১. سبحان القدوس عن تقديس نحس منكوس

---

৩৪. মাহনামা '*আল-মিযান*' ইমাম আহমদ রেযা সংখ্যা বোম্বে, ভারত : ১৯৭৬খ্রি., পৃ. ৩০৬-৩৪২

৩৫. মাওলানা বদিউল আলম রেযভী, *সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন*, চট্টগ্রাম : রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ, ৩য় সং., ২০১০, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

১২. عرش الاعزاز و الاكرام لاوّل ملوك الاسلام

১৩. ذبّ الاهواء الواهيّه فى باب الامير معاويّة

১৪. فتاوى القدوه لكشف دفين الندوه

১৫. ترجمة الفتوى وجه هدم البلوى

১৬. مبين احكام و تصديقات مرام

১৭. ثلج الصدر لايمان القدر

১৮. حاشية شرح فقه الاكبر

১৯. حاشية شرح المواقف

২০. حاشية شرح مقاصد

২১. سبحان عن عيب كذب مقبوح

২২. خلص فوائد فتوى

২৩. تمهيد الايمان بأيات القرأن

২৪. قهر الديان على مرتد بقاديان

২৫. دامان باغ سبحان السبوح

২৬. مقال العرفاء باعزاز الشرع و العلماء

২৭. الصارم الربّانى على اسراف القاديانى

২৮. لمعة الشمعة لهدى شيعة الشنعة

২৯. اخباريہ كى خبر گيرى

৩০. مبين الهدى فى نفى امكان مثل المصطفى (صلى الله عليه وسلم)

ইত্যাদি।[৩৬] উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলো ব্যতীত এ বিষয়ে আ'লা হযরতের আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে।

---

৩৬. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, *হায়াতে আ'লা হযরত*, ভারত : মারকাযে আহলে সুন্নাত বারাকাত রেযা, ২০০৩ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৫৫৫-৫৫৬

২. ইলমুল কালাম

৩১. ضوء النهاية في اعلام الحمد والهداية

৩২. المقال الباهر ان منكر الفقه كافر

৩৩. السعى المشكور فى ابداء الحق المهجور

৩৪. معتبر الطالب فى شيون ابى طالب

৩৫. مقامع الحديد على خد المنطق الجديد

৩৬. سل السيوف الهندية على كفريات باب النجدية

৩৭. شرح المطالب فى مبحث ابى طالب

৩৮. المعتمد المستند بناء نجاة الابد

৩৯. دفعة الباس على جاحد الفاتحة و الفلق و الناس

৪০. تنبيه الجهّال بابهام الباسط المتعال

৪১. الصمصام الحيدرى على حمق العيار المفترى

৪২. الجرح الوالج فى بطن الخوارج

৪৩. ظفر الدّين الجيّد ملقب به بطش غيب

৪৪. الاستمداد على أجيال الارتداد

৪৫. الكواكب الشهابيّة في كفريات ابي الوهابيّة

৪৬. ردّ الرفضة ইত্যাদি।[৩৭]

৩. ইল্‌মে তাজবীদ

৪৭. نعم الزاد لروم الضّاد

৪৮. الجام الصّاد عن سنن الضّاد ইত্যাদি

---

[৩৭]. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, ***হায়াতে আ'লা হযরত***, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৫৭-৫৫৮, ড. হাসান রেযা আ'যমী, ***ফক্বীহে ইসলাম***, করাচী : এদারায়ে তাহক্বীক্বাত ইমাম আহমদ রেযা, তা. বি., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

৪. ইল্‌মে তাফসীর

৪৯. حاشيّة تفسير الخازن

৫০. حاشيّة تفسير البيضاوى

৫১. حاشيّة الدرّ المنثور

৫২. حاشيّة عقائد عضدية

৫৩. حاشيّة عناية القاضى

৫৪. حاشية معالم التنزيل

৫৫. تفسير كنز الايمان

৫৬. تفسير و الضّحى

৫৭. تفسير باء بسم الله

৫৮. الزلال الانقى من بحر سبقة الاتقى

৫৯. الحجة المؤتمنة فى ايات الممتحنة

৬০. نائل الراح فى فرق الريح و الرياح

৬১. ابوار الحكم فى معانى معانى ميعاد و استجيب لكم

৬২. الصمصام على مشكك فى اية علوم الارحام

৬৩. النفحة الفائحة من مسك سورة الفاتحة

৬৪. حاشية الاتقان فى علوم القرأن للسيوطى (উলূমুত তাফসীর)

৬৫. جالب الجنان فى رسم أحرف من القرأن (রসমু খাত্তিল কুর'আন)

৬৬. انباء الحىّ انّ كتابه المصئون تبيان لكل شئ

৬৭. انوارالحلم فى معانى ميعاد استجيب لكم ইত্যাদি।[৩৮]

---

[৩৮]. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, *হায়াতে আ'লা হযরত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৬০; ড. হাসান রেযা আ'যমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

৫. ইল্‌মে হাদীস

৬৮. النجوم الثّواقب فى تخريج أحاديث الكواكب

৬৯. الروض الباهر فى آداب التخريج

৭০. البحث الفاحص عن طرق أحاديث الخصائص

৭১. سماع الاربعين فى شفاعة المحبوبين

৭২. تلألأ الافلاك بجلال حديث لولاك

৭৩. ذيل المدّعى لاحسن الوعا

৭৪. أنباء الحذّاق بمسالك النّفاق

৭৫. عذاب الإعداد فى مكفّرات حقوق العباد

৭৬. الهدية المباركة فى خلق الملائكة

৭৭. الأحاديث الرّواية لمدح أمير معاويّة

৭৮. الاجازة الرضويّة لمبذل مكّة البهيّة

৭৯. فصل القصّة فى رسم الإفتاء

৮০. حاشية الكشف عن تجاوز هذه الأمّة الألف

৮১. حاشية صحيح البخارى الشريف

৮২. حاشية صحيح مسلم الشريف

৮৩. حاشية جامع ترميذى الشريف

৮৪. حاشية سنن نسائ الشريف

৮৫. حاشية سنن ابن ماجه الشريف ইত্যাদি।[৩৯]

৬. ইল্‌মে উসূলে হাদীস

৮৬. الهادّ الكاف فى حكم الضّعاف

৮৭. مدارج طبقات الحديث

৮৮. الافادات الرضوية

[৩৯]. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, *হায়াতে আ'লা হযরত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৬৩-৫৬২

৮৯. حاشية فتح المغيث

৯০. شرح نخبة الفكر

৯১. الفصل الموهبى فى معانى اذا صحّ الحديث فهو مذهبى

ইত্যাদি।[৪০]

৭. ইল্‌মে উসূলে ফিক্‌হ

৯২. التّاج المكلّل فى انا ة مدلول كان يفعل

৯৩. السيوف المخيّفة على عائب ابى حنيفة

৯৪. سياط المودب على رقبة المستعرب

৯৫. البرق المخيف على بقاع طيب

৯৬. اطائب الصيّب على ارض الطيّب

৯৭. اعزّ النّكات بجواب سوال اركات ملقّب به الفضل الموهبى فى معنى اذا صح الحديث فهو مذهبى

৯৮. العطر المطيب على بقاع طيب

৯৯. الامة القاصفة لكفريات الملاطفة

১০০. الجائفة على تهافت الملاطفة ইত্যাদি।[৪১]

৮. ইল্‌মে ফিক্‌হ

১০১. نقاء النيره فى شرح الجوهره ملقّب به النيرة الوضيّة فى شرح الجوهرة المضيّة

১০২. الامر باحترام المقابر

১০৩. الاقامة القيامة على طاعن القيام لنبى تهامه

১০৪. حسن البراعة فى تنفيذ حكم الجماعة

[৪০]. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, *হায়াতে আ'লা হযরত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৬; ড. হাসান রেযা আ'যমী, *ফক্বীহে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

[৪১]. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৬৪

Dhaka University Institutional Repository

১০৫. النعيم المقيم فى فرحة مولد النّبى الكريم

১০৬. بذل الصفا لعبد المصطفى

১০৭. احكام الاحكام فى التناول من يد من له حرام

১০৮. انفس الفكر فى قربان البقر

১০৯. منير العين في تقبيل الابهامين

১১০. المقالة المسفرة عن احكام البدعة المكفّرة

১১১. المجمل المسدّد ان ساب المصطفى مرتد

১১২. اجود القرى لمن يطلب الصحّة فى اجارة القرى

১১৩. نسيم الصبا فى ان الاذان يحول الوباء

১১৪. الاحلى من السكر لطلبه سكرروسر

১১৫. جمال الاجمال لتوقيف حكم الصّلاة فى النعال

১১৬. منزع المرام فى التدار بالحرام

১১৭. معدل الزال فى اثبات الهلال

১১৮. طوالع النّور فى حكم السرج على القبور

১১৯. البارقة اللّمعا على سامد نطق بالكفر طوعا

১২০. جمل مجليه ان المكروه تنزيها ليس بمعصية

১২১. انوار الانتباه فى حل نداء يا رسول الله

১২২. انهار الانوار من يمّ صلاة الاسرار

১২৩. البسط المسجل فى امتناع الزوجة بعد الوطى للمعجل

১২৪. النّهى الاكيد عن الصّلاة وراء عدى التقليد

১২৫. صيقل الرين عن احكام مجاورة الحرمين

১২৬. ازكى الاهلال بابطال ما احدث الناس فى امر الهلال

১২৭. باب غلام المصطفى

১২৮. التحبير بباب التدبير

১২৯. احسن المقاصد فى بيان ماتنزمه عنه المساجد

Dhaka University Institutional Repository

১৩০. ازين كافل لحكم القعدة فى المكتوبة و النّوافل

১৩১. صفائح اللجين فى كون التصافح بكفى اليدين

১৩২. اعلام الاعلام بان هندوستان دار الاسلام

১৩৩. تبيان الوضوء

১৩৪. الحلاوة و الصّلاوة فى كلم توجب سجود التّلاوة

১৩৫. حكم رجوع من ولىّ فى نفقة العرس و الجهاز و الحلى

১৩৬. المنح المليحه فيما نهى من اجراء الذبيحه

১৩৭. الزر الباسم فى حرمة الزكاة على بنى هاشم

১৩৮. تجلى المشكوة لانارة اسئلة الزّكاة

১৩৯. التبصير المنجد بان صحن المسجد مسجد

১৪০. حك العيب فى حرمة تسويد الشيب

১৪১. حقة المرجان لمهم حكم الدّخان

১৪২. عباب الانوار ان لا نكاح بمجرّد الاقرار

১৪৩. الحجّة الفائحة بطيب التعيين و الفاتحه

১৪৪. سرورالعيد السعيد فى حل الدعاء بعد صلاة العيد

১৪৫. الصافية الموحية لحكم جلود الاضحيّة

১৪৬. الطره فى ستر العوره

১৪৭. الحرف الحسن فى الكتابة على الكفن

১৪৮. ابر المقال فى استحسان قبلة الاجلال

১৪৯. فتح المليك فى حكم التمليك ইত্যাদি।[৪২]

৯. ইল্‌মে ফযায়েল

১৫০. نفى الفىّ عمّن بنوره انار كلّ شئ

১৫১. سلطنة المصطفى فى ملكوت كلّ الورى

---

৪২. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, *হায়াতে আ'লা হযরত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.-৫৭৩ ৫৬৬

১৫২. اجلال جبرائيل يجعله خادما للمحبوب الجميل

১৫৩. منيّة اللّبيب فى انّ التشريع بيد الحبيب

১৫৪. اللؤلؤ المكنون فى علم البشير ما كان وما يكون

১৫৫. هدى الجيران فى نفىّ الفئ عن شمس الحسنى

১৫৬. العروس الاسماء الحسنى فيما لنبيّنا من الاسماء الحسنى

১৫৭. الامن و العلى لناعتى المصطفى بدافع البلاء

১৫৮. النفحة الفائحة من مسك سورة الفاتحة

১৫৯. شمول الاسلام لاباء الرّسول الاكرام

১৬০. انباء المصطفى بحال سر و اخفى

১৬১. مالى الحبيب بعلوم الغيب

১৬২. الموهبة الجديدة فى وجوه الحبيب فى موضع عديدة

১৬৩. منيّة المنيّة بوصول الحبيب الى العرش و الرؤية

১৬৪. الدّولة المكّية بالمادّة الغيبيّة

১৬৫. بدر الانوار فى اداب الاثار

১৬৬. قمر التّمام فى نفىّ الفئ عن سيّد الانام

১৬৭. سلام و سير

১৬৮. حدائق بخشش

১৬৯. حضور جان نور

১৭০. ابراء المجنون عن انتهاك علم المكنون

১৭১. ميل الهداة لبرء عين القذاة

১৭২. ماحية العيب بايمان الغيب

১৭৩. اراحة جوائح الغيب عن ازاحة اهل العيب

১৭৪. الجلاء الكامل لعين قضاة الباطل ইত্যাদি।[৪৩]

---

৪৩. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, *হায়াতে আ'লা হযরত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৮২-৫৮৩

Dhaka University Institutional Repository

১০.ইল্‌মে তাসাউফ

১৭৫. كشف الحقائق و اسرار الدقائق

১৭৬. ازهارالانوار من صبا صلاة الاسرار

১৭৭. حاشيّة اليواقيت و الجواهير

১৭৮. حاشية احياء العلوم

১৭৯. حاشية الابريز

১৮০. حاشية الزواجر

১৮১. حاشية مدخل لابن امير الحاج

১৮২. حاشية ميزان الشريعة الكبرى

১৮৩. مقال العرفاء بإعزاز الشرع و العلماء

১৮৪. طرد الرفاعى

১৮৫. جاه القصيدة البغدادية ملقب به الزمزمه القمريه

১৮৬. بوارق التلّوح من حقيقة الّروح

১৮৭. التلطّف بجواب مسائل التصوّف ইত্যাদি।[88]

১১. গণিত

১৮৮. المعنى المجلى للمعنى الظلىّ

১৮৯. كلام الفهيم فى سلاسل الجمع و التقسيم

১৯০. وجوه زوايا مثلث كروى

১৯১. مبحث المعادلة ذات الدرجة المثانيّة

১৯২. زويّة اللإختلاف المنظرة

১৯৩. حاشية خزانة الارض

১৯৪. المجمل الدائره فى خطوة الدائره

১৯৫. مسؤليات السهام ইত্যাদি।[৮৫]

[88] প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৮৮ ; ড. হাসান রেযা আ'যমী, *ফক্বীহে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

Dhaka University Institutional Repository

১২. ইল্‌মে সিয়র

১৯৬. جمان التّاج فى بيان الصّلاة قبل المعراج

১৯৭. نطق الهلال بارخ ولاد الحبيب و الوصال

১৯৮. حاشيّة همزيّه

১৯৯. الدلائل القاهره

২০০. منبة المنية بوصول الحبيب الى العرش و الرؤية ইত্যাদি।[৪৬]

১৩. ইল্‌মে মানাকেব

২০১. الكلام البهى فى تشبيه الصدّيق بالنّبى

২০২. مجير معظّم شرح قصيدة اكسير اعظم

২০৩. انجاه البرى عن الائمّه على علم سراج الائمّه

২০৪. سلسلة الذّهب نافية الارب

২০৫. وجد المشوق بجلوة اسماء الصدّيق والفاروق

২০৬. جميل ثناء الائمّة على علم سراج الامّة

২০৭. مناقب صدّيقة

২০৮. حمائد فضل رسول

২০৯. مدائح فضل رسول

২১০. اكسير اعظم

২১১. فضائل فاروق

২১২. نظم معطّر

২১৩. ذريعة قادريّة

২১৪. فتواى كرامات غوثية

২১৫. وظيفة قادريّة

---

৪৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৯৯; ড. হাসান রেযা আ'যমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

৪৬. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, *হায়াতে আ'লা হযরত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৮১

২১৬. حاشية بهجة الاسرار الشريف

২১৭. حاشية الفؤائد البهية فى تراجم الحنفية

২১৮. انجاه البرى عن وسواس المفترى

২১৯. مطلع القمرين فى ابانة سبقة القمرين

২২০. رفع العروش الخاويه من ادب الامير معاويه

২২১. تنزيه المكانة الحيدريه عن وصمة عهد الجاهلية ইত্যাদি।[৪৭]

১৪. ইল্‌মে তারিখ

২২২. اعلام الصّحابه الموافقين للامير معاويه ة و امّ المؤمنين

২২৩. جمع القرأن ويم عزوه لعثمان

২২৪. سرگذشت و ما جراے ندوه

২২৫. اول من صلى صلواة الخمس

২২৬. جمان التاج فى بيان الصلواة قبل المعراج

২২৭. حشية مقدمة ابن خلدون ইত্যাদি।[৪৮]

১৫. যাবার ও মুকাবালা

২২৮. رسالة جبر و مقابلة

২২৯. وجوه زوايا مثلث كرمى

২৩০. حاشية القواعد الجليلة

২৩১. حل المعالات لقوى المكبعات ইত্যাদি।[৪৯]

১৬. জ্যোতির্বিদ্যা

২৩২. معدن ملوى درسنين وعيسوى در وحى

২৩৩. طلع و غروب كواكب و قمر

---

৪৭. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, *হায়াতে আ'লা হযরত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৮৪, ড. হাসান রেযা আ'যমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯-২১০

৪৮. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৯২ ; ড. হাসান রেযা আ'যমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

৪৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬০৩; ড. হাসান রেযা আ'যমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

২৩৪. قانون رؤية أهلة

২৩৫. رئية الهلال ইত্যাদি।[৫০]

১৭. ইল্‌মে জাফার ওয়াত তাকসীর

২৩৬. الثواقب الرضويّة على الكواكب الدرية

২৩৭. الجداول الرضوية على الكواكب الدرية

২৩৮. الاجوبة الرضوية للمسائل الجفرية

২৩৯. اسهل الكتب فى جميع المنازل

২৪০. حشية الدرّ المكنون

২৪১. الحفر الجامع

২৪২. مجتلى العروس

২৪৩. اطائب الاكسير

২৪৪. رسالة در علم تكسير ইত্যাদি।[৫১]

১৮. দর্শন

২৪৫. الكلمة الملهمة

২৪৬. نزول ايات فرقان بسكون زمين و اسمان

২৪৭. سعين مبين بهر دور شمس وسكون زمين

২৪৮. شرح جغمينى

২৪৯. حاشية اصول طبعى

২৫০. فوز مبين بهر دور شمس و سكون زمين ইত্যাদি।[৫২]

---

৫০. আল-মুখাতর, প্রাগুক্ত,পৃ. ৫৬

৫১. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, *হায়াতে আ'লা হযরত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬০৬, আল্লামা বদরুদ্দীন আহমদ, *সাওয়ানেহে আ'লা*, বেরলভী : ক্বাদেরী কিতাব ঘর, ১৯৯৭ , প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২

৫২. আল-মুখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭; ড. হাসান রেযা আ'যমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

১৯. তর্ক শাস্ত্র

২৫১. النذير الهامل لكل جلف جاهل

২৫২. انتهار الهدى من شعوب الهوى

২৫৩. اجتناب العمّال عن فتاوى الجهّال

২৫৪. الجلاء الكامل لعين قضاة الباطل

২৫৫. البرق المخيب على بقاع طيب

২৫৬. العطر المطيب لبنت شفة الطيب

২৫৭. الامة القاصفة لكفريات الملاطفة

২৫৮. الجائفة على تهافت الملاطفه

২৫৯. سياط المودب على رقبة المستعرب

২৬০. ظفر الدين الجيد ملقب به بطش غيب

২৬১. ابراء المجنون عن انتهاكه علم المكنون

২৬২. ميل الهداة لبرء عين القذاة

২৬৩. الاسئلة الفاضلة على الطوائف الباطلة

২৬৪. مرسلات سنت و ندوه

২৬৫. صمصام سنيت بگلوئے نجديت ইত্যাদি।[৫৩]

২০.ইল্‌মে ফরায়েয

২৬৬. المقصد النافع فى عصوبة النصف الرّابع

২৬৭. طيب الامعان فى تعدد الجهات و الابدان

২৬৮. تجلية السلم فى مسائل من نصف العلم

২৬৯. هدم النصرانى و التقسيم الايمانى ইত্যাদি।[৫৪]

[৫৩] আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, *হায়াতে আ'লা হযরত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৯৩-৫৯৪

[৫৪]. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৭৬

Dhaka University Institutional Repository

২১. ইলমুল আদব

২৭০. صنائع مقامة مذاقية

২৭১. حمائد فضل رسول

২৭২. مدائح فضل رسول

২৭৩. سراپا نور

২৭৪. حضور جان نور

২৭৫. فضائل فاروق

২৭৬. اتحاف العلى

২৭৭. لغت واستعارات

২৭৮. نظم معطّر

২৭৯. صناعة بديعة

২৮০. عذاب ادنى بررد او ادنى

২৮১. امال الابرار والامّ الاشرار

২৮২. مشرقستان اقدس

২৮৩. سكين و نوره بر كاكل پرشاں ندوه ইত্যাদি।[৫৫]

২২. ইল্‌মে লুগাত

২৮৪. احسن الجلوه فى تحقيق الميل و الذّراع والفرسخ و الغلوه

২৮৫. فتح المعطى بتحقيق معنى الخاطى و المخطى ইত্যাদি।[৫৬]

২৩. ইল্‌মে সুলুক

২৮৬. الياقوتة الواسطة فى قلب عقد الرابطة

২৮৭. نقاء السلافة فى البيعة والخلافة ইত্যাদি।[৫৭]

---

৫৫. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, *হায়াতে আ'লা হযরত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৭৯; ড. হাসান রেযা আ'যমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২০৭

৫৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৮০

৫৭. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, *হায়াতে আ'লা হযরত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৮৬

২৪. ইলমে আখলাক

২৮৮. شرح الحقوق لطرح العقوق

২৮৯. مشعلة الارشاد الى حقوق الاولاد

২৯০. اعجب الامداد فى مكفرات حقوق العباد ইত্যাদি।[৫৮]

২৫. ইলমে আযকার

২৯১. ازهار الانوار من صبا صلاة الاسرار

২৯২. زهر الصّلاة من شجرة اكارم الهداة

২৯৩. العروس المعطار فى زمن دعوة الافطار

২৯৪. المنّة الممتازه فى دعوات الجنازة

২৯৫. ماقل وكفى من ادعية المصطفى صلّى الله عليه وسلّم

২৯৬. حاشية شفاء السقام

২৯৭. ذيل المدعا لاحسن الوعاء

২৯৮. الوظيفة الكريمة ইত্যাদি।[৫৯]

২৬. ইলমে তাওক্বীত

২৯৯. الانجب الانيق فى طرق التعليق

৩০০. زيج الاوقات للصوم و الصلوات

৩০১. تاج توقيت

৩০২. كشف العله عن سمت قبله

৩০৩. درء القبح عن درك وقت الصبح

৩০৪. سرالاوقات

৩০৫. تسهيل التعديل

৩০৬. درء القبح عن درك وقت الصبح

৩০৭. جدول الاوقات

---

৫৮. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৮৭; ড. হাসান রেযা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

৫৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৯০; ড. হাসান রেযা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২-২১৩

Dhaka University Institutional Repository

৩০৮. البرهان القويم على العرض و التقويم

৩০৯. استنباط الاوقات

৩১০. طلوع غروب نيرين

৩১১. رويت هلال رمضان

৩১২. جدول الضرب

৩১৩. جاشية جامعة الافقار

৩১৪. حاشية خزانة العلم

৩১৫. حاشية زبدة المنتخب ইত্যাদি।[৬০]

<u>২৭. ইল্‌মে হায়আত</u>

৩১৬. اقمار الانشراح لحقيقة الاصباح

৩১৭. الصراح الموجز فى تعديل المركز

৩১৮. جادة الطلوع و الحمر للسيارة و النجوم و القمر

৩১৯. مبحث المعادلة فات الدرية الثانية

৩২০. حاشية كتاب الصور

৩২১. حاشية طيب النفس

৩২২. حاشية تصريح

৩২৩. حاشية شرح چغمى

৩২৪. علو هيئت

৩২৫. شرح باكورة

৩২৬. رفع الخلاف فى دقائق الاختلاف ইত্যাদি।[৬১]

<u>২৮. ইল্‌মে আরাসমাতিকী</u>

৩২৭. الموهبات فى المربعات

৩২৮. البدور فى اوج المجذور

---

[৬০]. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, *হায়াতে আ'লা হযরত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৯৭; ড. হাসান রেযা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭-২১৭৮

[৬১]. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৯৮; ড. হাসান রেযা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩

৩২৯. كتاب الارثما طيقى ইত্যাদি।[৬২]

২৯. ইল্মে ওয়াফাক ও তাকসীর

৩৩০. الفوز بالامال فى الاوفاق والاعمال

৩৩১. اطائب الاكسير فى علم التكسير ইত্যাদি।[৬৩]

৩০. ইল্মে হিন্দাসা

৩৩২. الاشكال لاقيدس لنكس اشكال اقليدس

৩৩৩. اعالى العطايا فى الضلاع و الزوايا

৩৩৪. الجمل الدائره فى خطوط الدائره ইত্যাদি।[৬৪]

৩১. ইল্মে রিয়াদ্বী

৩৩৫. عزم اليازى فى جواهر الرّياضى

৩৩৬. جداول الرياضى

৩৩৭. ستّين و لوگارثم ইত্যাদি।[৬৫]

৩২. ইল্মে নাহু, ছরফ, আরুয:

৩৩৮. شرح هداية النحو

৩৩৯. حاشية علم الصيغة

৩৪০. حاشية ميزان الافكار ইত্যাদি।[৬৬]

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর পূর্ণমাত্রায় দক্ষতা ছিল, তাঁর রচনাণাবলীর নামকরণ একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। তিনি তাঁর অধিকাংশ রচনাবলীর সাথে আরবীতে এতো সুন্দর ও চমৎকার ভাবে চয়ন করেছেন। বিষয়বস্তুর সাথে কিতাবের নামকরণের যথার্থতা ও সার্থকতা ফুটে উঠেছে, যে কোন উৎসুক পাঠক তাঁর রচনা পাঠ করা মাত্রই খুশীতে বিমোহিত হয়ে যায়, সাথে সাথে ইমাম আহমদ রেযার রচনাশৈলী ও উপমা, উচ্চাঙ্গের শব্দ প্রয়োগ ও শব্দ চয়নে তাঁর

---

৬২. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী , *হায়াতে আ'লা হযরত*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬০০

৬৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৯৫-৫৯৬

৬৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬০২

৬৫. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬০১

৬৬. আল্লামা বদরুদ্দীন আহমদ, *সাওয়ানেহে আ'লা হযরত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১

Dhaka University Institutional Repository

সুনিপূণ দক্ষতা ও বর্ণনার উপস্থাপনায় বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। অধিকাংশ কিতাবের নাম করণে নিম্ন বর্ণিত বৈশিষ্ট্য পরিদৃষ্ট হয়:-

১. তাঁর রচিত প্রতিটি গ্রন্থের দু'টি অংশে বিন্যস্ত, উভয় অংশের শেষ অক্ষর অভিন্ন এবং উভয় অংশের শেষ শব্দাবলীর সুর ও ধ্বনিতেও অভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

২. প্রতিটি রচনার নাম যথার্থ ও অর্থবোধক।

৩. বিষয় বস্তুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

৪. আবজাদী হিসাব অনুযায়ী কিতাব রচনার সময়কালও অবগত হওয়া যায়।

১.৪. পারিবারিক জীবন

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি ১২৯১ হিজরী সনে উনিশ (১৯) বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর সহধর্মীনী ছিলেন জনাব শায়খ ফজল হোসাইন সাহেবের বড় সাহেবজাদী (এরশাদ বেগম)।[৬৭] তিনি দুই ছেলে এবং পাঁচ মেয়ে সন্তানের জনক ছিলেন। দুই সাহেবজাদা হলেন যথাক্রমে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাহ্ হামেদ রেযা খান (রহ.)[৬৮] এবং মুফতিয়ে আ'যম হিন্দ হযরত মাওলানা শাহ্ মুস্তাফা রেযা খান (রহ.)।[৬৯] আর পাঁচ সাহেবজাদী হলেন-

১. মুস্তাফায়ী বেগম

২. কানীজ হাসান

৩. কানীজ হোসাইন

৪. কানীজ হাসনাইন

---

৬৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৭

৬৮. হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ হামেদ রেযা খান(রহ.) ১২৯২ হিজরী মোতোবিক ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে রবিউল আউয়াল মাসে ভারতের বেরেলী শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ্ আহমদ রেযা খান(রহ.) তাঁকে খুবই ভালবাসতেন এবং বলতেন 'হামিদুন মিন্নি ও আনা মিন হামিদ'। স্বীয় পিতা থেকে ইল্‌মে হাদীস, ইল্‌মে তাফসীর, ইল্‌মে ফিক্‌হ এবং ইল্‌মে আকলী-নকলী সকল প্রকারের ইলম অর্জন করেন। তিনি ১৯ বছর বয়সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনী সনদ অর্জন করেন। ১৩২৩ হি./ ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে পিতা সমেত হজব্রত পালন করেন। ১৭ ই জামাদিউল আওল ১৩৬২ হি./ ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে সত্তর (৭০) বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'আস্ সারিমুর রব্বানী, সাদ্দুল ফিরার', হাশীয়া-ই-রেসালায়ে মোল্লা জালাল ও মাজমু'আ-ফাতওয়া' উল্লেখযোগ্য। (মাওলানা আব্দুল মুজতাবা রেযভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১; ড. মাস'উদআহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০)

৬৯. মুফতিয়ে আ'যম হিন্দ মুস্তাফা রেযা খান(রহ.) ২২ শে যিলহজ্ব ১৩১০ হি.মোতাবিক ১৮ ই জুলাই ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে সোমবার বেরেলী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় বড় ভাই শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ হামিদ রেযা খান, মাওলানা শাহ্ রহম ইলাহী মানগুরী ও মাওলানা বশির আহমদ আলী ঘহড়ী হতে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এবং পিতার নিকট হতে দ্বীনী ইল্‌মের বিভিন্ন শাখায় উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বেরেলীস্থ 'দারুল ইফতা আর-রেযভিয়্যাহ' ১৩২৮হি,/ ১৯১০খ্রি. হতে ফাতওয়া লিখনের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর রচনাবলী প্রায় ২৫ উর্ধে, তৎমধ্যে 'আল ফাতাওয়া মুস'তাফিয়্যা', 'তানবীরুল হুজ্জা', 'আল-হুজ্জাতুল বাহির'আ, 'আল-কাওলুল আজীব', ও 'তুরকুল হুদা' এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। তিনি ১৩-ই মাহরাম ১৪০২ হি. মোতাবিক ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে ৯২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। (মাওলানা আব্দুল মুজতাবা রেযভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩-৫২৬; *ইসালামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১)

Dhaka University Institutional Repository

৫. মারতুদায়ী বেগম।[৭০]

১.৩.অনুপম চারিত্রিক গুণাবলী

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি বাল্যকাল হতে ইসলামী শরী'আত ও সুন্নাতে নববীর পূর্ণ অনুগামী ও যথাযোগ্য পালনকারী ছিলেন। কোন দিন কোন ক্ষণেও ইসলামের বিধি-বিধানের চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম করেননি। সর্বদা জামাত সহকারে নামায আদায় করতেন এবং মাথায় পাগড়ি রাখতেন। কোন আগন্তুকের আগমনে তিনিই প্রথমে সালাম দিতেন অথচ তিনি যুগ শ্রেষ্ঠ আলিম ও অত্র অঞ্চলে ধন্যাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন যা প্রিয় নবী (দ.) এর আদর্শর প্রতিরূপ। তাঁর প্রেমাষ্পদ মহানবী (দ.)'র বংশধরদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এমনকি তিনি নিজ স্কন্ধে পালকিতে উত্তলিত করে নিমন্ত্রিত গৃহে নিয়ে যাওয়ার ইতিহাস রয়েছে। মক্কা ও মদিনার দিকে কোনদিন পা তাক করে বসতেন না। তিনি নিয়মিতভাবে পবিত্র নাম 'মুহাম্মদ' শাব্দের আকৃতিতে শয়ন করতেন। যখন কেউ বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্ করে তাঁর দরবারে হাজির হতো, তখন প্রথমে জিজ্ঞাসা করতেন- অসহায়দের আশ্রয়স্থল সায়্যিদে আলম রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবারে হাযির হয়েছে কিনা। যদি 'হ্যা' বলতো তবে তাৎক্ষণিকভাবেই তিনি তার কদমে চুমু খেয়ে নিতেন। আর যদি বলতো 'না' তবে তার দিকে আর ভ্রুক্ষেপও করতেন না। যখন কোন সুন্নী আলিমের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হতো, তখন তাকে দেখতেই তিনি খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে যেতেন। তাকে এমনভাবে সম্মান করতেন যে, তিনি নিজেকে তেমন সম্মানের উপযোগী মনে করতেন না।[৭১] তাঁর দরবার থেকে কোন ভিক্ষুক খালি হাতে ফিরতনা। বিধবাদের সাহায্য অভাবীদের অভাব পূরণের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে মাসিক একটা বিরাট অংক নির্ধারিত থাকতো। তিনি প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্ধৃত্ত টাকা হাতে রাখতেন না। তাই বছর শেষে তাঁর কোন যাকাত দেওয়ার প্রয়োজন হতনা। পরোপকার ও মানব সেবায়ই ছিল তাঁর চরিত্রের প্রধান ভূষণ। কারো উপকারের ক্ষেত্রে পূর্ব পরিচিতি কিংবা সামান্য সম্পর্কেরও প্রয়োজন অনুভব করতেন না। তিনি মনে করতেন মুসলমান ভাই হওয়াটাই বড় পরিচয়। জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ইংরেজদের অযৌক্তিক বিচার ব্যবস্থাকে ঘৃণা করতেন। মানুষকে সহজে ক্ষমা করে দিতেন। ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে মানুষকে হেদায়ত করতেন। তাঁর ওয়াজ ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ও য়াসাল্লাম-এর প্রেমে পূর্ণ। তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট মানুষ সৎপথের সন্ধান পেতেন।[৭২]

তিনি সাধারণত বছরে তিন বার বক্তব্য প্রদান করতেন। এক. মাদ্রাসা-ই-আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বাহারী পুরের বিদায়ী ছাত্রদের দস্তারে ফযীলত দানের সময়, দুই. ১২-ই রাবিউল আউয়াল সকাল ৮ টায় তিন. ১৮ ই জিলহজ্ব শায়খ সায়্যিদ আলে রাসূল রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি-এর বার্ষিক ওরস মাহফিলে।[৭৩]

---

৭০. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৯; মাওলানা আব্দুল মুজতাবা রেযভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬০; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১

৭১. *আল-মুখতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

৭২. *আল-মুখতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৭৩. ইয়াসীন আখতার মিসবাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

১.৬. সংস্কার কার্যক্রম

১.৬ (ক) মুজাদ্দিদের পরিচয়

মহান আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত একমাত্র দ্বীন ইসলাম তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বিদা ও আমলকে কিয়ামত পর্যন্ত হিফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুদরতের হাতে রেখেছেন। ফলে আল্লাহ্র প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মাধ্যমে নবুয়্যতের ধারা সমাপ্তি হওয়ার পরও দ্বীন হিফাযতের অন্যতম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- انّ الله تعالى يبعث لهذه الأمّة على رأس كلّ مائة سنة من يجدّد لها دينها 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক শতাব্দীর শেষভাগে এ উম্মতের দ্বীনের সংস্কারের জন্য একজন 'মুজাদ্দিদ' প্রেরণ করে থাকেন'।[৭৪]

মুজাদ্দিদ আরবী শব্দ তাজদীদ থেকে নির্গত যার অর্থ সংস্কারক। মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন তার গ্রন্থে আল্লামা হক্কী প্রদত্ত সংজ্ঞা তুলে ধরেন এভাবে- معنى التّجديد الاحياء مما اندرس من العمل بالكتاب و السنّة و الامر بمقتضاها 'তাজদীদ মানে কুরআন-সুন্নাহ্র যে হুকুম বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তা পুনঃর্জীবিত করা এবং কুর'আন-সুন্নাহ্র দাবী অনুযায়ী (শর'ঈ) বিধান জারী করা'।[৭৫] ইমাম নববী (রহ.) বলেন- اى يبين السنة من البدعة و يذلّ اهلها অর্থাৎ 'মুজাদ্দিদ' সুন্নাত থেকে বিদ'আতকে পৃথক করেন এবং বিদ'আতীকে অপদস্থ করেন।[৭৬]

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন প্রতি শতাব্দীতে এক একজন মুজাদ্দীদ প্রেরণ করে তাঁর দ্বীনকে পূনঃজীবন দান ও সংস্কার করার জন্য। যে মুজাদ্দিদ হবেন তার কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে একজন আলিম বা ফক্বীহ্ মুজাদ্দিদ হতে পারেন।

<u>মুজাদ্দিদের বৈশিষ্ট্যাবলী:</u>

১. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়া,

২. আল্লাহ্ ভিরু হওয়া,

৩. শরী'আত-তরীক্বতের পূর্ণ অনুসারী হওয়া,

৪. যুগশ্রেষ্ঠ আলিম হওয়া,

৫. ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হওয়া,

৬. সত্য প্রকাশে আপোষহীন হওয়া,

৭. ধর্মপ্রচারে নির্লোভ হওয়া,

---

৭৪. ইমাম আবু দায়ূদ সুলাইমান ইব্ন আশআছ আল-সিজিস্তানী, *সুনানু আবি দায়ূদ*, কাহেরা : দারুল হাদীস, তা. বি., খ, ৪, পৃ. ১৮৫৩, হাদীস নং- ৪২৯১; ওলিয়্যুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আল-খতীব আত্-তাবরীযী, *মিশকাতুল-মাসাবীহ্*, লাহোর : মাকতাবাহ্ মুস্তফায়ী, তা. বি., পৃ. ৩৬

৭৫. মওলানা নেজাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

৮. সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গজে উঠা মন্দ বিদ'আত ও কুসংস্কারের মুলোৎপাটনে বলিষ্ঠ প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া,

৯. শরী'আত বিরোধী ও অশ্লীল কাজ হতে দূরে থাকা,

১০. বিশেষভাবে একশ শতাব্দির শেষাংশে এবং পরবর্তী শতাব্দির শুরুতে তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর বিকাশ ও সর্বজন স্বীকৃত হওয়া,

১১. এক পর্যায়ে সমসাময়িক প্রসিদ্ধ আলিম-দার্শনিকগণ তাকে মুজাদ্দিদ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।[৭৭]

১.৬. (খ) মুজাদ্দিদগণের তালিকা

বিগত চৌদ্দশত বৎসরে আগত শতাব্দীর মুজাদ্দিদগণের তালিকা এবং তাঁদের সংক্ষিপ্ত সংস্কারের কর্ম নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ

হযরত ওমর ইব্ন আব্দুল আযীয (রা.) (মৃ. ১১২হি.), তিনি ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদার পঞ্চম খলিফা। তিনি তাঁর শতাব্দীতে ১২ বছর পেয়েছিলেন। তাঁর যুগের পথভ্রষ্ট খারিজী সম্প্রদায়ের চক্রান্ত মূলোৎপাটন করে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

২. দ্বিতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ

হযরত ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.) (মৃ. ২৩০হি.)। তিনি মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের গোমরাহী থেকে মুসলামানদেরকে রক্ষা করেন। কুর'আন সৃষ্ট বিষয়ক (খলকে কুর'আন) ভ্রান্ত আক্বিদা বিশ্বাস থেকে মুসলিম উম্মাহকে হেফাজত করেন।

৩. তৃতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ

ইমাম আহমদ নাসায়ী (রহ.) (মৃ. ৩৪০হি.)। তিনি জাহমিয়া নামক বাতিল ফিরকার ভ্রান্ত আক্বিদার মূলোৎপাটন করেন। জাহমিয়া সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত আক্বিদা ছিল (ক) সৃষ্টিকর্তা দু'জন একজন হলো ভাল কাজের স্রষ্টা আরেকজন মন্দ কাজের স্রষ্টা। (খ) কবরের আযাব বলতে কিছুই নেই (নাউজু বিল্লাহ্)।

৪. চতুর্থ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ

হযরত ইমাম বায়হাকী (রহ.) এবং হযরত ইমাম বাকিল্লানী (রহ.)। তাঁরা দু'জনই সমসাময়িক। তাঁরা রাফেজী সম্প্রদায়ের কুফরী আক্বিদা থেকে মুসলিম মিল্লাতকে রক্ষা করেন। তেহরান ও লেবাননে ইসলামী সংস্কার আন্দোলন জোরদার করেন এবং ইসলামী পতাকা উড্ডীন করেন।

৫. পঞ্চম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ গাযালী (রহ.) (মৃ.৫৬০হি.)। তিনি ক্বদরিয়া ফিরকার বাতিল আক্বিদা থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করেন।

---

৭৭. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, *আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা(রহ.)-এর সংস্কার ও চিন্তাধারা*, ভৈরব : *ছোবহানিয়া দরবার শরীফ*, ২০১০খ্রি., পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

৬. ষষ্ঠ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ
ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি (রহ.)। তিনি জাহমিয়া ফিরকা এবং গ্রীক দর্শনের প্রভাব থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করেন। পৃথিবী শাশ্বত চিরন্তন হওয়া সম্পর্কিত ভ্রান্ত আক্বিদা বিষয়ক চিন্তাধারা খণ্ডন করেন। ইসলামী দর্শনের আলোকে পৃথিবী ধ্বংসশীল হওয়া প্রমাণ করেন। ইসলামী আক্বিদার আলোকে গ্রীক দর্শনের অসারতার খণ্ডন করেন।

৭. সপ্তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ
ইমাম তক্বি উদ্দীন ইব্‌ন দক্বীক আব্দী (মৃ. ৭৭০হি.)। তিনি ভারত বর্ষের অনেক অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটান। ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে তিনি সিরিয়া থেকে ভারতে হিজরত করেন।

৮. অষ্টম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ
হাফেজ ইব্‌ন হাজর আসকালানী (রহ.) (মৃ. ৮১৫হি.)। তিনি বাহায়ী ধর্মের তৎপরতার মূলোৎপাটন করেন।

৯. নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ
ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)। তিনিও গ্রীক দর্শনের বিস্তৃত প্রভাব থেকে উপরন্ত নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহীতার বহুমুখী চক্রান্ত প্রতিহত করে মুসলামানদের আক্বিদাকে রক্ষা করেন।

১০. দশম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ
মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.)। তিনি বাদশাহ্ আকবরের দ্বীনে ইলাহীর সিংহাসন নিশ্চিহ্ন করেন।

১১. একাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ
হযরত শায়খ আহমদ ফারুকী সিরহিন্দি (রহ.) (মৃ. ১০৩৪হি.)। তিনি বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের কুফরী শাসন ব্যবস্থার তীব্র বিরোধীতা করেন।

১২. দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ
ইমাম মুহিউদ্দীন আওরঙ্গজেব শাহেন শাহে হিন্দ (রহ.) (মৃ. ১১১৭হি.)। তাঁর গোটা জীবন নাস্তিক মুরতাদ খোদাদ্রোহী অপশক্তির মোকাবিলায় অতিবাহিত করেন।

১৩. ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ
হযরত শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) (মৃ. ১২৩৯হি.)। তিনি ইল্‌মে হাদিসের প্রচার প্রসার ঘটান, খোদাদ্রোহী কুফরী শক্তির মূলোৎপাটন করেন।

১৪. চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ
আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ্ আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী (রহ.)(মৃ. ১৩৪০হি.)।[৭৮]

একজন মুজাদ্দিদ হওয়ার জন্য যতগুলো বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার প্রয়োজন সবগুলো যথার্থরুপে পাওয়া যায় আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর জীবনে। তাঁর সহস্রাধিক ক্ষুরধার রচনাবলী ও জ্বালাময়ী বক্তব্যের মাধ্যমে সকল প্রকার ঈমান বিধ্বংসী কার্যক্রম ধুলিসাৎ হয়ে যায়। ইল্‌মে 'আক্বাঈদ ও কালাম-এর খিদমত লক্ষ করলে তিনি একজন সার্থক মুজাদ্দিদ, ইল্‌মে ফিক্বহ ও ফাতওয়ার খিদমতের প্রেক্ষিতে

---

৭৮. অধ্যক্ষ মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন কর্তৃক সম্পাদিত, *মাসিক তরজুমান*, চট্টগ্রাম : আন্‌জুমান-এ-রহ্‌মানিয়া সুন্নিয়া, ডিসেম্বর-২০১৪ খ্রি., ৩৬ তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৭-৮

একজন সফল মুজতাহিদ এবং ইল্‌মে তাসাউফ ও তরীক্বতের খিদমতের পর্যালোচনায় একজন সফল মুসলিহ। সব্যসাচী, কলম সম্রাট, চলন্ত বিশ্বকোষ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর বহুমুখী প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম, দার্শনিক, মুফাস্‌সির ও হাদীস বিশারদগণ তাঁকে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খুল আরব ওয়াল আ'যম, আল্লামা ইসমা'ঈল বিন খলীল আ'লা হযরত সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন- لو قيل فى حقّه أنه مجدّد هذا القرن لكان حقا و صدقا অর্থাৎ যদি তাঁর (ইমাম আহমদ রেযা খান) সম্পর্কে বলা হয়, তিনি এ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ছিলেন, তাহলে একথা বলা সত্য হবে'।[৭৯] শায়খ মূসা শামী আল-আযহারী আহমদ দরদেরওয়ী মাদানী আ'লা হযরত সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন- هوامام المحدّثين المجدد لهذه الامّة 'তিনি (আ'লা হযরত) ইমামদের ইমাম এই জাতির মুজাদ্দিদ'।[৮০] উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ আলিম, শামসুল মুনাযিরীন, মুজাহিদে আ'যম, আশিক্বে রাসূল-ই আকরাম, ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাযী সায়্যিদ মুহাম্মদ আযীযুল হক শে'রে বাঙলা আল-ক্বাদেরী (রহ.) তাঁর অনবদ্য দিওয়ান ' দিওয়ান-ই আযীয' এর মধ্যে কাব্যিক ছন্দে আ'লা হযরতেকে মুজাদ্দিদ বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন-

دافع كفر و ضلالت رہبر راہ ہدی

عہد حاضر را مجدد آں امام باصفا

কুফর ও পথভ্রষ্টতাকে দূরীভূতকারী, হিদায়তকামীদের পথপ্রদর্শক,

তদুপরি, বর্তমান যুগের মুজাদ্দিদ হলেন ওই পবিত্র ইমাম।[৮১]

অর্থাৎ তিনি ছিলেন গোমরাহী ও কুফরীর প্রতিরোধকারী পক্ষান্তরে সঠিক পথের প্রদর্শক। সত্যিকার অর্থে বর্তমান যুগের মুজাদ্দিদবা সংস্কারক।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) একাধারে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা এবং তাসাউফ-তরীক্বত সর্বক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। নিম্নে তাঁর সংস্কারধর্মী কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

১.৬. (গ) ধর্মীয় সংস্কৃতির সংস্কার

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) ইসলামী 'আক্বাঈদগত বিষয়াদির ক্ষেত্রে সর্বদা পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসরণ করতেন। তাঁর যুগের ধর্মীয় জীবন যাপনে শরী'আত পরিপন্থী কার্যকলাপ, অভ্যাস অনুমোদিত প্রচলিত প্রথার তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করেছিলেন। তাঁর কতিপয় ধর্মীয় সংস্কৃতির সংস্কারগুলো নিম্নরুপ:

---

৭৯. অধ্যাপক মুহাম্মদ মাস'উদআহমদ, ***"ইমাম আহমদ রেযা আওর তাজদীদ ইসলাহ"*** ইয়াসীন আখতার মিসবাহী সম্পাদিত ***'মাহনামা হিজায-ই-জাদীদ'***, দিল্লী, ভারত : ৯ম ও ১০ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৮৯, পৃ. ৪১

৮০ মুহাম্মদ বাহাউদ্দীন শাহ্‌, ***ইমাম আহমদ রেযা মুহাদ্দিস বেরেলভী আওর ওলামায়ে মক্কা মুকার্‌রামাহ্‌ রহিমাহুল্লাহ্‌***, করাচী : এদারায়ে ইমাম আহমদ রেযা ইন্টারন্যাশনাল, প্রথম সং.২০০৬, পৃ. ৮

৮১. সায়্যিদ মুহাম্মদ আযীযুল হক শে'রে বাঙলা আল-ক্বাদেরী কৃত, বাংলা অনুবাদক- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, *দিওয়ান-ই আযীয*, , চট্টগ্রাম : নিউ কনসেপ্ট লিমিটেড, প্রথম সং. ২০০৯, পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

১. দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় পালনের প্রতি গুরুত্বারোপ

কিছু লোক ইসলামী জীবন যাপনের নামে ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত বিষয়গুলোকে পরিহার করে কতিপয় মুস্তাহাবকে প্রাধান্য দান করত। ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর দৃষ্টিতে এ আচরণ ইসলামী শরী'আতের সাথে উপহাসের নামান্তর এবং এসব আমলের দ্বারা পুণ্যের আশা করা মূর্খতার নামান্তর। শরী'আতের দৃষ্টিতে এসব আমল গুরুত্বহীন। এতদ্ বিষয়ে তিনি গাউসুল আ'যম হযরত আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রহ.)-এর 'ফতহুল গায়ব' গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করে এক স্থানে লিখেছেন যে, 'যদি কেউ শরী'আতের ফরয কার্যাদি আদায়ের পূর্বে সুন্নাত ও নফল পালনে ব্যস্ত হয়, তবে ওই সুন্নাত ও নফল কবুল করা হয় না বরং তিরস্কারের উপযোগী হয়'।[৮২]

২. তা'জিমী সাজদা (সম্মানার্থে কাউকে সিজদা করা) প্রাসঙ্গ

বাংলাদেশ সহ সারা ভারত উপমহাদেশে অজ্ঞতার দরুণ একজন আরেকজনের মাথায় কপাল ঠেকায়, আবার অনেককে বিভিন্ন ওলী-আউলিয়ার কবরে সিজদা দিতেও দেখা যায়। এ কাজটা জঘন্য গুনাহ্। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) 'আযযুবদাতুয যাকীয়্যাহ্' ফী তাহ্রীমে সুজুদুত তাহীয়্যাহ' রচনা করে গোমরাহীর তীরে দাঁড়ানো মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে কুর'আন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস ছাড়াও যুক্তি ও বিজ্ঞান দিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও বিজ্ঞানময়ভাবে সুজুদুত তাহীয়্যাহ হারাম ফাতওয়াহ দিয়েছেন।[৮৩]

৩. তাঁওয়াফ করা ও কবরে চুমো দেয়া প্রসঙ্গ

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) আহকামে শরী'আতের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় ফাতওয়া দিয়েছেন 'তা'জিমী সিজদার' মত মাযারের তাঁওয়াফ করা নাজায়েজ। কেননা তাওয়াফ সমূহের মধ্যে তাঁওয়াফ করা একমাত্র খানায়ে কা'বার জন্যই নির্দিষ্ট। মাযার সমূহকে চুমো দেয়া থেকেও বেঁচে থাকা চাই। কেননা এতে সম্মানের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত (বাড়াবাড়ি) করা হয়।[৮৪]

৪. রুকুর ন্যায় নত হওয়া প্রসঙ্গে

অতি ভক্তি করতে গিয়ে অনেককে দেখা যায়, কোন কবর বা মাযারের সামনে রুকুর মত ঝুঁকে পড়ে। এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) বলেন-'মাযার সমূহে সিজদা করা এবং এর সামনে চুমো দেয়া হারাম। আর রুকুর পর্যন্ত ঝুঁকে পড়া মামনু (নিষিদ্ধ)'। তিনি আরো বলেন- 'যিয়ারতের সময় না দেওয়ালে হাত লাগাবে, না চুমো দেবে, না একে জড়িয়ে ধরবে, না এর তাঁওয়াফ করবে। আর না মাটি চুম্বন করবে। এসব বিদ'আতে কবীহা বা গর্হিত বিদ'আত'।[৮৫]

৫. ঘরে ছবি রাখা প্রসঙ্গে

বর্তমানে অধিকাংশ লোকের ঘরে প্রাণীর ছবি লাগানোর প্রথা দেখা যায়। অনেক অশিক্ষিত লোক তাবারুক মনে করে বুরাকের ছবি টাঙ্গিয়ে রাখে। তিনি এ ধরনের আমলকে কঠিনভাবে নিষেধ

---

৮২. মাওলানা নেজাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭

৮৩. ইমাম আহমদ রেযা, *ফাতাওয়া-এ রেযভিয়্যাহ্*, লাহোর : রেযা ফাউন্ডেশন-২০০৬, খ. ২২, পৃ, ৪৩৭

৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭২

করেছেন। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র না'লাইন শরীফের নকশা ও সবুজ গুম্বাদের প্রতিচ্ছবি রাখাকে বৈধ ও ভালো বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৮৬]

৬. চেহলাম ও ফাতিহাখানি প্রসঙ্গে

ইসলামী সমাজে ফাতিহা, বার্ষিক দিবস, চেহলাম ইত্যাদি প্রচলিত রয়েছে। তিনি এগুলোর ভিত্তিকে বৈধ বলেছেন, তবে এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় কার্যাদি অবৈধ ঘোষণা করেছেন।

৭. মহিলাদের মাযার শরীফে গমন ও পর্দা প্রসঙ্গে

বর্তমান সমাজে মুহরিম ও অমুহরিম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, চলাফেরাসহ কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য নারীদের কবরে যাওয়া ইত্যাদি প্রচলিত বিদ'আতের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করেছেন। ১৮৯৭ সালে এ জাতীয় একটি বিষয়ের প্রশ্ন উত্তরে 'মুরুজন্নিসাা লিখুরুজিন্নিসা' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করে এ অপসংস্কৃতি রোধ করার চেষ্টা করেছিলেন।[৮৭]

৮. কবরে বাতি জ্বালানো প্রসঙ্গে

কবরে অপ্রোয়জনীয় বাতি জ্বালানোকে তিনি অপচয় ও বিদ'আত আখ্যায়িত করেছেন। তবে কবর যদি মসজিদ অথবা রাস্তার পাশে হয় তাহলে বৈধ। কারণ, এতে নামাযী ও মুসাফিরের উপকার হতে পারে। অনুরুপভাবে কবরে আগরবাতি ও লোবান জ্বালানোকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি এটাকে অর্থনৈতিক অপচয় বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৯. কবরে চাদর চড়ানো প্রসঙ্গে

আওলিয়া-এ কেরামের কবরে শর্ত সাপেক্ষে চাদর চড়ানো বৈধ বলেছেন। যেন সাধারণ লোক তাঁদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে বরকত ও ফয়ুজাত লাভে ধন্য হতে পারে।

১০. সেমা- কাউয়ালী প্রসঙ্গে

বর্তমান সমাজে খানকা শরীফ অথবা আওলিয়া-এ কেরামের মাযার সমূহে ওরস উপলক্ষে বাদ্যযন্ত্রসহ কাওয়ালী পরিবেশনের প্রথা রয়েছে। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বাদ্যযন্ত্রসহ সেমা ও কাউয়ালীকে নিষেধ করেছেন। তবে বিশেষ ব্যবস্থাধীন বাদ্যযন্ত্র ছাড়া কাওয়ালী বৈধ। কিন্তু এতেও শরী'আতের সীমারেখা রয়েছে।

১১. আত্শবাজি প্রসঙ্গে

বিবাহ, শবে-বরাত ও ঈদ উপলক্ষে অনেক জায়গায় আত্শবাজি পুড়ানোর রেওয়াজ বর্তমানে সমাজে একটি অপসংস্কৃতি। তিনি এ প্রথাকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং এ ধরণের বিবাহ অনুষ্ঠানে যেতে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে 'হাদীয়ুন্নাছ ফী রুছুমীল আরাছ' নামে একটি পৃথক পুস্তিকা রচনা করেন।

---

৮৬. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ২১, পৃ. ৪২৫

৮৭. প্রাগুক্ত, খ. ২১, পৃ. ২৪৯

১.৬.(ঘ) সমাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীনে মিল্লাত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কখনো রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। তাঁর রচিত রাজনৈতিক গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করলে এ ক্ষেত্রে তাঁর সূক্ষ্ম জ্ঞান অনুমিত হয়। সমকালীন সমাজে তিনি রাজনৈতিক পরামর্শক হিসেবে বিবেচিত হতেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ছিল সুস্পষ্ট। পাক-ভারত উপমহাদেশে তিনি ছিলেন দ্বিজাতিতত্ত্বের অন্যতম উদ্ভাবক। শেষ পর্যন্ত তিনি এ নীতিতেই অটল ছিলেন। সর্বদা হিন্দুদের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, গোপন উদ্দেশ্য ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য আন্দোলনের ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে মুসলমানদের সচেতন করতেন। ইসলামে গাভীর কুরবানী প্রথা প্রাচীন নির্দশন। পাক-ভারত উপমহাদেশের পূর্ব থেকেই এর প্রচলন ছিল। সম্রাট আকবরের আমলে এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়।[৮৮] সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে মুজাদ্দিদ-ই আলফ সানীর প্রচেষ্টায় পুনরায় এ বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করা হয়। মুজাদ্দিদ-ই আলফ সানী (রহ.)-এর জীবদ্দশায় সম্রাট জাহাঙ্গীর গাভী কুরবানীর মাধ্যমে এ আইন বিলুপ্তি করেন। ১৮৫৭ সালের পর হিন্দুরা পুনরায় গাভী কুরবানীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের চেষ্টা করে। এ বিষয়ে মুসলিম পন্ডিতগণের ফাতওয়াও চাওয়া হয়েছিল। ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) এ নিষেধাজ্ঞার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তাদের দাবির খণ্ডনে ১৮৮০ইং সালে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ তুলে ধরে 'আনফাসূল ফিকির ফি কুরবানিল বাকার' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। অথচ এ উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ মুফতি মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্মৌভী সাদাসিদেভাবে উত্তর দিয়েছিলেন যে, গাভী যবেহ ওয়াজিব নয়; ছেড়ে দিলে ক্ষতিও হবে না। অবশ্য তিনি পরবর্তীতে ইসলাম সম্পর্কে হিন্দুদের এ ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে তাঁর অভিমত প্রত্যাহার করে বলেছিলেন যে, গাভী যবেহ ইসলামের প্রাচীন নির্দশন। একে ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। ১৯১৯সালে খিলাফত আন্দোলনে কংগ্রেস প্রধান মদন মোহন ও মুসলিম লীগ প্রধান আযম খান সহ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের রাজনৈতিক প্লাটফর্মে পুনরায় গো হত্যা নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব করে। ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবির চরম বিরোধিতা করেন।

ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) অবিভক্ত ভারতকে দারুল ইসলাম বলে দাবি করতেন। মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্মৌভী এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভীও ফাতওয়া দিয়েছিলেন যে, অখণ্ড ভারত দারুল ইসলাম।[৮৯] যে সকল আলিম অখণ্ড ভারত দারুল হারব ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাঁরা এ দারুল হারবে সুদকেও বৈধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি তাদের এ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দর্শনের তীব্র সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেছিলেন এবং তাদের ভ্রান্ত দর্শন খণ্ডনে তিনি ১৮৮০ সালে 'এলামুল এলাম বিআন্না হিন্দুস্থান দারুল ইসলাম' নামক একটি গ্রন্থও রচনা করেন। এ গ্রন্থে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের রূপরেখা এবং সর্ব অবস্থায় সুদ চিরতরে হারাম হওয়ার দলীলাদি উপস্থাপিত হয়েছে। অখণ্ড ভারতকে দারুল ইসলাম ঘোষণায় তাঁর ইংরেজ বিরোধী মনোভাবই প্রকাশ পায়।[৯০]

১৯১৯ সালে খিলাফত আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়। মি.গান্ধী খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে প্রথমে মুসলমানদের অন্তর জয় করেছিলেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে তার উদ্যোগের গতি ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে নিলেন। পরিণতিতে দেখা গেল যে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য আন্দোলনে হিন্দুরা নতুন জীবন লাভ করল। অপরদিকে মুসলমানদের ধর্মীয়, তাহযীব, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক,

---

৮৮. আবদুল কাদির বাদায়ুনী, *মুনতাখাবুত তাঁয়ারীখ*, লাহোর, পাকিস্তান : ১৯৬২, খ. ২, পৃ. ৪৯৮

৮৯. আব্দুল হাই লক্ষ্মৌভী, *মাজমুআ-ই-ফাতওয়া*, লক্ষ্মৌ : ১৯২১, খ. ১, পৃ. ৩০২; আশ্রাফ আলী থানাভী, *তাহযীরুল ইখওন আনির রিবা ফিল হিন্দুস্থান*, লাহোর, পাকিস্তান : আশরাফুল মাতাবি থানাবোন, ১৯৭৭, পৃ. ৭-৯

৯০. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১৪, পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নামমাত্র সুবিধা হল। তিনি খিলাফত আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেননি। অবশ্য এর পেছনে কতিপয় কারণও ছিল। যা নিম্নরুপ-

১. এ সময় ছিল তাঁর জীবনের শেষ অবস্থা।

২. তুর্কী খিলাফতকে শরী'আতী খিলাফত ঘোষণায় খিলাফত আন্দোলনের নেতাদের সাথে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও ফিক্‌হী দৃষ্টিকোণের মতবিরোধ ছিল।

৩. খিলাফত আন্দোলনে রাজনৈতিক নীতি নির্ধারকের রূপ-রেখা প্রণয়নে তাঁর সাথে নেতাদের মতবিরোধ ছিল।

৪. তাঁর ধারণা ছিল যে, এ আন্দোলনে সরলপ্রাণ মুসলিম নেতাদের ব্যবহার করে শুধু হিন্দুদের স্বার্থ রক্ষা করা হবে এবং মুসলমানদের পরোক্ষভাবে ক্ষতি সাধন করে এ উপমহাদেশে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে।

৫. তাছাড়া তুর্কীদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব কর্মসূচি ছিলো।

১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে ভারতীয় উপমহাদেশে কতিপয় আলিম আবেগের বশীভূত হয়ে তুর্কী সাম্রাজ্যকে ইসলামী হুকুমত বলে ঘোষণা করেন। আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর চরম বিরোধীতা করেন এবং বলেন খলীফা হওয়ার জন্য কুরাইশী হওয়া অপরিহার্য। এরই প্রেক্ষিতে তিনি ১৯২০সালে 'দাওমুল আয়শ ফি আয়িম্মাতি কুরাইশ' নামে একটি রাজনৈতিক দর্শনও উপস্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীতে এটা একটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অবশ্য তিনি তুর্কী সরকারকে সাহায্য করা প্রয়োজন মনে করতেন। তিনি চেয়েছিলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুসলমানরা পৃথকভাবে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলুক। তাই তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। এ আন্দোলনের প্রতিবাদে তিনি 'আলমিহজাবাতুল মু'তামিনা ফি আয়াতিল মুমতাহিনা' নামক একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরোধিতাও করেন। তিনি মি. গান্ধির নেতৃত্বকে মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর মনে করতেন। এ বিষয়ে মাওলানা আবদুল বারী ফারাঙ্গী মহল্লী মি. গান্ধীর সমর্থন করলে তাঁর সাথেও ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) লেখালেখির মাধ্যমে বাদানুবাদ হয়। পরবর্তীতে এ বাদানুবাদ সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি সংকলন করে 'আত্বারিল দুরারি লিহাফওয়াতিল বারী' গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ধারণা ছিল খিলাফত আন্দোলনে গান্ধির অংশগ্রহণ ও অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্বদান শুধু হিন্দুদেরই উপকার হবে। তিনি অমুসলিমদের কবল থেকে মুসলিমদের রক্ষায় ঈমানী, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তির জন্য একটি অর্থনৈতিক প্রাস্তাবনাগুলো তাঁর ১৯১৩খ্রি. লিখিত 'তাদবিরু ফলাহিন ওয়ান নেজাত ও ইসলাহিন' নামক গ্রন্থে সংযোজন করা হয়েছে।

তিনি বলতেন যে, চারিত্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ব্যতীত মুসলামানদেরকে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সমীচীন নয়। হিন্দু মুসলিম ঐক্য আন্দোলনে তিনি শুধু মাত্র মুসলমানদের ধর্মীয় আলোই জ্বালিয়েছিলেন। ড. ইকবাল ও মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের ভিত্তি স্থাপন করেছেন বটে, কিন্তু এ পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)। আর এ সত্যতা উল্লেখ করে আব্দুর রশিদ তাঁর Islam is indo sub-continent- গ্রন্থে বলেন, The contribution of Hazrat berelavi towards Pakistan is not less that of Allama

Dhaka University Institutional Repository

Iqbal and Qaed-e-Azam অর্থাৎ-পাকিস্তানের জন্য আ'লা হযরত ইমাম বেরলভীর অবদান আল্লামা ইকবাল ও কায়েদ আ'যমের চেয়ে কম নয়।[৯১]

মুজাদ্দিদে দ্বীনে মিল্লাত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল সূদুর প্রসারী। কারণ তিনি গড়ে উঠেছেন এক ব্রিটিশ বিরোধী পরিবারে। তাঁর দাদা আল্লামা রেযা আলী খান (১৮০৯-১৮৬৬) ছিলেন একজন ধর্মতত্ত্ববিদ ও ব্রিটিশ বিরোধী যোদ্ধা। ১৮৩৪ সনে জেনারেল বখত খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। জেনারেল হার্ডসন যাঁর মস্তক ছিন্ন করতে তৎকালীন সময়ে পাঁচশ টাকা পুরষ্কার ঘোষণা করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে, আল্লামা রেযা আলী খান ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ঘোড়া ও অস্ত্র দিয়েও সহযোগিতা করতেন।[৯২]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) ব্রিটিশদের অবৈধ দখলদারিত্ব এবং ব্রিটিশদের অন্যতম সহযোগী ও মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হিন্দুদের রাজনৈতিক দূরভিসন্ধির গোমর ফাঁস করে তিনি যে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন সেগুলো হলো-

১. আনাফাসূল ফিকর ফী কুরবানিল বাকর।

২. এলামুল এলাম বি আন্না হিন্দুস্থান দারুল ইসলাম।

৩. তাদবীরুল ফালাহ ওয়ান্নাজাত ওয়াল ইসলাহ।

৪. দাওয়ামুল আইশ ফী আইম্মাতিল কুরাইশ।

৫. আল-মুহাজ্জাতুল মো'তামেনা ফী আয়াতে মুমতাহিনা।[৯৩]

তাঁর এ রাজনৈতিক বইগুলো অধ্যয়ন করলে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়।

১. আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) ব্রিটিশদের অবৈধ দখলদার হিসেবে গণ্য করতেন এবং তাদের প্রশাসনকেও অবৈধ মনে করতেন।

২. রাজনৈতিক লক্ষ্যার্জনে শরী'আতের কোন বিধান থেকে বিমুখ থাকতে প্রস্তুত ছিলেন না।

৩. তিনি জনসাধরণকে ব্রিটিশ আদালতে বিচার প্রার্থী হতে নিষেধ করতেন।

৪. আ'লা হযরতের মতে ব্রিটিশ আইন ও বিচার ব্যবস্থা শুধু ভ্রান্তই নয় অধিকুন্ত ব্যয় বহুলও।

৫. রাজনৈতিক ক্রিয়া-কান্ডে অনর্থক হৈ চৈ করাকে পছন্দ করতেন না।

৬. ইয়াহুদী, নাসারা হিন্দু ও অগ্নি উপাসক বরং সমস্ত ধর্মত্যাগী ও মুশরিকদেরকে মুসলমানদের শক্র মনে করতেন এবং তাদের সাথে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাকে অনিষ্টকর ও অমঙ্গল মনে করতেন।

৭. ব্রিটিশ হঠানোর হিন্দু কৌশলে জড়িয়ে না পড়তে মুসলমানদের প্রতি পরামর্শ দেন।

৮. আ'লা হযরত জাতিপূজ্য রাজনীতিতে মিল্লাতের ঐক্য বিনষ্ঠ করার পক্ষে ছিলেন না।

---

৯১. মাওলানা বদিউল আলম, মাওলানা হাফিয আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আল-মুখতার*, চট্রগ্রাম : আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, পৃ. ৮৭

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

১.৬. (ঙ) অর্থনৈতিক সংস্কার

কলম সম্রাট ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) ধর্মীয়, সামাজিক, ও রাজনৈতিকের মত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সংস্কার সাধন করেন। তিনি মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ়করণে চারটি পরামর্শ দেন। যেমন-

১. মুসলমানেরা যেন বৃটিশ বিচারালয়ে মামলা-মোকাদ্দামায় জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থেকে নিজেদের বিবাদগুলো নিজেরাই সমাধান করে নেয়।

২. মুসলমান পরস্পরের মধ্যেই ক্রয়-বিক্রয় করা উচিত।

৩. প্রতিটি শহরে ধনী-মুসলমানরা যেন সুদবিহীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে অপর মুসলমান ভাইকে হিন্দু মহাজনের হাত থেকে উদ্ধার করেন।

৪. মুসলামানরা যেন ইল্‌মে দ্বীন অর্জনের সুযোগ পায় এ জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এগিয়ে আসেন।[৯৪]

বিচারের জন্য ব্রিটিশ আদালতের শরাণাপন্ন হয়ে কোটি কোটি টাকা অপচয় করাকে ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) মুসলমানদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ বলে মনে করতেন। তাই তিনি বৃটিশ আদলতের শরাণাপন্ন হতে নিষেধ করেন। দ্বিতীয়ত অমুসলিমদের থেকে ক্রয়-বিক্রয় না করে নিজের মুসলমান ভাইয়ের প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয়-বিক্রয়ের আবেদন জানিয়ে উপমহাদেশের মুসলমানদের অর্থনৈতিক গতিধারাকে অক্ষুন্ন রাখার সাথে সাথে তাঁদের মধ্যে স্বাতন্ত্রবোধ জাগ্রত করারও প্রয়াস পান। তিনি সুদবিহীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং দ্বীনী শিক্ষার প্রচার-প্রসার এগিয়ে আসার জন্য উপমহাদেশের ধনী মুসলমানদের প্রতি জোর আবেদন জানান।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) আয় ব্যয়ের মাঝে ভাওয়াসাম্য রক্ষা করতে এবং আয় বৃদ্ধি আর ব্যয় কমানোতে বিশ্বাসী ছিলেন। যাতে ব্যক্তি ও সমাজ অর্থনৈতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী শরী'আত অপব্যয়কে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা সেটা ভুলে যেতে বসেছি। উপমহাদেশের মুসলমানদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণগুলোর মধ্যে অপব্যয় অন্যতম। ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) এ দেশের মুসলমানদেরকে ওই খারাপ অভ্যাসের ধ্বংসাত্মক পরিনাম হতে সতর্ক করে দেন।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) মতে শুধু ধনসম্পদই অর্থনীতির আওতায় আসেনা, বরং সময়ও এক বড় সম্পদ। এর অর্থনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। যে সময়কে গুরুত্ব দিয়েছে সময় তাকে সম্মানিত করেছে। তাই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সময়ের যত্ন নেয়ার প্রতি তিনি মুসলমানদেরকে আহবান জানান।

---

[৯৪]. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

১.৭. যিয়ারতে হারামাঈন শরীফাইন (জাজিরাতুল আরব ভ্রমণ)

১ম বার

১২৯৬হিজরী/১৮৭৭ সনে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা আল্লামা শাহ্ নাকী আলী খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি-এর সাথে বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব এবং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা এর রওয়া পাক যিয়ারত করার জন্য গিয়েছিলেন। তথায় তাঁর চরিত্রের সুষমা, ঐশী জ্ঞানের দ্যুতি, প্রতিদন্ধিহীন স্মৃতিশক্তি, জ্ঞানের সিন্ধুর অতল তলে সন্তরণের পারঙ্গমতা, আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের বিভা, নবী প্রেমের নির্মল আস্বাদের বহিঃপ্রকাশের দরুন তিনি তৎকালিন আরবে গ্রহণ যোগ্যতা এবং সুপরিচিতি লাভ করেন। যার ফলে মক্কার প্রসিদ্ধ আলিম শাফি'ঈ মাযহাবের মুফতি সায়্যিদ আহমদ দাহলান (মৃ. ১৩০৪হি./১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে), হানফী মাযহাবের মুফতি শায়খ আব্দুর রহমান সিরাজী (মৃ. ১৩০১হি.১৮৮৩খ্রিষ্টাব্দে) ও অন্যান্য ওলামাগণ হতে হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ এবং উসূল-ই-ফিক্হ এর সনদ লাভ করেন।[৯৫] প্রকৃতার্থে তাদের নিকট হতে এ সনদ অর্জন করা তৎকালিন সময়ে আলিম সমাজের কাছে অরাধ্য ছিল।

এই ঐতিহাসিক ভ্রমণে একদিন ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি হেরেম শরীফের মক্বামে ইবরাহীমে মাগরিবের নামাজ অন্তে কা'বা প্রাঙ্গনেই শাফি'ঈ মাযহাবের ইমাম শায়খ হোসাইন বিন সালেহ (মৃত ১৩০২হিজরী/১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে) এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। পূর্ব পরিচিত বিহীন তিনি এ সিদ্ধ পুরুষ আ'লা হযরতকে দর্শনের সাথে সাথে হস্ত ধরে নিজ বাসভবনে নিয়ে গেলেন। গভীর ভালবাসার দৃষ্টিতে আ'লা হযরতের জ্যোতিময় ললাটে দৃষ্টিপাত করত ব্যক্ত করলেন - انّی لاجد نور الله فی هذ الجبین অর্থাৎ আমি এই মুখশ্রীতে আল্লাহ্‌র নূরের ঝলক প্রজ্জলিত হতে দেখছি। তৎক্ষাণাৎ তিনি আ'লা হযরতকে সিহাহ্ সিত্তার সনদ ও ক্বাদেরি তরিক্বার খেলাফত প্রদান করেন। এবং তিনি আ'লা হযরতের নাম রাখলেন 'যিয়া উদ্দীন আহমদ'।[৯৬]

উক্ত ভ্রমণে আ'লা হযরত মক্কা শরীফ হতে মদিনা শরীফ গমনকালে একটি কবিতা লিখলেন, যার প্রতিটি অক্ষর থেকে প্রেমের সুগন্ধীবিমিশ্রিত সুরভি ছড়িয়ে পড়ে। কবিতাটির প্রথম ছত্র নিম্নরুপ-

حاجیو! آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو

کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو

হাজীপ্রাণ ছুটে এসো হেথা রাজাধিরাজ,

কা'বা তো দেখলে, এখন দেখো কা'বারই রাজ ।[৯৭]

---

৯৫. ড. মাস'উদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৯৬. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৩

৯৭. আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, গুজরাট : মারকাযে আহলে সুন্নাত বারকাত রেযা, ২০০৭, খ. ১, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

২য় বার

আ'লা হযরতের প্রাণের স্পন্দন যে ভূমির প্রতি ধুলিকণায় নিহিত, সে জাজিরাতুল আরব এর আত্মিক টানে তিঁনি পূনরায় আরব গমন করেন। প্রথমবার তিঁনি নিজের যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রাপ্ত হন আর দ্বিতীয়বার তাঁর পবিত্র হস্তে আরবে বিদগ্ধ আলিমরা সনদ অর্জন করেন।
১৩২৩হিজরী/১৯০৫ সনে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ২য় বার হজ্ব ও যিয়ারতে রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম আদায় করেন। এ সময় পবিত্র মক্কা ও মদিনা শরীফে অবস্থান কালে সেখানকার সাম্মানিত আলিমগণ এ সূর্য পুরুষকে প্রাণঢালা সম্মান ও অভ্যর্থণা প্রদর্শন করেন। অনেকে তাঁর কাছ থেকে কুরা'আন-হাদীস ও ফিক্হ প্রভৃতির সনদ অর্জনে ধন্য হন। এ ভ্রমণে হিজাযের আলিমগন তাঁর দ্বারস্থে উপনিত হয়ে রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ইল্‌মে গায়ব (অদৃশ্য জ্ঞান) এবং কাগজী নোট সম্পর্কে ফাতওয়া প্রার্থণা করেন। তাঁদের জিজ্ঞাসিত ফাতওয়ার জবাবে তিঁনি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম উপমাহীন গ্রন্থ কুর'আন-হাদিসের অকাট্য যুক্তি প্রমাণ সম্বলিত 'আদ্-দাওলাতুল মাক্কিয়্যাহ্' (অদৃশ্য জ্ঞান বিষয়ে) এবং 'কিফালুল ফাক্বীহিল ফাহিম' (কাগজী নোট বিষয়ে) নামে মাত্র আট ঘন্টায় রচনা করেন। তাঁর এ ধরনের জ্ঞানের গভীরতা ও ভাষাগত দক্ষতা ও উৎকর্ষতা পরিলক্ষণ করে হিজাজের আলিমগণ হতভম্ব হয়ে পড়েন।[৯৮] উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় হিযায-ই-মুকাদ্দাস ও এ উপমহাদেশে নব্য যুগের আলোড়ন সৃষ্টি করে। এতদ অঞ্চলের অনেক বিজ্ঞ আলিম তাঁর থেকে তরিক্বতের সনদ গ্রহণ করেন। হুজ্জতুল ইসলাম আল্লামা হামেদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি এ সফরে তাঁর সঙ্গে ছিলেন।[৯৯]

১.৮. ইন্তিকাল

নব্য যুগের রাঙ্গা প্রভাত, সংস্কারক, প্রথিতযশা, নব প্রজন্মের প্রেমাস্পদ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চলন্ত বিশ্বকোষ ও আধ্যাত্মিক জগতের এ মহান নক্ষত্র ২৫ শে সফর ১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ২৮ শে অক্টোবর, ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ শুক্রবার বেলা ২ টা ৩৮ মিনিটে ইহজগৎ ত্যাগ করে তাঁর চিরকাঙ্খিত তীর্থ লক্ষ্যে শুভযাত্রা করেন (ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজে'উন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর ৩ মাস ১৪ দিন।[১০০]
আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি নিজ ইন্তিকালের ৪ মাস ২২ দিন পূর্বে ৩রা রমযানুল মুবারক ১৩৩৯ হিজরী তাঁর ওয়াফাতের তারিখ সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে নিম্নে উল্লিখিত আয়াতখানা নিজ হাতে লিখেছেন।[১০১]

و يطاف عليهم بانيّة من فضّة و أكواب كانت قوارير [الا نسان- 15]

অর্থাৎ এবং তাদের সামনে রূপার পাত্রসমূহ ও পানপাত্রাদি (পরিবেশনের জন্য) ঘোরানো-ফেরানো হবে।[১০২]
এই মৃত্যু প্রান্তে উপনিত হয়েও তাঁর চিরভাস্বর ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়ে যান।

---

৯৮. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী বিহারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৯০; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯; মোহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৯৯. *আল-মুখতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

১০০. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১; মোহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১; ড. মাস'উদ আহমদ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

১০১. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৭২

১০২. আল-কুর'আন, ৩৬ : ১৫

দরবারে রেসালতে আ'লা হযরতের গ্রহণযোগ্যতা

'আলজামেয়াতুল আশরাফিয়া' (মুবারকপুর, আ'জমগড়, ইউ.পি, ভারত) এর স্বনাম ধন্য প্রতিষ্ঠাতা হাফিযে মিল্লাত মাওলানা আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস মোবারকপুরী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি (১৩৯৬হিজরী/১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে) বর্ণনা করেন- আমার জীবনের সর্বাধিক মূল্যবান সময় হলো ছাত্র জীবনের নয়টি বছর, যে সময়টুকু আমি দারুল খায়র আজমীর শরীফে অতিবাহিত করেছি। সদরুস শরীয়াহ্ আলায়হির রাহমাহ উক্ত নয় বছর আমাকে পাঠদানে ধন্য করেছিলেন। উক্ত সময়ে অধিকাংশ ওলামা মাশায়েখ এবং আধ্যাত্মিক সাধকদেও সাথে আমি সাক্ষাৎ লাভে সক্ষম হতাম।

তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন খাজা গরীবে নেওয়াজ রাহামাতুল্লাহি 'আলায়হি এর মামা সাহেব কেবলা দেহলবী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি। তিনি অনেক উচুঁ পর্যায়ের আল্লাহ্র ওলী ছিলেন। যখনই তিনি দিওয়ান সাহেবের সাক্ষাতে আসতেন আমি তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করতাম। আর তিনি আমাকে অধিকাংশ সময় অনেক বুযুর্গানে দ্বীনের কাহিনী শুনাতেন। একদা তিনি আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি এর একটি মুল্যবান কাহিনী বর্ণনা করলেন।

রবিউস্ সানী ১৩৪০ হিজরী সনে সিরিয়া হতে একজন আল্লাহ্র ওলী দিল্লী তাশরিফ আনেন। তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। দেখতে পেলাম তিনি একজন উচু মর্যাদা সম্পন্ন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। মুসলমানগণ হাদিয়া পেশ করলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং বললেন- আলহামদুলিল্লাহ্ আমি আর্থিকভাবে সচ্ছল এগুলো আমার প্রয়োজন নেই। তিনি দীর্ঘদিন ভ্রমণ করলেও তাঁর চেহারায় বিন্দুমাত্র আর্থিক অসচ্ছলাতার আঁচ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়নি। আমি তাঁর কাছে এখানে সফর করার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এখানে সফর করার কারণ ও উদ্দেশ্য ছিল অনেক উচুঁ মানের কিন্তু আফসোস অর্জন হল না। আসল ঘটনা হলো এই- ২৫ সে সফর ১৩৪০ হিজরী রাত্রে আমার সৌভাগ্য জেগে উঠলো। স্বপ্নে আমার প্রিয় নবী হুযুর মুহাম্মাদ সাল্লালাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামার সাথে যিয়ারত নসীব হলো। হুজুর তাশরীফ রাখছেন আর সাহাবাকেরাম দরবারে রেসালতে উপস্থিত। মজলিসে নিরবতা বিরাজ করছিলো। মনে হলো কারো জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। আমি দরবারে রেসালতে আরয করলাম 'ফিদাকা আবী ও উম্মী' (আমার পিতা-মাতা আপনার খেদমতে কোরবান) কার জন্যে অপেক্ষা ? নবীজী তাঁর পবিত্র কণ্ঠে এরশাদ ফরমালেন– 'আহমদ রেযার জন্য অপেক্ষা' করছি। আমি আরয করলাম, হুযুর! আহমদ রেযা কে ? নবীজী উত্তর দিলেন "হিন্দুস্থানের বেরেলীর বাসিন্দা"। জাগ্রত হওয়ার পর খোজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, মাওলানা শাহ্ আহমদ রেযা খান খুবই উচুঁ স্তরের একজন আলিম। তাই সাক্ষাতের দারুণ আগ্রহ নিয়ে বেরেলী শরীফে পৌছে জানতে পারলাম তিঁনি নশ্বর ইহধাম ত্যাগ করেছেন। আর ওই ২৫ শে সফরই তাঁর ইন্তিকালের তারিখ ছিল। তাঁর সাথে সাক্ষাতের অদম্য আগ্রহে এ দীর্ঘ সফর করেও বিফল মনোরথ হলাম'।[১০৩]

---

১০৩. মাওলানা ইয়াসিন আখতার মিসবাহী, *ইমাম আহমদ রেযা আরবাবে ইলম ও দানিস কী নযর মে*, দিল্লী : দারুল কলম, ২০০৬, ১০ম সং., পৃ. ৮৭-৮৯; মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২

১.৯. মালফুযাত বা উপদেশবাণী

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর অসংখ্য মালফুযাত রয়েছে তন্মধ্য হতে নিম্নে কিছু মালফুযাত উল্লেখ করা হল।

১. তাওহীদ এর দু'টি রূপঃ এক- তাওহীদ-ই-এলাহী অর্থাৎ আল্লাহ্ এক, তাঁর সত্ত্বা ও গুণাবলীতে কেহ অংশীদার নেই। দুই- তাওহীদ-ই রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ তাঁর সমস্ত গুণাবলী গোটা সৃষ্টি জগত থেকে ভিন্ন।

২. প্রত্যেক মুসলমানদের বড় কর্তব্য হল, সে আল্লাহ্র বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে আর তাঁর শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে।

৩. সারা জীবনের ইবাদত একদিকে, আল্লাহ্র রাসূলের ভালোবাসা একদিকে। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ভালবাসা না থাকে তাহলে সমস্ত ইবাদত ও সাধনাই নিরর্থক।

৪. ইবাদত শুধু আল্লাহ্র জন্যেই হবে।

৫. ফরয জিম্মায় থাকা অবস্থায় নফল ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়।

৬. আল্লাহ্র হক্ব তাওবাতেই ক্ষমা হয়ে যায়, কিন্তু বান্দার হক্ব ক্ষমা হয় না, যতক্ষণ না সে ক্ষমা করে।

৭. যার শেষ পরিণতি ঈমানের উপর হয়েছে, সে সব কিছুই পেয়েছে।

৮. বুযুর্গদের ওরস-মাহফিলে বর্তমান সমাজে যে অবৈধ কার্যকলাপ হয়, তাতে বুযুর্গদের কষ্ট হয়।

৯. শয়তান সার্বক্ষণিক তোমাদের পেছনে লেগে থাকে। তাদের থেকে সর্বদা সতর্ক থাকবে।

১০. সময় তিনটিঃ বাল্যকাল, যৌবনকাল ও বৃদ্ধকাল।

১১. নমনীয়তায় উপকারিতা রয়েছে। কখনও কাঠিন্যের মধ্যে এটা পাওয়া যায় না।

১২. বায়'আত এমন ব্যক্তির হাতে হওয়া উচিত, যার মধ্যে কমপক্ষে চারটি গুণ বিদ্যামানঃ যেমন
ক) বিশুদ্ধ আক্বাঈদ,
খ) কমপক্ষে এতটুকু জ্ঞান রাখবে যাতে নিজের অতি প্রয়োজনীয় কার্যাদির মাসআলাসমূহ নিজেই শরী'আতের গ্রন্থাদি থেকে বের করে নিতে পারে,
গ) তাঁর বায়'আতের সিলসিলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে,
৪) প্রাকাশ্য ফার্সীক নয়।

১৩. মানুষের চাহিদা সে পর্যন্ত গ্রহণ করা যায়, যে পর্যন্ত শরী'আতের স্বীকৃতি আছে।

১৪. অবৈধ ও হারাম কার্যকলাপ দেখা অবৈধ ও হারাম।

১৫. ফার্সীক্বী আক্বিদা ফার্সীক্বী আমল থেকেও মারাত্মক।

১৬. মুর্খ পীরের মুরীদ হওয়া মানে শয়তানের মুরীদ হওয়া।

১৭. বিজ্ঞ তিনিই যিনি 'আক্বাঈদগত বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন। কারো সহযোগিতা ছাড়াই তিনি নিজের প্রয়োজনাদি সমাধানের ক্ষেত্রে শরী'আতের গ্রন্থাদি থেকে মাসয়ালার সমাধান খুঁজে নিতে পারেন।

১.৯. আ'লা হযরত (রহ.) সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য ও মূল্যায়ন

১. শায়খ মুহাম্মাদ মুখতার ইব্ন আতারেদ আল-জাদী (খতিব-মসজিদে হারাম)

আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি বর্তমান যুগের অভিজ্ঞ গবেষক, ওলামাদের সম্রাট। তাঁর সকল কথাই সত্য বরঞ্চ তা আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য মু'জিযা সমূহের একটি মু'জিযা স্বরূপ। যা এককভাবে আল্লাহ্ এ মহান ইমামের পবিত্র হস্তে প্রকাশ করেছেন। তিনি আমাদের সরদার, গবেষক, ওলামাদের প্রথিতযশা, আহলে সুন্নাতের পথিকৃৎ। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণে ধন্য করুক। তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের হেদায়েত করুন।[১০৪]

২. শায়খ আহমদ আবুল খায়র ইব্ন আব্দুল্লাহ মিরদাদ, (খতিব-মসজিদে হারাম)

মাওলানা আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি তিনি তো হাকীক্বতের গুপ্তভান্ডার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংরক্ষিত সম্ভার, মা'রেফতের সূর্য্য। যার ব্যক্তিত্ব দিবালোকের ন্যায় সমুজ্জল জাহের বাতেনের ধারক, সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও তত্ব উদঘাটনে সক্ষম। যে ব্যক্তি মহান ব্যক্তিত্বের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও পণ্ডিত্য সম্পর্কে অবগত তাঁর বলা উচিৎ তিনি পূর্বাপর প্রজন্মের জন্য অনেক কিছু রেখে গেছেন। যদিও আমাদের আগমন শেষ যুগে কিন্তু তিনি এমন কিছু এনেছেন যা পূর্ববর্তীদের অনেক কিছু স্মরণ করিয়ে দেয়। মহান সত্তার কুদরতী কৃপায় তাঁর মহান ব্যক্তিত্বে জগতের সকল গুণাবলী ও সৌন্দর্য সমৃদ্ধ।[১০৫]

৩. ড. আল্লামা ইকবাল (পাকিস্তানের জাতীয় কবি)

বিশিষ্ট ইসলামী দার্শনিক আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির সাবেক অধ্যাপক, লাহোর বায়তুল কুর'আন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ড. জাভেদ আহমদ আলী বলেন, একদা আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হযরত মাওলানা সায়্যিদ সোলায়মান আশরাফ আল্লামা ড. ইকবালকে এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান। এটি আনুমানিক ১৯৩৩সালের ঘটনা। আল্লামা ড. ইকবাল অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন আমিও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলো। তখন আল্লামা ড. ইকবাল আ'লা হযরত সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন 'ভারত বর্ষের শেষ যুগে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি এর মতো প্রজ্ঞাবান অভিজ্ঞ মেধা সম্পন্ন ফকীহ্ (ইসলামী আইনজ্ঞ) জন্ম গ্রহণ করেননি। তাঁর ফাতওয়া অধ্যায়নে আমি এ অভিমত ব্যক্ত করলাম। তাঁর ফাতওয়াই তাঁর প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা, উৎকর্ষ স্বভাব, পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞা এবং ধর্মীয় বিষয়াদিতে জ্ঞান সমুদ্রের মূর্ত সাক্ষী।

---

[১০৪]. মাওলানা বদিউল আলম রেযভী, ***সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন***, চট্টগ্রাম : রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ, ৩য় সং., ২০১০, পৃ. ৫৭

[১০৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯

মাওলানা (আহমদ রেযা খান) একবার যে মত প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি দৃঢ়ভাবে তাঁর উপর স্থির থাকেন। অতি গভীরভাবে চিন্তা ভাবনার পরই তিনি স্বীয় মতের বহিঃপ্রকাশ করেন। তাঁর কৃত শরী'আতের ফয়সালাসমূহ ও ফাতওয়াসমূহের কখনো পরিবর্তনের প্রয়োজন হত না। জ্ঞানের দিক দিয়ে মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী হলেন যুগের ইমাম আবু হানীফা' ।[১০৬]

৩. রাহনুমায়ে শরী'আত ও তরীক্বত মোর্শেদে বরহক হয়রতুল **আল্লামা আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী সায়্যিদ মুহাম্মাদ তৈয়্যব শাহ্** রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি (শেতালু শরীফ, ছিরিকোট, পাকিস্তান)।

'বাতিল পন্থীদের ষড়যন্ত্রের উপকরণাদি নবী, রাসূল, সাহাবা ও অলীর শানে ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ এবং ভ্রান্ত আকিদা যখন ভয়াবহ ঘুর্ণিঝড়ের আকার ধারণ করছিল, তখন আ'লা হযরতের লিখনী নূহ 'আলায়হিস সালামের কিসতিতুল্য উম্মতে মুহাম্মাদি সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নিজ বক্ষে তুলে নিয়েছে এবং রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের রহমতের সমুদ্র থেকে পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছেন। আ'লা হযরতের কাব্য শ্রবণে ঈমানদার নবী প্রেমে বিমোহিত হয়। লক্ষণীয় যে ব্যক্তির মুখ থেকে এ ধরণের হৃদয়গ্রাহী মর্মস্পর্শী কবিতা বের হতে পারে তাঁর অন্তরে কিরূপ অবস্থা বিরাজ করছে, নিঃসন্দেহে তিনি ফানা ফিররাসূল এর মর্যাদায় অভিষিক্ত' ।[১০৭]

৪. **ড. স্যার যিয়া উদ্দিন** (সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, ভারত)

اپنے ملک میں معقولات کا جب اتنا بڑا اکسپرٹ موجود ہے تو ہم نے یورپ جاکر جو کچھ سیکھا وقت ضائع کیا

'নিজ দেশ ভারতবর্ষে আহমদ রেযার মত এত বড় পন্ডিত ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও আমরা ইউরোপ গিয়ে দুঃখজনকভাবে অযথা সময় নষ্ট করেছি' ।[১০৮]

৬. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী

'আহমদ রেযা বেরলভী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি আমার কাছে যথেষ্ঠ সম্মানের পাত্র। তিনি আমাদেরকে হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে গোস্তাখী বা বেয়াদবী প্রদর্শনকারী মনে করেন, প্রকৃত পক্ষে রাসূল প্রেমে বিভোর হয়ে তিনি একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, আমার যদি সুযোগ হতো মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভীর পেছনে নামায পড়ে নিতাম' ।[১০৯]

---

১০৬. মাওলানা ইয়াসিন আখতার মিসবাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪

১০৭. মাওলানা বদিউল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯

১০৮. মাওলানা ইয়াসিন আখতার মিসবাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

৭. অধ্যাপক ড. তাহেরুল ক্বাদেরী (পরিচালক, ইদারায়ে মিনহাজুল কুর'আন, লাহোর)

'আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি-এর ব্যক্তিত্বে বহুবিধ গুণের সমন্বয় ঘটেছে। ইল্মে আক্বাইদের খেদমতের দিকে লক্ষ করলে তিনি একজন সফল মুজাদ্দিদ, ইল্মে ফিক্হ এর ক্ষেত্রে তিনি একজন সার্থক মুজতাহিদ এবং তাসাউফ ও তরিকতের ক্ষেত্রে যথার্থ সংশোধক হিসেবে স্বীকৃত'।[১১০]

৯ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন-

مولانا احمد رضا خاں ایک سچے عاشق رسول گذرے ہیں

'মাওলানা আহমদ রেযা একজন সত্যিকারের আশেকে রাসূল ছিলেন' ।[১১১]

১০. আল্লামা আ'লা উদ্দীন সিদ্দিকী (সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর : করাচী ইউনিভার্সিটি)

'ইসলাম বিকৃতিকারীদের যাঁতাকলে দ্বীনের মর্যাদা যখন বিলুপ্ত হতে চলছিল, তখন মাওলানা আহমদ রেযা খান ক্বাদেরী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি সম্মুখপানে অগ্রসর হলেন এবং দ্বীনের যথার্থ মর্যাদা সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন ইমামে আহ্লে সুন্নাত। এজন্যই মাওলানা বেরলভীর জীবনাদর্শকে মুসলমানদের আলোকবর্তিকা রূপে গ্রহণ করা উচিত'।[১১২]

১২. বিচারপতি শামীম হোসাইন ক্বাদেরী (সাবেক বিচারপতি, হাইকোর্ট, পাকিস্তান)

'ফাজেলে বেরলভী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রেমিক ছিলেন। এ প্রেমের ধারা প্রত্যেক মুসলমানদের মধ্যে আসা উচিৎ। সরকারে-ই-কায়েনাতের ভালবাসা শুধুমাত্র পার্থিব জগতে সমস্যার সমাধান দেয় না, বরং পরজগতেও মুক্তির কারণ'।[১১৩]

১৩.ড. সালাম সনদীলভী (পিএইচ.ডি. ডি.ডি. লিমট- উর্দূ বিভাগ গোরকপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

'ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) স্বীয় না'তিয়া কালামে সাধুতার খোশবু ভরে দিয়েছেন। এ সাধুতা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে রাসূলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অমীয় সুঘ্রাণ অনুভব করতেন। যা আমরা তাঁর কাব্য রচনায় দেখতে পায়। তিনি যেহেতু নবী প্রেমে বিভোর ছিলেন, সেহতু তাঁর কাব্য রচনার মধ্যে সততা বিদ্যমান। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও

---

১১০. মাওলানা ইয়াসিন আখতার মিসবাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

১১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

১১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

না'ত রচনায় কোন ব্যবধান ছিলনা। না'ত রচনায় তিনি যে উচুঁ মর্যাদায় পৌঁছতে পেরেছেন উর্দূ ভাষায় অন্য কোন কবি পাওয়া যায় না'।[১১৪]

১৪. ড. ইশতিয়াক হোসাইন কুরাইশী (সাবেক উপাচার্য- করাচী বিশ্ববিদ্যালয়)

علوم دینیہ میں انھیں جو دستر حاصل تھی وہ فی زمانہ فقیہ المثال تھی- دوسرے علوم میں بھی ید طولی حاصل تھا- ان کا دل چونکہ عشق نبوی میں کباب تھا اس لئے نعت میں خلوص اور سوز ہے جو بغیر عموق جذبات کے پیدا نہیں ہوتا

'ধর্মীয় জ্ঞানে তাঁর যে দক্ষতা অর্জিত ছিল তা তৎকালীন যুগে 'ফক্বীহুল মেছাল' ছিল। অন্যান্য জ্ঞানেও তাঁর অনেক পারদর্শীতা ছিল। তাঁর অন্তর যেহেতু ইশ্ক্বে নববীতে বিদগ্ধ ছিল এ কারণে না'তের মধ্যে অকপটতা ও হৃদয়োত্তাপ রয়েছে যা গভীর আবেগ ছাড়া সৃষ্টি হয় না'।[১১৫]

১৫. ড. সায়্যিদ আব্দুল্লাহ্ (সাবেক চেয়ারম্যান- দায়েরাতুল মায়ারেফুল ইসলামিয়্যা বিশ্ববিদ্যালয়-লাহোর)

وہ جید عالم، متبحر حکیم، عبقری فقیہ، صاحب نظر، مفسّر قرآن، عظیم محدّث اور سحر بیان خطیب تھے لیکن ان تمام درجات رفیع سے بھی بلند انکا ایک درجہ ہے اور وہ ہے عاشق رسول

অর্থাৎ-'ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) নিঃসন্দেহে বিজ্ঞ আলিম, সুবীজ্ঞ হাকীম, সুদক্ষ ফক্বীহ্, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী, মুফার্স্সিরে কুর'আন, দক্ষ মুহাদ্দিস এবং হৃদয়গ্রাহী অনলবর্ষী বক্তা ছিলেন। কিন্তু ঐ সব উচ্চ মর্যাদার চেয়েও তাঁর আরেকটি অন্যতম উচ্চ মর্যাদা রয়েছে আর তা হলো তিনি একজন সত্যকারের নবী প্রেমিক ছিলেন'।[১১৬]

১৬. ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাযী সায়্যিদ মুহাম্মদ আযীযুল হক শে'রে বাঙলা আল-ক্বাদেরী (রহ.) (ইমামে আহলে সুন্নাত, বাংলাদেশ)।

তিনি তাঁর দিওয়ান-এ কাব্যিকারে আ'লা হযরতের প্রশংসায় বলেন-

مرحبا صد مرحبا صد مرحبا صد مرحبا

---

১১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

১১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

১১৬. প্রফেস ড. মোহাম্মদ মাস'উদ আহমদ, *আশেকে রাসূল (দ:)*, লাহোর : রেযা একাডেমী, তা. বি., পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

از برائے فخر ہند احمد رضا خاں مرحبا

مقتدائے اہلسنت بود آں رشک زماں

صاحب تالیف و تصنیفات آمد بیگماں

১. শত স্বাগতম, শত ধন্যবাদ, শত মুবারকবাদ, স্বাগতম,
ভারতগৌরব হযরত আহমদ রেযা খানকে শত স্বগতম।

২. ওই যুগের ঈর্ষা, আহলে সুন্নাতের আদর্শ ছিলেন,
নিঃসন্দেহে তিনি বহু গ্রন্থের রচনাকারী ছিলেন।[১১৭]

১৭. অধ্যাপক কাররার হোসাইন (উপাচার্য- বেলুস্তিান বিশ্ববিদ্যালয়)

'আমি তাঁর (আ'লা হযরতের) ব্যক্তিত্বে এ কারণে প্রভাবিত হয়েছি যে, তিনি ইলম ও আমলের মধ্যে নবী প্রেমকে ঐ কেন্দ্রীয় স্থান দিয়েছেন যা ছাড়া গোটা দ্বীন প্রাণহীন একটি দেহ'।[১১৮]

---

১১৭. সায়্যিদ মুহাম্মদ আযীযুল হক শে'রে বাংলা আল-ক্বাদেরী কৃত, বাংলা অনুবাদক- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, *দিওয়ান-ই আযীয*, চট্টগ্রাম : নিউ কনসেপ্ট লিমিটেড, প্রথম সং. ২০০৯, পৃ. ১১৩

১১৮. মোহাম্মদ ইয়াছিন আখতার মিসবাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর অবদান

২.১. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অবদান

২.১. (ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও প্রতিষ্ঠার সময়কাল

মানব জাতির মহান শিক্ষক মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রবর্তিত ইসলামী শিক্ষা দানের প্রথম প্রতিষ্ঠান 'দারুল আরকাম'। এ প্রতিষ্ঠানে তিনি নিজেই প্রথম মক্কায় নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে শিক্ষা দিতেন। পরে ক'জন সাহাবীকে নিয়মিতভাবে শিক্ষাদানের জন্য দায়িত্ব প্রদান করেন। যদিও ইসলামের প্রথম যুগে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে কোন নির্দিষ্ট বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত ছিল না; বরং সকল বয়সের লোকের জন্য উম্মুক্ত ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে এরূপ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নির্দিষ্ট বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রদর্শিত ব্যবস্থানুসারে প্রাতিষ্ঠনিক ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) বিবর্তনমূলক এ ধারাটি গ্রহণ করেন।

১২৮৯ হি./ ১৮৭২ খ্রি. আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর শ্রদ্ধেয় পিতা আল্লামা নাকী আলী খান (রহ.) "মিসবাহুত তাহযীব" নামে ভারতের বেরলী শহরে একটি আরবী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরবর্তীতে "মিসবাহুল উলুম" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৩১২হি./১৮৯৪ খ্রি. "এশায়াতুল উলুম" নামে আরো একটি আরবী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে আ'লা হযরত দ্বীনী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে এশায়াতুল উলুম প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে "মানযারুল ইসলাম" নামে পূনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।[১১৯] ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়াও মুসলিম বিশ্বের অন্যন্য দেশ থেকেও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠানে ছুটে আসত। ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) অত্র প্রতিষ্ঠানে কয়েক বছর ইল্মে দ্বীন শিক্ষাদানের মহৎ কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। পরবর্তীতে ফাতওয়া প্রণয়ন, লেখা-লেখি, দ্বীনী কর্মকান্ডের ব্যস্ততা ও সময়ের স্বল্পতার কারণে অধ্যক্ষের পদসহ অত্র প্রতিষ্ঠানের সকল দায় দায়িত্ব তাঁর বড় সাহেবজাদা হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা হামেদ রেযা খান (রহ.)-এর উপর অর্পন করেন।

২.১. (খ) মানযারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) ছিলেন অতুলনীয় শিক্ষাবিদ, গবেষক ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞ। তিনি শুধু পঠন-পাঠন ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে "মানযারুল ইসলাম" প্রতিষ্ঠা করেননি বরং কুর'আন-সুন্নাহ ভিত্তিক একটি সত্যিকার কল্যানধর্মী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ও যুগোপযোগী আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত সিলেবাস প্রণয়নের মাধ্যম এক যুগান্তকারী বিধান সাধন করেন।[১২০]

---

১১৯. Dr. Muhammad Mas'ud Ahmed, *The reformer of the muslim world*, Karachi-Pakistan : Al-Mukhtar Publication, 1995, p. 34

১২০. মাওলানা বদিউল আলম, মাওলানা হাফেয আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আল-মুখতার*, চট্টগ্রাম : রেযা একাডেমী বাংলাদেশ, ২০১০,পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

২.১.(গ) আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর প্রণীত শিক্ষানীতি নিম্নরূপ

১. মহান আল্লাহ্ তা'আলার পরিচিতি অর্জন।

২. ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান।

৩. মহান আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস।

৪. রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ভালবাসা অর্জন।

৫. আম্বিয়া 'আলায়হিমুস সালাম'র পূতঃপবিত্র মর্যাদা অনুধাবন।

৬. সাহাবায়ে কেরামের যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান সংরক্ষণ।

৭. কর্মমুখী শিক্ষা অর্জন।

৮. দ্বীনের মর্ম অনুধাবনে প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন।

৯. মুসলিম উম্মা'র কল্যান সাধন।

১০. ইলম ও আমলের সমন্বয় সাধন।

১১. ছাত্রদেরকে বাস্তব জিহাদের প্রশিক্ষন।

১২. শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে অপরিহার্য অবগতি অর্জন।

১৩. শান্তির স্থিতিশীলতা।

১৪. জ্ঞানের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা।

১৫. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন।

১৬. জাতি সত্ত্বার পুণর্জাগরণ।

১৭. প্রচলিত বিদ'আত ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন।

১৮. খুটিনাটি মতবিরোধ নিরসন।

১৯. আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস স্থাপন ।[১২১]

উল্লিখিত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আ'লা হযরত ইমাম রেযা খান (রহ.) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমতঃ শিক্ষার্থীর ঈমান-আক্বিদা ও আমলকে উন্নত করা। দ্বিতীয়তঃ মুসলিম উম্মা'র সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কল্যাণসাধন করা। এ শিক্ষানীতির আলোকে পাঠ্যক্রম পূনঃবিন্যাসের প্রতিও ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়ে যান।

২.১.(ঘ) মানযারুল ইসলামের পাঠ্যসূচি

স্তর ভিত্তিক পঠিত বিষয় সমুহ

<u>প্রথম স্তর আরবী শাখা</u>

১. মিযান ও মুনশায়িব

---

১২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

২. পঞ্জে গঞ্জ
৩. নাহুমীর
৪. গুলিস্তা
৫. বুঁস্তা
৬. ফয়জুল আদব
৭. কুবরা

প্রথম স্তর ফার্সী শাখা

১. তাহসীলুল মাসাদের
২. আমদনামা
৩. ফার্সী কী পেহ্‌লি কিতাব
৪. দোসরি কী তামীরে আদব (৫ম ভাগ)
৫. মিনহাযুল আরবীয়্যাহ
৬. কানুনে শরিয়ত (১ম ভাগ)

দ্বিতীয় স্তর

১. করহে মিয়াতু আমেল
২. হেদায়তুন নাহু
৩. নুরুল ইযাহ
৪. মুনিয়াতুল মুসাল্লি
৫. ইলমুস সিগাহ
৬. ফয়জূল আদব (২য় ভাগ)
৭. হিদায়তুল হিকমত
৮. হেদায়তুল মান্তিক ।

তৃতীয় স্তর

১. কাফিয়া
২. কুদুরী
৩. উসূলুশ শাশী
৪. ফসুল আকবরী
৫. কালয়ুবী
৬. মিরক্বাত

চতুর্থ স্তর:

১. শরহে জামী
২. শরহে বেকায়া
৩. শরহে তাহযীব
৪. নুরুল আনোয়ার
৫. সিরাজী
৬. হেদায়তুল হিকমত ।

৫ম স্তর:

১. জালালাইন শরীফ (১ম আর্ধ)
২. মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ
৩. মায়ানিউল কাদর
৪. আযযাহারুল আরব
৫. তালহিসুল মিকতাম
৬. কুতবী
৭. হেদায়া
৮. কাফিয়া ।

৬ষ্ট স্তর:

১. মিশকাত শরীফ (১ম আর্ধ)
২. জালালাইন শরীফ (শেষার্ধ)
৩. করহে 'আক্বাঈদ
৪. মোল্লা হাসান
৫. আল -মুতানাববী
৬. হেদায়া (১ম আর্ধ) ।

৭ম স্তর:

১. মিশকাত শরীফ (শেষার্ধ)
২. মুসাল্লামুস সবুত
৩. তাওযীহ তালভীহ
৪. আলম'তাকাদ

৫. মুখতাসারুল মা'য়ানী

৬. মোল্লা জালাল

৭. হামদুল্লাহ

<u>৮ম স্তর:</u>

১. বুখারী শরীফ

২. মুসলিম শরীফ

৩. হেদায়া (শেষার্ধ)

৪. বায়হাকী শরীফ

৫. তিরমিযী শরীফ।[১২২]

২.১.(ঙ) মানযারুল ইসলামের পাঠ নির্দেশিকা:

শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য অর্জন করতে হলে একটি সুশৃংখল শিক্ষানীতি প্রণয়ন যেমন দরকার ঠিক তেমনি দরকার সে নীতিতে বিশ্বাসী এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষকমন্ডলী। কারণ, শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষক সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে, নীতি যতই উন্নত হোক না কেন, শিক্ষার্থীর জন্য তা কখনো ফলপ্রসূ হবে না। তাই একটি পূর্নাঙ্গ শিক্ষানীতির শুধু পাঠ্যক্রম দিয়ে চলে না বরং এতে শিক্ষকের কর্তব্যবসমূহেরও নির্দেশনা থাকা আবশ্যক। এজন্য আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) মানযারুল ইসলামের শিক্ষকমন্ডলীর প্রতি পাঠদানের ক্ষেত্রে নিম্মোক্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি অনুসরণের জন্য নির্দেশ দান করেন।

১. একজন শিক্ষকের ইসলামের মৌলিক নীতি বা আক্বিদা বিষয়ে সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ধারণা থাকা।

২. শিক্ষকতা পেশার প্রতি আগ্রহ, ভালবাসা এবং মানসিক প্রস্তুতি ও উপযুক্ততা থাকা।

৩. শিক্ষকতা পেশার প্রতি আগ্রহ, ভালবাসা এবং মানসিক প্রস্তুতি ও উপযুক্ততা থাকা।

৪. ধর্ম ও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা ।

৫. পাঠদানে কোমলতা ও কৌশল অবলম্বন।

৬. বাস্তব ভিত্তিক দৃষ্ঠান্ত উপস্থাপন বিশ্লেষণধর্মী আলোকপাত।

৭. প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক পাঠ পর্যালোচনা।

৮. উদ্ভাবনী পদ্ধতির অনুসরণ।

৯. বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তাধারা অনুসরণ।

১০. সম্পর্কহীন বিষয়াদি বর্জন করা।

১১. প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা।

১২. কিতাব ছাড়াও শিক্ষার অন্যান্য মাধ্যম থেকে উপকৃত হওয়া।

---

১২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৪

১৩. শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করার প্রশিক্ষণ দেয়া।

১৪. পাঠদানকালে শিক্ষক মহোদয় নীতি নৈতিকতাকে গুরুত্ব দেবেন।

১৫. শিক্ষার্থীকে তাঁর সামর্থ্যের বাইরে জ্ঞান দান করবে না।

১৬. শিক্ষার্থীর সুস্বাস্থ্য, পরিস্কার, পরিচ্ছন্নতা ও সুস্থ বিনোদনের প্রতিও শিক্ষক সজাগ দৃষ্টি রাখবেন ।[১২৩]

২.১. (চ) মানযারুল ইসলামের শিক্ষানীতি

ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) অধিকাংশ সময় ফাতওয়া প্রণয়ন, লেখালেখি, গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তাই তিনি বেশিদিন অত্র প্রতিষ্ঠানে পাঠ দান করতে পারেননি। তারপর ও তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছন। যা অনুকরনে শিক্ষার মূল লক্ষ্য বাস্তবায়ন সহজতর হবে ।

১. আলিম উপাধি ধারণ করার উপযুক্ত হওয়া,

২. শিক্ষকের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হওয়া,

৩. ছাত্র ও শিক্ষকের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া,

৪. শিক্ষকের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা,

৫. বক্তার জন্য যোগ্যতা অর্জন করা,

৬. ফিতনা নিরসনে তাত্ত্বিক আলোচনা করা,

৭. শিক্ষকের প্রতি অবজ্ঞা ও তিরস্কারের পরিণতি উপলব্ধি করা,

৮. শিক্ষকের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত হওয়া,

৯. আরবী বর্ণমালার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা,

১০. কিতাবের প্রতি আন্তরিক সম্মান প্রদর্শন করা,

১১. শিক্ষার সনদের প্রতি সম্মান করা,

১২. শিক্ষকের অপরিহার্যতা সর্বক্ষণ উপলব্ধি করা ,

১৩. পুরাতন কিতাব সংরক্ষন করা ,

১৪. ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যতাকে কুফরি মনে করা ,

১৫. কিতাবের ভাষ্যে নিজের পক্ষ থেকে কোন শব্দ সংকোচন করাকে অপরাধ মনে করা ,

১৬. পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুর'আনুল করীমের বিশুদ্ধ তরজুমা অনুসরন করা ,

১৭. ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের মিথ্যাচার খণ্ডনে হিন্দি ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করাকে প্রয়োজন মনে করা ।[১২৪]

---

[১২৩]. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-ক্বাদেরী কর্তৃক সম্পাদিত, *মাসিক তরজুমান*, চট্টগ্রাম : আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া, ৩০তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-২০১০, পৃ. ৩৩-৩৭

[১২৪]. *আল-মুখতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১১৬

২.২. তরজুমাতুল কুর'আন ও ইল্‌মে তাফসীরে অবদান

২.২. (ক) তরজুমাতুল কুর'আন এর নাম ও প্রণয়নের সময়কাল

আসমানী গ্রন্থ সমূহের মধ্যে কুর'আন মাজীদ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আল্লাহ্ তা'আলা এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন আরবী ভাষায়। তাই এর উপমা অলংকারিক ইঙ্গিত ও তুলনাসমূহের ধরণ পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার চেয়েও ব্যতিক্রম। জ্ঞানী মহলে সমাজের অনেকেই আপন আপন ভাষায় কুর'আনের অনুবাদ ও তাফসীর করার চেষ্টা করেছেন। তাই পৃথিবীতে কুর'আনের অনুবাদ ও তাফসীর অগণিত। ভবিষ্যতেও আল-কুর'আনের এ অনুবাদ ও তাফসীর সাহিত্যের পরিসর আরো বৃদ্ধি পাবে। বাংলা-পাক ভারত উপমহাদেশে কুর'আনের অধিকাংশ অনুবাদ ও তাফসীর উর্দূ ও ফার্সীভাষাতেই হয়েছে। এ উপমহাদেশের অনেক বিজ্ঞ আলিম কুর'আনের অনুবাদ সাহিত্য অবদান রাখলেও কুর'আনের বিভিন্ন আয়াতের অনুবাদে শব্দ চয়ন ও যথার্থ মর্ম উপস্থাপনে তাঁদের অসাবধানতা পরিলক্ষিত হয়। এসব দিক বিবেচনা করে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) উর্দূ ভাষায় কুর'আনের অনুবাদে মনো নিবেশ করেন। এ বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলে একটি স্বীকৃত কর্ম সম্পাদিত হয়, যার নাম করণ করা হয় "كنز الايمان في ترجمة القران"(কান্‌যুল ঈমান ফি তারজুমাতিল কুর'আর)। ১৩৩০ হিজরী মোতাবেক ১৯১১ খ্রিঃ তাঁর এ অনুবাদ কর্ম সমাপ্ত হয় এবং সে বছরেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে জন সমাজে বিপুল সমাজে সমাদৃত হয়।[১২৫]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) কুর'আনের উপমা ও অলংকারিক ইঙ্গিতের ধরন সমুন্নত রেখেই উর্দূ ভাষার অলংকারিক সৌন্দর্যের সমন্বয়ে তরজুমা করেছেন। যার ফলে এ উপমহাদেশের কুর'আনের অন্যান্য অনুবাদ ও ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর অনুবাদের তুলনামূলক পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয় যে, আ'লা হযরতের তরজুমায়ে কুর'আন নির্ভূল ও শ্রেষ্ঠ। ফলে ইংরেজি, হিন্দি, সিন্দি, বাংলা, রোমান, তুর্কি, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষায় এ অনুবাদের ভাষান্তরের কাজ সমাপ্ত হয়।[১২৬]

২.২. (খ) কান্‌যুল ঈমান ফি তারজুমাতিল কুর'আন এর বৈশিষ্ট্য

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) কৃত কুর'আনের অনুবাদ কান্‌যুল ঈমান ফি তারজুমাতিল কুর'আন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। নিম্নে তাঁর অনুবাদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হল।

১. পূর্ববর্তী নির্ভরযোগ্য অনুসরণীয় তাফসীর সমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২. মাযহাবের ইমামদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকশিত রূপ।

৩. সঠিক মাযহাবের তা'ভীলের অধিকারীদের সাহায্যকারী।

---

১২৫. ড. মাস'উদ আহমদ, *মাওলানা আহমদ রেযা বেরলভী*, পাকিস্তান : এদারায়ে মাস'উদিয়া, ১৯৯৭, পৃ. ৯; ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ২২. পৃ. ৪০৯

১২৬. মাওলানা মোহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, *আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) এর সংস্কার ও চিন্তাধারা*, ভৈরব : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা কমপ্লেক্স, ২০১০, পৃ. ১০

৪. বাকপটুতায় অদ্বিতীয়।

৫. আঞ্চলিক ও অমার্জিত ভাষা থেকে মুক্ত।

৬. কুর'আনের মূল উদ্দেশ্য জ্ঞাপক।

৭. যথাযথভাবে আয়াতের সম্বোধন জ্ঞাপক।

৮. কুর'আনের নির্দিষ্ট পরিভাষার উপস্থাপক।

৯. আল্লাহ্ তায়ালার শানে দোষরোপকারীদের জন্য তীব্রধার তলোয়ার সদৃশ।

১০. নবীগন 'আলায়হিমুস সালাম-এর মান-সম্মান রক্ষাকারী।

১১. সাধারণ মুসলমানদের জন্য উর্দূ পরিভাষার সুস্পষ্ট অনুবাদ।

১২. ওলামা-মাশায়িখ, বুদ্ধিজীবীদের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রহস্যাদির তরঙ্গ প্রবাহিত সমুদ্রতুল্য।[১২৭]

২.২.(গ) আ'লা হযরতের অনুবাদ ও অন্যান্য অনুবাদকের অনুবাদের তুলনামূলক পর্যালোচনা:

পবিত্র আল-কুর'আনের অন্যান্য অনুবাদ ও ইমাম আহমদ রেযা খান খান (রহ.) অনুবাদকের তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্ট হবে যে, আ'লা হযরতের অনুবাদের শব্দ চয়ন ও বর্ণনাভঙ্গী তুলনামূলক শালীন, বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ। সর্বোপরি তাঁর অনুবাদটি কুর'আনের মর্যাদার মাপকাঠি অনুযায়ী যথার্থ ও যথোপযুক্ত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আয়াতের অনুবাদের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হল।

<u>এক</u>

بسم الله الرّحمن الرّحيم

১. (شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا)

আরম্ভ আল্লাহ্র নামে, যিনি মহান দয়ালু, অতীব করুণাময়। (শাহ্ আব্দুল কাদির)

২. (شروع کرتا ہوں میں ساتھ نام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کے)

আরম্ভ করছি আমি নাম সহকারে আল্লাহ দাতা, দয়ালুর। (শাহ্ রফী উদ্দীন)

৩. (شروع اللہ نہایت رحم کرنے والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے)

আরম্ভ আল্লাহ, অত্যন্ত দয়াল, বারংবার-দয়াকারীর নামে। (আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী দেওবন্ধী)

---

[১২৭]. আল্লামা বদরুদ্দীন আহমদ, *সাওয়ানেহে আ'লা ইমাম আহমদ রেযা*, বোম্বাই : রেযা একাডেমী, ২০০২, পৃ. ৩৬৬

৪. (شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں)

শুরু করছি আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুনাময়; অতি দয়ালু হন। (মাওলানা আশরাফ আলী থানভী)

৫. দাতা দয়ালু ঈশ্বরের নামে প্রবৃত্ত হইয়াছি। (গিরিশ চন্দ্র শেন)

৬. (اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا)

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। (আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)।[১২৮]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদগণ بسم الله الرّحمن الرّحيم এর অনুবাদ করেছেন- আরম্ভ করছি আল্লাহ্র নামে, আরম্ভ আল্লাহ্র নাম সহকারে, শুরু করছি আল্লাহ্র নামে ইত্যাদি। সুতরাং খোদ অনুবাদকদের দাবী তাদের ভাষায়ই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ তারা (আরম্ভ করছি) ক্রিয়া দ্বারাই অনুবাদ আরম্ভ করেছেন, অথচ আল্লাহ্ তা'আলার নাম দ্বারা আরম্ভ করা উচিত ছিলো, যা শুধু আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) অনুবাদেই পরিদৃষ্টি হয়।[১২৯]

দুই

ووجدك ضالا فهدي[130]

১। এবং পেয়েছেন তোমাকে পথভ্রষ্ট (اور پایا تجھکو بھٹکتا) অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। (শাহ্ আব্দুল ক্বাদির)

২। এবং পেয়েছেন তোমাকে পথভোলা (اور پایا تجھکو راہ بھولا ہوا) অতঃপর পথ দেখিয়েছেন। (শাহ্ রফিউদ্দিন)

৩। এবং পেয়েছেন তোমাকে পথ হারা (دریافت ترا راہ گم کردہ) অর্থাৎ শরী'আতের বিধান সম্পর্কে তুমি জানতে না, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন। (শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ)

৪। এবং আপনাকে অনবহিত (اوراپ کو بے خبر پایا) পেয়েছেন। অতঃপর আপনাকে পথ প্রদর্শন করেন। (আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী)

৫। এবং তোমাকে পথ হারা (اور تمہیں گم کردہ راہ) পেয়েছেন, অতঃপর তোমাকে কি পথ দেখান নি? (মির্যা হযরত দেহলভী)

---

১২৮. উপরোক্ত অনুবাদগুলো অনুবাদকদের স্ব স্ব উর্দু, ফার্সীও বাংলা অনুবাদ থেকে সংকলিত।

১২৯. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

১৩০. আল-কুর'আন, ৯৩ : ৭

৬। এবং তোমাকে দেখলেন যে, সত্য সন্ধানে পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরছো (بهٹکے بهٹکے پهر رہے ہو) তখন তোমাকে দ্বীন ইসলামের সোজা পথ দেখালেন। (ডেপুটি নাযীর আহমদ)

৭। এবং আল্লাহ তা'আলা আপনাকে শরী'আত সম্পর্কে অনবহিত (شریعت سے بے خبر) পেয়েছেন, সুতরাং আপনাকে শরীয়াতের পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন। (মাওলানা আশরাফ আলী থানভী)

৮। এবং তোমাকে পথ অনভিজ্ঞ (نہ واقف راہ پایا) পাইয়াছেন, পরে হেদায়ত দান কণ্ডিছেন, (আবুল আলা মওদূদী, অনুবাদ : মাও : আব্দুর রহীম)

৯। এবং তিনি তোমাকে বিপথগামী পাইয়াছেন পরিশেষে পথ প্রদান করিয়াছেন। (গিরিশ চন্দ্র সেন)

১০। তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। (মা'আরেফুল কুর'আন)

১১। তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশনা দিলেন। আল-কুর'আনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

১২। এবং আপনাকে স্বীয় প্রেমে (اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفت پایا) আত্মহারা পেয়েছেন। (কান্‌যুল ঈমান, কৃত- আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.), অনুবাদ- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান)।[১৩১]

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক অনুবাদক উপরোক্ত আয়াতের (ضالا) শব্দের অনুবাদ করেছেন-পথভ্রষ্ট, পথভোলা, পথহারা, অবহিত, মর্মার্থ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শব্দচয়নে ভুল ও শালীনতার পরিপন্থী। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শানে পথভ্রষ্ট, পথ ভোলা, পথ হারা, অনবহতি, পথ অনভিজ্ঞ শব্দ চয়ন অশালীনতারই নামান্তর। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামর শানে পথ হারা, পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী প্রভৃতি শব্দ চয়ন শুধু তাঁর মানহানী নয় বরং (عصمت انبياء) নবীদের নিষ্পাপত্বকেও অস্বীকার করা হয়। তাছাড়া পূর্বাপর বর্ণনাভঙ্গির দিকে দৃষ্টিপাত করলেও অনুবাদের এ বিভ্রান্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন,

ما ودّعك ربّك و ما قلى- و للاخرة خير لك من الاولى-

-অর্থাৎ আপনাকে আপনার প্রতিপালক ছেড়ে দেননি, না অপছন্দ করেছেন এবং নিশ্চয় পরবর্তী আপনার জন্য পূর্ববর্তী অপেক্ষা উত্তম।[১৩২]

---

১৩১. উপরোক্ত অনুবাদগুলো অনুবাদকদের স্ব স্ব অনুবাদ গ্রন্থের সুরা দুহার ৭ নং আয়াতের উর্দু, ফার্সীও বাংলা অনুবাদ থেকে সংকলিত।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- ما ضلّ صاحبكم وما غوى
অর্থাৎ তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা না পথভ্রষ্ট হন; না বিপদে চলেন।[১৩৩]

তবে শেষোক্ত ১২ নম্বরে ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) এর অনুবাদ (কান্‌যুল ঈমান) এ ধরনের বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত, শালীনতাপূর্ণ, বিশুদ্ধ এবং মর্ম উপস্থাপনে যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ।

কেননা ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) ضالا অনুবাদ করেছেন 'স্বীয় প্রেমে আত্মহারা' যেই অর্থটি ইমাম সা'ভী, ইমাম রাযী, ইমাম ইসফাহানী, আল্লামা খাযেন এবং অন্যান্য মুফাস্‌সির ও অভিধানবেত্তারা করেছেন।[১৩৪]

ضالا অর্থ যে প্রেম, ভালবাসা ও সাক্ষাতের অধিক আগ্রহ সেটি কুর'আন দ্বারা প্রমাণিত। হযরত ইয়াকুব 'আলায়হিস সালাম যখন স্বীয় পুত্র হযরত ইউসুফ 'আলায়হিস সালামের বিচ্ছেদে কান্না করতে করতে চোখের দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন তিনি তাঁর অন্যান্য ছেলেদেরকে সম্বোধন করে বললেন- إنّى لأجد ريح يوسف لولا أن تفنّدونى -যদি তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ না বল, তবে বলিঃ আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসূফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।[১৩৫] তখন প্রতিউত্তরে তাঁর পুত্ররা বললো-

قالوا تاالله انّك لفى ضلالك القديم

অর্থাৎ পুত্রগণ বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি আপনার ওই পুরানো পুত্রস্নেহের মধ্যে বিভোর রয়েছেন।[১৩৬] সুতরাং ضالا এর অর্থসমূহের মধ্যে এক অর্থ প্রেম ও ভালবাসাও রয়েছে যা অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

তিন

و يمكرون ويمكر الله و الله خير الماكرين[137]

১. (اور وہ فریب کرتے تھے اور اللہ بھی فریب کرتاتھا اور اللہ کا فریب سب سے بہتر ہے)
এবং তারাও প্রতারণা করতো এবং আল্লাহ্ও প্রতারণা করতেন; এবং আল্লাহ্‌র প্রতারণা সর্বাপেক্ষা উত্তম। (শাহ্ আব্দুল ক্বাদির)

২. (اور مکر کرتے تھے وہ اور مکر کرتا تھا اللہ تعالی اور اللہ تعالی نیک مکر کرنے والوں کا ہے)

---

১৩২. আল-কুর'আন, ৯৩ : ৩-৪

১৩৩. আল-কুর'আন, ৫৩ : ২

১৩৪. ড. তাহেরুল ক্বাদেরী, *কান্‌যুল ঈমান কী ফন্নী হাইসিয়্যাত*, নিউ দিল্লী : এসফ্রিসোয়েল পাবলিকেশন, তা.বি., পৃ. ৩১

১৩৫. আল-কুর'আন, ১২ : ৯৪

১৩৬. আল-কুর'আন, ১২ : ৯৫

১৩৭. আল-কুর'আন, ০৮ : ৩০

এবং প্রতারণা করতো তারা, আর প্রতারণা করতেন আল্লাহ্ তা'আলা; এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রতারণাকারীদের মধ্যে উত্তম।(শাহ্ রফিউদ্দিন)

৩. (وایشاں بدسگالی می کردند و خدا بدسگالی می کرد (یعنی بایشاں) و خدا بہتریں بدسگالی کنندگان است)

এবং এসব লোক প্রতারণা করেছে আর খোদা প্রতারণা করেছেন (অর্থাৎ তাদের সাথে) এবং খোদা সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রতারণাকারী। (শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ)

৪. (وہ بھی داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے)

তারাও ধোঁকা করতো এবং আল্লাহ্ও ধোঁকা করতেন; এবং আল্লাহ্র ধোঁকা সর্বাপেক্ষা উত্তম। (মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী)

৫. (اور(حال یہ تھا کہ) کافر (اپنا) داؤ کررہے تھے اور اللہ (اپنا) داؤ کررہا تھا اللہ سب داؤ کرنے والوں سے بہتر داؤ کرے والا ہے)

এবং (অবস্থা এ যে) কাফির আপন ধোঁকা করছিলো এবং আল্লাহ্ আপন প্রতারণা করছিলেন; এবং আল্লাহ্ প্রতারণাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম প্রতারণাকারী। (ডেপুটি নযীর)

৬. (اور وہ تو اپنی تدبیریں کررہے تھے اور اللہ میاں اپنی تدبیریں کررہے تھے اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے)

এবং তারা তো নিজেদের তদবীর করতো এবং আল্লাহ্ মিঞা আপন তদবীর করতেন; এবং সর্বাপেক্ষা মজবুত তদবীরওলা হচ্ছেন আল্লাহ্।(আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী)

৭. (وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہاتھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے)

তারা নিজেদের (ষড়যন্ত্রের) চাল চালছিলো। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজের চাল চালছিলেন। অবশ্য আল্লাহ্র চাল সবচেয়ে উত্তম। (মওদূদী কৃত তাফ্হীমুল কুর'আন)

৮. এবং তাহারা ছলনা করিতেছিলো ও ঈশ্বরও ছলনা করিতেছিলেন; ঈশ্বর ছলনাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (গিরিশ চন্দ্র সেন)

৯. তখন তারা যেমন ছলনা করতো, তেমনি আল্লাহ্ও ছলনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্র ছলনা সবচেয়ে উত্তম। (মা'রেফুল কুর'আন)

১০. (اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتاتھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر)

এবং তারা নিজেদের মতো ষড়যন্ত্র করছিলো, আর আল্লাহ্ নিজের গোপন কৌশল করছিলেন এবং আল্লাহ্র গোপন কৌশল সর্বাপেক্ষা উত্তম। (কান্যুল ঈমান, কৃত- আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.), অনুবাদ- মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান)।[১৩৮]

---

১৩৮. উপরোক্ত অনুবাদগুলো অনুবাদকদের স্ব স্ব অনুবাদ গ্রন্থের সূরা আনফালের ৩০ নং আয়াতের উর্দু, ফার্সীও বাংলা অনুবাদ থেকে সংকলিত।

মুফাস্‌সিরে কুর'আন আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদকগণ তাঁদের অনুবাদে এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলার শানে কোনমতেই শোভা পায় না। আল্লাহ্‌র প্রতি مکر (প্রতারণা), فریب , بدسگالی (ধোঁকা ও ষড়যন্ত্র) ইত্যাদি সম্বোধন করা তাঁরই সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবনেরই নামান্তর। অনুরুপভাবে আল্লাহ্‌র জন্য মিঞা এবং ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার কখনো শোভনীয় নয়।
পক্ষান্তরে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌র জন্য এমন একটি শব্দ (কৌশল অবলম্বনকারী) ব্যবহার করেছেন যা অত্যন্ত মার্জিত শোভনীয়। তিনি তাঁর অনুবাদে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

২.২.(ঘ) কান্‌যুল ঈমান সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের অভিমত

০১. অধ্যাপক ড. মাস'উদ আহমদ বলেন-

কুর'আনুল কারীমের উর্দূ অনুবাদকবৃন্দের মধ্যে ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) সুগভীর প্রজ্ঞার কারণে অনন্য ও অদ্বিতীয় মর্যাদার অভিষিক্ত। যে ব্যক্তি তাঁর লেখা অধ্যয়ন করেছে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিভিন্ন ভাষায় তাঁর রচনাবলী টীকা-টিপ্পনী ও পান্ডুলিপি তার দৃষ্টিগোচর হয়েছে সে বিষয়টি সত্যায়ন করতে পারবে।

তিনি আরো উল্লেখ করেন, ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) এক সচেতন বিচক্ষণ ও শিষ্টাচার সম্পন্ন অনুবাদক, তাঁর অনুবাদ কর্ম পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যখন কোন আয়াতের অনুবাদ করতেন তখন সম্পূর্ণ কুর'আন, কুর'আনের বিষয়বস্তু ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তাঁর সামনে উদ্ভাসিত হতো। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) এই অনুবাদ অন্য কোন তাফসীর, হাদীস বা পূর্বেকার কোন উর্দূ ফার্সীঅনুবাদের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পন্ন করেছেন। এ ধরণ ছিল এমন যে, তিনি কোন কিতাবের সাহায্য ব্যতিরেকে আয়াতের সাহায্য ব্যতিরেকে আয়াতের অনুবাদ পেশ করতেন; আর স্বীয় খলীফা সদরুস শরী'আত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী (রহ.) তা তাৎক্ষণিক লিখে নিতেন।

অধ্যাপক ড. মাস'উদ আহমদ কান্‌যুল ঈমানের বিশেষত্ব প্রমাণে আরো বলেন- আল-কুর'আনের অনুবাদ এমন নৈপুণ্যতা ও পূর্ণতা সৃষ্টি হওয়া সৃষ্টি রাজির মধ্যে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। এর দ্বারা অনুবাদকের শ্রেষ্ঠত্বের অনুমান করা যায়। নিঃসন্দেহে ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) এর স্বত্ত্বা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ্ ও তাঁর মাহবুবের কৃপাদৃষ্টিতে কান্‌যুল ঈমানের জনপ্রিয়তা, গ্রহণ যোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা আজ সর্বত্র সমাদৃত, মুসলিম মিল্লাতের ব্যাপক জনগোষ্ঠী ও সত্যান্বেষী পাঠক মহলে এ অনুবাদ অধিকহারে পঠিত ও নন্দিত। এটাই একমাত্র কুর'আন যার বৈষয়িক শৈল্পিক সাহিত্য সৌন্দর্য অনন্য মহিমায় ভাস্বর।[১৩৯]

---

১৩৯. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন আল-ক্বাদেরী সম্পাদিত, *মাসিক তরজুমান*, চট্টগ্রাম : আনজুমান-এ রহামানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া, নভেম্বর-২০০১, ২১ তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪

০২. ড. মুহাম্মদ মুকাররম আহমদ, অধ্যাপক আরবী বিভাগ, জামেয়া মিল্লিয়া, দিল্লী।

ড. মুহাম্মদ মুকাররাম আহমদ কান্‌যুল ঈমানের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন- এটা এক স্বীকৃত বাস্তবতা যে ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের যোগ্যতার মানদন্ডে সমসাময়িক ও পরবর্তীদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর সমপর্যায়ের আলেম না তাঁর যুগে ছিল, না বর্তমানে। কুর'আনের নির্ভূল ও বিশুদ্ধ তরজুমা সে আলেমই করতে পারেন যার আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় দক্ষতা রয়েছে। যিনি ফাসাহাত অলঙ্কার শাস্ত্র এবং পরিভাষা সম্পর্কে অবগত, কুর'আন সম্পর্কে ও জ্ঞানের পাশাপাশি হাদীস শাস্ত্রের যার পূর্ণ দক্ষতা রয়েছে, যিনি আয়াতসমূহ অবতরণের প্রেক্ষাপট ও সেই সময়কার পরিবেশ পরিস্থিতি ও অবস্থা সম্পর্কে অবহিত।নবী প্রেমিকের সিন্দুতে যার অন্তরাত্মা অবগাহিত। পূর্ণ বিনয়ী ও নম্রভাবে আশা-নিরাশার মধ্যেও লিখতে যিনি অভ্যস্থ। আমরা যখন ফাযেলে বেরলভীর জীবন কর্ম ও তাঁর জ্ঞানগত যোগ্যতার ও স্তর পর্যালোচনা করি তখনই উপরোক্ত গুণাবলীর পূর্ণতার বাস্তব চিত্র অবয়ব তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠে। এ কারণেই কান্‌যুল ঈমান বিশ্বব্যাপী আজ সমাদৃত ও বরেণ্য। কেবলমাত্র সর্বসাধারণ এর দ্বারা উপকৃত নয় বরং প্রত্যেক মতাদর্শী আলিম সমাজ আজ এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে।[১৪০]

০৩. হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল হাকিম শরফ ক্বাদেরী, শায়খুল হাদীস ওয়াত তাফসীর জামেয়া নিযামিয়া রিজভিয়া লাহোর, পাকিস্তান।

তিনি বলেন- কুর'আন বুঝার জন্য কেবল আরবী ভাষায় নাহু, ছরফ, ইল্‌মে মা'আনী, ইল্‌মে বাদী', ইল্‌মে বয়ান ইত্যাদি শাস্ত্রে দক্ষতার্জন যথেষ্ট নয়, তাফসীর, হাদীস, 'আক্বাইদ, কালাম, ইতিহাস শাস্ত্রের গভীর অধ্যয়নই যথেষ্ট নয় বরং আল্লাহ্ তা'আলা এবং প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সাথে অকৃত্রিম ঈমানী সম্পর্ক ও আত্মিক সম্পর্ক জরুরী। অনুবাদকবৃন্দের মধ্যে ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) এর অবস্থান শীর্ষে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পঞ্চাশ্রের অধিক বিষয়ে বিস্ময়কর প্রতিভা ও যোগ্যতা দান করেছেন। তিনি সর্বদ্রষ্টার গুপ্ত রহস্যাবলীর অন্তর দ্রষ্টা, আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন। আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কৃপায় তাঁর অন্তর আত্মা ফয়যুযাতে ইলাহিয়্যার বিকাশস্থল, এ জন্যই কুর'আনুল কারীমের এ অসাধারণ নির্ভূল বিশুদ্ধ অনুবাদকে " كنزالايمان في ترجمة القران " নামে নামকরণ করেছেন।[১৪১]

০৪. জনাব মালিক শের মুহাম্মদ খান আ'ওয়ান বলেন-

"এটা অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে, এ 'তরজুমা' হচ্ছে- শব্দগত ও পরিভাষাগতও। এভাবে শব্দ ও পরিভাষার সুন্দর সমন্বয় সাধন তাঁর 'তরজুমা'র এক বিরাট বৈশিষ্ট্যই"। তদুপরি তিনি এ অনুবাদ থেকে এ মূলনীতিই নির্ণয় করেছেন যে, "অনুবাদ হবে অভিধানের অনুরূপ এবং শব্দগুলোরও একাধিক অর্থের মধ্যে থেকে এমন অর্থ বেছে নেওয়া হবে, যা আয়াতের পূর্বাপর

---

[১৪০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[১৪১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনাভঙ্গির (سیاق وسباق) দিক দিয়ে সর্বাধিক উপযুক্ত ও যথাযথ হয়, তখনই সেই অনুবাদ শ্রেষ্ঠতর হবে"।[১৪২]

২.২.(ঙ) কান্‌যুল ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণকারী গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর তরজুমা-ই-কুর'আনের বিশুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে গবেষকগণ অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। নিম্নে কতিপয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ উল্লেখ করা হল-

গ্রন্থ:

১. توضیح البیان আল্লামা গোলাম রাসূল সা'ঈদী।

২. محاسن کنزالایمان শায়খ মুহাম্মদ খান আওয়ান।

৩. تراجم قرأن کا تقابلی جائزہ শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ মুহাম্মদ মাদানী মিঞা।

৪. دیوبندی ترجموں کا آپریشن মাওলানা মাহবুব আলী খান।

৫. منار انتخاب মাওলানা ইন্তেখাব ক্বাদীর মুরাদাবাদী।

৬. ترجمہ اعلحضرت کے علمی محاسن আল্লামা আখতার রেযা খান আযহারী।

৭. انوار کنزالایمان মাওলানা জামাল ওয়ারিস।

৮. کنز الایمان کی فنی حیثیت অধ্যাপক ড. তাহেরুল ক্বাদেরী।

৯. قران شریف کے غلط ترجموں کی نشاندی ক্বারী যিয়াউল মোস্তফা আ'যমী।[১৪৩]

প্রবন্ধ

১. امام احمد رضا اور اردو تراجم کا تقابلی جائزہ মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ মাদানী।

২. امام احمد رضا کا ترجمہ قرآن حقائق کی روشنی مین আল্লামা আখতার রেযা খান আযহারী।

৩ امام احمد رضا اور ترجمہ قرآن کی خصوصیات হাদীসুর রহমান রেযভী।[১৪৪]

---

১৪২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, *বাংলা উচ্চারণসহ তরজুমা-ই কুর'আন*, কান্‌যুল ঈমান, চট্টগ্রাম : ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, ২০০৪, পৃ. ৪৯ (ভূমিকা)

১৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯ (ভূমিকা)

৪. كنز الايمان تاريخي حيثيت كا جائزه ড. মোহাম্মদ এযাজ আযম লতীফী।

৫. كنز الايمان تاريخ كى آءنے ميں অধ্যাপক ড. মজীদুল্লাহ ক্বাদেরী।

৬. كنز الايمان كا ادبى و لسانى جائزه ড. আব্দুল নাঈম আযীযী ।

৭. كنز الايمان كا ترجمة قران مجيد كنز الايمان অধ্যাপক ইমতিয়ায আহমদ।

৮. ترجمة قرآن امام احمد رضا خان অধ্যাপক ড. রশিদ আহমদ জালানদাহরী।

৯. كنز الايمان كى ادبى جهلكياں অধ্যাপক ড. মাস'উদ আহমদ।

১০. كنز الايمان كا اردو تراجم ميں مقام প্রফেসর ড. তাহেরুল ক্বাদেরী।

১১. اردو تراجم قرآن كا تقابلى مطالعة অধ্যাপক ড. মজীদুল্লাহ ক্বাদেরী।

১২. كنز الايمان علم ودانش كى نظر ميں আব্দুস সাত্তার তাহের মাসয়ূদী।

১৩. قرآن پاک کے اردو تراجم كا تقابلى جائزه অধ্যাপক ড. মজীদুল্লাহ ক্বাদেরী ইত্যাদি।[১৪৫]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) এর এ অনুবাদ গ্রন্থের উপর গবেষণা কর্ম সম্পাদন করে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৩ সালে অধ্যাপক মজীদ উল্লাহ ক্বাদেরী সাহেব পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন।

তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম ছিল 'কান্‌যুল ঈমান আওর দিগর মারুফ উর্দূ তারাজাম কা তাকাবুলি জায়েযাহ'। পাকিস্তানে ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) জীবন ও কর্মের উপর এটাই ছিলো প্রথম পিএইচ.ডি. ডিগ্রী।[১৪৬]

২.২. (চ) কান্‌যুল ঈমানের অনুবাদ কর্ম

"কান্‌যুল ঈমান ফি তরজুমাতিল কুর'আন" পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি নমুনা পেশ করা হল।

ক) ইংরেজি ভাষায় রুপান্তর

১. অধ্যাপক ড. আখতার হানিফ ফাতেমী (ইংল্যান্ড)

২. অধ্যাপক শাহ্ ফরিদুল হক (করাচী)

---

১৪৪. ড. মাস'উদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১৪৫. সায়্যিদ ওয়াজহাতুর রাসূল ক্বাদেরী কর্তৃক সম্পাদিত, *মা'আরিফ-এ রেযা*, করাচী : এদারায়ে তাহক্বীক্বাত-ই-ইমাম আহমদ রেযা খান, ২৯তম সংখ্যা, ২০০৯, পৃ. ১১৯

১৪৬. মাওলানা ইয়াসিন আখতার মিসবাহি, *ইমাম আহমদ রেযা আওর জদীদ আফকার ও নাজরিয়াত*, নয়া দিল্লি, ভারত : দারুল কলম, ২০০৭, পৃ. ২৮৭

Dhaka University Institutional Repository

৩. আলে রাসূল হাসনাঈন (সাবহারা শরীফ)

৪. আব্দুল মাজীদ চৌদুরী (লাহোর)

খ) সিন্দি ভাষায় রুপান্তর

১. মুফতি রহিম উদ্দীন সিকান্দরী (লাহোর)

২. মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুল্লাহ (লকানা)

গ) বাংলা ভাষায় রুপান্তর

১. মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান (চট্রগ্রাম, বাংলাদেশ)

ঘ) ডাচ্ ভাষায় রুপান্তর

১.মাওলানা গোলাম আহামদ (হল্যান্ড)

ঙ) তুর্কি ভাষায় রুপান্তর

১.মাওলানা ইসমা'ঈল হক্কী (হল্যান্ড)

চ) হিন্দি ভাষায় রুপান্তর

১. মাওলানা নুরুদ্দীন নিজামী (বোম্বাই)

ছ) রোমান ভাষায় রুপান্তর

১. মুহাম্মদ নজরুল হানফিয়্যা (সিঙ্গাপুর)

জ) হাঙ্গেরীয় ভাষায় রুপান্তর

১. আলহাজ্ব মুহাম্মদ মুয়াজ্জাম আলী (করাচী) ইত্যাদি।[১৪৭]

২.২. (ছ) কান্যুল ঈমান ভাবধারায় লিখিত তাফসীর গ্রন্থসমূহ

১. খাযায়েনুল ইরফান ফি তাফসিরিল কুর'আন-আল্লামা নঈমুদ্দীন মুরাবাদী (রহ.)।

২. নুরুল ইরফান ফি হাশিয়াতিল কুর'আন- আল্লামা মুফতি ইয়ার খান নঈমী (রহ.)।

৩. তাফসীরে নঈমী- হাকিমুল উম্মত আল্লামা মুফতি ইয়ারখান নঈমী (রহ.)।

৪. তানভীরুল কুর'আন আলা কানযিল ঈমান, (তিন পারা)- মুফতি আল্লামা এজাজ আলী খান।

৫. জাওয়াহিরুল ইকান ফি তাওযিহি কান্যুল ঈমান (তিন পারা)- মাওলানা মোহাম্মদ হাশমত আলী খান বেরলভী।

---

১৪৭. সায়্যিদ ওয়াজহাতুর রাসূল ক্বাদেরী কর্তৃক সম্পাদিত, *মা'আরেফে রেযা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

৬. এমদাদুল বায়ান ফি তাফসিরিল কুর'আন আলা কানযিল ঈমান, কৃত- মাওলানা মুহাম্মদ হাশমত আলী খান বেরলভী।
৭. তাফসীরে আযহারী (৫ পারা)- আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল মুস্তাফা আযহারী।
৮. নঈমুল বয়ান (৫ পারা)- মাওলানা গোলাম মুঈন উদ্দীন।
৯. তাফসীরে রিয়াযুল কুর'আন(৫ পারা)- মুফতি রিয়াজুদ্দীন ক্বাদেরী।
১০. তায়সিরুল বয়ান ফি তারজুমাতিল কুর'আন- মাওলানা মুফতি আজিজ আহমদ ক্বাদেরী বাদায়ূনী ইত্যাদি।[১৪৮]

উল্লেখ্য যে, "কান্‌যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান" (উভয়ের একত্রিত করন) গ্রন্থটি কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুর'আন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বর্তমান সিলেবাস ও রেফারেন্স গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত।

২.২.(জ) ইল্‌মে তাফসীর বিষয়ক রচনাবলী

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) কুরআনের অনুবাদের পর তাফসীরও শুরু করেছিলেন। আ'লা হযরত নিজেই এরশাদ করেন- আমি সূরা দ্বোহার কয়েকটি আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে তার আশিটি অংশ লিখে এক পর্যায়ে ছেড়ে দিই। এবং বললেন এত সময় কোথা থেকে পাব যে পূর্ণ কুর'আন মাজীদের তাফসীর গ্রন্থ লিখতে পারব।[১৪৯] শত ব্যস্ততার মধ্যে পৃথক কোন তাফসীর গ্রন্থ লিখতে না পারলেও তিনি বিভিন্ন তাফসীরের আরবীতে ব্যাখ্যা লিখেন। প্রথম অধ্যায়েতে এ বিষয়ের উপর লিখিত ২০টি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়।

২.৩. ইল্‌মে হাদিসে অবদান

২.৩. (ক) ইল্‌মে হাদিসে আ'লা হযরতের পাণ্ডিত্য

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) কুর'আন ও তাফসীরের ন্যায় ইল্‌মে হাদিসের ও মহা পন্ডিত ছিলেন। তিনি যখন কোন ফিক্‌হী মাসয়ালা লিখতেন তখন সেই মাসয়ালার দলীল উপস্থাপনে প্রথমে কুর'আন শরীফের আয়াত অতঃপর হাদিসের অগণিত সনদসূত্র সহকারে বর্ণনা করতেন। হাদীস শরীফের আধিক্যের ফলে এক পর্যায়ে মনে হয় এটি কোন ফিক্‌হের গ্রন্থ নয় বরং একটি চমৎকার হাদীস শরীফের প্রামাণ্য কিতাব। শুধু তাই নয় হাদীস লিখার পর সেই হাদিসের ও বর্ণনাকারীর মান যাচাই করে স্পষ্ট সমাধান দিতেন।

ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) বহুমুখী প্রতিভার পাশা-পাশি ইল্‌মে হাদীস বিষয়ে যে গভীর বিদ্যাবত্তা রাখতেন তার উজ্জ্বল প্রমাণ হলো- আরব দেশের ওলামায়ে কেরাম তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখে বিমোহিত হয়েছিলেন এবং সেখানকার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণ তাঁর থেকে হাদীস

১৪৮. মওলানা মোহাম্মদ বদিউল আলম রেযভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

১৪৯. ড. মাসউদ আহমদ প্রাগুক্ত, পৃ. ০৯; আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮

শিক্ষাদানের লিখিত অনুমতি গ্রহন করেন। “الاجازة المتينة لعلماء مكة المكرمة” নামক পুস্তিকায় সেসব সনদসমূহ উল্লেখ করা হয়।

শায়খ আল্লামা ইয়াসিন আহমদ খিয়ায়ী আল-মাদানী আ'লা হযরতের ইল্‌মে হাদিসের পাণ্ডিত্বের স্বীকৃতি দিয়ে লিখেছেন ‘هو امام المحدثين’ অর্থাৎ তিনি মুহাদ্দিসগণের ইমাম।[১৫০]

মুহাদ্দিসে আ'যম কচুচবী (রহ.) বর্ণনা করেন একদা আমি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মাওলানা ওয়াসী আহমদ সুরতী সাহেবকে প্রশ্ন করলাম যে, ইল্‌মে হাদীস বিষয়ে ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) এর স্থান কেমন ? তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন- এই যুগে আহমদ রেযা হলেন- امير المؤمنين فى الحديث। অতঃপর তিনি এরশাদ করলেন- হে সাহেবজাদা এর অর্থ বুঝেছ? অর্থাৎ আমি যদি এ বিষয়ে সারা জীবন তার ছাত্রত্ব গ্রহণ করি তারপরও আমি তাঁর সমতুল্য হতে পারবনা।[১৫১]

উল্লেখ্য যে, আল্লামা মুহাদ্দিস সুরতী (রহ.)-এরও ইল্‌মে হাদিসে বড় মক্বাম ছিল। তিনি বুখারী শরীফের এমন হাফিয ছিলেন যে সখিনা খতমের মত শুনাতে পারতেন।[১৫২]

২.৩. (খ) আ'লা হযরতের ইল্‌মে হাদীস বিষয়ে অনুমোদন প্রাপ্ত ধারাবাহিক সনদ সূত্র :

মুহাদ্দিসে বেরলভী আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর ইল্‌মে হাদীস বিষয়ে অনুমোদন প্রাপ্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ধারাবাহিক সনদসূত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

১. হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম।
২. হযরত আবু কাবুছ মাওলা আব্দুল্লাহ বিন আমর ইব্‌নুল আস (রহ.)।
৩. হযরত সুফিয়ান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন দীনার (রহ.)।
৪. হযরত সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (রহ.)।
৫. হযরত আব্দুর রহমান ইব্‌ন বিশির ইব্‌নুল হেকম (রহ.)।
৬. হযরত আবু হামেদ আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহিয়া ইব্‌ন বেলাল আল-বাজ্জার (রহ.)।

---

১৫০. ড. মাসউদ আহমদ, *মাওলনা আহমদ রেযা বেরলভী*, করাচি, পাকিস্তান : এদারায়ে মাসউদিয়া, ১৯১৭, পৃ. ১০

১৫১. মাওলানা গোলাম মোস্তাফা নজমুল ক্বাদেরী, *ইমাম আহমদ রেযা আওর ইশ্‌ক্বে মুস্তাফা*, ভারত : মারকাযী মাহসান মিল্লাত কমিটি. তা. বি., পৃ. ২৯২

১৫২. মাওলানা ইয়াসিন আখতার মিসবাহী, *ইমাম আহমদ রেযা আওর রদ্দে বিদ'আত ও মুনক্বিরাত*, ভারত : রেযভী কিতাব ঘর, ১৯৮১ খ্রি., পৃ. ১৯২

৭. হযরত আবু তাহের মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আজ জিয়াদী (রহ.)।

৮. হযরত আবু সালেহ আহমদ ইব্‌ন আবদুল মালেক আল-মুয়াজ্জিন (রহ.)।

৯. হযরত আবু সাঈদ ইসমা'ঈল ইব্‌ন আবু সালেহ আহমদ ইব্‌ন আবদুল মালেক নিশাপুরী।

১০. হযরত হাফেজ আবুল ফারাজ (রহ.)।

১১. হযরত আবুল ফরাজ আব্দুল লতিফ ইব্‌ন আব্দুল মুনয়িম আল হারানী (রহ.)।

১২. হযরত আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম আল-কুবরা আল মাহদুমী (রহ.)।

এখান থেকে আবার দু'টি সনদসূত্র আ'লা হযরত পর্যন্ত পৌঁছে। ঐ দুই সনদ নিম্নে পরপর ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হল।

১. শায়খ সামসুদ্দীন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ আত তাদমীরি (রহ.)।

২. শায়খ আল-ফজল আব্দুর রহিম ইব্‌ন হুসাইন আল-ইরাকী (রহ.)।

৩. শায়খ আশ শিহাব আবুল ফজল আহমেদ ইব্‌ন হাজর আসকালানী (শারেহে বুখারী)।

৪. শায়খ সামসুদ্দীন সাখাভী (রহ.)।

৫. শায়খ ওয়াজ উদ্দীন আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইবরাহীম আলভী (রহ.)।

৬. শায়খ মুহাম্মদ আফলাহ আল-ইয়ামনী (রহ.)।

৭. শায়খ আব্দুল ওহাব ইব্‌ন ফতহুল্লাহ বরুজী (রহ.)।

৮. সায়্যিদ আব্দুল ওহাব আল-মুত্তাকী (রহ.)।

৯. মুহাক্কেক আলাল এতলাক হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.)।

১০. শায়খ আবুর রেযা ইব্‌ন ইসমা'ঈল দেহলভী (রহ.)।

১১. হযরত সায়্যিদ তুফাইল মুহাম্মদ উতরলী (রহ.)।

১২. হযরত সায়্যিদ শাহ হামজা ইব্‌ন সায়্যিদ আলে মুহাম্মদ বালগারামী হাসানী (রহ.)।

১৩. সায়্যিদ আলে আহমদ আচিছ মিয়া মারহারুভী (রহ.)।

১৪. সায়্যিদ আলে রাসূল আহমদ মারহারুভী (রহ.)।

১৫. আ'লা হযরত আযীমুল বরকত ইমামে ইশ্‌ক ও মুহাব্বত শাহ্ মাওলানা আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী (রহ.)।

দ্বিতীয় সনদ সূত্র

১. শায়খ যায়ন উদ্দীন আব্দুর রহীম ইব্‌ন হুসাইন আল-ইরাকী (রহ.)।

২. শায়খ আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর ইব্‌ন হুসাইন আল-মারাগী (রহ.)।

৩. শায়খ সায়্যিদ ইবরাহীম আততালী (রহ.)।

৪. শায়খ আহমদ মজী আল-ওহরানী (রহ.)।

৫. শায়খ সায়্যিদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মুকরী (রহ.)।

৬. শায়খ সায়্যিদ ইব্ন ইবরাহীম আল খারায়েরী (রহ.)।

৭. শায়খ ইয়াহিয়া ইব্ন মুহাম্মদ শা'দী (রহ.)।

৮. শায়খ আব্দুল্লাহ ইব্ন ছালেম আলবসরী (রহ.)।

৯. শায়খ সায়্যিদ ওমর (রহ.)।

১০. শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.)।

১১. শাহ্ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.)।

১২. সায়্যিদ আলে রাসূল আহমদ মারহারুভী (রহ.)।

১৩. আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহ.)।[১৫৩]

২.৩. (গ) ইল্মে হাদীস বিষয়ক রচনাবলীঃ

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) রচিত হাদিসের বিষয়াদি সম্পর্কিত গ্রন্থাদি নিরীক্ষণ করলে হাদীস বিষয়ে তাঁর দক্ষতা ও নিপুণতা অনুমিত হয়। তিনি ইল্মে হাদীস বিষয়ে অনেক গ্রন্থ ও প্রসিদ্ধ বহু হাদীস গ্রন্থের হাশিয়া(টিকা) লিখেন। প্রথম অধ্যায়ে ২০টি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়। নিম্নে আরো ছত্রিশ (৩৬)টি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হল-

১. حاشية تاثير جامع صغير

২. حاشية التقريب

৩. حاشية مسند الأمام الأعظم

৪. حاشية كتاب الهاجز

৫. حاشية كتاب الاثار

৬. حاشية أصول الطبى

৭. حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل

৮. حاشية الطحاوى الشريف

৯. حاشية سنن الدّارمى

১০. حاشية خصائص الكبرى للسّيوطى

১১. حاشية كنز العمّال

১৫৩. *আল-মুখতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-৬৮

১২. حاشية التّرغيب و الترهيب

১৩. حاشية كتاب الأسماء والصّفات

১৪. حاشية القول والبديع

১৫. حاشية نيل الأوطار

১৬. حاشية المقاصد الحسنى

১৭. حاشية موضوعات كبير

১৮. حاشية الإصابة فى معرفة الصحابه

১৯. حاشية تذكر الحفاظ

২০. حاشية عمدة القارى

২১. حاشية فتح البارى

২২. حاشية ارشاد السارى

২৩. حاشية نصر الرّاية

২৪. حاشية جامع الوسائل فى شرح الشمائل

২৫. حاشية فيض القدير شرح جامع الصغير

২৬. حاشية مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

২৭. حاشية اشعة اللمعات

২৮. حاشية لجمع بحار الانوار

২৯. حاشية فتح المغيث

৩০. حاشية ميزان الإعتدال

৩১. حاشية علل المتناهيّة

৩২. حاشية تهذيب التهذيب

৩৩. حاشية خلاصة تهذيب الكمال

৩৪. النهى الاكيد عن الصلوة وراء عدى التقليد

৩৫. حاجز البرين الواقى عن جمع الصلاتين

৩৬. النجوم الثواقب فى تخريج احاديث الكواكب

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. البحث الفاحص فى طريق احاديث الخصائص ইত্যাদি।[১৫৪]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) আসামাউর রিজাল এবং জরাহ্-তা'দীল বিষয়ে ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও টিকা টিপ্পনি রচনা করেন। তাঁর লিখিত কয়েকটি কিতাবের হাদীস সংখ্যা পর্যালোচনা করলে ইল্‌মে হাদিসে আ'লা হযরতের মক্বাম বোধগম্য হবে।

(ক) "الزبدة الزكيّة" তিনি এ গ্রন্থে চল্লিশ (৪০)টি সহিহ্ হাদীস আনয়ন করে তা'যিমী সিজদা হারাম প্রমাণ করেছেন।

(খ) "ردّ القحط" এ গ্রন্থে তিনি ষাট (৬০)টি সহিহ্ হাদীস দ্বারা সাদকা প্রদানের ফযীলত, আত্মীয়তা বন্ধনের উপকারীতা এবং একসাথে বসে খাবার গ্রহণের ইহকাল-পরকালের বরকতের বিস্তারিত বর্ণনা সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন।

(গ) "الأمن و العلى" এ গ্রন্থে তিনশ (৩০০) টি হাদীস আনয়ন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম, যে বিপদ থেকে রক্ষাকারী প্রমাণ করেছেন।

(ঘ) "سرورالعيد السّعيد" তিনি এ গ্রন্থে তিনশ (৩০০) টি হাদীস উল্লেখ করে ঈদের নামাযের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করার প্রমাণ উল্লেখ করেছেন।

(ঙ) "جزاء الله عدوّه" তিনি এ গ্রন্থে এক শত ত্রিশটি (১৩০)টি হাদীস আনয়ন করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে সর্ব শেষ নবী তা তিনি অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন।

(চ) "تجلّى اليقين" তিনি এ গ্রন্থে একশত পঞ্চাশ (১৫০)টি বর্ণনা করে সকল নবী-রাসূলের উপর আমাদের প্রিয় রাসূলের মর্যাাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

---

[১৫৪]. ড. মাসউদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০; আল্লামা বদরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭-৩৮৮

২.৪. ইল্‌মে ফিক্‌হে অবদান

২.৪. (ক) ইল্‌মে ফিক্‌হ আ'লা হযরতের পাণ্ডিত্য

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীনে মিল্লাত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) ছিলেন এ যুগের আবু হানীফা। ফিক্‌হ শাস্ত্রের মৌলিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদির সমাধানে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় সিদ্ধহস্ত। তিনি ১৩ বছর ১০ মাস ৪ দিন বয়সে সর্বপ্রথম ফাতওয়া লিখেন। তাঁর এ ফাতওয়াটি ছিল দুগ্ধপান সম্পর্কিত।[১৫৫]

আ'লা হযরত ১৮৬৯ খ্রি. হইতে প্রাথমিক পর্যায়ে পিতার তত্ত্বাবধানে ফাতওয়া লিখতেন। ১৮৭৬ খ্রি. হতে তিনি স্বাধীনভাবে ফাতওয়া লিখার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ফিকহ শাস্ত্রে তিনি হানাফী মাযহাব অনুসরণ করতেন। এ বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হলো " العطايا النبويّة فى الفتاوى الرضويّة " নামক সুবিশাল গ্রন্থ যা ১২ খন্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ড প্রায় সহস্রাধিক পৃষ্ঠা সম্বলিত। দীর্ঘ ৫০ বছরে তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেন। ১৮৬৯ খ্রি. হইতে ১৯১৮ খ্রি. পর্যন্ত তাঁর ফাতওয়ার পাণ্ডুলিপির সমষ্টি হল এ গ্রন্থ। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) নিজেই এরশাদ করেছেন-

وكذالك اجزته بجميع مؤلفات ......منها الفتاوى الملقبه با لعطايا النبوبية فى الفتاوى الرضويّة وهذا انشاء الله ستطبع فى اثنا عشر مجلدات كبار و ارجوالمزيد

অর্থাৎ আমি আমার সকল রচনাবলী একত্রিত করেছি তন্মধ্যে একটি হলো ফাতওয়ার কিতাব "আল-আতায়ান নাববিয়্যাহ্ ফিল ফাতওয়া-এ রেযভিয়্যাহ্" এবং ইহা বার খন্ডে প্রিন্ট করা হবে ইন্‌শা আল্লাহ্, আরো আধিক্যের আশা করি ।[১৫৬] (বর্তমানে এ গ্রন্থটি ৩০ খন্ডে ছাপানো হয়েছে)।

তিনি ফিক্‌হের প্রত্যেকটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে চুল-চেরা বিশ্লেষণ করতেন। ফাতওয়া-এ রেযভিয়্যাই হলো তাঁর বাস্তব প্রমাণ। এ গ্রন্থের باب المياه তথা পানি অধ্যায়ে উল্লিখিত ওযুর পানি সম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, যেই পানি দ্বারা ওযু করা বৈধ, সেই পানিকে তিনি ১৫০ প্রকার বর্ণনা করেছেন। আর যেই পানি দ্বারা ওযু করা অবৈধ সেই পানিকে ১৪৬ প্রকার বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে পানি ব্যবহারে অপবিত্রতার ১৭৫টি রুপ বর্ণনা করেছেন।[১৫৭] যে সমস্ত বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম বৈধ, তা ১৮০ প্রকার বর্ণনা করেছেন, আর যে সমস্ত বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম অবৈধ, এর প্রকার বর্ণনা করেছেন ১৩০ টি। [১৫৮]

---

[১৫৫]. মাওলানা যুফর উদ্দীন বিহারী, পূর্বোক্ত. খ. ১, পৃ. ৩২৩

[১৫৬]. ড. মাস'উদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[১৫৭]. মাসিক তরজুমান, ফেব্রুয়ারী-মার্চ-২০০৭, ২৭তম সংখ্যা, ২য় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[১৫৮]. ইমাম আহমদ রেযা খান, *ফাতওয়া-এ রেযভিয়্যাহ*, লাহোর : রেযা ফাউন্ডেশন, ২০০৫, খ. ৩, পৃ. ৬৪২-৬৫০

২.৪. (খ) ফাতওয়া প্রণয়নঃ

ফক্বীহে আ'যম ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) প্রায় ফাতওয়া প্রণয়নের কাজে ব্যাস্ত থাকতেন। তাঁর এ ফাতওয়া লিখনের প্রসিদ্ধির কারণে তাঁর 'দারুল ইফতায়' ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, বার্মা, চীন, ইরাক, আফ্রিকা, আমেরিকা পবিত্র হিজাজ নগরী সহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এত অধিক ফাতওয়ার আবেদন আসতো যার পরিমাণ কোন কোন সময় ৪০০/৫০০ শত হয়ে যেত। এ বিপুল সংখ্যক ফাতওয়ার জন্য তিনি কখনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলা'র সন্তুষ্টি অর্জন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উত্তরসূরী হিসেবে তিনি এ খেদমত আঞ্জাম দিতেন। এ বিষয়ে অনবিহিত দুর অঞ্চলের লোকদের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলতেন,

"ما اسئلكم عليه اجرا ان اجرى الاعلى ربّ العالمين"

-অর্থাৎ আমি এর (ফাতওয়ার) জন্য তোমাদের কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক চাইনা। আমার পারিশ্রমিক দেওয়ার মালিক তো সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।[১৫৯]

উল্লেখ্য যে, তাঁর ফাতওয়া প্রদানের একটি বৈশিষ্ট্য হল, যে ভাষায় ফাতওয়াা চাওয়া হতো সেই ভাষা-ই ফাতওয়া প্রদান করতেন। এ জন্য তাঁর ফাতওয়া গ্রন্থে আরবী, ফার্সী, উর্দূ, ইংরেজি ভাষায় এবং গদ্য ও কাব্যিক ধরণের ফাতওয়া পাওয়া যায়।[১৬০] নিম্নে তার একটি নমুনা পেশ করা হল।

২.৪. (গ) ইংরেজি ভাষায় ফাতওয়া প্রদান

বার্মা রেঙ্গুন থেকে মুহাম্মদ ক্বাদির গনী সাহেব ১৯০৮ সালে একটি ইংরেজি ভাষায় ফাতওয়া তলব করেন। যার উত্তর আ'লা হযরত ২৮ মে ১৯০৮ সালে ইংরেজি ভাষায় জাওয়াব প্রদান করেছিলেন। যার নমুনা নিম্নরুপ-

Rangoon

The 19 th May 1908

To

Maulvi Haji Ahmad Raza khan Eaque

Mohalla Saudagran

Barailly United Provinces

Honoured Sir,

---

১৫৯. ড. মাস'উদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

১৬০. মাওলানা ইয়াসিন আখতার মিসবাহী, *ইমাম আহামদ রেযা কী ফিক্হী বসিরত*, দিল্লী : রেযভী কিতাব ঘর, ১৯৯৩, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

We desire to place before you a certain religious matter on which we solicit your valuable opinion The facts are briefly thus. There is a chulla Mosque in Moving Loulay Street at there place there are five duly clected trusted or Motawllies who manage the affairs of the said mosque according to schems fremed by the Chief Court of lawer Barma. The trustees are given the power of dispensing with the Imam,Muazzin and warders of the mosque. By virtue of the said power, the trustees at a meeting discharged the Imam .Syed Maqbool for misconduct and disobedience. After he discharge the trustees filed a suit in the chief ocurt of lower Barma for a declaration that the discharge of the Imam may be confirmed that inspite of his misconduct they have no power to discharge.

Having placed the facts briefly, We requset you most humbely to give your fatwa as to whether the trustees have the power to discharge the Imam whan they fined if necessary to do so. this is a vital point which is at present ingaging the attention of the leading member of he Chulla Sunni Mohammedan Community and we shall thank you very much if you can sand your fatwa before the 1st week of June.

Thanking you in anticipetion.we beg to remain Honoured Sir.

your most obedients & humble Followers
M.Quadir Ghani
President. The Medras Muslim Association.
No-37, Tocakey Mig Lovley street.

<u>الجواب</u>

Barailly
The 28th of May, 1908
To
M.Quadir Ghani
President. The Medras Muslim Association.
Sir,
with reference to your letter dated 9th of May 1908. I send my Fatwa for your perusal:

The trustees can discharge an Imam by their authority when such indifference is found in him which may be the sufficient reason of share for hivm to be dismissed.

wide lisonal Hukkum Printed almisr (egipt) page 123.

فى فتاوى قاضى خان اذا عرض للامام اوللمؤذّن عذر منعه عن المباشره مدة ستة اشهر فلمتولى ان يعزله و يولى غيره وان كان للمعذور نائب

Translation:- There is a Fatwa Qazi khan, when an imam or Muazzin may have some certain business which may be cause of six months absence from the Mosque, not with standing. he may have given some person for him to act.

At such opportunity trustees can discharge him and may establish of appoint an other imam in his place.

Tahtawi printed misr and shami printed constantipls Volume 3 page 639-

و نقدم ما يدل على جواز عزله اذا مضى شهر

Translation:-Birizoda has said that the Books aforesaid style shows that a trustee can discharge an Imam on account of a month's absence from the Mosque the trustee has no nead of taking sanction of discharging the Imam from the Court or from any higher officer or Governer because the authority of trustee in these months is over the power of a Mohammedan Governor, although the same Motawallis of trustees may have been fixed by the some Mohammaedan Governor.

See Ashbahunnazair printed Lucknow page 179 copied from the fatwa of Imam Rashiduddin.

لا يملك القاضى التصرف فى الوقف مع وجود ناظره ولومن قبله

Translation:- A Qazi can not interfare a waqf in the presence of a trustree although Trustee may have been fixed by the some Qazi. Hamwi Sharhe Ashbah printed Lucknow Page179 copied from Fatwa Zahiruddin.

قاضى البلاد اذا نصب رجلا متوليا للوقف بعد ماقلده الحاكم للحكومة فليس للحاكم على الوقف سبيل حتّى لا يملك الاجازة و لا غيرها

Translation:- A king appointed a Qazi and after it the Qazi fixed a Trustee on a waqf.

Now the king has no connection with the waqf nor has he any power of its contract etc.

Another style from lisonal Hukum copied from Fatwa Imam wabri.

لا تدخل و لاية السلطان على ولاية المتولى فى الوقت

Translation:- A king can not interfare a waqf against a trustee's authorities.

In this case the hihger officer or governors are not Mohammedan once and therefore they do not know the schemes of 'Shara' as a Mohamkmedan trustee knowers.

The trustees can discharge an Imam when the Imam leaves the Sunni doctorine or an open sin against 'Shara' or there may be found in him some thing which may be the cause of abborrance which decrease number of people at prayers or he may be disobedient against the maneging rules of affairs of the mosque or mosque or assembly of person at prayers or there may be something such in him : otherwise he will not be discharged without fault.

See raddul Muhtar constant in ople Volume 3 page 597:-

قال فى البحر واستفيد من عدم وصحة عزل الناظر بلا جنحة عدمها لصاحب وظيقة فى جنحة وقف بغير جنحة وعدم اهلية

Translation:- It is said in 'Bahrul Raeque' Motawalli can not be dismissed without faults From this. It is manifested that any recievers of a salery of a waqf cannot be discharged until his fault be proved or he may be proved to be unfit for his duties.

عبده المذنب احمد رضا البرلوى

امر برقمه

عفى عنه بمحمدن المصطفى النبى الامى صلى الله تعالى عليه[161]

১৬১. ড. হাসান রেযা আ'যমী, *ফক্বীহে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০-১৯১

Dhaka University Institutional Repository

২.৪. (ঘ) কাব্যিক আকারে ফাতওয়া প্রদান

অনেক সময় আ'লা হযরতের কাছে কাব্যিক আকারে ফাতওয়া তলব করা হত। আ'লা হযরত তার উত্তর কাব্যিক আকারেই প্রদান করতেন। যেমন একবার নওয়াব সুলতান আহমদ খান সাহেব বেরলভী উর্দূ কাব্যে ফাতওয়া তলব করেন। এবং তার উত্তরও উর্দূ কাব্যে দেওয়া হয়। একটি নমুনা নিম্নে প্রদান করা হলো।

السوال

عالمان شرع سے ہےاس طرح میرا سوال
دیں جواب اس کا برائے حق مجھے وہ خوش خصال

گر کسی نے ترجمہ سجدہ کی آیت کا پڑہا
تب بہی سجدہ کرنا کیا اس شخص پر واجب ہوا

اور ہوں سجدے ادا کرنے تلاوت کے جسے
پہر ادا کرنے سے ان سجدوں کے وہ پہلے مرے

پس سبکدوشی کی اس کی شکل کیا ہوگی جناب
چا ہیے ہے آپ کو دینا جواب با صواب

الجواب

ترجمہ بہی اصل سا ہے وجہ سجدہ با لیقین
فرق یہ ہے فہم معنی اس میں شرط اس میں نہیں

آیت سجدہ سنی جانا کہ ہے سجدہ کی جا
اب زباں سمجھےنہ سمجھے سجدہ واجب ہو گیا

ترجمہ میں اس زباں کا جا ننا بہی چاہیے
نظم و معنی دو ہیں ان میں ایک تو باقی رہے

Dhaka University Institutional Repository

تاکے من وجہ یہ صادق ہو سنا قرآن کو
ورنہ اک موج ہوا تہی چھوگی جو کان کو

ہے یہی مذہب یہ یفتی علیہ الاعتماد
شامی از فیض و ہز واللہ اعلم بالرشاد

سجدہ کا فدیہ نہیں اشباہ میں تصریح کی
صیرفیہ میں اسی انکار کی تصحیح کی

کہتے ہیں واجب نہیں اس پر وصیت وقت موت
فدیہ گر ہوتا تو کیوں واجب نہ ہو تا حیر فوت

یعنی اس کا شرع میں کوئ بدل ٹہرانہیں
جزادا یا توبہ وقت عجز کچہ چارہ نہیں

یہ نہیں معنی کہ نا جائز ہے یا بیکار ہے
آخر نیکی ہے نیکی ما حی اوزار ہے

قلته اخذا من التعليل فى امر الصلوة
و هو بحث ظاهر و العلم حقا لا اله [১৬২]

১৬২. ড. হাসান রেযা আ'যমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

২.৪. (ঙ) কাগজী নোট সম্পর্কীয় ফাতওয়ার একটি পর্যালোচনা

ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) এর যুগে কাগজী নোট সবেমাত্র প্রচলিত হয়েছে। তৎকালে অভিজ্ঞ মুফতিগণের কাছে এ সম্পর্কে ফাতওয়া তলব করা হলে তাঁরা যথাযথ সমাধান দিতে পারেন নি। এমনকি মক্কা শরীফের হানাফী মাযহাবের মুফতি হযরত আল্লামা জামাল বিন ‘আব্দুল্লাহ (রহ.)-এর কাছে এ সম্পর্কে ফাতওয়া চাওয়া হলে তিনিও পরিপূর্ণরূপে এর সমাধান দিতে পারেননি এবং তিনি বললেন ‘العلم امانة فى اعناق العلماء’ অর্থাৎ বিজ্ঞ আলেমগণের উপর আমি এ ফাতওয়া সমাধান ছেড়ে দিলাম।

১৩২৩ হিজরীতে ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) দ্বিতীয়বার হজ্ব পালনে মক্কা শরীফ গমন করলে মক্কা নগরীর বিশিষ্ট আলেম ‘আব্দুল্লাহ মিরদাদ (রহ.) ও হযরত আহমদ জাদাভী (রহ.) তাঁর নিকট কাগজী নোট সহ সর্বমোট বারটি প্রশ্ন সম্বলিত ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করলেন। আ'লা হযরত কোন কিতাবের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু স্বীয় স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে আরবী ভাষায় উক্ত বারটি প্রশ্নগুলোর এমন সুন্দর সমাধান দিলেন যা দেখে তৎকালীন বিজ্ঞ মুফতিগণ বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। বারটি প্রশ্ন ও সেগুলোর সামাধান তাঁর মহামূল্যবান গ্রন্থ ‘ الكفل الفقيه الفاهم’এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। কাগজ নোটের সমাধানে আ'লা হযরত বলেন মূলত নোট মূল কাগজের একটি অংশ। আর কাগজ ‘مال متقوم’ তথা মূল্যবান সম্পদ, কিন্তু নোট হওয়ার কারণে এটির চাহিদা আরো বেড়ে যায়। প্রয়োজনে কাজে লাগানোর ও চাহিদা পূরণের জন্য গচ্ছিত বস্তু হয়ে যায়। ফাতওয়ায়ে শামী, রদ্দুল মুখতার, বাহরুর রায়েক, তালামীহ ইত্যাদি গ্রন্থে মালের এ সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। অতএব কাগজী নোট শরীয়তে আক্বলী ও প্রচলনগতভাবে মাল হিসেবে গন্য। কার্ড জাতীয় কিছু নয় যেমন ফতহুল কাদীরে আছে- لو باع كاغذة بالف يجوز و لا يكره অর্থাৎ কাগজের কোন অংশ হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করলে ও তা মাকরুহ ছাড়া বৈধ। এ ছাড়া নোটের উপরে বিভিন্ন লিখাও ছবির কারণে সেটার মূল্য আরো বেড়ে যায়। আর শরি‘আতের মধ্যেও একটি কাগজী নোট এত মূল্যে বিক্রি করতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। পবিত্র কুর’আন শরীফে তার অনুমতি রয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ করেন- الأّان تكون تجارة عن تراض منكم -অর্থাৎ তোমাদের পরস্পরের সন্তুষ্টিতে (যে কোন বস্তু যে কোন মূল্যে) ক্রয়-বিক্রয় বৈধ।

আ'লা হযরত আরো সুন্দর সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন যে, মাল হলো চার প্রকার। যথা:-

১. যে মালগুলো সর্বাবস্থায় মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার হয় । যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য।
২. যে মালগুলো সর্বাবস্থায় দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার হয় । যেমন- কাপড়, আসবাবপত্র।
৩. যে মালগুলোর মধ্যে এমন গুণ রয়েছে যার কারণে ওইগুলো কোন সময় মুদ্রা, আর কোন সময় দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার হয়।
৪. যে মালগুলো মৌলিকভাবে দ্রব্য এবং প্রচলনগতভাবে মুদ্রা। যেমন-পয়সা।

যতদিন এগুলির প্রচলন থাকে ততদিন মুদ্রা এবং প্রচলন বাতিল হলে তার মৌলিক অবস্থা দ্রব্যের দিকে ফিরে যায়।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, নোট মূলত চতুর্থ প্রকার মালের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মৌলিকভাবে এটি একটি দ্রব্য এবং প্রচলনগত মুদ্রা।[১৬৩]

২.৫.(চ) তায়াম্মুম সংক্রান্ত এক গবেষণাধর্মী ফাতওয়া

১৩২৫ হিজরী পহেলা মহররমে ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি এর কাছে তায়াম্মুম সংক্রান্ত একটি ফাতওয়া তলব করা হয়। তিনি উক্ত ফাতওয়ার একটি দীর্ঘ গবেষণাধর্মী উত্তর প্রদান করেন, যা প্রায় ২৬৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী। প্রতি পৃষ্ঠায় দলীল-প্রমাণাদির সমারোহ, প্রতি লাইনে লাইনে আইম্মায়ে কেরামের উক্তি এ যেন ফিক্হ শাস্ত্রের এক মহা সমুদ্র প্রবাহিত হচ্ছে।

তিনি প্রথমে তায়াম্মুমের সাতটি সংজ্ঞা প্রদান করেন। অতঃপর তায়াম্মুম সম্পর্কীয় পূর্ববর্তী প্রামাণ্য কিতাব সমূহের ইবারতের পর্যালোচনা এবং এগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধান, অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত ইবারত সমূহের ব্যাখ্যা চমৎকারভাবে গবেষণাধর্মী পদ্ধতিতে বর্ণনা করেন। যেখানে তাঁর ফিক্হী জ্ঞানের গভীরতা সহজেই ফুটে উঠে।

- বড় বড় ফিক্বহী গ্রন্থ সমুহের মধ্যে তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার জন্য পানি পাওয়া না যাওয়ার শর'ঈ কারণ ৪০ টির অধিক উল্লেখ করা হয়নি; ইমাম আহমদ রেযা সেক্ষেত্রে পানি না পাওয়ার শর'ঈ কারণ ১৫০ টি উল্লেখ করেছেন। আ'লা হযরত ওই সকল বস্তুর সংখ্যা বর্ণনা করেছেন যেগুলো দ্বারা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে তায়াম্মুম করা বৈধ।
- উল্লেখ্য যে, ফিক্বহে হানাফীর পুস্তকসমুহে যে সকল বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম বৈধ বলা হয়েছে, সেগুলো ৭৬ টি পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। আর সেক্ষেত্রে ওই সকল বস্তুর সংখ্যা আ'লা হযরত ১৮১ টি উল্লেখ করেছেন।
- পূর্ববর্তী ইমামগণের কিতাবসমূহে যে সকল বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ নয় সেগুলোর সংখ্যা ৫৮ টির অধিক পাওয়া যায় না। কিন্তু আ'লা হযরত যে সকল বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ নয় তার সংখ্যা বর্ণনা করেছেন ১৮৩ টি।

অতএব বুঝা গেল যে, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি যে সকল বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম বৈধ এবং যে সকল বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম বৈধ নয় উভয়টির সংখ্যা ৩১১ টি উল্লেখ করেছেন ।

তিনি শুধু তায়াম্মুম এর মাসয়ালার মধ্যে যে পরিমাণ দলিলাদি বর্ণনা এবং কিতাব সমূহের আলোকে যে পর্যালোচনা করেছেন তা দ্বারা ইল্মে ফিক্বহে তাঁর যে পাণ্ডিত্যের প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে সবাই এক বাক্যে বলতে বাধ্য হয় যে, 'কয়েক শতাব্দি পর্যন্ত আ'লা হযরতের মত বিজ্ঞ ফক্বীহ পৃথিবীতে জন্মলাভ করেন নি, তাই তাকে ফক্বীহগণের স্তর সমূহের মধ্যে " اصحاب التخريج" ও "اصحاب التمييز" পর্যায়ের ফক্বীহ বলা যায়। চৌদ্দ শতাব্দীর মধ্যে কোন আলেম তাঁর সমকক্ষ হওয়ার দূরের কথা কেউ তাঁর কাছাকাছিও যেতে পারেন নি।[১৬৪]

---

১৬৩. *মাসিক তরজুমান*, ফেব্রুয়ারি-মার্চ-২০০৭, ২৭ তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩;

১৬৪. *মাসিক তরজুমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪;

২.৩. (ছ) শর'ঈ হুকুমের প্রকারভেদ এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আ'লা হযরতের নৈপূণ্যতা সৃষ্টি

ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) এর জ্ঞান সমুদ্রের অঙ্গনে যে অনন্য দিকটি আমাদের কাছে পরিদৃষ্ট হয়, তা হল শরী'আতের বিধানবলীর প্রকারভেদ এবং তদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে নৈপূণ্যতার সৃষ্টি। উসূলে ফিক্‌হ গ্রন্থ রচনাকারীগণ তাদের গ্রন্থসমূহে শরী'আতের বিধানসমূহ সম্পর্কে যেসব প্রকারভেদ এবং স্তর বিন্যাসের বর্ণনা দিয়েছেন তা হতে প্রতীয়মান হয় যে, امر (আদেশসূচক) এবং نہی (বর্জন সূচক) প্রধানত ৫ প্রকার। যেমন-

১ম. فرض (বাধ্যতামূলক)

২য়. مستحب (প্রশংসনীয়)

৩য়. مباح (অনুমোদনীয়)

৪র্থ. حرام (নিষিদ্ধ)

৫ম. مکروہ (অপছন্দনীয়)

পরবর্তী পর্যায়ে উসূলবিদগণ উপরোক্ত প্রকারসমূহ আরো সম্প্রসারণ করেছেন এবং পূর্বোল্লিখিত প্রকারাদির সাথে আরো দুই প্রকার বৃদ্ধি করেছেন।

১ম. فرض

২য়. واجب

৩য়. مستحب

৪র্থ. مباح

৫ম. حرام

৬ষ্ঠ. مکروہ تحریمی

৭ম. مکروہ تنزیہی

পরবর্তীতে উসূলবিদগণ এ বিষয়ে আরো অধিক গবেষণা করেছেন এবং শরী'আতের বিধানের আলোকে উপরোক্ত প্রকার সমূহকে আরো সম্প্রসারণ করে সাত(৭) এর স্থলে নয় (৯) প্রকার বর্ণনা করেছেন। যেমন-

১ম. فرض

২য়. واجب

৩য়. سنة مؤكدة

৪র্থ. سنة غير مؤكدة

৫ম. مستحب

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ. مباح
৭ম. حرام
৮ম. مكروه تحريمى
৯ম. مكروه تنزيهى

এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় হল যে, উসূলে ফিক্‌হ গ্রন্থ অনুসন্ধানী কোন ব্যক্তি যখন শরী'আতের বিধিবিধানের প্রকার সমূহের প্রতি গভীর দৃষ্টি নিবন্ধ করেন তখন মনে একটি জটিল প্রশ্নের সূত্রপাত ঘটে। তা হলো যখন ক্রিয়ার তলব গ্রহণ কিংবা বর্জন উভয় ক্ষেত্রে শরী'আত সমান দাবী রাখে তখন তার স্তর বিন্যাসেও সমান হওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল। অর্থাৎ আমর বা طلب فعل এর ক্ষেত্রে যেভাবে পাচঁ প্রকারে বিন্যস্ত করা হয়েছে তদ্রূপ নাহী বা ترك فعل এর ক্ষেত্রেও পাচঁ প্রকারে বিন্যস্ত করা উচিৎ ছিল। কিন্তু উপরোক্ত প্রকার সমূহে সেটা করা হয়নি। শর'ঈ আহকামের ক্রমন্নোতি হওয়াটা ইসলামের আহকামের দাবী।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি এসব সন্দেহ ও অভিযোগের অপনোদন ঘটান এবং বিভ্রান্তি নিরসনকল্পে امر এর বিন্যাস ৫ প্রকারের সাথে نهى -এরও ৫ প্রকার উল্লেখ পূর্বক সমভাবে বিন্যস্ত করেছেন। এভাবে আহকামে শরীয়ার বর্ণনা বিন্যাসে যে স্তর গুলো নয় (৯) পর্যন্ত এসে থেমে যায়, এর সংখ্যা এগার (১১) প্রকারে উন্নীত করে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) পূর্ণতা বিধান করেন। তিনি আদেশ নিষেধের প্রত্যেক স্তর গুলো সমানভাবে রেখে প্রত্যেক প্রকারের পরস্পর সমন্বয় সাধন করেন এবং শরী'আতের আলোকে প্রত্যেক প্রকারের বৈশিষ্ট্য স্বরূপ- সুস্পষ্টরূপে পৃথকভাবে বিন্যাস করেন। এসব তার অনন্য দূরদর্শী ফিক্‌হী দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচায়ক ও জ্ঞানগত ভিত্তির সুমহান নিদর্শন।

আ'লা হযরত কর্তৃক শরী'আতের বিধানের প্রকারভেদ নিম্নরূপঃ-

<u>امر (আমর)</u>	<u>نهى (নেহী)</u>
১ম. فرض	১ম. حرام
২য়. واجب	২য়. مكروه تحريمى.
৩য়. سنة مؤكدة	৩য়. اسائت
৪র্থ. سنة غير مؤكدة	৪র্থ. مكروه تنزيهى
৫ম. مستحب	৫ম. خلاف اولى

আর مباح আমর ও নেহী উভয়ের মধ্যে মুশতারিক।[১৬৫]

১৬৫. ড. তাহেরুল ক্বাদেরী, *হযরত মাওলানা শাহ্ আহমদ রেযা খান বেরেলভী(রহ.) কা ইলমী মক্বাম*, লাহোর : এদারায়ে মিনহাজুল কুর'আন, ১৯৮৮, পৃ. ১৮-২০; অধ্যাপক মজিদুল্লাহ ক্বাদেরী, ***ফাতওয়া-এ রেযভিয়্যাহ ফী মওজুয়াতী জায়োজাহ***, করাচী : ইদারায়ে তাহকীক্বাত ইমাম আহমদ রেযা, তা. বি., পৃ. ৮-৯

Dhaka University Institutional Repository

২.৪. (জ) ফিক্‌হ শাস্ত্রে ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর অবদান সম্পর্কে বিজ্ঞমহলের অভিমত

ফক্বীহে আ'জম ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর ফাতওয়া প্রদানের দক্ষতা, দলীল পেশ করাবার ক্ষমতা, সুস্পষ্ট বর্ণনা, মাসয়ালা উদঘাটনের যোগ্যতা, নতুন ও পুরাতন সমস্যা সমূহের সমাধানে জ্ঞানের গভীরতা ইত্যাদি দেখে শুত্রু-মিত্র প্রত্যেকেই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। নিম্নে কয়েকটি বিজ্ঞজনদের অভিমত উল্লেখ করা হল-

০১. ড. আল্লামা ইকবাল বলেন-

'ভারতবর্ষে শেষ যুগে আ'লা হযরতের মত দক্ষ, প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ফক্বীহ জন্ম গ্রহণ করেন নি। আমি তাঁর ফাতওয়াসমূহ অধ্যয়ন করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, তাঁর তীক্ষ্ম মেধা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, প্রতিভা, পরিপূর্ণ নির্ভরযোগ্যতা এবং অসাধারণ বুৎপত্তি এবং বিজ্ঞতার পরিচায়ক।

তিনি আরো বলেন- মাওলানা একবার যে মত প্রতিষ্ঠা করতেন সেটার উপরই অটল থাকতেন। তিনি নিঃসন্দেহে গভীর চিন্তা-ভাবনা এবং গবেষণার পর নিজ মতামত ব্যক্ত করেন।এ কারণে তাঁর নিজস্ব শর'ঈ ফয়সালা এবং ফাতওয়া কখনো কোনো পরিবর্তন কিংবা প্রত্যাহারের প্রয়োজন হতো না।তিনি আরো বলেন- ইমাম আহমদ রেযা এ যুগের আবু হানীফা।[১৬৬]

০২. হেরম শরীফের লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধায়ক আল্লামা সায়্যিদ ইসমা'ঈল খলীল মক্কী(রহ.) বলেন-

والله اقول والحق اقول لو رائه ابوحنيفه لأقرّت عينيه و جعل مؤلّفها من جملة الاصحاب

অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি সত্যই বলছি যদি ইমাম আ'জম আবু হানীফা (রহ.) ওই ফাতওয়া সমূহ দেখতেন তবে তাঁর আখিদ্বয় শীতল হয়ে যেত। এবং ফাতওয়ার লিখককে তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভূক্ত করে নিতেন।[১৬৭]

০৩. নদওয়াতুল ওলামা লক্ষ্মৌর পরিচালক মাওলানা আলী নদভী বলেন-

يندر نظيره فى الاطّلاع على الفقه الحنفى و جزياته ليشهد بذلك مجموع فتاواه و كتابه كفل الفقيه الفاهم فى أحكام قرطاس الدراهم الذى ألفه فى مكه سنة وعشرين و ثلاث مأة و الف

অর্থাৎ ফিক্‌হে হানাফী এর খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁর (আহমদ রেযা) যে অসাধারণ পারদর্শিতা ও নৈপূণ্যতা রয়েছে এর দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। এ দাবীর সমর্থনে তাঁর বিভিন্ন ফাতওয়া সংকলনই

---

১৬৬. মুহাম্মদ ইয়াসিন আখতার মিসবাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

১৬৭. ড. মাসউদ আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

অকাট্য সক্ষী, তাঁর রচিত 'কফিলুল ফক্বীহিল ফাহিম ফী কিরতাসি দিরাহিম' গ্রন্থটি ও উৎকৃষ্টের প্রমাণ। যা তিনি ১৩২৩ হিজরীতে মক্কা শরীফে অবস্থানকালে লিখেছিলেন।[১৬৮]

০৪. ইউসুফ বিনুরী দেওবন্দী (করাচী) এর পিতা মৌলভী যাকারিয়া বিনুরী পেশওয়ারী বলেন-

اگر اللہ تبارک و تعالی ہندستاں میں احمد رضا خاں بریلوی کو نہ پیدا
فرماتا تو ہندوستاں میں حنفیت ختم ہو جاتی

-অর্থাৎ যদি আল্লাহ তা'আলা ভারতবর্ষে আহমদ রেযা খান (রহ.) কে না পাঠাতেন, তাহলে ভারতবর্ষে হানাফী মাযহাব বিলুপ্ত হয়ে যেত।[১৬৯]

০৫. মাওলানা আব্দুল হাই লখনভী বলেন-

'জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর (ইমাম আহমদ রেযা) যুগের আলিমগণ হতে তিনি অগ্রগামী ছিলেন। বিশেষত ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হে তিনি সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন'।[১৭০]

০৬. শায়খুল ইসলাম ড. আল্লামা তাহেরুল ক্বাদেরী বলেন-

'বাস্তব সত্য এই যে, আ'লা হযরত যদি কুরুনে উসতা তথা মধ্যযুগে জন্ম নিতেন তাহলে আজ তাঁর বরকতময় নাম ইসলামী ফিক্হ শাস্ত্রের ইতিহাসে চার ইমামের পরে মুজতাহিদ, ইমাম ও ফক্বীহগণের প্রথম কাতারে সংযোজন হতো।[১৭১]

০৭. সায়্যিদ শাহ্ আলে রাসূল মারহারুভী (রহ.) বলেন-

اعلحضرت کو میں ابن عابدین شامی پر فوقیت دیتاہو کیونکہ جو جامعیت
اعلحضرت کے ہاں ہے وہ ابن عابدین شامی کے ہاں نہے

-অর্থাৎ-আমি আ'লা হযরতকে ইব্ন আবেদীন শামীর উপর প্রধান্য দিয়ে থাকি, কেননা আ'লা হযরতের (ফিক্হ শাস্ত্রে) যে অসাধারণ পারদর্শিতা ও নৈপুণ্যতা রয়েছে সেটা ইব্ন আবেদীন শামীর নেই ।[১৭২]

০৮. আ'লা হযরত সমসাময়িক বিশিষ্ট গবেষক ও কলামিষ্ট মাওলানা ওয়াহীদ আহমদ বাদাইউনী আত্মতৃপ্তিমূলক চমৎকার মন্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেন-

حضرت مولنا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم نافع ان کی فقاہت پر منتہی
تہا اِسی سے انہیں مقبولیت حاصل ہوئ اسی سے ان کا نام زندہ ہے-

---

১৬৮. মাওলানা বদিউল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

১৬৯. মাওলানা ইয়াসিন আখতার মিবাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

১৭০. *মাসিক তরজুমান*, ফেব্রুয়ারি-মার্চ-২০০৭, ২৭ তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৭১. ড. তাহেরুল ক্বাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১৭২. মাওলানা ইয়াসীন আখতার মিসবাহী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ হযরত মাওলানা বেরলভী (রহ.)-এর জ্ঞানের ভান্ডার তাঁর ফিক্‌হী জ্ঞানের উপর, তা থেকে তাঁর গ্রহন যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে তা থেকে তাঁর নাম জিন্দা রয়েছে।[১৭৩]

০৯. করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপক ড. রশীদ আহমদ বলেন-

فقہ کے میدان میں آپ کے فتاوی فقہ اسلامی کا وہ عظیم الشان کار نام
ہیں جو آپ کو مجتہد کے درجے پر فائز کرنے کے لئے کافی ہیں-

অর্থাৎ ফিক্বহী জগতে তাঁর (ইমাম আহমদ) ফাতওয়া সমূহ ইসলামী ফিক্‌হে (ইসলামী জীবন-বিধান বর্ণনা বিষয়ক গ্রন্থ) এর জগতে এমন সুমহান গবেষণা যা তাকে মুজতাহিদের দরজায় উন্নীত করার জন্য যথেষ্ট।[১৭৪]

১০. অধ্যাপক ড. মজিদুল্লাহ ক্বাদেরী বলেন-

'একথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, ফক্বিহদের সংকলিত ফিক্‌হ গ্রন্থাদি যারা অধ্যয়ন করেছেন, তারা ফাতাওয়া-এ রেযভিয়্যাহ্ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন যে রেওয়াত ও ইজতিহাদে ইল্‌মে ফিক্‌হ-এর জগতে ইব্‌ন হুম্মামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে সে জন্য তাঁকে মুজতাহিদ ফিল মাযহাব বলা হয়। তারপর ইমাম আহমদ রেযাই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যার মধ্যে ঐ সব বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়, অনুরুপভাবে নির্ভরযোগ্য ফিক্‌হ গ্রন্থাদির উপর বিচার বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন মতবিরোধপূর্ণ মাসায়ালার মাঝে সমতা বিধানে আল্লামা শামীর (রহ.) এক বিরাট বৈশিষ্ট্য ছিলো। ইমাম আহমদ রেযার মধ্যেও এ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ তিনি একই সময় ইমাম ইব্‌ন হুম্মামও ছিলেন আবার ইমাম শামী ছিলেন।[১৭৫]

১১. ড. হাসান ক্বাদেরী স্বীয় প্রবন্ধ ফক্বীহে ইসলাম এর মধ্যে ইমাম আহমদ রেযা ফিক্‌হী যোগ্যতার মূল্যায়ন এভাবেই করেন-

'আ'লা হযরত কাওয়িদ-এ উসূল (মৌলিক নীতিমালা) বেং ফরুয়ে আহকামে (শাখা-গত বিধিবিধান) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মুকাল্লিদ (অনুসারী) ছিলেন। আর তাক্বলিদের সাথে সাথে ইজতিহাদ ফিল মাসায়েল এবং ইজতিহাদ ফিল মাযহাবের পূর্ণ যোগ্যতা ও রাখতেন'।[১৭৬]

১২. হাকীম মুহাম্মদ সা'ঈদ (চেয়ারম্যান, হামদর্দ ট্রাষ্ট. পাকিস্তান)বলেন-

'ফাযেলে বেরলভীর ফাতওয়ার বৈশিষ্ট্য এ যে, তিনি শর'ঈ আহকামের গভীরে পৌঁছার জন্য বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যার সকল উপকরণ থেকে সাহায্য নিতেন। আর তিনি এ সত্য সম্পর্কে ভালোভাবে অভিজ্ঞ ছিলেন যে, কোন শব্দের অন্তর্নিহিত বিশ্লেষণের জন্য জ্ঞানের কোন্ বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ হওয়া উচিত। তাই তাঁর ফাতওয়ার জ্ঞানের অনেক বিষয়ের তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান মিলে। তবে চিকিৎসাবিদ্যা ও এ বিদ্যার অন্যান্য শাখা যেমন কিমা ও ইল্‌মে আহ্‌যাব বিষয়ে তাঁর বিশাল কৃতিত্ব ছিলো। এতে এ সব বিষয়ে যে বিস্তৃত তত্ত্ব পাওয়া যায় তাতে তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি ও চিকিৎসাবিদ্যায় নৈপুণ্যতার অনুমিত হয়। তিনি স্বীয় রচনাবলীতে শুধু একজন

---

১৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

১৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

১৭৫. *মাসিক তরজুমান*, মে-জুন-২০০০, ১৯তম, ২য় সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

১৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

মুফতী নন বরং একজন বিজ্ঞ চিকিৎসাবিদও বলে মনে হয়। তাঁর গবেষণার এ বৈশিষ্ট্য ও ধারা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, দ্বীন ও তিব্ব বিজ্ঞান এর মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ট'।[১৭৭]

২.৫.(ঝ) ইল্‌মে ফিক্‌হ বিষয়ক রচনাবলী

চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) প্রায় ৭৬ টি বিষয়ে সহস্রাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ওই সকল গ্রন্থের কয়েকটি মৌলিক ব্যাখ্যা ও রচনা আর বাকীগুলো ফিক্‌হ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহের টীকা-টিপ্পনী। আল্লামা বদরুদ্দীন আহমদ তাঁর লিখিত 'সাওয়ানেহে আ'লা হযরত' গ্রন্থে আ'লা হযরতের ইল্‌মে ফিক্‌হ বিষয়ে লিখিত ৭০টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন।[১৭৮]

আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী 'হায়াতে আ'লা হযরত' গ্রন্থে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর ফিক্‌হী গ্রন্থ ১৫২টির নাম উল্লেখ করেছেন।[১৭৯] প্রথম অধ্যায়ের রচনাবলী শিরোনামে সেখান থেকে ৪৯টির উল্লেখ করা হয়। নিম্নে অবশিষ্ট ১০৩টি ফিক্‌হী গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো। যেমন-

১. رفيع المدارك فى حكم السوائب و ما طرح مالك

২. جلى الصوت لنهى الدعوة امام الموت

৩. يسرالزاد لمن ام الضاد

৪. الامن والعلى لناعتى المصطى بدافع البلاء

৫. بركات الامداد لاهل الاستمداد

৬. بذل الجوائزعلى الدّعاء بعد صلاة الجنائز

৭. رحيق الاحقاق فى كلمات الطلاق

৮. المنى و الدرر لمن عمد منى آرد ر

৯. وشاح الجيد فى تحليل معانقة العيد

১০. وصاف الرجيح فى بسملة التراويح

১১. القلادة المرصعة فى نحر الاجوبة الاربعة

১২. سبل الاصفياء فى حكم الذبح للاولياء

১৩. ستر جميل فى مسائل السراويل

---

১৭৭. *মা'আরিফ-এ-রেযা*, সংখ্যা-১৯৯৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

১৭৮. আল্লামা বদরুদ্দীন আহমদ, *সাওয়ানেহে আ'লা হযরত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯-৩৯০

১৭৯. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, প্রাগুক্ত, খ. ১,পৃ. ৫৬৫-৫৭৩

১৪. اطائب التّهانى فى النّكاح الثانى

১৫. راد القحط و الوباء بدعوة الجيران و مواساة الفقراء

১৬. سلب الثلب عن القائلين بطهارة الكلب

১৭. رعاية المنّة فى ان التهجد نفل او سنّة

১৮. حق الاحقاق فى حادثة من نوازل الطّلاق

১৯. حاجز البحرين الواقى عن جمع الصلاتين

২০. لوامع البها فى المصر للجمعة و الاربع عقيبها

২১. الكاس الدهاق با ضافة الطّلاق

২২. القطوف الدانية لمن احسن الجماعة الثانية

২৩. الرد الاشد النهى فى هجر الجماعة على الگنگہى

২৪. نقد البيان لحرمة ابنة اخى اللبان

২৫. نادى الاضحية بالثناء الهندية

২৬. لمعة الضّحى فى اعفاء اللّحى

২৭. النهى الهاجز فى تكرار صلاة الجنائز

২৮. شفاء الواله فى صورالحبيب و مزاره و نعاله

২৯. مروج النجا لخروج النساء

৩০. تجويز الرد عن تزويج الابعد

৩১. هبة السنا فى تحقيق المصاهرة بالزنا

৩২. الاعلام بحال البخور فى الصيام

৩৩. التحرير الجيد فى بيع حق المسجد

৩৪. الوفاق المتين عن سماع الدفين و جواب اليمين

৩৫. ازالة العار بحجر الكرائم عن كلاب النار

৩৬. تفاسير الاحكام لفدية الصلاة و الصيام

৩৭. انجح الجد فى حفظ المسجد

৩৮. الشرعة البهية فى تحديد الوصية

৩৯. ماحى الضّلالة فى انكحة الهند و بنجاله

৪০. الجام الصاد عن سنن الضاد

৪১. شمام العنبر فى ادب النداء امام المنبر

৪২. ابجل ابداع فى حد الرّضاع

৪৩. لب الشّعور باحكام الشّعور

৪৪. خير المال فى خكم الكسب و السّوال

৪৫. الفقه التسجيلى فى عجين النّار جيلى

৪৬. افصح البيان فى مزرع هندوستان

৪৭. الحلية الاسماء لحكم بعض الاسماء

৪৮. طريق اثبات الهلال

৪৯. تيجان الصواب فى قيام الامام فى المحراب

৫০. نور الجوهرة فى السمسرة و السوكره

৫১. الاحكام و العلل فى اشكال الاحتلام والبلل

৫২. مرقاة الجمان فى الهبوط عن المنبر لمدح السلطان

৫৩. اجل التحبير فى حكم السماع والمزامير

৫৪. راحى زاغيان معروف به وقع زيغ زاغ

৫৫. اوفى اللمعة فى اذان الجمعة

৫৬. انصح الحكومة فى فصل الخصومة

৫৭. اعالى الافاده فى تعزية الهند و بيان الشهادة

৫৮. افقه المجاوبة عن حلف الطالب على طلب المواثبة

৫৯. اكد التحقيق بباب التعليق

৬০. اهلاك الوهابيين على توهين قبور المسلمين

৬১. هداية الجنان باحكام رمضان

৬২. هادى الناس فياشياء من رسوم الاعراس

৬৩. ما يجلى الاصر عن تحديد المصر

৬৪. رد القضاة الى حكم الولاة

৬৫. تنوير القنديل فى احكام المنديل

৬৬. الجو و الحلو فى اركان الوضوء

৬৭. الطراز المعلم فيما هو حدث من احوال الدم

৬৮. لمع الاحكام ان لا وضوء من الزكام

৬৯. هداية المتعال فى الاستقبال

৭০. الحق المجتلى فى احكام المبتلى

৭১. كفل الفقيه الفاهم فى احكام قرطاس الدراهم

৭২. نبه القوم ان الوضوء من نوم

৭৩. تيسير الماعون للسكن فى الطاعون

৭৪. السهم الشهابى على خداع الوهابى

৭৫. فقه شهنشاه و انّ القلوب بيد المحبوب بعطاءالله

৭৬. بدء الانوار فى اداب الاثار

৭৭. مفاد الحبر فى الصلاة بمقبرة او جنب قبر

৭৮. الهادى الحاجب عن جنازة الغائب

৭৯. شمامة العنبرفى محل النداء بازاء المنبر

৮০. الطرة الرضية على النيرة الوضية

৮১. فصل القضاء فى رسم الافتاء

৮২. الجوهرالثمين فيما تنعقد به اليمين

৮৩. الطراز المذهب فى التزويج بغير الكفو و مخالف المذهب

৮৪. عبقرى حسان فى اجابة الاذان

৮৫. شوارق السنا فى حد المصر والفنا

৮৬. لمعة الشمعه فى اشتراط المصر للجمعة

৮৭. البدور الاجله فى امور الاهله

৮৮. نور الادله للبدور الاجله

৮৯. رفع العلة عن نور الادله

৯০. اللواء المعقود لبيان حكم امرءة المفقود

৯১. ايذان الاجر فى اذان القبر

৯২. رعاية المذهبين فى الدّعاء بين الخطبتين

৯৩. رشاقة الكلام فى حواشى اذاقة الاثام

৯৪. البيان شافيا لفونو غرافيا

৯৫. جدّ الممتار على ردّ المختار

৯৬. العطايا النبوية فى الفتاوى الرضوية

৯৭. الاسد الصئول على اجتهاد الطّرار الجهول

৯৮. برات نامہ انجمن اسلامیہ بانس بریلی

৯৯. اجتناب العمّال عن فتاوى الجهّال

১০০. سيف و لايتى برداهم و لايتى

১০১. الرد الناهز على ذام النهى الحاجز

১০২. شمام التعمم لبيان حد التيمم

১০৩. شرح الاشباه والنظائر ইত্যাদি।[১৮০]

২.৬. (ঞ) ‘ফাতাওয়া-এ রেযভীয়্যাহ্’ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যাসমুহ

‘ফাতাওয়া-এ রেযভীয়্যাহ্’ আ‘লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। এর পূর্ণ নাম “العطايا النبويّة فى الفتاوى الرضويّة” ইসলামী ফিক্হ শাস্ত্রের জগতে এটি এক বিশাল ভান্ডার ও অমূল্য সম্পদ। ফিক্হে হানাফীর আলোকে সংকলিত অদ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। উপমহাদেশের বুকে ‘ফাতাওয়া-এ আলমগীরি’-এর পর ‘ফাতাওয়া-এ রেযভিয়্যাহ্’ এর মত বিরাটাকারের ফাতাওয়া গ্রন্থ আজও রচিত হয়নি। বারো (১২) খন্ডে বিভক্ত, সহস্রাধিক পৃষ্ঠার সমন্বয়ে এ ফাতওয়া গ্রন্থ তাঁর ইজতিহাদি কীর্তির এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত।

ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর ফিক্হী মানস ও ফাতাওয়া-এ রেযভিয়্যাহ-এর উপর গবেষণা করে ড. হাসান রেযা আ‘যমী ভারতের পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ

[১৮০]. আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৬৫-৫৭৩; আল্লামা বদরুদ্দীন আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯-৩৯০

করেন। মিসর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাকিস্তানের এক ছাত্র তাঁর এ গ্রন্থের উপর গবেষণা করে এম. ফিল. ডিগ্রী অর্জন করেন।

নিম্নে 'ফাতাওয়া-এ রেযভীয়্যাহ্'-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হল

১. নতুন-পুরাতন লক্ষাধিক মৌলিক ও খুঁটিনাটি বিষয়ের বিশদ বিশ্লেষণ ও সুস্পষ্ট সমাধানমূলক বর্ণনা।

২. লক্ষাধিক জটিল কঠিন মাসয়ালার অতি সংক্ষিপ্তকরণ ও উচু পর্যায়ের সমাধান এবং হানাফী মাযহাবের প্রধান্যতার যুক্তি প্রদর্শন।

৩. মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, ফক্বীহ ও সূফীদের গ্রহণযোগ্য ও রুচি সম্মতভাবে বিভিন্ন মাসআলার সমাধান।

৪. প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংস্কার এবং সংযোজন-বিয়োজন করতেন।

৫. প্রয়োজনের তাগিদে মাসয়ালার সমাধানে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করতেন।

৬. যে ভাষায় প্রশ্ন করা সে ভাষায় উত্তর প্রদান করা হয়েছে।

৭. প্রত্যেক মাসআলার সমাধানে কুর'আন-হাদিসের একাধিক দলীলসহ সাহাবী ও ফক্বীগণের অভিমতের বর্ণনা।

৮. ফক্বীহদের বিরোধপূর্ণ বিষয়াদির সমাধান, তাদের অসতর্কতার সতর্কীকরণ, যুক্তি প্রদর্শন এবং রুসূমুল মুফতীর পূর্ণ অনুসরণ।

৯. আহলে সুন্নাত এর দৃষ্টিভঙ্গি, প্রমাণ এবং এর সত্যতার উপর অত্যধিক যুক্তি প্রদর্শন।

১০. আধুনিক যুগের নতুন নতুন বিষয়াদির যুক্তি প্রমাণ সম্বলিত সমাধান।

১১. যথাযথ তথ্যপুঞ্জীর সমাহার।

১২. যে মাসয়ালা রচনা করতেন, তাতে সলফে সালেহীনদের গৃহীত মতও সে সাথে ব্যক্ত করতেন।

১৩. সন্দেহযুক্ত বিষয়ে আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করতেন।

১৪. এ গ্রন্থে আধুনিক বিষয়াদি তথা-গণিত, জ্যেতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, সময় নির্ধারণী বিদ্যা, লাগারিদাম, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও রাজনৈতিক দিক নির্দেশনাসহ বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণ মূলক সমাধান রয়েছে।[১৮১] যেমন:

ক. কপানির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সম্পর্কে বিশ্লেষণ ধর্মী একটি ফাতওয়া।[১৮২]

النهى النمير فى الماء المسدير

---

১৮১. আল-মুখতার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

১৮২. ইমাম আহমদ রেযা খান, *ফাতওয়া-এ রেযভিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৮৫-৩২০

খ. গণিত বিষয়ক একটি ফাতওয়া প্রবন্ধ।[১৮৩]

رجب الساعة فی میاه لا یستوی وجهها وجوفها فی المساحة

গ. প্রাকৃতিক বিদ্যার উপর আবদ্ধ পানি ও প্রবাহিত পানি সম্পর্কিত একটি ফাতওয়া।[১৮৪]

الدقة و التبیان لعلة الرقة والسیلان

ঘ. ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞানের উপর মাটির প্রকৃতিগত নির্ণয়ে একটি ফাতওয়া।[১৮৫]

المطار السعید علی نبت جنس الصعید

---

১৮৩. ইমাম আহমদ রেযা খান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩২১-৪২৪

১৮৪. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১

১৮৫. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৫৭৯

তৃতীয় অধ্যায়

না'ত সাহিত্য : পরিচয়, উৎস, উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ

৩.১. না'ত সাহিত্যের পরিচয় ও উৎস

৩.১. (ক) না'ত শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ

না'ত (نعت) আরবী শব্দ এটি একবচন, বহুবচনে নুয়ূত (نعوت)। এর আভিধানিক অর্থ- গুণ, স্তুতি, প্রশস্তি, প্রশংসা ও গুণ কীর্তন ইত্যাদি।[১৮৬] পারিভাষিক অর্থে ছন্দোবদ্ধ চরণে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রশস্তি, গুণ কীর্তন, মান-মহিমা ও গুণগরিমা প্রকাশ করাকে না'ত বলা হয়।[১৮৭] "মাজমা' বিহারুল আনোয়ার" গ্রন্থে বলা হয়েছে- النعت وصف الشئ بما فيه من حسن "কোন বস্তুর সৌন্দর্যের বর্ণনা করা।"[১৮৮] বাংলা সাহিত্যে রাসূল চরিত গ্রন্থকার বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রশংসাধারাকে ইসলামের ইতিহাসে না'ত বলা হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে না'ত বলতে সাধারণত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র চরিত্র ও গুণের প্রশংসাসূচক কবিতা ও গানকে বুঝানো হয়।[১৮৯]

৩.১. (খ) না'ত সাহিত্যের উৎস কুর'আন ও সুন্নাহ্

আরবী সাহিত্যে না'ত বা প্রশংসাগীতি রচনা একটি অনন্য সংযোজন। কুর'আন করিম-এর অনেক স্থানে মহান আল্লাহ্ তা'আলা পদ্যাকারে নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হিস সালাম-এর স্তুতি-প্রশস্তি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নাম রেখেছেন "আহমদ ও মুহাম্মদ" যার অর্থ অতি প্রশংসাকারী ও প্রশংসনীয়। আল্লাহ্ তা'আলার পরে তিনিই একমাত্র প্রশংসা ও গুণকীর্তণের মালিক। কেননা তিনি সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী। যার জীবন চরিতকে সুন্দরতম আদর্শ বলে ঘোষণা করা হয়েছে পবিত্র আল-কুর'আনে।[১৯০] এ মহামহিময় নবীর প্রতি ভালবাসা ও প্রেম নিবেদনের নামই ঈমান। মুমিনগণ না'ত পরিবেশনের মাধ্যমে রাসূলের সাথে নিজেদের অকৃত্রিম ভালবাসা ও হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশ করে থাকেন। না'ত সাহিত্য তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর প্রশংসাগীত ও না'ত সাহিত্য জগতে কোন নতুন পদ্ধতি নয় বরং তা কুর'আন ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত অনন্য বিষয়। তাই কুর'আন ও সুন্নাহ্ হলো না'ত সাহিত্যের মূল উৎস।

---

১৮৬. আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২, খ. ১৩, পৃ. ৬৯৫; *বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১০, পৃ. ৩০৯

১৮৭. ***ইসলামী বিশ্বকোষ***, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৬৯৫

১৮৮. শায়খ মুহাম্মদ তাহের সিদ্দিকী, *মাজমা' বিহারুল আনোয়ার*, মদিনা মনোয়ারা : মাকতাবাতু দারিল ঈমান, ১৪১৫হি., খ. ৪, পৃ. ৭৫৪

১৮৯. মুহাম্মদ জমির উদ্দীন মিয়া, *বাংলা সাহিত্যে রাসূল চরিত*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৯৪

১৯০. انّك لعلى خلق عظيم و আল-কুর'আন, ৬৮ : ৪

৩.১.(গ) আল-কুর'আনের আলোকে না'তে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামঃ

মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ও তা'আলা মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর মাহবুব নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে না'তের সুললিত ছন্দের আঙ্গিকে স্মরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে যখনই সম্মোধন করেছেন তখন তাঁর নাম নেওয়ার পরিবর্তে 'يا ايّها المزّمّل' আবার কখনো 'يا ايّها المدّثّر' কখনো 'يس' কখনো 'طحى' গুনবাচক নামে আহ্বান করেছেন। তেমনি পবিত্র কুর'আনে কোথাও 'والضحى' বলে তাঁর নূরানী চেহারা মুবারকের শপথ করা হয়, আবার কোথাও 'واللّيل' বলে তাঁর কৃষ্ণরাত রূপী কালো ঝুলফ মুবারকের শপথ করা হয়। এক কথায় পুরো কুর'আন মাজীদ আমাদের প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রশংসাগীত ও না'তে পরিপূর্ণ। কুর'আন করীম-এর প্রকাশ ভঙ্গীতে না'ত রাসূলের প্রতিচ্ছবি পরিস্কার ভেসে উঠে। নিম্নে উদাহারণ স্বরূপ কিছু আয়াত উল্লেখ করা হলো।

১. আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ সর্বাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উপর দরূদ প্রেরণ করেন। এবং ম'মিনদেরকে তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম যথাযথভাবে প্রেরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র আল-কুর'আনে ঘোষিত হয়েছে- انّ الله و ملائكته يصلّون على النبىّ يا ايّها الذين امنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ (সম্মানিত) নবীর উপর দরূদ প্রেরণ করে থাকেন। হে ঈমানদাওয়াসণ! তোমরাও তাঁর উপর দরূদ প্রেরণ করো এবং উত্তমরূপে সালাম প্রেরণ করো।"[১৯১]

উক্ত আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় হযরত আবুল আলিয়্যা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন- صلوة الله ثناؤه عليه عند الملائكة و صلاةالملائكة الدّعاء "অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক রাসূল-এর প্রতি সালাত পাঠ করার অর্থ হলো ফেরেশতার কাছে রাসূলের প্রশংসা করা এবং ফেরেশতা কর্তৃক রাসূলের প্রতি সালাত প্রেরণ করার অর্থ হলো রাসূলের জন্য দু'আ করা।"[১৯২] তাফসীরে 'আলবাহরুল মাদীদ' গ্রন্থকার বলেন- يعتنون باظهار شرفه و تعظيم شأنه "আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতারা রাসূলের মর্যাদার প্রশংসা করেন"।[১৯৩]

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র স্মরণ চিওয়াসমুন্নত করার বিষয় পবিত্র কুর'আন মাজীদে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-و رفعنا لك ذكرك "এবং আমি আপনার স্মরণকে (সব দিক দিয়ে) উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।"[১৯৪] এই ঘোষণা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবের নাম মুবারক ও স্মরণকে চিরজীব ও চিওয়াসমুন্নত রাখার সাথে সাথে তাঁর আলোচনা বিস্তৃত করার ও সুউচ্চ শিখরে উপনীত করার ওয়াদা দিয়েছেন। হাদিসে কুদসীতে এরশাদ হচ্ছে-اذا ذكرت ذكرت معى "যখনই আমার নাম

---

১৯১. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৫৬

১৯২. ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, *আল-জামি'উস সহিহ্*, দিল্লী : রশিদিয়া লাইব্রেরী, তা. বি., খ. ২, পৃ. ৭০৭; আল্লামা কুসতালানী, *মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ*, মিশর : মাকাতাবাতু তাওফিকিয়্যাহ, তা. বি., খ. ২, পৃ. ৬৪৮

১৯৩. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-হাসানী, *আল-বাহরুল মাদীদ*, মিশর : আল-মাকতাবাতুত্তাওফিকিয়্যাহ্, তা. বি., খ. ৬, পৃ. ৫২

১৯৪. আল-কুর'আন, ৯৪ : ৪

উল্লেখ করা হবে, তখন আমার সাথে আপনার নামও উল্লেখ করা হবে।"[১৯৫] সেহেতু কালিমা তাওহীদ ও শাহাদতে, আযান ও ইকামতে, সালাম ও মোনাজাতে আল্লাহ্‌র নামের সাথে রাসূলের নাম স্থান পেয়েছে।[১৯৬] আল্লাহ তা'আলা হাদিসে কুদসীতে আরো বলেন, جعلتك ذكرا من ذكرى فمن ذكرك ذكرنى "আমি আপনাকে আমার 'যিক্‌র' হিসেবে সৃষ্টি করেছি, যে আপনাকে স্মরণ করল, প্রকৃত পক্ষে সে আমাকেই স্মরণ করল।"[১৯৭]

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অন্যান্য বিশেষণের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, انا ارسلناك شاهدا ومبشّرا و نذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله و تعزّروه و توقّروه وتسبّحوه بكرة و أصيلا- "নিশ্চয় আমি আপনাকে (কিয়ামত দিবসের উম্মতের আমল ও অবস্থার) প্রত্যক্ষকারী, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী করে পাঠিয়েছি। যাতে (হে লোকেরা) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর এবং তাঁর দ্বীনের সাহায্য কর, তাঁকে অত্যন্ত সম্মান কর এবং (সে সাথে) সকাল-সন্ধ্যায় অল্লাহ্‌র তাসবীহ পাঠ কর।"[১৯৮] উক্ত আয়াতে করীমায় শাহিদ, মুবাশ্বীর ও নাযীর দ্বারা রাসূলের না'ত তথা প্রশংসা করা হয়েছে।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের উম্মতের প্রতি স্নেহপরায়ণ ও দয়াময় হওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন- لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم - "নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে (এক সম্মানিত) রাসূলুল্লাহ আগমন করেন। তোমাদের যা বিপন্ন করে উহা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি দয়ার্দ্র পরম দয়ালু।"[১৯৯]

৫. আল্লাহ্ সুবহানাহু ও তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শান না'ত আকারে এভাবে বর্ণনা করেন- يس و القرأن الكريم – انّك لمن المرسلين "ইয়াসিন (প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ অধিক জানেন) প্রজ্ঞাপূর্ণ কুর'আনের শপথ। আপনি অবশ্যই রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।"[২০০]

৬. প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হওয়ার বিষয় এভাবে বর্ণনা করেন- وما ارسلناك الارحمة للعالمين "হে হাবীব! আমি তো আপনাকে উভয় জগতের রহমত করে পাঠিয়েছি।"[২০১]

---

১৯৫. আল্লাামা কাজী 'আয়ায, *আশ-শিফা*, বৈরুত, লেবানন : দারুলকুতুব ইলমিয়্যাহ, ৩য় সং., ২০০৬,খ. ১, পৃ. ২০

১৯৬. শায়খ ইসমাঈল হক্কী, *তাফসীরু রুহুল বায়ান*, লাহোর : মাকতাবায়ে রহমানিয়্যাহ, তা. বি., খ. ১০, পৃ. ৫৫৪

১৯৭. আল্লামা কাজী 'আয়ায, *শেফা শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১ (روى أبوسعيق الخدرى أنّ النّبىّ صلى الله عليه وسلّم قال أتانى جبرائيل عليه السّلام فقال إنّ ربّى و ربّك يقول كيف رفعت ذكرك؟ قلت : الله و رسوله اعلم قال : إذا ذكرت ذكرت معى- قال ابن العطاء جعلت تمام الايمان بذكرك معى و قال إيضا : جعلتك ذكرا من ذكرى فمن ذكرك ذكرنى)

১৯৮. আল-কুর'আন, ৪৭ : ৮-৯

১৯৯. আল-কুর'আন, ৯ : ১২৮

২০০. আল-কুর'আন, ৩৬ : ১-৩

২০১. আল-কুর'আন, ৬১ : ১০৭

৭. নূর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, و انّك لعلى خلق عظيم " আর নিশ্চয় আপনি মহা মর্যাদাময় চরিত্রের উপর অধিষ্টিত আছেন।"[২০২]

৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র নূরানী চেহারা মুবারক এবং সুগন্ধিময় যুলফীর শপথ করে মহান আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ করেন-والضّحى واللّيل اذا سجى "শপথ মধ্যাহ্ন (রূপী আপনার নূরানী চেহারা মুবারক)-এর (যার দ্বীপ্তি অন্ধকার হৃদয় আলোকিত হয়) আর শপথ কালো রাতের (মত আপনার সুগন্ধিময় যুলফির), যখন তা (আপনার দ্বীপ্তিময় চেহারা ও কাঁধের উপর) ছেয়ে যায়।"[২০৩]

৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অশেষ কল্যাণ প্রদান করার আলোচনা এভাবে করা হয়েছে-انّا اعطيناك الكوثر "নিশ্চয় আমি আপনাকে (প্রত্যেক কল্যাণ ও মর্যাদায়) সীমাহিন আধিক্য দান করেছি।"[২০৪]

১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সকল ঈমানদারের প্রাণের চেয়েও অতি নিকটে সাব্যস্ত করে আল্লাহ বলেন, النّبى اولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمّهاتهم "এ(সম্মানিত) নবী মু‘মিনদের কাছে তাদের প্রাণের চেয়ে অতি নিকটে এবং তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ তাদের মাতা।"[২০৫]

এভাবে আল্লাহ্ তা‘আলা পবিত্র আল-কুর‘আনের যেখানে নিজের প্রতি ঈমান আনার কথা বর্ণনা করেছেন সেখানে তাঁর প্রিয় হাবীব এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ করেছেন। নিজ আনুগত্যের সাথে রাসূলের আনুগত্যকে, নিজ ভালবাসার সাথে রাসূলের ভালবাসাকে, নিজ শিষ্টাচারের সাথে রাসূলের প্রতি শিষ্টাচার কে, নিজ সন্তুষ্টির সাথে রাসূলের সন্তুষ্টিকে সম্পৃক্ত করেছেন। আপন বন্ধুর অবাধ্যতার সাথে নিজের অবাধ্যতা এবং তাঁর প্রতি শত্রুতাকে নিজের প্রতি শত্রুতা বলে ঘোষণা কটোরভাবে দিয়েছেন।

কুর’আন মাজীদের উল্লিখিত আয়াতগুলোতে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র মর্যাদা ও ফযীলত এবং উচ্চ শান ও ‘আযমতের নানা দিক প্রকাশ পেয়েছে। আর না‘ত সাহিত্যের বিষয় বস্তুও এটাই। সুতরাং কুর’আনের মধ্যে রাসূলের প্রশংসামূলক-গুণবাচক শব্দাবলী ও উক্ত আয়াতগুলোকে না‘তে রাসূলের উৎস মূল সাব্যস্ত করা যায়। সারকথা হলো পবিত্র কুর’আন মাজীদ রাসূলুল্লাহ প্রশস্তির উৎস মূল। হযরত ‘আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়ল্লাহু তা‘আলা আনহু রাসূলের চারিত্রিক প্রশংসায় বলেন-"কুর’আন মাজীদই হলো রাসূলের চরিত্র"।[২০৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র চারিত্রিক গুণাবলী, কামালাত (আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা), সমুন্নত মর্যাদা এবং তাঁর সীরাত ও ইতিহাস সবগুলোকে না‘ত বলা হয়।

২০২. আল-কুর’আন, ৬৮ : ৪

২০৩. আল-কুর’আন, ৯৩ : ১-২

২০৪. আল-কুর’আন, ১০৮ : ১-৩

২০৫. আল-কুর’আন, ৩৩ : ৬

২০৬. ইমাম কুসতালানী, *মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া*, মিশর : মাকতাবাতুত্তাওফিকিয়্যাহ্, তা. বি., খ. ২, পৃ. ৫৫৮, فقالت كان خلقه القران:

৩.১. (ঘ) হাদিসে নববীর আলোকে না'তে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম

না'তে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওাসাল্লাম যেভাবে কুর'আন মাজিদের মাধ্যমে প্রমাণিত তেমনিভাবে হাদিসের আলোকেও প্রমাণিত। নূর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই না'তের মাহফিল আয়োজন করতেন। কবিগণ দরবারে রেসালতে উপস্থিত হয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধাবনত হয়ে না'ত পেশ করতেন, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আল 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম অধিক আগ্রহে শুনতেন। নিজের প্রশস্তিমূলক না'ত শুনে প্রশংসাকারীর জন্য দোয়া করতেন, বেহেশতের শুভসংবাদ দিতেন আবার কখনো দোযখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য দু'আ করেতেন এবং তাঁদেরকে উপহার ও উপঢৌকন দিয়ে সমাদৃত করতেন। না'ত সম্বলিত কিছু হাদীস শরীফ নিম্নে প্রদত্ত হল।

ঘ.১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম না'ত শুনতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত হাস্সান ইব্ন সাবিত রাদিয়াল্লাহ তা'আলা আনহু-এর জন্য মসজিদে-এ নববীতে মিম্বর সাজাতেন। হযরত হাস্সান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঐ মিম্বরে দাঁড়িয়ে নবীজির শা'নে না'ত পরিবেশন করতেন এবং কাফিরদের সমালোচনায় লিখিত কবিতা শুনাতেন। তাঁর কাবিতায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার বিষয় প্রতিভাত হত। উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা বলেন-যখন হযরত হাস্সান ইব্ন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু না'ত পরিবেশন করতেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হয়ে বলতেন- إن الله يؤيد حسّان بروح القدس ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা রূহুল কুদস (হযরত জিবরাঈল আমীন) দ্বারা হাস্সানকে সাহায্য করেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে বীরত্বপূর্ণ কবিতা পাঠরত থাকেন অথবা (কবিতার) মাধ্যমে তাদের প্রতিরোধ করতে থাকেন।"[২০৭] হযরত বারা ইব্ন 'আযিয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত হাস্সান ইব্ন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বলতেন-اهجهم أو قال : هاجهم و جبرائيل معك- "হে হাস্সান! যেসব লোক আমার প্রতি বেয়াদবী ও অশুভ আচরণ করে, তুমি (না'তের মাধ্যমে) তাঁদের নিন্দা ও অশালীন উক্তিগুলোর জবাব দাও। (এ কাজে) জিবরাঈল তোমার সাহায্যকারী হবেন।"[২০৮] আর হযরত হাস্সান ইব্ন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিম্মোক্ত কবিতাগুলো আবৃত্তি করতেন-

هجوت محمّدا فأجبت عنه - و عند الله فی ذاك الجزاء

هجوت محمّدا برّا حنيفا - رسول الله شيمته الوفاء

فإنّ أبي ووالده وعرضی - لعرض محمّد منكم وقاء

---

২০৭. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা তিরমিযী, *জামি'উত তিরমিযী*, কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৫, খ. ৪, পৃ. ৫৪৮, কিতাবুল আদাব

باب : ما جاء فی انشاد الشعر

عن عا ئشة قالت كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يضع لحسّان منبرا فی المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله عليه وسلم أو قالت : ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

২০৮. ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, *জামি'উস সহিহ্*, বৈরুত : দারুলকুতুব ইলমিয়্যাহ, ২০০৭, খ. ৪, পৃ. ১২৩, কিতাবুল আদাব, باب : هجاء المشركين, হাদীস নং ৬১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

১. তুমি (হে আবু সুফিয়ান) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শানে গোস্তাখী (অসদাচরন) করেছ, আর আমি তার উত্তর দিচ্ছি। আর আল্লাহ্‌র কাছে এর পুরষ্কার ও বিনিময় রয়েছে।
২. তুমি (হে আবু সুফিয়ান) মুহাম্মদ সাল্লাল্লহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শানে গোস্তাখী করছে, অথচ তিনি সৎ, খোদাভীরু, আল্লাহ্‌র রাসূল, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যার চরিত্র।
৩. সুতরাং আমার মাতা-পিতা, আমার ইজ্জত-সম্মান তোমাদের প্রতিবাদে রাসূলাল্লাহ-এর ইজ্জত-সম্মান রক্ষায় উৎসর্গিত ।[২০৯]

ঘ.২. না'ত পাঠকারীর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন

আক্বায়ে নামদার তাজেদারে মাদীনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা না'ত শুনে কবিদের জন্য দু'আ করতেন। হযরত সালমা ইব্‌ন আক্‌ওয়া' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে খায়বার অভিমুখে যাচ্ছিলাম। কাফেলার একজন আমার ভাই 'আমর ইব্‌ন আক্‌ওয়া' কে বললেন, আমাদেরকে আপনার কোন কবিতা শুনান। তিনি উট থেকে অবতরণ করলেন আর এ কবিতা পড়তে লাগলেন-

اللّهمّ لو لا أنت ما اهتدينا – ولا تصدّقنا و لاصلّينا

فاغفر فداء لك ما اتقينا – و ثبّت الاقدام ان لاقينا

والقين سكينة علينا – انّا اذا صيح بنا اتينا

وبالصّياح عوّلوا علينا

১. তুমি বিনে মোরা আল্লাহ পেতাম না পথের দিশা,
সাদকা-নামাযবিহীন মোদের জীবন হতো মহা নিশা।
২. তোমার তরে কুরবানী যাই, ক্ষমা বাকী জীবন তরে,
দৃঢ়পথে রাখো মোদের জেহাদের প্রান্তরে।
৩. সাকিনারই স্বস্তি দেয়া রহমতের বর্ষণে,
মুশরিকদের মোকাবেলায় এগিয়ে যেতে রণাঙ্গনে।

এ কবিতা শ্রবন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন "এই উট চালনাকারী (আমার না'ত পাঠকারী) লোকটি কে? সাহাবীয়ে কেরাম আরয করলেন, তিনি আমর ইব্‌ন আক্‌ওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হয়ে এই দু'আ করলেন- يرحمه الله "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি দয়া করুন।"[২১০]

---

২০৯. ইমাম মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ কুশায়রী, *সহিহ্*, মিশর : দারুত তাক্বওয়া, তা. বি., খ. ১৫-১৬, পৃ. ২৯৫৯, কিতাবু ফাদ্বায়েলিস সাহাবা, باب : فضائل حسّان بن ثابت হাদীস নং- ২৪৯০

২১০. ইমাম বুখারী, *জামি'উস সহিহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৩,পৃ. ৭১, কিতাবুল মাগাযি, باب : غزوةخيبر হাদীস নং ৪১৯৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা এভাবে হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু থেকে না'ত শুনতেন এবং দোয়া করতেন- اَللّٰهمّ إيّده بروح القدس "হে আল্লাহ্ তাঁকে রুহুল আমীন দ্বারা সাহায্য কর।"[২১১] তিনি যখন কুরাইশদের নিন্দাবাদ করে রাসূলের পক্ষে হয়ে নিম্মোক্ত পঙ্‌ক্তিটি বলেছিলেন:

هجوت محمّدا فأجبت عنه - و عند الله فى ذاك الجزاء

"তুমি (হে আবু সুফিয়ান) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শানে গোস্তাখী (অসাদাচরন) করেছ, আর আমি তার উত্তর দিচ্ছি। আর আল্লাহ্‌র কাছে এর পুরষ্কার ও বিনিময় রয়েছে।"

তখন তা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিয়ে বলে ছিলেন- جزاؤك عند الله الجنّة يا حسّان "হে হাস্‌সান! আল্লাহ্‌র নিকট তোমার পুরষ্কার রয়েছে বেহেশত।"[২১২]

আর তিনি যখন এ চরণটি আবৃত্তি করেছিলেন-

هجوت محمّدا برّا حنيفا - رسول الله شيمته الوفاء

"তুমি (হে আবু সুফিয়ান) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শানে গোস্তাখী (অসাদাচরন) করেছ, অথচ তিনি সৎ, খোদাভীরু, আল্লাহ্‌র রাসূল, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যার চরিত্র"।
তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দু'আ করেছিলেন- وقاك الله حر النّار " আল্লাহ তোমাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করুক।"

অনরুপভাবে যখন হযরত নাবিগা জা'দী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সামনে তাঁর দীর্ঘ কবিতার এচরণটি পাঠ করলেন-

بلغنا السماء مجدناو جدودنا - وانّا لنرجو فوق ذالك مظهرا

"মর্যাদা ও মহিমায় আমরা পৌছেছি নীলঅভ্র ভেদ করে, আরো চাই তারও উর্ধ্বে যাক আমাদের বিজয় নিশান।" তখন নবীজী নাবিগা জা'দীকে বললেন-তারও উর্ধ্বে দেখবে তোমার বিজয় নিশান, সেটা কোথায়? নাবিগা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ বেহেশতে আপনার সাথে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিলেন এবং বললেন, হ্যাঁ জান্নাতে দেখবে একদিন ইন্‌শা আল্লাহ্। নাবিগা তাঁর এ দীর্ঘ কবিতার দু'টি চরণ পাঠ করলেন-

ولا خير فى حلم إذا لم تكن له – بوادر تحمى صفوه أن يكدّرا

ولا فى جهل إذا لم يكن له – حليم اذا ما اورد الامير اصدارا

১. ধৈর্য্যের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যখন তাতে এমন শক্তি বা ধার না থাকে যে, তা তার প্রাণ-প্রিয় বন্ধুকে রাগান্বিত অবস্থা থেকে রক্ষা করতে পারে।

---

২১১. ইমাম বুখারী, *জামি'উস সহিহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১২৩, কিতাবূল আদাব, باب : هجاءالمشركين, হাদীস নং ৬১৫২

২১২. ড. আবদুল জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫; আ.ত. ম. মুসলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৬ষ্ট সং., ২০০৯, পৃ. ১৬৪ (টিকা দ্রষ্টব্য)

Dhaka University Institutional Repository

২. আর মুর্খতার মধ্যেও কোন কল্যাণ নেই, যখন তার জন্য কোন ধৈর্যশীল না থাকবে যে, যখন সে কোন কাজ শুরু করবে তখন তা সফলভাবে সমাপ্ত করবে।

তখন কবিতাটি শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দু'আ করলেন- لا يفضض الله فاك "আল্লাহ তা'আলা তোমার মুখের মোহর ভেঙ্গে না দিক (তোমার দাঁত নিরাপদ থাকুক)।"[২১৩]

ঘ.৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই না'ত সদৃশ কবিতা আবৃত্তি করতেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে না'ত ও কবিতা আবৃত্তি করতেন। কখনো বা যুদ্ধের ময়দানে জোশ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য, কখনো পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূর করার জন্য, কখনো বেদনা অন্তরে স্বস্তি আনার জন্য, কখনো কৌতুক করেও কবিতার আবৃত্তি করতেন। আবার কখনো মহান আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না'তিআ কালামের মাধ্যমে দু'আ করতেন।

হযরত বারা ইব্ন 'আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, হুনাইনের যুদ্ধে যখন দুশমন পক্ষ হাওযিন গোত্রের তীরাঘাতের ফলে মুসলমানদের কিছু কিছু লোক পিছু হটে যাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম একটি সাদা খচ্চরের উপর আরোহন করে বীরত্বের সাথে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আর আবৃত্তি করছিলেন-

انا النّبى لا كذب – انا ابن عبد المطّلب

" আমি নবী এতে বিন্দুমাত্র মিথ্যার অবকাশ নেই, আমি 'আব্দুল মুত্তলিবের বংশধর।"[২১৪]

হযরত আনাস ইব্ন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম খন্দক ময়দানে উপস্থিত হয়ে আনসার ও মুহাজিরগণকে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণায় কাতর অবস্থায় দেখে দু'আ করে নিম্মোক্ত চরণটি আবৃত্তি করলেন-

اللّهمّ إن العيش عيش الاخرة – فاغفر الانصار و المهاجرة

হে আল্লাহ! প্রকৃত সুখ শান্তি ও জীবনই হল আখেরাতের শান্তি ও জীবন। তাই আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন।"[২১৫]

মুহাজির ও আনসারগণ রাসূলের এই দু'আ শুনে তাঁরা নিম্মের পঙ্ক্তি আবৃত্তি করলেন-

نحن الّذين بايعوا محمّدا – على الجهاد ما بقينا ابدا

"আমরা মুহাম্মদ সাল্লল্লহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র হাতে জিহাদের ওপর বায়'আত গ্রহণ করেছি যতদিন আমরা জীবিত থাকি।"[২১৬]

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম -এর জবাবে এরশাদ করেন-

---

২১৩. আসকালানী, *আল- ইসাবা ফি মা'রিফাতিস সাহাবা*, বৈরুত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ১৮৫৩, খ. ৫-৬, পৃ, ২২০

২১৪. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৫, হাদীস নং- ৪০৯৯; আল্লামা ইব্ন জাওযী, *আল ওয়াফাউল ওয়াফা বিআহওয়ালিল মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)*, বৈরুত, লেবানন : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৬৮৮, পৃ. ৪৬১ হাদীস নং ৮০৮;

২১৫. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৫

২১৬. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

اللّهمّ لا خير الا خير الاخرة – فبارك فى الانصار و المهاجرة

"হে আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণই একমাত্র কল্যাণ। সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বরকত দান করুন।"[২১৭]

হযরত বারা ইব্ন 'আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- আহযাব এর দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মাটি বহন করতে দেখলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পেট মুবারক ধূলায় ধূসরিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি মাটি বহন করছিলেন আর বলছিলেন-

والله لو الله ما اهتدينا – ولا تصدّقنا ولا صلّينا

فانزلن سكينة علينا – و ثبّت الاقدام ان لاقينا

إن الأولى قد بغوا علينا – إذا ارداوا فتنة أبينا

১. আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ তা'আলার মর্জী না হলে আমরা হিদায়ত পেতাম না। আমরা দান ছদকা করতে করতে পারতাম না, সালাত ও আদায় করতে পারতাম না ।

২. (হে আল্লাহ!) আমাদের জন্য প্রশান্তি নাযিল করুন, আর শত্রুদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হলে আমাদের পা মজবুত করে দিন।

৩. নিশ্চয়ই প্রথম দিকের লোকেরা আমাদের প্রতি বিদ্রোহ করেছে, তারা যখন ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় তখন আমরা অস্বীকার করি।[২১৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ্ তা'আলা অনুতিক্রমে স্বীয় মাতৃভূমি মক্কা শরীফ ছেড়ে মদিনা শরীফে হিজরত করেন। মদিনা শরীফের এক স্থানে পৌছলে রাসূলের বাহন কাসওয়া নামক উটনী থেমে যায়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন 'এই জায়গা হলো অবতরণের মনযিল'। জায়গাটি ছিল সুহাইল ও সাহল নামক দু'জন ইয়াতিম বালকের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জায়গাটির ন্যায্য মূল্য প্রদান করে ক্রয় করেন এবং সেই জায়গাটিতে (বর্তমানে যেই জায়গাটিতে মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠিত) মসজিদ নির্মাণ করেন। হযরত উরওয়া ইব্ন যুবায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম উক্ত মসজিদ নির্মাণের সময় অন্যান্য সাহাবীগণের সাথে ইট বহন করছিলেন এবং নিম্মোক্ত চরণটি আবৃত্তি করছিলেন-

هذا الحمال لا حمال خيبر – هذا أبر ربّنا و أطهر

"এ বোঝা খায়বারের খেজুরের বোঝা নয়। আমাদের রব অত্যন্ত পূত-পবিত্র।"

এ সময় তিনি আরো বলেছিলেন-

اللّهمّ إن الأجر أجر الاخرة – فارحم الأنصار و المهاجرة

"হে আল্লাহ! আখিরাতের প্রতিদান হলো প্রকৃত প্রতিদান, সুতরাং আপনি আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি দয়া করুন।"[২১৯]

---

২১৭. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৫

২১৮. প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৮

২১৯. আল্লামা ইব্ন কাছীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, কাহেরা : দারুত তাকওয়া, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ২২২

Dhaka University Institutional Repository

অনুরুপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম কৌতুক করেও কখনো কখনো কবিতা আবৃত্তি করতেন। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আবূ 'উমায়ের নামে একজন ছোট ভাই ছিল। 'উমায়ের-এর একটি পোষা পাখি ছিল, যার নাম ছিল 'নুগায়ের'। পাখিটি ইহ ত্যাগ করলে আবূ 'উমায়ের বিষন্ন বদনে দাঁড়িয়ে ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার এ বিষন্নতা দূর করার জন্য কাব্যিকরুপে বলেছিলেন-

يا ابا عمير – ما فعل النغير

" ওহে আবূ 'উমায়ের! কি করল নুগায়ে। "[২২০]

ঘ.৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম না'ত পাঠকারীকে পুরুস্কৃত করতেন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম কবিদের সুন্দর কবিতা, না'ত পরিবেশনের জন্য হাদিয়া বা পুরস্কার প্রদান করতেন। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে আনন্দের অতিযশ্যে নিজের শরীর মোবারকের চাদর পর্যন্ত না'ত পাঠককে দান করেছেন। যা কবিদের জন্য এক বড় নিয়া'মত। ইসলামের মহা বিজয় কালে মু'আল্লাকার প্রসিদ্ধ কবি যুহায়র ইব্ন আবী সালমার পুত্র কা'ব ও বুজায়র ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অবগত হতে দরবারে রেসারলতের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। বুজায়র মদিনা শরীফ উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেও কা'ব ইব্ন যুহায়র ইসলামকে কটাক্ষ করে কবিতা রচনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা অবগত হলে তাঁর মৃত্যু দন্ড ঘোষণা করেন। অবশেষে কা'ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে উপস্থিত হয়ে তওবা করত একটি দীর্ঘ না'ত পেশ করেন। তাঁর প্রশস্তিমূলক না'ত শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলয়হি ওয়াসাল্লাম এতই আনন্দিত হন যে, তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং নিজের শরীর মুবারকের পবিত্র চাদর খানি দান করলেন। পরবর্তীতে এ মুবারক চাদরটি হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু কা'বের সন্তানদের থেকে ক্রয় করে নেন। মুসলিম খলিফাগণ ঈদের দিন ওই চাদর খানি পরিধান করতেন।[২২১] হযরত কা'ব ইব্ন যুহায়র রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর সেই প্রসিদ্ধ না'তিয়া কালামের কয়েকটি চরণ নিম্মারুপ-

أن الرّسول لنور يستضاء به – وصارم من سيوف الله مسلول

أنبئت أن رسول الله اوعدنى – و العفو عند رسول الله مأمول

مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال- قرأن فيها مواعيظ و تفاصيل

১. নিশ্চই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম পরম নূর, তাঁর থেকে আলোর আশা করা হয়। তিনি আল্লাহ তা'আলা-এর তরবারী হতে একখানি কোষমুক্ত ধারালো তরবারী।
২. আমি সংবাদ পেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে ধমক দিয়েছেন, কিন্তু নবীজির নিকট ক্ষমার আশা করা হয়।

---

২২০. শায়খ ওলী উদ্দীন আল-খতীব, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, দেউবন্দ : আনোয়ার বুক ডিপু, তা. বি., পৃ. ৪১৬

২২১. কুসতালানী, প্রাগুক্ত, খ. ৫-৬, পৃ. ৩০২ (فكساه النّبى صلّى الله عليه وسلّم بردة له فاشتراها معاوية من ولده فهى التّى يلبسها الخلفاء فى البلاد)

Dhaka University Institutional Repository

৩. হে রাসূলুল্লাহ! অপেক্ষা করুন যে আল্লাহ আপনাকে হিদায়তপূর্ণ কুর'আন মাজীদ দান করেছেন, তিনি আপনাকে হিদায়তের কাজে সাফল্য দান করুন।[২২২]

অনুরুপভাবে হযরত আব্বাস ইব্ন মিরদাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু নূর নবীর শা'নে না'ত পাঠ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লম খুশি হয়ে তাঁকে নিজের ব্যবহৃত কাপড় দান করলেন।[২২৩]

৩.১.(ঙ) আরবী ভাষায় সর্বপ্রথম না'ত শব্দের ব্যবহার

হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ পৃথিবীতে শুভাগমনের পর তিনি সর্বপ্রথম না'ত (نعت) শব্দটি উচ্চারণ করেন। এতে কবিত্বের একটি বিষয় সংযোজন হয়। যেমন হযরত আনাস ইব্ন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন এক ইহুদী বালক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর সেবায় নিয়োজিত ছিল। এক সময় সে অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার সেবা শুশ্রষার জন্য আগমন করেন, তখন রাসূল তার পিতাকে তার মাথার কাছে তাওরিত কিতাব পড়তে দেখে বললেন-

فقال صلّى الله عليه وسلّم يا يهودى انشدك بالله الّذى انزل التّوراة على موسى هل تجد فى التوراة نعتى وصفتى و مخرجى

-"ওহে ইহুদী! আমি তোমাকে সেই আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে প্রশ্ন করছি, যিনি হযরত মুসা 'আলায়হিস্ সালাম-এর উপর তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তুমি কি তাওরাত কিতাবে আমার না'ত (প্রশস্তি), গুণাবলী এবং আমার শুভাগমন ইত্যাদি সম্পর্কে কোন তথ্য পেয়েছ?" সে জবাবে বলল-না। সাথে সাথে বালকটি প্রতিবাদ কণ্ঠে বলে উঠল-

قال الفتى بلى و الله يا رسول الله انا نجد لك فى التّوراة نعتك وصفتك و مخرجك

"হ্যাঁ আল্লহ্‌র শপথ ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তাওরাত কিতাবে আপনার না'ত, গুণাবলী ও আপনার শুভ পদার্পন সম্পর্কে বর্ণনা পেয়েছি।"[২২৪]

না'ত (نعت) শব্দের পর্যলোচনায় যেমনিভাবে রাসূলের আগমনের পূর্বে না'ত শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না, তেমনিভাবে আদব (ادب) শব্দটির ব্যবহার ও সর্বপ্রথম রাসূলের কণ্ঠ মুবারকে শুভা পায়। যেমন

---

২২২. ইমাম তাবরানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, বৈরত : দারুল ইহ্‌ইয়া আত্তুরাছ আল-আরবী, ১ম সংস্করণ, ২০০৯, খ. ১৯, পৃ. ১২৮-১২৯

২২৩. ড. আবদুল জলিল, *কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সা) ও সাহাবীদের মনোভাব*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সং., ২০০৪, পৃ. ৮৮

২২৪. শায়খ ওলী উদ্দীন আল-খতীব, *প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮*

عن انس رضى الله عنه انّ غلاما يهوديا كان يخدم النبىّ صلّى الله عليه وسلّم مرض فاته النّبى صلّى الله عليه وسلّم بعوده فوجد اباه عند راسه يقرأ التّوراة فقال صلّى الله عليه وسلّم يا يهودى انشدك بالله الّذى انزل التّوراة على موسى هل تجد فى التّوراة نعتى وصفتى و مخرجى فقال لا قال الفتى بلى والله يا رسول الله انا نجد لك فى التّوراة نعتك وصفتك و مخرجك و انّى اشهد ان لا اله الا الله و انّك رسول الله فقال النّبى صلّى الله عليه وسلّم لاصحابه اقيموا الصّلواة هذا من عند رأسه و لوا اخاكم رواه البيهقى فى دلائل النّبوّة -

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন- তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে আরয করলেন-

يا رسول الله نحن بنو اب واحد و نراك تكلم وفود العرب بما لا تفهم اكثره

"হে রাসূল! আমরা একই পিতার সন্তান কিন্তু আমরা আপনাকে দেখতে পাই আপনি এমন ভাষায় কথা বলেন যার অধিকাংশ আমরা বুঝতে পারিনা না।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- ادّبنى ربّى فاحسن تأديبى وربّيت فى بنى سعد "আমাকে আমার প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তা'আলা শিক্ষা দিয়েছেন অতঃপর তিনি আমার শিষ্টাচারিতাকে সুন্দর করেছেন আর আমি বনী সা'দ গোত্রে লালিত-পালিত হয়েছি (যারা ভাষা অলংকারিত্বে অদ্বিতীয়)।"[২২৫]

উক্ত হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আদব (ادب) শব্দটির ব্যবহারের গবেষণায় জানা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামই সর্বপ্রথম উক্ত শব্দটি উচ্চারণ করেন তাঁর পূর্বে এ শব্দের ব্যবহার হয়নি। না'ত (نعت) শব্দটির কোন সিগাহ কুর'আন মাজীদে পাওয়া যায় না। তবে হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও শামায়েলে নববীতে অসংখ্য স্থানে না'ত শব্দের নাহু-সরফের বিভিন্ন আকৃতি পরিদৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রশস্তি বিশেষতঃ তাঁর অবয়ব মাধুর্য ও গঠন সৌন্দর্য বর্ণনায় উক্ত স্থানগুলোতে না'ত শব্দিটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত বর্ণানাগুলো ইমাম তিরমিযী রচিত শামায়েলে নববী, কিরমানী শরহে বোখারী, তি'বী শরহে মিশকাত, সুনানে দারমী, মুসনাদে আহমদ, মাজমা'বিহারুল আনোয়ার, আল-মু'জামুল মুফাহারাস লি-আলফাযিল হদিস ইত্যাদি গ্রন্থে বিদ্যমান আছে।

৩.১. (চ) না'তে রাসূল পরিবেশনকারী সাহাবীয়ে রাসূলুল্লাহ-এর তালিকা

সরওয়ারে কায়েনাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শানে না'ত রচনা ও পরিবেশনা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন অনেক সম্মানিত সাহাবী। হযরত ইব্ন সীরীন রাহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হিবলেন- রাসূলের সভা কবিদের মধ্যে হযরত হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা.), হযরত কা'ব ইব্ন যুহায়র (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অন্যতম।[২২৬] আল্লামা ইব্ন জওযী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র না'ত পাঠকারীদের মধ্যে হযরত আববাস (রা.), আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা.), হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা.), যিমার (রা.), আসাদ ইব্ন যানীম (রা.), সায়্যিদাহ্ 'আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছাড়াও আরো

---

২২৫. ইমাম আবু কাশেম আল-কুশাইরী, *আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা*, বৈরুত : দারুলকুতুব আল-ইসলামিয়্যা, লেবানন, ২০০১, পৃ. ৩১৬

২২৬. আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-জাযরী, *উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবাহ্*, কাহেরা : মাকতাবাতুত্তাওফিকিয়্যাহ, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ৪২৫, ইব্ন সিরীন বলেন- كان شعراء النّبى صلّى الله عليه وسلّم : حسّان بن ثابت و كعب بن مالك و عبد الله بن رواحة فكان كعب بن مالك يخوفهم الحرب وكان حسّان يقبّل على الأنساب و كان عبد الله بن رواحة يعيرهم بالكفر

Dhaka University Institutional Repository

অনেকে সাহাবী রয়েছেন।[২২৭] যে সকল সাহাবী রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রশংসা ও গুণকীর্তণ করে বরেণ্য হয়েছেন, তাদের একটি তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।(রাসূলের চাচা)

২. হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু। (রাসূলের চাচা)

৩. হযরত আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।(রাসূলের চাচা)

৪. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু। (ইসলামের প্রথম খলিফা)

৫. হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু। (ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা)

৬. হযরত উসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু। (ইসলামের তৃতীয় খলিফা)

৭. হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারিম।(চতুর্থ খলিফা ও রাসূলের জামাতা)

৮. হযরত উম্মুল মু'মীনীন সায়্যিদা 'আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা।

৯. সায়্যিদা ফাতিমাতুয যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা।

১০. হযরত সায়্যিদা সাফীয়া ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা।

১১. হযরত শায়মা ইব্ন হালিমা সা'দীয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনাহা।

১২. হযরত আবু সুফিয়ান ইব্ন হারিস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু। (রাসূলের চাচার ছেলে)

১৩. হযরত আব্দূল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১৪. হযরত কা'ব ইব্ন মালেক আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১৫. হযরত হাস্সান ইব্ন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১৬. হযরত যুহায়র ইব্ন সুবাত আজ জাসমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১৭. হযরত আব্বাস ইব্ন মুরাদ্স সালমী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

১৮. হযরত কা'ব ইব্ন যুহায়র (কাসিদায়ে বানত সু'আদ রচয়িতা) রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

১৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আয যাবা'রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

২০. হযরত আবূ আয্যাহ জুমাহী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

২১. হযরত কাতীলা বিন্ত আল-হারিস আল-কারশীয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

২২. হযরত মালিখ ইব্ন নামত্ব আল হামদানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

২৩. হযরত আনাস ইব্ন যানীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

২৪. হযরত আসয়াদ সালমাহ আল সুলামী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

২৫. রঈসুল হাওযীন হযরত মালিক ইব্ন আওফ আল-আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

---

[২২৭]. আল্লামা ইব্ন জাওযী, *আল ওয়াফাউল ওয়াফা বিআহওয়ালিল মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩; তিনি বলেন- وقد أنشده جماعة منهم العباس و عبد الله بن رواحة و حسّان و ضمار واسد بن زنيم و عائشة فى خلق كثير قد ذكرتهم فى كتاب الأشعار

২৬. হযরত কায়স ইব্ন সালমা বহর আশজা'য়ী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

২৭. হযরত 'আমর ইব্ন সুবাই' আর রাহাদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

২৮. হযরত নাবিগা জা'দী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহা।

২৯. হযরত মাযিন ইব্ন আল গাদূবা আত্তায়ী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৩০. হযরত আল 'আশা আল- মাযানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৩১. হযরত ফাদ্বলা আল-লায়সী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৩২. হযরত 'আমর ইব্ন সালিম খাযা'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৩৩. আসীদ ইব্ন আবী উনাস আল- কিনানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৩৪. হযরত 'আমর ইব্ন যুর্রা আল- জুহানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৩৫. হযরত কায়স ইব্ন বাহার আল আশজা'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৩৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন হারিস ইব্ন কায়স রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৩৭. হযরত উসমান ইব্ন মায'উন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৩৮. আবূ আহমদ ইব্ন জাহশ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৩৯. সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জা'শম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

৪০. হযরত আস্ওয়াদ ইব্ন সারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৪১. হযরত 'আমের ইব্ন আকওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৪২. হযরত উম্মে মা'বাদ 'আতিকা ইব্ন খালিদ আল খাযা'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

৪৩. দুখতারানে মদিনা।

৪৪. হাবশী ওয়াফাদ।

৪৫. হযরত 'আমর জিন্নী।[২২৮] (জিন্ সাহাবী)

উপরোক্ত সাহাবী-এ কিরাম রাদ্বিয়াল্লহু তা'আলা আনহুম মহান আল্লাহ তা'আলার পরে সমস্ত প্রশংসার অধিকারী নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হিস সালাম-এর প্রশস্তি ও গুণকীর্তণ করেছেন।

৩.২. না'ত সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ

ক. নবীজির ইন্তেকালের পূর্বে আরবী ভাষায় না'ত রচনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর ইন্তেকালের পূর্বে সরকারে কায়েনাত ফখরে মওজুদাত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর প্রশংসাগীতি রচনায় কবি হিসেবে হযরত কা'ব ইব্ন যুহায়র (রা.), হযরত কা'ব ইব্ন মালিক (রা.), হযরত হাস্সান ইব্ন সাবিত

---

২২৮. ড. তাহেরুল ক্বাদেরী, *মা'মূলাতে মিলাদ*, লাহোর : ফরিদুল মিল্লাত রিসার্চ ইনিষ্টিটিউট, ১ম সং., ২০০৮, পৃ. ৭৫-৮৫

রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সুপরিচিতি লাভ করলেও একথা সুস্পষ্ট হয় যে, নবীজির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শন করতে গিয়ে অনেক সাহাবী রাসূলের শানে না'ত ও কাসিদা রচনা করেছেন। যাদের সংখ্যা পয়তাল্লিশ (৪৫) এর অধিক। নিম্নে কয়েকজন কবি ও নবী পরিবারের মধ্যে যারা না'ত রচনা করেছেন তাদের না'তগুলো সংক্ষিপ্তরুপে উল্লেখ করা হল।

৩.২.ক.১. হযরত আবু তালিবের না'ত

সরওয়ারে কায়েনাত ফখরে মওজুদাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর নবুয়্যাত প্রকাশ হওয়ার পর সর্বপ্রথম নূর নবীর শানে না'ত রচনা করে ধন্য হয়েছেন তাঁরই প্রিয় চাচা হযরত আবু তালিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রচার শুরু করলে মক্কার কাফিররা শুত্রুতা শুরু করে। তখন আবু তালিব স্বীয় গোত্র বনূ হাশিমকে কাফেরদের নির্যাতন ও নিপীড়ন হতে রাসূলকে হিফাযত করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং রাসূল-এর মর্যাদা রক্ষার্থে ও হাশেমী বংশের সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে চমৎকার কবিতা রচনা করেন। আর এটাই ছিল নববী যুগের সর্বপ্রথম কবিতা ও না'ত। উক্ত না'তের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নরূপ-

إذا اجتمعت يوما قريش لمفتخر – فعبد مناف سرّها و صميمها

وإن حصلت اشراف عبد منافها –ففى هاشم اشرافها و قديمها

و إن فخرت يوما فإنّ محمّدا – هو المصطفى من سرّها و كريمها

تداعت قريش غثّها وسمينها – علينا فلم تظفر و طاشت حلومها

و كنّا قديما لا نقرّ ظلامة – إذا ماثنوا صعر الخدود نقيمها

গদ্যানুবাদ

১. কুরাইশ গোত্র যখন কোথাও গৌরব ও গর্ব প্রতিযোগিতার জন্য সমবেত হয় তখন 'আবদ - মানাফই হন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

২. আর যদি আবদ মানাফের শরীফ ব্যাক্তিদের গণনা করা হয়, তবে বনূ হাশিমের মধ্যেই রয়েছে শরাফত ও আভিজাত্য।

৩. আর আজ যদি তারা বংশীয় গৌরব প্রতিযোগিতার জন্য সববেত হয় তবে মুহাম্মদই হবেন তাদের মধ্যে মনোনীত মহান ব্যক্তি, যিনি মহাগৌরব ও মান-মর্যাদার পাত্র।

৪. কুরাইশ আমাদের ওপর তাদের খাঁটি ও ভেজাল সকল লোককে উস্কে দিয়েছেল, কিন্তু তারা সফল হয়নি,তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. আমরা প্রাচীনকাল থেকে কোন যুলুমকে সমর্থন করিনি, তবে কেউ (অহংকারের সাথে) মুখ বাঁকা করলে তা সোজা করে দিতাম।[২২৯]

এক পর্যায়ে যখন মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছিল, কোনক্রমেই তা প্রতিহত করা যাচ্ছিল না তখন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ পরামর্শক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র গোত্র বনী হাশিমকে বয়কট করে। তখন নবীজির চাচা আবু তালিবসহ তারা সকলেই পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় নেন। তারা সেখানে মানবেতর জীবন-যাপন করেন। দুঃখের সেই বেদনা-বিধুর দিনগুলোতে শায়খ আবু তালিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রশংসা করে চৌরান্নব্বই (৯৪)টি পঙ্ক্তি বিশিষ্ট এক দীর্ঘ লামিয়া (লাম অন্ত প্রাণ) কাসিদা রচনা করেন।[২৩০] মদিনা শরীফে যখন অনাবৃষ্টি হত তখন সাহাবীগন শায়খ আবু তালিবের উক্ত লামিয়া কাসিদা আবৃত্তি করে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতেন আর সাথে সাথে বৃষ্টি বর্ষিত হতো।[২৩১] উক্ত কাসিদার দশ (১০)টি পঙ্ক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. و لمّا رأيت القوم لا ودّ فيهم – وقد قطعوا كلّ العرى و الوسائل

২. وقد صارحونا بالعداوة و الأذى - و قد طاوعوا أمرا العدوّ المزايل

৩. وقد حالفوا قوما علينا أظنّة – يعضّون غيظا خلفنا بالأنامل

৪. صبرت لهم نفسى بسمراء سمحة – وأبيض عضب من تراث المقاول

৫. و أحضرت عند البيت رهطى وإخوتى – و امسكت من أثوابه بالوصائل

৬. قياما معا مستقبلين رتاجه – لدى حيث يقضى حلفه كلّ نافل

৭. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه – ثمال اليتامى وعصمة للأرامل

৮. يلوذ به الهلاّف من ال هاشم – فهم عنده فى رحمة و فواصل

৯. كذبتم و بيت الله نبذى محمّدا- و لمّا نطاعن دونه و نناضل

১০. و نسلمه حتّى نصرّع حوله - ونذهل عن أبنائنا و الحلائل

---

২২৯. ইব্‌ন হিশাম, *আস্‌সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্*, মিশর : দারুত তাকওয়াহ, তা. বি., খ. ১, পৃ. ১৩১; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৬৯৬

২৩০. ইব্‌ন হিশাম, প্রগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৪

২৩১. ইমাম বুখারী, *জামি'উস সহিহ্*, কিতাবুল সালাত, باب سوال النّاس الأمام الاستسقاء إذا قحطوا , প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৪২, হাদীস নং ৯৬৩, سمعت ابن عمر بتمثّل بشعر أبى طالب:و أبيض يستسقى الغمام بوجهه- ثمال اليتامى عصمة للارامل وقال عمر بن حمزة حدّثنا سالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشّاعر و أنا أنظر ألى وجه النّبى صلّى الله عليه و سلّم يستسقى فما ينزل حتّى يجيش كلّ ميزاب و أبيض يستسقى الغمام بوجهه- ثمال اليتامى عصمة للارامل وهو قول أبى طالب (ইমাম বুখারী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন দিনার রাহমাতুল্লিহি 'আলায়হির শ্রদ্ধেয় পিতা বলেছেন আমি হযরত ইব্‌ন ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত আবু তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর না'ত আবৃত্তি করতে শুনেছি- "সেই শুভ্র মুখমন্ডল বিশিষ্ট, যার নূরানী চেহরার ওসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়। যিনি পিতৃহারাদের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের সাহায্য দাতা। আর এটা হলো জনাব আবু তালিবের কবিতা)।

Dhaka University Institutional Repository

গদ্যানুবাদ

১. যখন দেখলাম, গোত্রের লোকদের মধ্যে কোন মমত্ব নেই এবং তারা সকল সম্পর্ক ও বন্ধন ছিন্ন করেছে।

২. তারা প্রকাশ্যে আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও নির্যাতনের চ্যালেঞ্জ দিয়েছে এবং কট্টর দুশমনের রীতি অনুসরণ করেছে।

৩. এমন লোকদের সাথে তারা আমাদের বিরুদ্ধে মৈত্রী স্থাপন করেছে, যারা অগোচরে আমাদের বিরুদ্ধে রাগে আংগুল কামড়ায় এবং যারা আমাদের প্রতি সন্দেহ প্রবণ।

৪. উত্তারাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তলোয়ার ও বর্শা হাতে নিয়ে তাদের মুকাবিলায় আমি নিজেকে ধৈর্যশীল বানিয়েছি।

৫. আর কা'বাঘরের কাছে আমার গোত্রের লোকজন ও ভাইদের হাযির করেছি এবং সকলে মিলে কা'বাঘরের লাল নক্শী চাদর আঁকড়িয়ে ধরেছি।

৬. একই সাথে তার মহান দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দু'আ করছি, যেখানে প্রত্যেক নফল ইবাদতকারী দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করে।

৭. তাঁর চেহারা মুবারকের শুভ্র দ্যুতি দ্বারা বৃষ্টি চাওয়া হয়, তিনি ইয়াতীমের আশ্রয়স্থল,দুর্বল অসহায়দের রক্ষাবাচক।

৮. হাশিমী বংশের ধবংসশীল ব্যক্তিগণ আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তারা যেন তাঁর কাছে অনুগ্রহ ও মাহাত্ম্যের মধ্যে ডুবে রয়েছে।

৯. বায়তুল্লাহর শপথ! তোমরা মিথ্যা বলছ; আমরা মুহাম্মদকে পবিত্র মনে করি, আমরা কখনো তাকে আঘাত করিনা এবং তাঁর সাথে কখনো বিবাদও করিনা।

১০. আমারা তাকে নিরাপদ রাখি (আর তা রাখতে গিয়ে) এমনকি আমরা তাঁর চতুষ্পার্শ্বে আছড়ে পড়ি, আর এতে আমরা এত মত্ত থাকি যে আমরা আমাদের সহধর্মিনী ও সন্তানদের কথা ভুলে যাই।[২৩২]

---

[২৩২]. ইব্ন হিশাম, *আস্সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৩-১৩৪

৩.২.ক.২. 'আশা ইব্ন কায়স ইব্ন সা'লাবা-এর না'ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামার প্রশস্তি মুলক কাসিদা রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন জাহেলি যুগের খ্যাতিমান কবি 'আশা ইব্ন কায়স ইব্ন সা'লাবা ইব্ন 'উকাবা ইব্ন সা'ব ইব্ন 'আলী ইব্ন বকর ইব্ন ওয়ায়েল।[২৩৩] নূর নবীর শুভাগমনের সংবাদ শুনে কবি 'আশা 'দালিয়্যা' (দাল অন্ত প্রান) একটি অলংকারপূর্ণ কাসিদা রচনা করেন এবং ঈমান গ্রহণের অভিপ্রায়ে হিজায অভিমুখে যাত্রা করলেন। মুশরিকগণ এই বলে তাঁর গমন পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করল যে, মুহাম্মদ তো সুরা পানে বাধা দিয়ে থাকে। তাওবা করে পরবর্তী বছর আসবে বলে কবি সেখান থেকে চলে যান। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাশ আর আসা হল না।[২৩৪] কবি পরলোক গমন করেন। উক্ত কাসিদার কয়েকটি শ্লোক নিম্নে নমুনা স্বরুপ উল্লেখ করা হলা।

১- نبيّنا يرى ما لاترون و ذكره ۔ اغار لعمرى فى البلاد و انجدت

২- لا صدقات ماتغب و نائل- و ليس عطاء اليوم مانعه غدا

৩- اجدك لم تسمع وصاة محمد- نبى الاله حيث اوصى و اشهد

৪- و سبّح على حين العشيّات و الضّحى ۔ و لا تحمد الشّيطان و الله فاحمد

৫- و لا تسخرا من بائس ذى ضرارة ۔ و لا تحسبنّ المال للمرء مخلدا

গদ্যানুবাদ

১. তিনি নবী, তিনি যা কিছু দেখেন তোমরা তা দেখ না, তাঁর সম্পর্কে ভাল ও সুন্দর আলোচনা ভূমন্ডলের সমগ্র উচ্চ-নিচ ও সমতলে বিদ্যমান।

২. তার নিরবচ্ছিন্ন দান-দক্ষিণ্য ও বদান্যতার খ্যাতি রয়েছে এবং তিনি আজ যাহা কিছু দান করেন, তা তাঁর ভবিষ্যত দানের জন্য প্রতিবন্ধক নয়।

৩. তুমি এত ছুটাছুটি করছ কেন, তুমি কি আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মদ (দ.)-এর উপদেশ শোনোনি, যখন তিনি উপদেশ ও সাক্ষ্য দেন?

৪. সাকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্‌র তাসবীহ পাঠ কর, শয়তানের গুণগান কর না এবং বন্দীর সাথে দুর্ব্যবহার কর না।

৫. আর তুমি নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তদের উপহাস কর না এবং কখনো মনে কর না যে, ধন-সম্পদ কোন মানুষকে চিরস্থায়ী করে রাখবেনা।[২৩৫]

---

২৩৩. ইব্ন হিশাম, *আস্‌সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০

২৩৪. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৬৯৬-৬৯৭

২৩৫. ইব্ন হিশাম, *আস্‌সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০-২১

৩.২.ক.৩. হযরত কা'ব ইব্ন যুহায়র (রা.)-এর না'ত

নববী যুগের রাসূলুল্লাহ-এর প্রশস্তিকারকদের মধ্যে জাহিলী যুগের খ্যাতিমান কবি কা'ব ইব্ন যুহায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন মু'আল্লাকার খ্যাতনামা কবি যুহায়র ইব্ন আবী সালমা-এর পুত্র।[২৩৬] যুহায়র ছিলেন একজন শান্তির একেশ্বরবাদী কবি। তিনি আল্লাহ্র অস্তিত্বে, হাশর-নশর, পুনরুত্থান ও শেষবিচার দিনের বিশ্বাসী ছিলেন। যা তার নিম্নোক্ত কবিতার মধ্যে ফুটে উঠে।

ويؤخّر فيودع فى كتاب فيدّخر – ليوم لحساب أو يعجّل فينتقم

"এবং তা বিলম্বিত করা হবে এবং একটি গ্রন্থে লিপিব্ধ করে বিচার দিনের জন্য সংরক্ষণ করা হবে অথবা সাথে সাথে বদলা দেয়া হবে"[২৩৭]

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর নবুয়্যত প্রকাশের পূর্বে ইহধাম ত্যাগ করেন। মৃত্যর সময় পুত্র কা'ব ও বুজায়রকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য উপদেশ দেন। পিতার ওসিয়্যত অনুসারে বুজায়র রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও কা'ব বিরত থাকে। কা'ব তার ভাইয়ের ইসলাম ধর্ম গ্রহনে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে ব্যঙ্গ করে একটি কবিতা রচনা করে, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শানেও অশালীন মন্তব্য ছিল। তাঁর এই প্ররোচনামূলক কুৎসা রটনার অপরাধের শাস্তি স্বরুপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ হতে তার মৃত্য দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়। এ সংবাদ শুনে কা'ব প্রাণের ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং বনে- জঙ্গলে ও নির্জন প্রান্তরে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। এদিকে হযরত বুজায়র কা'বের নিকট খবর পাঠালেন যেন সে রাসূলের দরবারে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে ইসলাম গ্রহণ করতে অথবা দেশ ত্যাগ করে কোথাও পালিয়ে যেতে। না হয় উভয় জগতের পরিনাম ভাল হবে না। এই সংবাদ শুনে কা'ব আরো ভীত হয়ে পড়েন। অতঃপর কা'ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর প্রশস্তিমূলক দীর্ঘ একটি না'ত লিখে ৯ম হি./৬৩০ সনে মদিনায় প্রবেশ করেন।[২৩৮] শেষ পর্যন্ত হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিরাপত্তায় দরবারে রেসালতে উপস্থিত হয়। সাহবায়ে কেরামগণের সুপারিশক্রমে রহমতের ভান্ডার দয়াল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ক্ষমা করে দেন। তখন কা'ব তাঁর সেই বিখ্যাত কাসিদায়ে "বানাত সু'আদ" দরবারে রেসালতে আবৃত্তি করলেন, যে কাসিদাটি শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম খুবই আনন্দিত হন এবং পুরস্কার স্বরুপ নিজের চাদরটি হযরত কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দান করলেন। এ কারণে কাসিদাটি "কাসিদায়ে বুরদাহ" নামে সুপরিচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে এ মুবারক চাদরটি হযরত মু'য়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কা'বের সন্তানদের থেকে ক্রয় করে নেন। মুসলিম খলিফাগণ ঈদের দিন ওই চাদর পরিধান করতেন।[২৩৯] এই কাসিদাটি তাঁর অবিস্মরনীয় 'বানাত সু'আদ' নামক শ্রেষ্ঠ নবী স্তুতি কাব্য। এটি তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি। 'বানাত সু'আদ' নামক শব্দদ্বয় দিয়ে এই কাসিদার সূচনা। তাঁর কাসিদার কয়েকটি পঙ্ক্তি নিম্নরুপ-

---

২৩৬. ড. মুহাম্মদ অবদুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা*, ঢাকা : আহাসান পাবলিকেশন, তা. বি., পৃ. ১১৫

২৩৭. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

২৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০, ইব্ন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪২

২৩৯. কুসতালানী, প্রাগুক্ত, খ. ৫-৬, পৃ. ৩০২ (فكساه النبى صلى الله عليه وسلم بردة فاشتراها معاويه من ولده بمال فهي البردة التى تلبسها الخلفاء فى الإعياد)

Dhaka University Institutional Repository

১. بانت سعاد فقلبى اليوم متبول- متيم إثرها لم يفد مكبول

২. وما سعاد غداة البين اذ رحلوا – الا اغنّ عضيض الطّرف مكحول

৩. أنبئت أنّ رسول الله أوعدنى – والعفو عند رسول الله مأمول

৪. إنّ الرّسول لنور يستضاء به – و صارم من سيوف الله مسلول

৫. مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ال – قرأن فيها مواعيظ وتفاصيل

৬. لاتأخذنى بأقوال الوشاة ولم – أذنب وقد كثرت فى الأقاويل

গদ্যানুবাদ

১. সু'আদ বিদায় নিয়েছে, সুতরাং আমার হৃদয় আজ শুধু অস্থির ও পিড়তই নয়, বরং তাঁর স্মৃতির নিকট এমন বন্দী হয়েছে যার কোন মুক্তিমূল্য নেই।

২. বিদায়ের দিন সকাল বেলায় সু'আদ যখন আমার সামনে আসে তখন তাকে সুরমাযুক্ত, অবনত দৃষ্টি সম্পন্ন ও রুদ্ধশ্বাসে রোদনকারী ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না।

৩. আমাকে খবর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ আমাকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছেই তো ক্ষমা লাভ করা যায়।

৪. নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ এমনই এক জ্যোতি, যা দ্বারা আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি আল্লাহ্‌র ধারালো তরবারি সমূহের অন্যতম তরবারি যা সতত কোষমুক্ত।

৫. আমাকে একটু সময় দিন। সেই মহান আল্লাহ্ আপনাকে হিদায়ত দান করেছেন যিনি অতিরিক্ত অনুগ্রহস্বরূপ আপনাকে কুর'আন দান করেছেন। যাতে রয়েছে উপদেশমালা ও বিশদ ব্যাখ্যা।

৬. নিন্দুকের কথায় আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। কারণ আমি কোন অপরাধ করিনি, যদিও আমার সম্পর্কে অনেক বেশী কথবার্তা হয়ে গেছে।[২৪০]

৩.২.ক.৪. আনসারী বালক-বালিকাদের না'ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মাতৃভূমি মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদিনা শরীফ আগমন করেন তখন মদিনার আনসারী বালক-বালিকাগণ দফ বাজিয়ে কাসিদা আবৃত্ত করে।[২৪১] উক্ত কাসিদার নিম্নোক্ত চরণগুলো বিশ্বময় প্রসিদ্ধি লাভ করে। যেমন:-

طلع البدر علينا – من ثنيّة الوداع

---

২৪০. ইব্‌ন হিশাম, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮২; আবু যায়েদ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবিল খাত্তাব কুরাইশী, *জামহারাতুল আশ'আরিল আরব*, বৈরুত, লেবানন : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ,৩য় সং., ২০০৩, পৃ. ৩৬৫

২৪১. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৬৯৭

وجب الشّكر علينا – ما داع لله داعى

মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে এসে মদিনায় ,

পূর্ণিমা চাঁদ মোদের পরে হলরে উদয় ।

আল্লাহ্র পথে ডাকল নবী অধীর চিন্তায় ,

সাড়া দিয়ে ওয়াজিব শুকুর কর গো আদায়।

ايها المبعوث فينا – جئت با الأمر المطاع

جئت شرّفت المدينة – مرحبا يا خير داع

মোদের মাঝে আনলে তুমি,

মহান রবের বিধান খানি ।

আভিজাত্য পেল এ নগরী,

শুভেচ্ছা হে সর্বোত্তম দিশারী ।[২৪২]

نحن جوار من بنى النجار

يا حبذا محمد من جار

আমরা বনূ নাজ্জার বংশের কিশোরী

সৌভাগ্য মোদের, মুহাম্মদ আমাদের প্রতিবেশী।[২৪৩]

নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলোও নবী প্রেমিকগণ আনসারী বালিক্বাদির না'তের ছন্দে ও সূরে রচনা করেন।

اشرق البدر علينا – و اختفت منه البدور

مثل حسنك ما رأينا – قط يا وجه السّرور

মোদের পরে পূর্ণিমা চাঁদ চমক উদিত,

সেই আলোতে সকল চন্দ্র হল অস্তমিত।

তোমার রুপের মেছল মোরা দেখিনি কভু,

হে, খোশাল চেহারা তোমার দিয়েছেন প্রভু।

انت شمس انت قمر – انت نور فوق نور

انت اكسير و غالى – انت مصباح الصّدور

---

২৪২. ইমাম বায়হাকী, *দলাইলুন নুবুওয়্যাত*, বৈরুত : দারুলকুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ২য় সং., ২০০২, খ. ২, পৃ. ৫০৭

২৪৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫০৭ (রযীন এর বরাত দিয়ে টিকায় বলা হয়েছে উক্ত চরণটিও আনসারী বালিকাদের না'ত)

তুমি রবি তুমি শশী তুমি জ্যোতি উর্ধ্বে সব বাতির
তুমি স্পর্শমণি দামী অতি তুমি হৃদয়ে জ্যোতির।

من يرى وجهك يسعد – يا كريم الوالدين
حوضك الصّافى المبرّد – وردنا يوم النّشور

তব চেহারা দেখিবে যে জন হবে ভাগ্যবান,
হে নবী পিতা-মাতার তুমি স্নেহের সন্তান ।
হাওজে কাওসার তব পাক শীতল যার পানি,
কেয়ামত সে ঘাটেতে করবো মোরা পানি পানি।

يا حبيبى يامحمّد – يا امام القبلتين
يا مؤيّد يا ممجّد – يا عروس الخافقين

হে প্রিয় বন্ধু মোর মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ তুমি
মাশরেক ও মাগরেবে আদুরে দুলা তুমি ।
হে সাহায্য প্রাপ্ত নবী তুমি হে সম্মানিত,
দুই কেবলার হে ইমাম তুমি থাকবে অবিরত।[২৪৪]

৩.২.ক.৫. হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.)-এর না'ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র যুগে ইসলাম, মুসলমান ও রাসূলের স্বপক্ষে অধিক কবিতা যিনি রচনা করে যিনি ইতিহাসে অবিস্মরনীয় হয়ে আছেন তিনি হলেন হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তাঁর পূর্ণ নাম আবুল ওয়ালীদ হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত। তাঁর পিতার নাম সাবিত ইব্‌ন আল-মুনযির এবং মাতার নাম ফুরায়'আ বিন্‌ত তুহুরাইস।[২৪৫] তিনি পাচঁশত তেষট্টি (৫৬৩) খ্রিষ্টাব্দে মদিনার খাযরাজ্ গোত্রের বানু-নাজ্জার শাখায় জন্ম গ্রহণ করেন।[২৪৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ হতে হিজরত করে মদিনায় তাশরীফ আনলে মদিনা বাসীদের সাথে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন।

অতঃপর মক্কার মুশরিক কুরাইশদের পক্ষ থেকে আবূ সুফিয়ান, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যিবা'রা ও দিরার ইব্‌নুল খাত্তাব প্রমুখ যখন ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কটাক্ষ করে কবিতা রচনা করতে শুরু করে তখন কবিতার মাধ্যমেই তাঁর প্রত্যুত্তর দেয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহবী-একেরামদেরকে সম্বোধন করে বলেন- "যারা

---

২৪৪. আল্লামা মুহাম্মদ মুস্তাফা হামীদী, *মীলাদ ও কিয়াম*, পিরোজপুর : ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী, ১ম সং., ২০০০, পৃ. ২০৪-২০৬

২৪৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, *আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

২৪৬. ড. আবদুল জলিল, *কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের মনোভাব*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৩৭

হাতিয়ারের দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করছে, কবিতার মাধ্যমে সাহায্য করতে কিসে তাদেরকে নিষেধ করে”?[২৪৭] তখন মুসলমানদের কবিদের মধ্য থেকে যে তিনজন এ কাজে এগিয়ে আসেন তন্মধ্যে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু অন্যতম। তিনি তার সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এ ক্ষেত্রে অতুলনীয় সাফল্যের স্বাক্ষরও রাখেন। এই সুবাদে তিনি শা‘ইরুল-ইসলাম ও শা‘ইরুন-নবী (ইসলামের কবি ও রাসূলের কবি) উপাধিতে ভূষিত হন।[২৪৮] হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত তাঁর জীবন ও সমগ্র কাব্য প্রতিভা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর প্রশস্তি ও দ্বীন ইসলামের খেদমতে নিবিদিত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত রাদিয়াল্লাহ তা‘আলা আনহু-এর জন্য মসজিদে-এ নববীতে মিম্বর সাজাতেন।[২৪৯] হযরত হাস্‌সান ঐ মিম্বরে দাঁড়িয়ে নবীজির শা‘নে না‘ত পরিবেশন করতেন এবং কাফিরদের সমালোচনায় স্বরচিত কবিতা শুনাতেন। তাঁর কাবিতায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র সম্মান ও উচ্চ মর্যাদার বিষয় প্রস্ফুটিত হতো। উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু বলেন-যখন হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.) না‘ত পরিবেশন কারতেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হয়ে বলতেন- إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা রূহুল কুদস (হযরত জিবরাঈল আমীন) দ্বারা হাস্‌সান কে সাহায্য করে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল সম্পর্কে বীরত্বপূর্ণ কবিতা পাঠ করতে থাকেন অথবা (কবিতার) মাধ্যমে তাদের প্রতিরোধ করতে থাকেন”।[২৫০]

হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু তাঁর কাব্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা‘আলা প্রশংসা এবং প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লামার গুণকীর্তন করেছেন সিদ্ধহস্তে অতুলনীয়ভাবে। রাসূলের শানে তিনি যে অপূর্ব না‘ত রচনা করেছেন তার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

و احسن منك لم تر قط عينى

و اكمل منك لم تلد النساء

خلقت مبرأ من كل عيب

كأنّك قد خلقت كما تشاء

মহা বিশ্বে মম আঁখি তব তুল্য কান্ত করেনি দর্শন

---

২৪৭. ড. আবদুল জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭

২৪৮. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩ , পৃ. ৬৯৭

২৪৯. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন তিরমিযী, *জামি‘উত তিরমিযী*, কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৫, কিতাবূল আদাব, باب : انشادالشعر فى , খ. ৪, পৃ. ৫৪৭

عن عائشة قالت كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يضع لحسّان منبرا فى المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو قالت : ينافح عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم

২৫০. ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৫৪৮

জগৎ জননী প্রসব করেনি তব রুপি কোন জন।

ক্রটি ভিন্ন শুচিধন্য করে হয়েছে সৃজন,

যেমন চেয়েছিল তারই আদলে বুঝি হয়েছ গঠন।[২৫১]

হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু অন্যত্র আরও সুন্দর ও চমৎকারভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামার প্রসংশায় বলেন-

أغرّ عليه للنبوّة خاتم- من الله مشهود يلوح و يشهد

و ضمّ الإله اسم النّبى إلى اسمه – إذا قال فى الخمس المؤذّن أشهد

وشقّ له من اسمه ليجلّه – فذو العرش محمود و هذا محمّد

১. তাঁর উপরে নুবূওয়াতের মোহর সমুজ্জল,

এটা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সেই প্রমাণ যাহা প্রোজ্জল ও সোচ্চার সাক্ষী।

২. আল্লাহ তাঁর নবীর নাম নিজের নামের সংগে যুক্ত করেছেন,

এ জন্যই মুআয্‌যিন পাঁচ ওয়াক্‌ত আযানে উচ্চারণ করে-

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ !

৩. আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ নাম হতে তাঁর রাসূলুল্লাহ এর নাম নির্গত করেছেন;

'আরশ অধিপতি হলেন "মাহমূদ" আর ইনি হলেন "মুহাম্মদ"।[২৫২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উৎকৃষ্টভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.)-এর কবিতায়। যেমন তিনি বলেন-

هجوت محمّدا برّا حنيفا * رسول الله شميته الوفاء

فان ابى و والده و عرضى * لعرض محمّد منكم وقاء

وقال الله قد ارسلت عبدا * يقول الحقّ ليس به خفاء

وقال الله قديسرت جندا * هم الانصار عرضتها اللقاء

يلاقى كلّ يوم من فعل * سباب او قتال اوهجاء

فمن يهجو رسول الله منكم * و يمدحه و ينصره سواء

وجبريل رسول الله فينا * وروح القدس ليس له كفاء

---

২৫১. *শরহে দিওয়ানে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত*, সম্পাদিত (জামানা ইয়াহইয়া আল-কা'কি), বৈরুত : দারুল ফিকির আল-আরবী, ১ম সং., ২০০৩, পৃ. ১৩

২৫২. *শরহে দিওয়ানে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

গদ্যানুবাদ

১. তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিন্দাবাদ করেছ, যিনি আল্লাহ ভীরু, একত্ববাদী, আল্লাহ্‌র রাসূল। অঙ্গীকার পূর্ণ করা যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

২. নিশ্চয় আমার পিতা ও দাদা, আমার সম্মান সবকিছু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সম্মানের হিফাযতকারী।

৩. আল্লাহ এরশাদ করেছেন, আমি আমার এ বান্দাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি, যে সত্য কথা বলে তার মধ্যে গোপনীয় কিছুই নেই।

৪. আল্লাহ্ বলেন, আমি সেনাদল প্রেরণ করেছি, তারাই সাহায্যকারী, যাদের অভ্যাসই হল শত্রুদের মুখোমুখি হওয়া।

৫. তারা প্রতিদিন সাক্ষাৎ করে, গালি-গালাজ অথবা যুদ্ধ অথবা নিন্দাবাদের সাথে।

৬. অতঃপর তোমাদের মধ্যে থেকে যে রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিন্দাবাদ করবে, আর যে প্রশংসা ও সাহায্য করবে, তারা কখনো সমান হতে পারে?

৭. আমাদের মাঝে আছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত দূত জিবরাইল ও রূহুল কুদুস, যার সমকক্ষ নেই।[২৫৩]

সরকারে দো'জাহা নবীয়ে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করার পর হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু অনেকগুলো (শোকগাথা) কাসিদা রচনা করেন, যেগুলো ছিল আপরিসীম মর্মবেদনা উদ্রেককারী। উক্ত কাসিদার কয়েকটি শে'র নিম্নরুপ -

يا عين جودى بدمع منك اسبال – و لا تملنّ من سح و إعوال

لا ينفدنّ لى بعد اليوم دمعكما – انّى مصاب و انّى لست بالسالى

على رسولنا محض ضريبته – سمع الخليفة عف غير مجهال

عف مكاسبه جزل مواهبه – خير البرية سمح غير نكال

গদ্যানুবাদ

১. হে নয়ন! তুমি অকৃপণভাবে অশ্রু ধারা প্রবাহিত কর, আর অতিরিক্ত প্রবাহের কারণে তুমি কখনো ক্লান্ত হয়ো না।

২. আজকের দিন থেকে তোমার অশ্রু যেন আমার জন্য কখনো নিঃশেষ হয়ে না যায়, আমি যে বিপদগ্রস্ত, আমি আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উপর (স্বেচ্ছায় অশ্রু) প্রবাহকারী নই।

৩. যাঁর স্বভাব-চরিত্র অত্যন্ত খাঁটি, যিনি মহা দানবীর, অতিশয় পবিত্র, অজ্ঞ ও মূর্খ নন।

---

২৫৩. *শরহে দিওয়ানে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২; ড. আব্দুল জলিল, *কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসুল (সা.) ও সাহাবীদের মনোভাব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

৪. তাঁর উপার্জন সবই পূত পবিত্র, তার দান অঢেল, তিনি সকল সৃষ্টির সেরা, দয়ালু দাতা, শান্তিদাতা নন।[২৫৪]

৩.২.ক.৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.)-এর না'ত

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা সা'লাবা আল-খাজরাজি আল-আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর সভা কবিদের একজন। তিনি তৃতীয় 'আকবায়'(৭০) জন মদিনাবাসীর সাথে অংশগ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। এবং সা'দ ইব্‌ন রাবীর সাথে তিনিও বানু আল-হারিছের 'নাকীব' (দায়িত্বশীল) মনোনীত হন।[২৫৫] ইসলাম গ্রহণের পর হতে তাঁর কবিতা ও জীবন নবীজির প্রশংসা, ইসলামের মর্যাদা এবং মুশরিকদের কুরুচিপূর্ণ কবিতার দাতভাঙ্গা প্রতুত্ত্যর দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর না'ত খুবই পছন্দ করতেন। খন্দক যুদ্ধের সময় নবীজী নিজেই তাঁর রচিত না'তিয়া কাব্য আবৃত্তি করেছেন। তার কিছু অংশ নিম্নরুপ-

و الله لو لا الله ما اهتدينا – و لا تصدّقنا و لا صلّينا

فأنزلن سكينة علينا – و ثبت الأقدام إن لاقينا

إن الأولى قدبغوا علينا – إذا أرادوا فتنة أبينا

গদ্যানুবাদ

১. হে আল্লাহ! তোমার সাহায্য না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না,

আমরা যাকাত দিতাম না, সালাত আদায় করতাম না।

২. তুমি আমাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল কর,

যুদ্ধে আমাদেরকে অটল রাখ।

৩. যারা আমাদের ওপর জুলুম করেছে,

তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করলে, আমরা অস্বীকার করবো।[২৫৬]

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বরকতময় আলোচনা করতে গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহার নিম্নোক্ত না'তগুলো পাঠ করেন -

وفينا رسول الله يتلو كتابه – إذ انشقّ معروف من الفجر ساطع

أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا – به موقنات أنّ ما قال واقع

---

২৫৪. আবদুল্লাহ আল হামেদ, *শি'রুল-দা'ওয়াতিল ইসলামিয়্যা*, রিয়াদ্ব : দারুল ইসালা লিছছাকাফাতি ওয়ান নাছরি ওয়াল ই'লাম, ১৯৮৫, ২য় সং., পৃ. ৩৯৫

২৫৫. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, *মাদারেজুন নবূওয়্যাত*, দিল্লি : আদবে দুনিয়াহ, তা. বি., খ. ২, পৃ. ১০১৫; ড. আবদুল মাবুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

২৫৬. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৮৯

Dhaka University Institutional Repository

يبيت يجافى جنبه عن فراشه – إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

গদ্যানুবাদ:

১. আমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র রাসূল বিদ্যমান, যিনি ফজর উদয়ের পর আল্লাহ্‌র কিতাব তেলাওয়াত করেন।

২. তিনি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন, ইতিপূর্বে আমরা অজ্ঞতার অন্ধকারে ছিলাম । সুতরাং আমার অন্তর বিশ্বাস করে যে, যা কিছু তিনি ইরশাদ করেন তা সত্যে পরিণত হয়।

৩. তিনি এমনভাবে রাত যাপন করেন যে, বিছানা থেকে তাঁর শরীর পৃথক থাকে, অথচ তখন মুশরিকদের বিছানা তাঁর কারণে ভারী হয়ে থাক।[২৫৭]

অনুরুপভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা মুশরিকদের বিরুদ্বেও কবিতা রচনা করেন। যা তাদের জন্য তীরের চেয়ে মারাত্মক। যেমন হযরত আনাস ইব্‌ন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওমরাতুল কাযা আদায়ের প্রাক্কালে যখন মক্কা শরীফ প্রবেশ করছিলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা হুযুরের আগে আগে চলছিলেন আর উচ্চস্বরে আবৃত্তি করছিলেন-

خلّوا بنى الكفّار عن سبيله – اليوم نضربكم على تنزيله

ضربا يزيل الهامّ عن مقيله – و يذهل الخليل عن خليله

গদ্যানুবাদ:

১. কাফেরদের বাচ্চারা তাঁর পথ ছাড়, আজকে তোদের মরাব মোরা এমন মার।

২. ঘাড়ের থেকে মাথাগুলো যাবে ঝরে, বন্ধু যেমন বন্ধু ছেড়ে যায় সরে।

উক্ত কবিতা শুনে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন "হে ইব্‌ন রাওয়াহা! তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সামনে এবং আল্লাহ্‌র হেরেমে কবিতা পড়ছো ?। হযরত ওমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-এর আপত্তি শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- " خلّ عنه يا عمر فلهى أسرع فيهم من نضح النّبل " ওমর তাঁকে বলতে দাও। এ কবিতাগুলো ওই কাফিরদের (অন্তরের) উপর তীর বর্ষণের চেয়েও বেশী তীব্রতর।[২৫৮]

৩.২.ক.৭. হযরত কা'ব ইব্‌ন মালেক (রা.)-এর না'ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সভা কবিদের মধ্যে হযরত কা'ব ইব্‌ন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু অন্যতম। তিনি দ্বিতীয় আকাবায় উপস্থিত হয়ে বায়াত গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আজীবন স্বীয় কাব্য প্রতিভাকে ইসলাম ও মুসলমানের সেবায় নিয়োগ করেন। প্রয়োজন মুহুর্তে তিনি যেমন তরবারি হাতে তুলে নিয়েছেন তেমনিভাবে ভাষার মাধ্যমেও যুদ্ধ চালিয়েছেন।

---

২৫৭. ইমাম বুখারী, *জামি'উস সহিহ্*, দেউবন্দ : বাংলা ইসলামী একাডেমী, তা. বি., খ. ২, পৃ. ৯০৯, হাদীস নং- ৫৭৯৯

২৫৮. আবু ঈসা তিরমিযী, *জামি'উত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব, খ. ৪, পৃ. ৫৪৮, হাদীস নং- ২৮৪৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন হুনায়ন যুদ্ধ শেষে তায়েফের অভিমূখে যাত্রা করেন তখন কা'ব ইব্‌ন মালেক একটি না'ত পাঠ করেন। উক্ত কবিতার দু'টি পঙ্‌ক্তি নিম্নরুপ-

قضينا من تهامة كلّ ريب – و خيبرثم أجمعنا السيوفا

تحيرها و نطقت لقالت – فواطعهنّ دوسا او ثقيفا

গদ্যানুবাদঃ

১. তিহামা ও খায়বার থেকে আমরা সকল প্রকার হিংসা,

বিদ্বেষ বিদূরিত করে তরবারি কোষে আবদ্ধ করে ফেলেছি।

২. এখন আবার আমরা তাকে যে কোন দু'টির মধ্যে একটি স্বাধীনতা দিচ্ছি,

যদি তরবারি কথা বলতে পারতো তাহলে বলতো এবার দাউস অথবা ছাকীফের পালা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম কা'ব ইব্‌ন মালিকের উক্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয় শ্রবণ করে এরশাদ করেন- لقد شكرك الله على قولك هذا يا كعب অর্থাৎ "আল্লাহ্ তোমার না'তের মর্যাদা দান করুক।"[২৫৯]

উহুদ যুদ্ধের সময় তিনি রাসূলের শানে আরো একটি কাসিদা আবৃত্তি করেন। যার কয়েকটি চরণ নিম্নরুপ-

فينا الرّسول شهاب ثم يتبعه

نور مضى له فضل على الشهب

الحقّ منطقه و العدل سيرة

فمن يجيبه اليه ينج من ثبب

গদ্যানুবাদঃ

১. আমাদের মাঝে রয়েছেন একজন দ্বীপ্তময় রাসূল,

যার আলোতে সবাই উজালা, যা নুরের আলোতে অন্য কিরন মিটে যায়।

২. সত্য তাঁর বাণী ন্যায়পরায়ণতা তাঁর চরিত্র,

যে তাঁর অনুকরণ করে সে বিপদ থেকে মুক্ত থাকে।[২৬০]

---

২৫৯. ড. সিরাজ আহমদ ক্বাদেরী, *না'তিয়া কালাম কা 'উরুজ ও এরতেক্বাহ্*, দিল্লী : রেযভী কিতাব ঘর, ২০০২, তা. বি., পৃ. ৯১

২৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

৩.২.ক.৮. হযরত নাবিগা জা'দী (রা.)-এর না'ত

হযরত নাবিগা জা'দী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হলেন একজন সম্মানিত সাহাবি ও মুখাদরাম কবি। তাঁর প্রকৃত নাম কায়স ইব্ন 'আবদিল্লাহ। উপনাম আবূ লায়লা। তবে তিনি নাবিগা নামে সুপরিচিত।[২৬১] ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেও তিনি পবিত্র জীবন যাপন করতেন। নবম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করে সারকারে দো'আলম নূরে মুজাস্‌সম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সামনে তাঁর দীর্ঘ কাসিদা পেশ করেন। উক্ত কাসিদার কয়েকটি চরণ নিম্নরুপ-

ولا خير فى حلم إذا لم يكن له – بوادر تحمى صفوه أن يكدّرا

ولا خير فى جهل إذا لم يكن له – حليم إذا ما أورد الامر أصدرا

اتيت رسول الله إذ جاء بالهدى– و يتلو كتابا كالمجرّة نيرا

بلغنا السّماء مجدنا وجدودنا – و إنّا لنرجو فوق ذلك مظهرا

গদ্যানুবাদ

১. ওই ভদ্রতার কোন কল্যাণ নেই যতক্ষণ পর্যন্ত উহার সাথে রাগের উঞ্চতা থাকবেনা, যা তার পরিচ্ছন্নতাকে অপরিস্কার থেকে রক্ষা করবে।

২. আর ওই অজ্ঞতার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত উহার সাথে ভদ্রলোক নেই- যে -কোন মন্দ বিষয় উপস্থিত হলে তা প্রতিরোধ করবে।

৩. আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট এসেছি যখন তিনি সত্য- সঠিক পথ সহকারে আবির্ভূত হয়েছেন এবং আকাশের আলোকময় জ্যোতিষ্ক সদৃশ গ্রন্থ পাঠ করছেন।

৪. আমাদের সৌভাগ্য ও মাহাত্ম্য আসমান পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে আমরা আরও উর্ধ্বের মর্যাদা ও অবস্থান আহরণ করতে উদগ্রীব।

যখন নাবিগা জা'দী উক্ত চতুর্থ পঙক্তিটি পাঠ করলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আল 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন- হে আবূ লায়লা! আসমানেরর উপরে কোথায় পৌঁছবার আশা করছো ?। কবি উত্তর দিলেন 'জান্নাতে'।[২৬২] নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ কবিতা ও জবাব শুনে ভীষণ আনন্দিত হন এবং মন্তব্য করেন: ইনশাআল্লাহ! এবং দু'আ করতে গিয়ে বলেন- لا يفضض الله فاك "আল্লাহ তা'আলা তোমার দাঁত চির অটুট রাখুক।"[২৬৩] রাসূলের দোয়ার বরকতে তিনি হায়াত পেয়েছিলেন দুইশত ত্রিশ (২৩০)বৎসর।[২৬৪] এবং তাঁর দাঁত সব লোকের দাঁতের চাইতে ভাল ছিল। আর যখন তাঁর কোন তাঁর পড়তো ওই স্থানে অন্য দাঁত গজাতো।

---

২৬১. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০২০

২৬২. আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-জাযরী, *উসদুল গাবাহ্ ফি মা'রাফাতিস সাহাবা, কাহেরা : মাকতাবায়ে তাওফিকিয়্যাহ*, তা. বি., খ. ৫, পৃ. ২৬১; শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১০২০

২৬৩. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৭৪৮; ইব্নুল-আছির, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ, ২৬১

২৬৪. আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-জাযরী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৭৬-২৭৮

৩.২.ক.৯. হযরত ফাতিমা (রা.)-এর না'ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সর্বাধিক স্নেহের ও সর্বকনিষ্ঠ কন্যা হযরত আলী (রা.)-এর স্ত্রী এবং হযরত ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মাতা হলেন হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- فاطمة بضعة منى فمن أغضبها أغضبنى "ফাতেমা আমার শরীরের একটি অংশ যে তাঁকে রাগান্বিত করল সে আমাকে রাগান্বিত করল।"[২৬৫] যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে প্রথমে মসজিদে ঢুকে দু'রাকাত নামায পড়তেন। অতঃপর তাঁর গৃহে গিয়ে তাঁর খোঁজ-খবর নিতেন এরপর স্বীয় পত্নীদের খোঁজ-খবর নিতেন। তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রচন্ডভাবে ভালবাসতেন যে, তাঁর ইন্তিকালের পর মাত্র ছয় মাস জীবিত ছিলেন। এ ছয় মাস তাকে কেউ কোনদিন মুচকি হাসতেও দেখেনি।[২৬৬] বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি বেশ কিছু কবিতা আবৃত্তি করেছেন। তবে তাঁর আবৃত্তিকৃত সেসব কবিতার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ ইন্তিকালের যে শোকগাথা তিনি আবৃত্তি করেছেন তারই কেবল সন্ধান পাওয়া যায়। নিম্নে উল্লিখিত কয়েটি পঙ্ক্তি সে শোকগাথারই অংশ বিশেষ।

اغبر افاق السّماء و كوّرت - شمس النّهار و أظلم العصران

فاالارض من بعد النّبى كئيبة – اسفا عليه كثرة الرّجفان

فليبكه شرق البلاد و غربها- و لتبكه مضر و كلّ يمان

وليبكه الطود المعظم جوده- والبيت ذوالاستار و الاركان

يا خاتم الرّسل المبارك ضوءه – صلّى عليك منزل القرأن

গদ্যানুবাদ

১. আকাশের প্রান্তময় ধুলিময় হয়ে গেছে, দিবসের সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে এবং দিবারাত্র সবই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

২. তাই নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর তার উপর আফছোছ ও আক্ষেপবশতঃ পৃথিবী বিষন্ন ও বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। হয়ে পড়েছে অত্যধিক ভীত ও কম্পমান।

৩. তাই পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মানুষ সবাই তাঁর ওপর ক্রন্দন করুক, ক্রন্দন করুক মুদার গোত্র এবং সমগ্র ইয়ামানবাসী।

৪. ক্রন্দন করুক বৃহৎ পর্বতরাজী, বৃষ্টি বাদল এবং পর্দাহেরা ও থাম-বিশিষ্ট গৃহ সকল।

---

২৬৫. ইমাম বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩২

২৬৬. আবুল হাসান আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-জাযরী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫২৪

৫. হে সর্বশেষ রাসূল, যার নূর অত্যন্ত বরকতময়! আপনার ওপর কুর'আন অবতারনকারী (আল্লাহ্) শান্তিপূর্ণ করুন।[২৬৭]

হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর শোকে শোকাহত ও কাতর হয়ে পড়েছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে।

صبت على مصائب لو أنها – صبت على الأيّام صرن لياليا

"বিপদাপদ ও দুঃখ-যাতনা আমার ওপরে এমনভাবে আপতিত হয়েছে যে, সে বিপদাপদ ও দুঃখ-যাতনা যদি দিনের ওপর আপতিত হত তাহলে দিনগুলো সব রাতে পরিণত হত।"[২৬৮]

৩.২.ক.১০. হযরত আব্বাস (রা.)-এর না'ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় চাচা হযরত আব্বাস ইব্‌ন আব্দিল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও রাসূলের শানে না'ত আবৃত্তি করেন যা নিম্নরুপ-

من قبلها طبت الظّلال وفى * مستودع حيث يخصف الورق

ثم هبطت البلاد لا بشر * أنت ولامضغة ولاعلق

بل نطفة تركب السفين و قد * ألجم نسرا وأهله الغرق

تنقل من صالب إلى رحم * إذا مضى عالم بدا طبق

حتّى احتوى بيتك المهيمن من * خندف علياء تحتها النطق

وأنت لما ولدت أشرقت الارض* وضاءت بنورك الأفق

فنحن فى ذلك الضّياء وفى * النور وسبل الرّشاد نخترق

গদ্যানুবাদ

১. যখন হযরত আদম 'আলায়হিস সালাম জান্নাতের পাতা দ্বারা নিজ শরীর ঢাকছিলেন ওই সময়েরও অনেক পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের ছায়ায় এবং নিজ সম্মানিত মায়ের রেহেমে পূতঃপবিত্র ছিলেন।

২. (তাঁকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতারন করার পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামও তাঁর সাথে পৃথিবীতে আগমন করেন। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম উহার পূর্বে না মানব আকৃতিতে ছিলেন এবং না রক্তপিন্ড ও মাংসপিন্ড ছিলেন।

---

২৬৭. ইব্‌ন সায়্যিদুদ্দীন, *'য়ূনুল আছর ফি ফুনুনিল মাগাযি ওশ শামায়েল ওছ ছিয়র*, বৈরুত, লেবানন : মুয়াচ্ছাছাতুল ইয্‌যুদ্দীন, ১৯৮৬, খ. ২, পৃ. ৪৩৪; ড. আবদুল জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

২৬৮. ড. আবদুল জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

৩. বরং (তিনি) হযরত নূহ "আলায়হিস সালাম- এর মুবারক পৃষ্টে এ ভ্রুণ অবস্থায় কিশতিতে আরোহী ছিলেন, যখন (সমুদ্রের) গারক নসর মূর্তি এবং তার পুঁজারীগণকে লাগাম দিয়েছিলো (অর্থাৎ তুফানের কারণে হযরত নূহ (আ.)-এর অস্বীকারকারীগণ ডুবে গিয়েছিল)।

৪. তিনি সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম পবিত্র ঔরশের মাধ্যমে পবিত্র রেহেমের দিকে স্থানান্তর হতে ছিলেন, যখন এক যুগ অতিবাহিত হতো তখন অন্য যুগ শরু হতো।

৫. শেষ পর্যন্ত তিনি খিনদিফ (কুরায়শ) গোত্রের উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত হলেন- যা তাঁর মর্যাদার সাক্ষ্য।

৬. আর যখন তিনি (হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহুতা'আলা আনহা-এর বরকতময় কোলে) শোভা পেলেন তখন তাঁর শুভাগমনের কারণে পৃথিবী নুরানী হলো এবং দিগন্তসমূহ আলোকজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

৭. আমরা তাঁর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামার নূরের আলোকচ্ছটায় এবং নূরানী সাদ্‌কায় হেদায়তের পথে অবিচল আছি।

উক্ত কবিতা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দোয়া করতে গিয়ে বলেন- لا يفضض الله فاك "আল্লাহ আপনার দাঁত নিরাপদ রাখুক।"[২৬৯]

৩.২.খ. নববী যুগের পর আরবী ভাষায় না'ত

৩.২.খ.১. হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন (রা.)-এর না'ত

সরকারে দো'জাহা নবীয়ে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম যুগের পর নবী প্রশস্তি ও গুণচর্চা চলমান থাকে। হযরত ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু যখন কারবালা ময়দানে শহীদ হন এবং ইয়াযীদ বাহিনী নবী পরিবারকে বন্ধী করে নিয়ে যাচ্ছিল তখন হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিম্নোক্ত কবিতাগুলো পাঠ করছিলেন-

1 - ان نلت يا ريح الصّبا يوما الى ارض الحرم

بلّغ سلامى روضة فيها النّبى المحترم

হে সকালের বাতাস! তুমি যে দিন হেরেমের যমিনে (মদিনা শরীফে) যাবে,

তখন আমার সালাম ঐ রাওযায় পৌছিয়ে দিও যেখানে সম্মানিত রাসূল রয়েছেন।

2 - من وجهه شمس الضّحى من خدّه بدر الدّجى

من ذاته نور الهدى من كفّه بحر الهمم

[২৬৯]. আল্লামা তাবরানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, বৈরুত : দারুল ইয়াহ্য়া আত্তুরাসুল আরবী, ১ম সংস্করণ, ২০০৯, খ, ৪, পৃ. ১৮৪-১৮৫

যার চেহেরা মুবারক দীপ্তময় সূর্য্য, যার চোয়াল মোবারক পূর্ণিমার চাঁদ,
যার পবিত্র সত্তা হেদায়তের নূর, যার হাত মুবারক হলো সাহসিকতার সমুদ্র।

3 - قرأنه برهاننا نسخا لاديان مضت
اذ جاءنا احكامه كلّ الصّحف صار العدم

তাঁর উপর অবতীর্ণ আমাদের দলীল, অতীত ধর্মসমূহের রহিতকারী
যখন উহার বিধানাবলী আমাদের কাছে পৌছল, তখন আসমানী সকল সহীফা স্তব্দ হয়ে গেল।

4 - اكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى
طوبى لاهل بلدة فيها النّبى المحتشم

মোস্তাফার বিচ্ছেদের অসির আঘাতে আমাদের অন্তরগুলো জর্জরিত,
সুভসংবাদ সেই শহরের অধিবাসীদের জন্য যেখানে রয়েছে সম্মানিত নবী।

5 – يا مصطفى يا مجتبى ارحم على عصياننا
مجبورة اعمالنا طمعا و ذنبا بالظّلم

হে মোস্তাফা! হে মুজতাবা! আমাদের পাপের প্রতি করুনা করুন,
আমাদের আমল সমুহ লোভ ও পাপের অন্ধকারে আবদ্ধ।

6 - يا رحمة للعالمين اكرم لزين العابدين
محبوس ايد الظّالمين بالموكب والمزدحم

হে জগৎদ্বয়ের রহমত! আপনি যায়নুল আবেদীনকে রক্ষা করুন,
মওকাব মুজদাহাম দ্বারা জালিমদের হাতে আবদ্ধ। [২৭০]

৩.২.খ.২.হযরত শরফুদ্দীন আল-বূসীরী (রহ.)-এর না'ত

হযরত ইমাম শরফুদ্দীন আল-বূসীরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু (জীবন কাল৬০৮-৬৯৭হি.) হলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত না'ত রচয়িতা।[২৭১] তিনি ছিলেন বহু ভাষায় সুপন্ডিত, সাহিত্যিক এবং প্রথিতযশা কবি। তিনি অনেক কবিতা রচনা করেন। তবে তাঁর আবেগধর্মীও হৃদয় গ্রাহী কবিতা "কাসিদায়ে বুরদাহ" তাকে অমর করে রেখেছে। কবি এক সময় পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। এই অবস্থায় নবী প্রেমে আত্মহারা হয়ে তিনি এ কাসিদাটি রচনা করেন এবং স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ

[২৭০]. মাওলানা আব্দুল মোজতবা রেযভী, *তাযকারায়ে মাশায়েখে ক্বাদেরিয়্যা রেযভিয়্যাহ্*, মুবারকপুর (ইউ.পি) : আলমাজউল মিসবাহী জামেয়া আশরাফিয়া, জুলাই-১৯৮৯, পৃ. ১২৪-১২৫

[২৭১]. রুহুল আমীন খান, *কাসিদায়ে সওগাত*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা. বি., পৃ. ৪৫

সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র যিয়ারত লাভে ধন্য হন। নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুবারক চাদরটি কবির শরীরে জড়িয়ে দেন এবং মাথায় মুবারক হাত বুলিয়ে দেন। কবি জাগ্রত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ পেলেন।[২৭২] 'বুরদাতুন' শব্দের অর্থ নক্শাদার চাদর, নূর নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর কবিতা শুনে নক্শা করা চাদর দিয়েছিলেন বলে উক্ত কবিতার নাম "কাসিদায়-এ বুরদা"। এই কবিতায় একশত পয়ষট্টি (১৬৫) টি শ্লোক এবং দশটি অধ্যায় রয়েছে। নিম্নে প্রতিটি অধ্যায়ের একটি করে মোট দশটি পঙ্ক্তি উল্লেখ করা হল-

1- امن تذكّر جيران بذى سلم

مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

2- فانّ امّارتى بالسّوء ما تّعظت

من جهلها بنذير الشّيب و الهرم

3- ظلمت سنّة من احيى الظّلام الى

ان اشتكت قدماه الضرّ من ورم

4- ابان مولده عن طيب عنصره

يا طيب مبتداء منه و مختتم

5- جاءت لدعوته الاشجارساجدة

تمشى اليه على ساق بلا قدم

6- دعنى ووصفى ايات له ظهرت

ظهورنارالقرى ليلا على علم

7- يا خير من يمّم العافون ساحته

سعيا و فوق متون الاينق الرّسم

8- راعت قلوب العدى انباء بعثته

كنباة اجفلت غفلا من الغنم

9- خدمته بمديح استقيل به

ذنوب عمر مّضى فى الشّعر والخدم

---

২৭২. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৮

10- يا اكرم الخلق مالى من الوذ به
سواك عند حلول الحادث العمم

কাব্যানুবাদ

১. ‘সলম’ বনে পড়শিমণের বিয়োগ-ব্যথা স্মরণ করে,
নয়ন যুগল হতে কি ওই রক্তমাখা অশ্রু ঝরে ?
২. জ্ঞান ধীষণায় শীর্ণ জীর্ণ ‘দুষ্টমতি’ আত্মা আমার,
লয়নি কানে সৎ উপদেশ ‘তুলহায়াতী’ অভিজ্ঞতার।
৩. তরীকা তাঁর ত্যাগ করেই করছি যুলুম পড়ছি ভুলে,
দাঁড়িয়ে থেকে সালাতে যার চরণ যুগল উঠতো ফুলে।
৪. অন্ত-আদি সব উপাদান পবিত্র যার পূর্ণ নূরে,
আবির্ভাবে সেই নায়কের লাগলো চমক বিশ্ব জুড়ে।
৫. চরণবিহীন বৃক্ষরাজি মোর পিয়ারা নবীর ডাকে,
হাযির হলো কান্ডভরে সিজদারত পত্রে শাখে।
৬. গিরি শিখর উজল করা দিক-দিশারী অগ্নি যথা,
দাও আমাকে বলতে এবার পুণ্যে ভরা সে সব কথা।
৭. উট হাঁকিয়ে, পায়দলে কেউ দিয়ে সুদূর মরু পাড়ি,
তোমার দ্বারে দানের আশে ভিড় করে সব যাচ্‌নাকারী।
৮. আবির্ভাবে বিশ্বনবীর কাঁপল হিয়া অরাতিদের,
কাঁপে যেমন মেষের হিয়া ঘোর নিনাদে সিংহারাজের।
৯. পেয়ারা নবীর পাক কদমে পেশ করিলাম এ নয্‌রানা,
এই ওছিলায় গুনা-খাতা মাফ করো মোর হে রাব্বানা।
১০. তুমি ছাড়া প্রিয় রাসূল নেই কেহ আর এ সংসারে,
কঠোর কঠিন বিপদকালে শরণ নেবো যাহার দ্বারে।[২৭৩]

৩.২.খ.৩. ইমামে আ'যম হযরত আবু হানীফা (রহ.)-এর না'ত

ইমাম আ'যম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা ‘আলায়হি (জীবন কাল ৮০-১৫০হি.) ছিলেন একজন প্রকৃত নবী প্রেমিক। তাঁর জীবনের প্রতিটিক্ষণ নবীপ্রেমে সিক্ত ছিল এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ইসলামের শাশ্বত ধারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত-এর পথিকৃৎ মুখপত্র। প্রানাধিক প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে রচিত তাঁর দীর্ঘ না'ত “কাসিদায়ে নু'মান” এর বাস্তব প্রমাণ। উক্ত কাসিদাটি ইমামে আ'যমের প্রিয় নবীর অকৃত্রিম ভালবাসা, অনুপম প্রেম, হৃদয় নিংড়ানো

২৭৩. রুহুল আমীন খান, *কাসিদায়ে সওগাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-১১৯

ভক্তি, শ্রদ্ধা ও রাসূল-এর উচ্চ প্রশংসার বহিঃপ্রকাশ। এতে ৫৩টি পঙ্ক্তি রয়েছে, নিম্নে কয়েকটি পঙ্ক্তি উল্লেখ করা হল-

১. يا سيّد السّادات جئتك قاصدا

ارجوا رضاك و احتمى بحماك

২. والله يا خيرالخلائق انّ لى

قلبا معشوقا لا يروم سواك

৩. و بحقّ جاهك إنّنى بك مغرم

والله يعلم إنّنى اهواك

৪. انت الّذى لو لاك ما خلق امرء

كلاّ ولا خلق الورى لولاك

৫. انت الّذى من نورك البدر اكتسى

والشّمس مشرقة بنور بهاك

৬. انت الّذى لمّا رفعت الى السّماء

بك قد سمت و تربت لثراك

৭. انت الّذى ناداك ربّك مرحبا

ولقد دعاك لقربه وحباك

৮. انت الّذى سالت فينا شفاعة

لبّاك ربّك لم تكن لسواك

৯. انت الّذى لمّا توسّل ادم

من زلّة بك فاز وهو اباك

১০. و بك الخليل دعا فصارت ناره

بردا وقد خمدت بنور سناك

কাব্যানুবাদ

১. পুণ্যাত্মাদের শিরোমণি ওগো! আমি তোমার তুষ্টি চাই,

তোমার নিকটে আসিলাম ছুটে যেন গো তোমার আশ্রয় পাই ।

২. মখলুকাতের শ্রেষ্ঠ যে তুমি, আল্লাহ্‌র শপথ, এ হৃদয় মোর,

তুমি ছাড়া কভু চায়না তো কিছু, আশিক তোমার এ অন্তর ।
৩. শপথ করিনু তব মহিমার, অনুরাগী আমি শুধুই তোমার,
অন্তর্যামী জানেন সে কথা তোমাকে চায় হৃদয় আমার ।
৪. সৃষ্টি তোমার নাহি হত যদি, হতনা মানব এ ধরায় কোন,
নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি হতনা নাহি হত যদি তোমার সৃজন।
৫. পূর্ণিমা শশি আলোময় ঐ পরিয়া তোমার নূর আভরণ,
দ্যোতিময় রবি তব নূর হতে লভিয়াছে তার তীক্ষ কিরণ।
৬. মেরাজ তোমার উর্ধ্ব গগণে হয়েছিল যবে পদার্পণ,
মহিয়ান আর সুশোভিত হল ভ্রমণে তোমার উর্ধ্ব গমন।
৭. আপনার কাছে ডেকে তোমায় স্বাগত জানান তোমার রব,
কত সমাদর করলেন আহা! মিটালেন তব বাসনা সব।
৮. মোদের জন্য চাহিলে সে ক্ষণে শাফা'আত, প্রভু শুনলেন তাহা,
এই মর্যাদা নেই আর কারো বিধাতা তোমার দিয়েছেন যাহা।
৯. আদম তাঁর ভুলের জন্য তব ওয়াসীলায় ক্ষমা চেয়েছিল,
যদিও তিনি আদি পিতা তব এ পথেই তাঁর কামিয়াবি এল।
১০. তব ওয়াসীলায় দু'আ করেছিল আল্লাহ্র দোস্ত ইবরাহীম,
নিভে আগুন হলো তখনি আরামদায়ক সুশীতল হিম।[২৭৪]

৩.২.খ.৪. হযরত শায়খ মুসলেহ উদ্দীন সা'দী সিরাজী (রহ.)-এর না'ত

আল্লামা শায়খ সা'দী সিরাজী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হি ফার্সী ভাষার কবি হয়েও পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন চার পঙ্ক্তি বিশিষ্ট আরবী না'তিয়া কালামের কারনে। যার প্রতিটি চরণে ফুটে উঠেছে প্রিয় নবীর উচ্চ মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও প্রশংসা। মাত্র চারটি শ্লোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র এমন পুর্ণাঙ্গ জীবন-চিত্র আর কেহ রচনা করতে সক্ষম হননি। সর্বকালের আশেকে রাসূলদের কাছে এই কাসিদা সমাদৃত ও বরণ্য হতে থাকবে অমূল্য তোহ্ফা হিসেবে যা নবী প্রেমের প্রেরনা জোগাবে। উক্ত না'তটি নিম্নরুপ-

بلغ العلى بكماله
كشف الدّجى بجماله
حسنت جميع خصاله
صلّوا عليه واله

---

২৭৪. মাওলানা নেজাম উদ্দীন, *ইমাম আ'যম আবু হানীফা (রা.)-এর কাসিদা-ই নু'মান*, ঢাকা : গাউসুল আ'যম ও আ'লা হযরত (রা.) রিসার্চ একাডেমী, ৩০মে ২০০০, পৃ. ৬৭; রুহুল আমীন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯-১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছিলেন তিনি নিজ মহিমায়,

দূরীভূত হল তিমির রাত্রি তাঁর নূরের আভায় ।

সুষমাময় চরিত্র মাধুর্য তাঁর অতি মনোরম,

তাঁর ওপরে ও বংশ পরে জানাই দরূদ ও সালাম।[২৭৫]

উল্লেখ্য হযরত শায়খ সা'দী সিরাজী (রহ.) রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুইশত (২০০) নাম মুবারক নিয়ে চল্লিশ (৪০) টি পঙ্ক্তি বিশিষ্ট এক অপূর্ব শৈলীতে দীর্ঘ আরবীতে অনবদ্য না'ত রচনা করেন। যার প্রতিটি চরণে ফুটে উঠেছে রাসূলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। উক্ত না'তিয়া কালামের কয়েকটি পঙ্ক্তি নিম্নরুপ-

১- شفيع مطاع نبىّ كريم

قسيم جسيم بسيم و سيم

২- بشير نذير و مدّثر

رسول مبين رشيد حليم

৩- و طه و يسين مزّمّل

نجى الإله بصوت رخيم

গদ্যানুবাদ

১. সুপারিশকারী, উত্তম আদর্শ, নবী পরম সম্মানিত,
সুষম বন্টনকারী, সুমহান ভূবন মোহন, হাসির অধিকারী, সূষমামন্ডিত।

২. সূসংবাদ দাতা, সতর্ককারী, চাদরে আবৃত,
সাঠিক পথের দিশারী, পরম সহনশীল, রাসূলরুপে প্রকাশিত।

৩. ত্বোয়া-হা, ইয়াসীন, কাপড় জড়ানো ব্যক্তি,
প্রভুর সাথে সূললিত কন্ঠে ছড়ান কথার ফুল ঝুড়ি।

৪. উজ্জ্বল প্রদীপ যেন দিবসের রবি,
সর্বোত্তম সৃষ্টি অনন্তজ্যোঁতি।

৫. সব মানবের অভিভাবক, জগৎ পুঞ্জের প্রশান্তি,
এতিমদের ত্রাণকর্তা, নিঃস্বদের পরম হিতৈশী।[২৭৬]

২৭৫. *কুল্লিয়াতে সা'দী*, তেহেরান : সাজেমানে ইন্‌তিশারাতে জাভিদান, ১৩৭১হি., পৃ. ৬৯

২৭৬. মাওলানা নিজাম উদ্দীন, *ইমাম আ'যম আবু হানীফা (রা.)-এর কাসিদা-ই নু'মান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

৩.২.খ.৫. হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর না'ত

অদ্বিতীয় রাসূল প্রেমীক আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় না'ত রচনা করার সমান্তরালে আরবীতে ও না'ত রচনা করেছেন সিদ্ধ হস্তে। আরবী ভাষায় লিখিত "বাসাতিনুল গুফরান" নামক দিওয়ানটি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। উক্ত দিওয়ান হতে একটি না'তের কয়েকটি পঙক্তি উদাহারণ স্বরুপ উল্লেখ করা হলো। যেমন-

১. الحمد للمتوحّد – بجلاله المتفرّد

২. وصلاة مولانا على – خير الأنام محمّد

৩. والال امطارالنّدى – و الصّحب سحب عوائد

৪. لا أختشى من بأسهم – يد ناصرى أقوى يد

৫. يا ربّ يا ربّاه يا – كنز الفقير الفاقد

৬. أنت القوىّ فقوّنى- أنت القدير فأيّد

৭. فإلى العظيم توسلى – بكتابه و بأحمد

৮. وبمن أتى بكلامه – و بمن هدى و بمن هدى

গদ্যানুবাদ

১. একক মহত্বের অধিকারী (আল্লাহ্)-এর জন্য সমস্ত প্রশংসা।

২. আমাদের সরদার সৃষ্টির সর্বোত্তম ব্যক্তি মুহাম্মদ-এর উপর দরুদ বর্ষিত হউক ।

৩. এবং বদন্যতার ঝর্ণারাধিকারী সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গ ও কল্যাণের বারিধারা সাহাবাগণ-এর উপর।

৪. তাদের চক্রান্তে আমি ভয় করি না, কেননা আমার সহায্যকারীর হাত সবচেয়ে শক্তিশালী।

৫. হে প্রভু! হে প্রভু! হে নিঃশদের ভান্ডার।

৬. হে শক্তিশালী আমাকে শক্তি দাও, তুমি ক্ষমতাবান আমাকে সাহায্য করুন।

৭. মহান আল্লাহ্ তা'আলা-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর কিতাব (আল-কুর'আন) এবং আহমদ (শেষ নবী)-এর মাধ্যমে।

৮. এবং যিনি সেই কালাম নিয়ে এসেছেন (জিবারাইল), যিনি হেদায়ত করেছেন (রাসূল) এবং যারা হেদায়ত প্রাপ্ত হয়েছেন (সাহাবাগণ) তাদের মাধ্যমে।[২৭৭]

এছাড়াও নববী যুগের পর আরবী ভাষায় যারা না'দ রচনা করেছেন তাঁদের মাধ্যে আল্লামা ইব্ন নাবাতা মিসরী, ইব্ন খলদুন, ইব্ন হাজার আসকালানী, ইব্ন জাবের আন্দুলুসী, হালবী, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ

[২৭৭]. ইমাম আহমদ রেযা খান, *বাসা-তিনুল গুফরান*, লাহোর : রেযা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ৫৮

মুহাদ্দিস দেহলবী, হাফিজ, ফজলে হক খায়রাবাদী, আব্দুল গনী নাবুলুসী, আহমদ শাওকী, আলী আযাদ বিলগ্রামী, আব্দুন নবী শামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৭৮]

৩.২.গ. ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় না'ত

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রশংসা-মহিমা, গুণগরীমা, প্রশস্তি আরবী ভাষায় যেভাবে বিধৃত হয়েছে তেমনীভাবে আ'জমী ভাষায়ও নবী প্রেমিকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রশস্তির ধারা অব্যহত রাখেন। এ ক্ষেত্রে ফার্সী ভাষায় আল্লামা রুমী, জামী, ফেরদৌসী, শাওকী, হাফিয, সিরাজী, সা'দী, খা'কানী, ওরফী, যুহরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। হযরত আব্দুল ক্বাদির জিলানী, হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী, হযরত নেজাম উদ্দীন মাহবুব ইলাহী, শায়খ আব্দূল হক মুহাদ্দিস দিহলভী, হযরত আমীর খসরু রাহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হি আজমাঈনগণও ফার্সী ভাষায় রাসূলের শানে না'তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম রচনা করেন।[২৭৯]

ভারতীয় উপমহাদেশে যে সকল নবীপ্রেমিকগণ ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় না'ত রচনা করে বরণীয় ও স্মরণীয় হয়ে আছেন তাদের মধ্যে হযরত আমীর খসরু, কুতুব আলী শাহ্, মীর তক্বী, মীর গালিব, যওক, সওদা, দা'গ, মীর হাসান, ওয়ালী দুখনী, ড. আল্লামা ইকবাল, হযরত হাসান রেযা বেরলভী এবং হযরত কেফায়তুল্লাহ কাফীগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।[২৮০] নিম্নে কতিপয় ফার্সী ও উর্দূ কবিদের না'ত উল্লেখ করা হলো।

৩.২.গ.১. শায়খ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রহ.)-এর নাত

বিখ্যাত সূফি সাধক ও কবি শায়খ ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রহ.) (১১৪৫-১২২১খ্রি.) ছিলেন ফার্সীসাহিত্যের এক রত্ন। তাঁর হৃদয় নিংড়ানো এবং প্রেমজাত ভাষার দ্বারা নির্মিত হয়েছে পাওয়াস্য কাব্যসাহিত্যের এক সৌকর্যমন্ডিত সৌধ। তাঁর সকল কাব্যগ্রন্থেই রাসূল প্রশস্তি বিদ্যমান। কারণ তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় নবী প্রেমীক। নবী প্রেমে রচনা করেছেন অসংখ্য না'ত। নিম্নে কয়েকটি ছত্র উল্লেখ করা হল-

بعد از ایں گویم نعت مصطفےٰ

آنکہ عالم یافت از نورش صفا

سید الکونین ختم المرسلین

آخر آمد بود فخر الاولین

انبیاء و اولیاء محتاج او

---

২৭৮. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৬৯৮-৬৯৯

২৭৯. সায়্যিদ ওজহাতুর রাসূলুল্লাহ ক্বাদেরী , *তারীখে না'ত গুয়ী মে ইমাম আহমদ রেযা কা মক্বাম*, ইসলামাবাদ : ইন্টারন্যাশনাল ইমাম আহমদ রেযা রিসার্স একাডেমী, তা. বি., পৃ. ১০; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০০-৭০১

২৮০. সায়্যিদ ওজহাতুর রাসূলুল্লাহ ক্বাদেরী , প্রাগুক্ত, পৃ. ১২; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০২-৭০৬

Dhaka University Institutional Repository

أنکہ آمد نہ فلك معراج او

شد و جودش رحمة للعالمين
مسجد او شد همه روئے زمين

صد هزاراں رحمت جاں آفریں
بروے و بر آل پاک طاهریں

آنکہ شد یارش ابو بکر و عمر
از سر انگشت او شق شد قمر

آں یکے او را رفیق غار بود
واں دگر لشکر کش ابرار بود

صاحبش بودند عثمان و علی
بہر آں گشتند در عالم ولی

آں یکے کان حیا و حلم بود
واں دگر باب مدینہ علم بود

آں رسول حق کہ خیر الناس بود
عم پاکش حمزه و عباس بود

ہر دم از ما صد درود و صد سلام
بر رسول و آل و اصحابش تمام

কাব্যানুবাদ

১. নবীর প্রশংসা কিছু কহি এর পরে,
আলোক উজ্জ্বল ধরা হলো যার তরে।
২. দু'জাহানের সেরা তিনি নবীদের শেষ,
পরে এসে পূর্বদের গৌরব বিশেষ।
৩. নবম আকাশ যার হয়েছে মি'রাজ,
আম্বিয়া আউলিয়া সব তাঁর মুহতাজ।

৪. সৃষ্টির রহমত রূপে তাঁর কলেরব,
নিখিল জগত তাঁর নামাযের হওয়া।

৫. লাখ লাখ রহমত করুনাময়ের,
হোক তাঁর তরে আর আহলে পাকেরা।

৬. সিদ্দিক-উমর তাঁর সঙ্গী সহচর,
ইংগিত খন্ডিত তাঁর চন্দ্রিমা 'কমর'।

৭. প্রথমোক্ত গারে-সূরে সঙ্গী ছিলেন তাঁর,
দ্বিতীয় ছিলেন বীর সিপাহসালার।

৮. উসমান মুর্তাযা আলী সহচর তাঁর,
নবীর পরশে তাঁরা পিয়ারা আল্লাহ্‌র।

৯. প্রথম ছিলেন খনী ধৈর্য করোমের,
দ্বিতীয় ছিলেন দ্বার জ্ঞান ভান্ডারের।

১০. আল্লাহ্ রাসূল সেরা সব মানুষের,
পাক নাম চাচা তাঁর হামযা আব্বাসের।

১১. আমা হতে শত শত দরূদ ও সালাম,
নবী পরে আর আল আসহাবে তামাম।[২৮১]

৩.২.গ.২. আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী (রহ.)-এর না'ত

আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী (জীবন কাল ১২০৭-১২৭৩হি.) ছিলেন ফার্সী সাহিত্যাকাশের অন্যতম ও শক্তিমান নক্ষত্র। সূফীবাদের উজ্জ্বল তারকা-রাজ্যে তাঁর অবস্থান অদ্বিতীয়। তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'মাছনাবী-ই মা'নবী' ও দীওয়ান-ই শাম্‌স তাবরীয'- কে মা'রিফাত তত্ত্ব ও তাসাউফের অফুরন্ত ভান্ডার বলা হয়। তিনি না'ত শিরোনামে কোন কাব্য রচনা না করলেও মছনবীর প্রতিটি অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র সত্তা, তাঁর গুণাবলী ও তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা বিষয়ক উপমা-উপদেশ ঘটনা বর্ণনা করে ভাষাকে প্রাঞ্জল ও প্রানবন্ত করেন।[২৮২] না'ত অবলম্বনে রচিত আল্লামা রুমী (রহ.)-এর মসনবীর কিছু অংশ নিম্নরুপ।

<u>نعت تعظیم مصطفی علیہ السلام در انجیل</u>

۱- بود در انجیل نام مصطفی
آں سر پیغمراں بحر صفا

۲- بود ذکر حلیہ ہا و شکل او

---

২৮১. শায়খ ফরিদ উদ্দীন আত্তার, *পান্দ নামা*, করাচী : মাকাতাবাতুল বুশরা, ২০১১, পৃ. ১০-১১

২৮২. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৭০০

Dhaka University Institutional Repository

بود ذکر غزو و صوم و اکل او

৩- طائفہ نصرانیاں بہر ثواب

چوں رسیدندے بداں نام و خطاب

بوسہ داندے نداں نام شریف

رونہا دندے بداں وصف لطیف

কাব্যানুবাদঃ

১. ইঞ্জিলে রয়েছে নাম নবী-মোস্তাফার,
   ত্রাণের সাগর তিনি, নবীদের একক সর্দার।
২. ইঞ্জিলে রয়েছে তাঁর দেহের গড়ন অবয়ব,
   আহার পানীয় রোজা রীতি-নীতি আছে যতো সব।
৩. পুণ্যবান ইহুদীরা পুণ্যের আশায় অবিরাম,
   শ্রদ্ধাভরে চুমো খেতো যখন আসতো সে নাম ।
   সে পবিত্র নামে তারা মুখ রেখে অসীম শ্রদ্ধায়,
   কপালে ঠেকাতো হাত নিছক নবীর প্রশংসায়।[২৮৩]

৩.২.গ.৩. আল্লামা শামসে তাবরিযী (রহ.)-এর না'ত

আল্লামা শামসে তাবরিযী (রহ.) হলেন আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী (রহ.)-এর সাম্মানিত পীর সাহেব। তাঁর পুরো নাম 'শামস উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন মালিকদাদ তাবরিযী'।[২৮৪] তাবরিযের অধিবাসী হওয়ার সুবাদে তিনি তাবারিযী। তাবরিয বর্তমান ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় একটি শহর। আল্লামা তাবরিযী সূফী, দরবেশ ও আধ্যাত্মিক সাধক যেমন ছিলেন তেমনি যুগশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণীদের অন্তরভুক্তও ছিলেন। কুর'আনের আধ্যাত্মিক তাফসীরে তাঁর পারদর্শীতা ছিল বিস্ময়কর। তিনি কুর'আন মাজীদের সূক্ষ্ম তত্ত্বসমুহ অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করতেন। ইল্‌মে ফিক্‌হ, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তাঁর দক্ষতা ছিল সমান্তরালে। ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী তার গ্রন্থে 'মকালাত' এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন 'আল্লামা শামসে তাবরিযী ছিলেন জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বক্তব্য ও লেখুনিতে পারদর্শী যুগশ্রেষ্ঠ আলিম।'[২৮৫] তাঁর আপাদমস্তক নবী প্রেমে সিক্ত ছিল। রাসূল প্রেমে রচনা করেছেন মনোমুগ্ধকর না'ত। ফার্সী ভাষায় রচিত তাঁর একটি অপূর্ব না'ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

1- یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا توئی

---

২৮৩. জালাল উদ্দীন রুমী, *মসনবীয়ে মা'নবী*, লৌকনো : মানসা নাওল কিসুর, ১৯৯৩, পৃ. ২২

২৮৪. ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, *হযরত শামসে তাবরিযী (র)*, তেজগাঁও, ঢাকা : ছায়াপথ প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫, পৃ, ১৩

২৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

برگزیدہ ذوالجلال پاك بے ہمتا توئی

2- نازنین حضرت حق صدر بدر کائنات

نورچشم انبیا چشم و چراغ ما توئ

3- در شب معراج بودے جبرائل اندر رکاب

پانہادہ برسریر گنبد حضرا توئی

4- یا رسول اللہ تودانی امتانت عاجزند

عاجزاں را راہنمائی جملہ را ماوی توئی

5- عم زادہ شاہ مرداں حضرت شیر خدا

فخر فرزند بنی آدم صفی اللہ توئی

6- شمس تبریزی چہ داند نعت پیغمبر زبر

مصطفے و مجتبے و سید اعلے توئی

গদ্যানুবাদ

১. হে রাসূল! আপনি অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র হাবীব,
আপনি গৌরবান্বিত পরম পবিত্র আল্লাহ্‌র মনোনীত পয়গাম্বর, তোমার সমকক্ষ কেউ নেই।

২. আপনি মহামান্য আল্লাহ্ তা'আলার লাবণ্যময় পিয়ারা, আপনি সৃষ্টির সেরা, আপনি সৃষ্টির শশী,
আপনি নবীদের চোখের জ্যোতি এবং আমাদের চোখ ও চেরাগ।

৩. মি'রাজের রজনীতে জিবরাইল (আ.) ঘোড়ায় চড়া অবস্থায় ছিল,
কিন্ত আপনি কেবল সবুজ গম্বুজের সিংহাসনে আপনার পদযুগল রেখেছিলেন।

৪. হে রাসূল! আপনি জানেন আপনার উম্মৎগণ দুর্বল,
আপনি দুর্বলদের পথ প্রদর্শক, আপনি সকলের শেষ আশ্রয় ।

৫. মহামান্য শেরে খোদা হযরত আলী আপনার চাচত ভাই,
আপনি আদম সফিউল্লাহর সন্তান ও বংশধরের গৌরব।

৬. শামসে তাবরেযী বিশ্বজয়ী পায়গম্বরের প্রশংসা করার অল্পই শক্তি রাখে,
আপনি আল্লাহ্‌র নির্বাচিত ও মনোনীত পয়গাম্বর এবং শীর্ষ স্থানীয় সায়্যিদ।[২৮৬]

---

২৮৬. ছৈয়দ আহমদুল হক, *দিওয়ানে শামছ তাবরেজী*, চট্টগ্রাম : আল্লামা রুমী সোসাইট. তা. বি., পৃ. ৫-৬

৩.২.গ. ৪. শায়খ মুসলেহ উদ্দীন সা'দী সিরাজী (রহ.)-এর না'ত

আল্লামা শায়খ সা'দী সিরাজী (রহ.) ছিলেন ফার্সী ভাষার মহান কবি। ফার্সী সাহিত্যে তাঁর সর্বজন স্বীকৃত অনবদ্য অবদান রয়েছে যা কালের পরিধি অতিক্রম করে সর্বকালীনতায় ভাস্বর হয়ে আছে। ফার্সী ভাষায় লিখিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁ হতে কয়েকটি না'তের পঙ্‌ক্তি নিম্নরুপ-

1- كريم السجايا جميل الشيم

نبى البرايا شفيع الامم

2- امام رسل پشوائے سبيل

امين خدا مہبط جبرائيل

3- شفيع الورى خواجہ بعث ونشر

امام الہدى صدر ديوان حشر

গদ্যানুবাদ

১. তিনি দাতা দয়ালু
 স্বর্গীয় মধুর চরিত্রবান,
 তিনি বিশ্ব নবী
 উম্মতের শাফা'আতকারী।
২. রাসূলগণের ইমাম, পথের অগ্রণী,
 আল্লাহ্‌র আমানতদার জিবরাইল-এর অবতরণ স্থল।
৩. সমগ্র সৃষ্টির শাফা'আতকারী, হাশর-নশর (পুনরুত্থান)-এর সাহায্যকারী,
 হেদায়তের ইমাম, হাশরের ময়দানের মধ্যমণি।[২৮৭]

৩.২.গ.৫. আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (রহ.)-এর না'ত

মাওলানা আব্দুর রহমান জামী (জীবন কাল ৮১৭-৮৯৮হি.) রাহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হি ছিলেন অদ্বিতীয় নবী প্রেমিক, আরবী ব্যাকরণবিদ, সূফী, দার্শনিক, বিজ্ঞ আলিম ও শ্রেষ্ঠ না'ত রচয়িতা। তাঁর না'ত সাহিত্য সারা বিশ্বে সমাদৃত। নবী প্রেমে রচিত তাঁর প্রশস্তিমূলক কবিতা সুদীর্ঘ। এখানে কয়েকটি না'তের পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করা হল-

১- زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول الله

غریبم بے نوایم خاکسارم یا رسول الله

---

২৮৭. ড. সিরাজ আহমদ ক্বাদেরী, *না'তিয়া রিওয়াআত কা 'উরুজ ও ইরতিক্বাহ*, দিল্লী : রেজভী কিতাব ঘর, ২০০২, পৃ. ১৫৬

۲- زداغ ہجر تو کی دل فگارم یا رسول اللہ

بہار صد چمن در سینہ دارم یا رسول اللہ

۳- توئی تسکین دل آرام جاں صبر و قرار من

رخ پر نور بہ نما بے قرارم یا رسول اللہ

۴- جمال خود نما مرہم بنہ بر زخم ہای دل

زعشقت سینہ ریشم دل فگارم یا رسول اللہ

۵- دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی را

ز لطف تو ہمیں امید وارم یا رسول اللہ

কাব্যানুবাদ

১. দাও দয়ার দৃষ্টি আমার পরে ইয়া রাসূলুল্লাহ!
মম দরিদ্র, অসহায় ও বিনীত ইয়া রাসূলুল্লাহ!

২. তব বিরহে বেদনায় মম অন্তর কতকাল ব্যথিত রবে? ইয়া রাসূলুল্লাহ!
মম হৃদয়ে শত বসন্তের বাগান করেছি ধারণ, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

৩. তব মোর অন্তরের শান্তি, প্রাণের আরাম, সবর ও কারার ইয়া রাসূলুল্লাহ!
তব জ্যোতির্ময় চেহারা দেখাও আমায় ইয়া রাসূলুল্লাহ!

৪. তব চারু বদন দেখাও আমায়, দাও মলমের প্রলপ মম অন্তরের ঘায় ইয়া রাসূলুল্লাহ!
তব প্রেমে মম অন্তর হয়েছে খণ্ডন, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

৫. শেষ নিঃশ্বাষে দাওগো দর্শন তব জালওয়াহ জামীকে ইয়া রাসূলুল্লাহ!
তব রহমতের দৃষ্টি পাওয়ার আশায় রয়েছি আমি ইয়া রাসূলুল্লাহ!।[২৮৮]

আল্লামা আব্দুর রহমান জামী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা 'আলায়হি-এর আরো একটি প্রসিদ্ধ ও দরবারে রেসালতে মাকবুল না'ত হলো নিম্নোক্ত না'তটি যার প্রথম তিনটি লাইন আরবী এবং একটি লাইন ফার্সী-

يا صاحب الجمال و يا سيد البشر

من وجهك المنير لقد نور القمر

لا يمكن الثناء كما كان حقه

بعد از خدا بزگ توئ قصه مختصر

২৮৮. ছৈয়দ আহমদুল হক, *দিওয়ানে শামছ তাবরেজী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

'হে মোর সুন্দরতম! হে নব রতন!
চাঁদের দিয়েছে জ্যোতি তোমারই আনন।
অসম্ভব যথাযোগ্য প্রশংসা তোমার,
সংক্ষেপে খোদার পরে তোমারই আসন।[২৮৯]

আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (রহ.)-এর আরো একটি চমৎকার না'ত হলো-

১- زمہجورے بر آمد جان عالم
ترحم یا نبی الله ترحم

২- نہ اخر رحمت للعالمین
زمحروما چرا فارغ نشینی

৩- ز خاک ای لا لہ سیراب بر خیز
چونرگیس خواب چند از خوب

৪- بردن آدر سراز برد سیمانی
کہ دوی تست صبح زندگانی

৫- شب اند وه مارا روز گردان
زوریت روز ما فیروز گردان

কাব্যানুবাদ

১. তব বিরহে যায় যায় এই ধরার জান,
রহম করো হে নবীজি! দাও দয়ার দান।
২. আখের নও কি? রাহমাতুল্লিল আলমীন,
এ বঞ্চিতেদের প্রতিই কেন হে বাকহীন।
৩. উঠো শয্যা ছেড়ে আজ হে সতেজ ফুল,
যেরুপ নার্গিস ছেড়েই সুপ্তি রাঙায় কুল।
৪. ইয়ামনী পর্দা হতে শির করো বের,
তোমার চেহেরায় প্রভাত ফুটে এই জীবনের।

২৮৯. সায়্যিদ ওয়াজহাতুর রাসূল ক্বাদেরী, *তারীখে না'ত গুয়ী মে ইমাম আহমদ রেযা কা মক্বাম*, ইসলামাদ : ইদারায়ে তাহক্বীক্বাত ইমাম আহমদ রেযা ইন্টারন্যাশনাল, ২০০১, পৃ. ১২

৫. দুঃখের রাত্রি মোদের করো হে অবসান,

তোমার চেহেরায় নূরেই করো দিন জ্যোতিষ্মান।[২৯০]

৩.২.গ.৬. হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন আজমিরী সানজিরী (রহ.)-এর না'ত

আধ্যাত্মিক গগণের উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন (রহ.) আল্লাহ্র ধ্যানে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রেমে সর্বাদা সিক্ত থাকতেন। তিনি নবী প্রেমে দিওয়ানে মুঈন উদ্দীন নামে লিখেছেন দীর্ঘ এক কাব্য গ্রন্থ। যাতে রয়েছে একশত আঠার (১১৮)টি গজল, দুই (২)টি কাসিদা এবং পাঁচটি (৫) রূবাই। রাসূলকে নিবেদিত তাঁর না'তগুলো থেকে একটি না'ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

در جاں چوں کرد منزل جانان ما محمد
صد در کشاد در دل از جان ما محمد

از درد زخم عصیاں مارا چہ غم چوسازد
از مرہم شفاعت در مان ما محمد

مستغرق گناہم ہر چند ع خواہم
پژمردہ چوں گیا ہم باران ما محمد

ما طالب خدایم بردین مصطفایم
بردرگہش گدایم سلطان ما محمد

در باغ ، بوستانم دیگر مجو معینی
باغم بس قرآں بستان ما محمد

গদ্যানুবাদ

১. প্রাণের মাঝে যেন মঞ্জিল করেছে আমাদের প্রিয় মুহাম্মদ,

হৃদয়ের মাঝে শত দরজা খুলেছে আমাদের প্রিয় মুহাম্মদ।

২. গুনার জখমের ব্যথায় আমাদের চিন্তা কিসের,

মুহাম্মদের শাফা'আত আমাদের চিকিৎসা ও রোগের উপশম।

৩. আমরা গুণায় ডুবে আছি, যতই ওজর খুঁজি আর ক্ষমা চাই,

আমরা শুকিয়ে যাও উদ্ভিদ, আমাদের বৃষ্টি মুহাম্মদ।

৪. মুস্তাফার দ্বীনে আমরা আল্লাহ্র সন্ধানী,

তাঁর দরজায় আমরা ভিক্ষুক আর সুলতান আমাদের মুহাম্মদ

৫. আমি আছি বাগান ও ফুল বাগিচায়, হে মুঈন তুমি আর ডেকো না,

২৯০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

কুরআনের বাগানই আমার জন্য যথেষ্ট, আমাদের ফুল বাগিচা মুহাম্মদ।[২৯১]

৩.২.গ.৭. হযরত আমীর খসরু (রহ.)-এর না'ত

চতুর্দশ শতকে ফার্সী কাব্যজগতে যে সকল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে তম্মধ্যে হযরত আমীর খসরু (রহ.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। সূক্ষ্ম দর্শন ও প্রেম ছিল আমীর খসরুর কাব্য প্রকাশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তূতীয়ে হিন্দ তথা ভারতের তোতাপাখি নামে পরিচিত। আরবী, ফার্সী, উর্দূ এবং হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় তিনি লিখেছেন। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিকতার অন্যতম স্তম্ভ এবং রাসূল প্রেমিক কবি। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি নিবেদন করেছেন অপার ভক্তি ও ভালাবাসা। রচনা করেছেন অনেক না'ত ও গজল। তাঁর অসংখ্য না'ত ও গজল থেকে একটি না'ত নিম্নরুপ-

نمی دانم چہ منزل بود شب جائیکہ من بودم
بہر سو رقص بسمل بود شب جائیکہ من بودم

پری پیکر نگارے سرو قدے لالہ رخسارے
سراپا آفت دل بود شب جائیکہ من بودم

رقیبان گوش بر آواز او در ناز من ترسان
سخن گفتن چہ مشکل بود شب جائیکہ من بودم

خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو
محمد شمع محفل بود شب جائیکہ من بودم[২৯২]

১. বলতে পারবো না কেমন জায়গা ছিল-
রাত্রে যেখানে ছিলাম আমি,
চারদিকে সবাই যিকিরে রত
হৃদপিন্ডের দ্রুত স্পন্দন, ছটফট করছিল
রাত্রে যেখানে ছিলাম আমি।

২. কতো নিখুঁত সুন্দর ছিলো তাঁদের চেহারা,
দৈহিক গড়নও ছিল অপূর্ব অনন্য।

৩. মানব মনের জন্য তারা ছিল একটি পরীক্ষা
রাত্রে যেখানে ছিলাম আমি।

৪. স্বয়ং আল্লাহ্ ছিলেন সভার সভাপতি
ভিতরে ঠিকানাহীনে ছিল খসরু,

---

২৯১. ড. সিরাজ আহমদ ক্বাদেরী, *না'তিয়া রিওয়াআত কা 'উরুজ ও ইরতিক্বাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

২৯২. সায়্যিদ আসগর আলী শাহ্ জা'পরী, *ইন্তিখাব আয গযলিয়্যাতে হযরত আমীরে খসরু(রহ.)*, নয়া দিল্লী : এম. এম. পাবলিকশন, ২০১৪, পৃ, ২৩৩-২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ (দ.) ছিলেন
সেই সভার আলোক রশ্মি-
রাত্রে যেখানে ছিলাম আমি।

৩.২.গ.৮. ড. আল্লামা ইকবাল (রহ.)-এর না'ত

ড. আল্লামা ইকবাল ছিলেন উর্দূ সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। এক বিশ্বময়ী প্রতিভা। উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় তিনি অনেক না'ত রচনা করেছেন। তাঁর হৃদয়ে নবী প্রেমের যে শিখা প্রজ্বলিত ছিল তাঁর রচনাই উহার আলোকে সমুজ্জল। রাসূলের নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্রই স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর আখিদ্বয় হতে অশ্রু প্রবাহিত হত। তাঁর মতে নবীজির মুবারক নাম হলো প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য-সকল পরিপূর্ণতার উৎস। তিনি বলেন-

بمصطفی برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
اگر باو نرسیدی تمام بولہبی ست

নিজেকে মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পাক দরবারে নিয়ে পৌঁছাও,
কারণ, সকলের বাস্তব দ্বীন তিনি,
যদি তুমি নবী-চৌকাঠে নিজেকে সমর্পণ না কর,
তবে তোমার শেষ পরিণতি হবে আবু লাহাবের মত।[২৯৩]

আশেকে রাসুল কবি ড. ইকবাল বিশ্বাস করতেন, নবী প্রেম না হলে দ্বীন ধর্মের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না; দুনিয়া-আখিরাত কোনটাই সফল হবে না। নবী প্রেমই হলো মূল ও আসল। তিনি তা তাঁর কাব্য ভান্ডরের এক প্রান্তে বলেন-

برکہ از سر نبی گیرد نصیب
ہم بہ جبریل امیں گردد قریب

در دل مسلم مقام مصطفی است
آبروۓ ما زنام مصطفی است

می ندانی عشق و مستی از کجاست
ایں شعاع آفتاب مصطفی است

زندہ تا سوز او درجان تست
ایں نگہ دارندہ ایمان تست

---

২৯৩. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *ইকবাল কাব্যে ইসলামের ভাবধারা*, ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ১ম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী-২০০৬, পৃ. ৯৬

১. বুঝতে পারে যে নবীর রহস্য,

হয় সে সক্ষম জিবরাইল আমীনের নৈকট্য লাভেও।

২. বাস করেন নবী মোস্তাফা, মুসলমানদের অন্তরে,

নবীজির নামের বরকতেই হয়, আমাদের মান-সম্মান।

৩. জান না তুমি, ইশ্‌ক আর তন্ময়তা আসে কোথা হতে,

আসে তা নবী মুস্তফার অরুণ-কিরণ থেকে।

৪. জিন্দা থাকবে তুমি ততদিন, যতদিন থাকবে

নবীজির ইশ্‌ক তোমার অন্তরে,

বহাল থাকবে এই প্রেমে তোমার ঈমান।[২৯৪]

নবী প্রেমের কথা তুলে ধরতে গিয়ে ড. আল্লামা ইকবাল (রহ.) মনোমুগ্ধকর ছন্দে বলেন-

ہر کہ عشق مصطفےٰ دامان اوست

بحر و بر در گوشہ دامان اوست

অন্তর ভরা নবীর প্রেম, দুনিয়ার বুকে পাথেয় যার,

জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, দুর্গম স্থানে ঠিকানা তার।[২৯৫]

আল্লামা ইকবাল ফার্সী ও উর্দূ উভয় ভাষায় না'ত লিখেছেন। উর্দূ ভাষায় দরবারে রেসালতে ভাব নিবেদন করেছেন চমৎকারভাবে-

نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر

وہی قراں وہی فرقاں وہی یس وہی طہ

এশ্‌ক ও প্রেমের সিন্ধুতে ডুবে তোমারে দেখি যে প্রথম ও শেষ,

কুর'আন তুমি, ফোরকান তুমি, এয়াসীন ও ত্বোয়াহা নাম যে বেশ।[২৯৬]

গুণাগার উম্মতের জন্য রাসূলের শাফা'আত সম্পর্কে আল্লামা ইকবাল বলেন-

تماشہ تو دیکہ کہ دزوخ کی آتش

لگائے خدا اور بجائے محمد

تعجب تو یہ ہیں کہ فردوس اعلی

২৯৪. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

২৯৫. ড. তাহেরুল ক্বাদেরী কৃত, বাংলা অনুবাদক- মাওলানা মীর জাভেদ ইকবাল, *ইশ্‌ক্বে রাসূল*, চট্রগ্রাম : সান্‌জেরী পাবলিকেশন, ২০০৯, পৃ. ২১

২৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

بنائے خدا اور بسائے محمد

আজব দৃশ্য দেখরে ওরে,
নরকের আগুন জ্বালাবেন আল্লাহ্
নির্বাপিত করবেন নবী মোস্তাফা।
সেরা জান্নাত ফেরদাউস, তৈরী করবেন আল্লাহ্,
সুশোভিত করবেন নবী কামলিওয়ালা।[২৯৭]

৩.২.গ.৯. আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর না'ত

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) আরবী, উর্দূ এবং হিন্দি ভাষার ন্যায় ফার্সী ভাষায়ও দীর্ঘ না'ত প্রনয়ণ করেছেন। নিম্নে তাঁর একটি ফার্সী না'তের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করা হলো-

بکار خویش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ
پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ

ندارم جز تو ملجائے ندارم جزتو ماوائے
تو خود ساز سامانم اغثنی یا رسول اللہ

شہا بیکس نوازی کن طبیبا چارہ سازی
مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ

نرفتم راہ بنیایاں فتادم درچہ عصیاں
بیا اے حبل رحمانم اغثنی یا رسول اللہ

گنہ بر سر بلا بارد دلم درد ہوا دارد
کہ داند جزتو در مانم اغثنی یا رسول اللہ

১. পাপের কারণে বড় দুঃচিন্তায় আছি, বাচাঁর উপায় দাওনা করি,
ওগো মোর দয়াল নবী!
পাপের দরুন বিপদে আছি সাহায্য করুন মোরে,
ত্বরান ওগো দয়াল নবী।

[২৯৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

২. আপনি ছাড়া কে আছে আর? হে পাপীর রক্ষাকারী!

কেবা আছে আশ্রয় দাতা?

কাওয়ালী মোর বাচাঁও মোরে মহা সংকটে দাও সুব্যবস্থা করে

ওগো মোর ত্রাতা।

৩. হে বাদশা! আমি নিরুপায় সাহায্য করুন আমায়,

হে আরোগ্যকারী,

পাপ যাত্‌নায় ক্লিষ্ট আমি প্রাণের বাচাঁর উপায় দেখাও

রক্ষা করো দয়াল নবী।

৪. সঠিক পথে না চলে রয়েছি পড়ে পাপের কূপে

ওগো আল্লাহ্‌র রশী,

সাহায্য করো বাচাঁও মোরে ওগো আমার দয়াল নবী।

৫. গুণাহ্‌র বোঝা মাথায় আমার পাপ নফছ চেপেছে ঘাড়ে,

চল্‌ছি হৃদয় ব্যাথা নিয়ে, জানি তরাবেন আমায় আপনি,

সাহায্য করুন একবার মোরে হাত দু'খানি দিন বাড়িয়ে

ইয়া রাসূলুল্লাহ! [২৯৮]

---

২৯৮. ইমাম আহমদ রেযা খান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬৭

চতুর্থ অধ্যায়

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর না'ত সাহিত্যের উপজীব্য

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর না'ত সাহিত্যের উপজীব্য বা বিষয়বস্তু হলো মহান আল্লাহ্ তা'আলার গুণকীর্তন, প্রিয় নবীর প্রশস্তি এবং আধ্যাত্মিক গুরুদের নন্দিপাঠ। তাঁর রচনার সিংহভাগ জুড়ে আছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রশস্তি। সারকথা তাঁর লেখনী, চিন্তা-চেতনা, ভাব-দ্যোতনা, রচনাশৈলী, প্রয়োগ ভঙ্গি সব কিছু প্রিয় নবীর প্রশস্তিকে কেন্দ্র করেই রচিত। তাঁর কাব্যের মূল উপজীব্য হলো নবীর প্রশংসা। আ'লা হযরতের না'ত সাহিত্য রচনার বৈশিষ্ট্য হলো তিনি কুর'আন মাজীদ ও হাদীস শরীফকে তাঁর কাব্যের মি'য়ার (মানদন্ড) হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। তাঁর কাব্য সাহিত্য হয়ত পবিত্র কুর'আন মাজীদের অনুবাদ, ভাবার্থ অথবা হাদীসগুলোর অংশ বিশেষের অনূদিত বিষয়বস্তু দ্বারা পরিপুষ্ট। বস্তুতঃ তাঁর না'ত সাহিত্য হলো কুর'আন-হাদিসের নির্যাস। কুর'আনের নিয়ম-পদ্ধতিকে অবলম্বন করে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে না'ত রচনা করেছেন। এখানে তাঁর বাণী প্রণিধানযোগ-

قرآن سے میں نے نعت گو سیکھی

یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ

'আমি কুরআন থেকে না'তে রাসূল-এর শিক্ষা পেয়েছি।

যাতে শারী'আতের কোনরূপ সীমালংঘন না হয়, তার জন্য সতর্ক থেকেছি।[২৯৯]

তাঁর না'ত সাহিত্যের উপজীব্যের বিশাল ভান্ডার হতে এখানে কিছু উপজীব্য উল্লেখ করা হলো।

৪.১. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির মূল

এক অনুপম পুষ্পের রুপচ্ছটা বিকীর্ণ করবার

সৃজিল আল্লাহ্ হাজারো বাগ-বাগিচার।

আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র জগত সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে কেন্দ্র করে। তিনি হলেন সৃষ্টিকূলের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁর সৃষ্টি না হলে সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর কোন কিছুই সৃষ্টি করতেন না। হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন- لو لاك لما خلقت الافلاك والارضين "হে আমার প্রিয় হাবীব! আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল কিছুই সৃষ্টি করতাম না"।[৩০০] সর্ব প্রথম স্বীয় নূরের জ্যোতি হতে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। নূরে মুহাম্মাদীর পূর্বে লাওহ, কলম, বেহেশত-দোযখ, ফেরেশতা, আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, জ্বীন-ইনসান, তথা আগুন-পানি, মাটি-বাতাস এক কথায় সৃষ্টির কিছুই ছিল না। আদি সৃষ্টি পবিত্র নূরে মুহাম্মদী থেকে

---

২৯৯. ইমাম আহমদ রেযা খান, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, পুরবন্দর-গুজরাট : মরকাযে আহলে সুন্নাত বারকাত রেযা, ২০০৭, খ. ২, পৃ. ১৪০

৩০০. ইমাম আহমদ রেযা, *তাযাল্লিয়ূল ইয়াক্বীন*, ভারত : রেযা একাডেমী, তা. বি., পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

সমগ্র বিশ্ব অস্তিত্ব লাভ হয়েছে। এ রহস্যকে আ'লা হযরত ইমামুল আক্বাইদ ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) তাঁর কাব্যের বিভিন্ন স্থানে তুলে ধরেছেন হৃদয়গ্রাহী ছন্দে-

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

না ছিল কিছুই, ছিলেনা যখন, না হলে তুমি, নয় এ সৃজন,

প্রাণ তুমি তো এ জাহানের, প্রাণ হলেই তো হয় এ জাহান।[৩০১]

আল্লাহ্ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর এই একত্ববাদের রহস্য এবং সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম। হাদিসে কুদসীতে মহানআল্লাহ্ বলেন- كنت كنزا مخفيا لم أعرف فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق وتعرّفت إليهم فعرفون 'আমি (আল্লাহ) একত্বের রহস্যে গোপন ছিলাম, যখন আমি নিজের একত্বের রহস্যের পর্দা উম্মোচন করতে চাইলাম, তখন আমি আমার প্রিয় হাবীবকে সৃষ্টি করলাম এবং আমি তাদের কাছে পরিচয় হলাম অতঃপর তারা সকলেই আমাকে চিনতে ও জানতে পারল'।[৩০২] এতে প্রতিয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদ ও প্রভুত্ব প্রকাশের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা-এর প্রভূত্ব বিশ্বময়ে বিকশিত হয়েছে।

আ'লা হযরত ইমামে ইশ্ক ও মুহাব্বত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) হাদিসের গূঢ়তত্ত্বকে নিম্মোক্ত পঙ্ক্তিমালায় উম্মোচন করেছেন অত্যন্ত প্রাণবন্ত করেঃ-

تم سے خدا کا ظہور اس سے تمہارا ظہور

لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود

রব মাঝে তোমার প্রকাশ, তব মাঝে রবের প্রকাশ,

সৃষ্টির তুমি শ্বাস-প্রশ্বাস, তোমাতে কোটি দরূদ।[৩০৩]

نقطۂ سر وحدت پہ یکتا درود

مرکز دورکثرت پہ لاکھوں سلام

একত্বের হে রহস্যবিন্দু তোমার একক নাম,

প্রাচুর্য সব আবর্তনের কেন্দ্রে জানাই লক্ষ সালাম।[৩০৪]

---

৩০১. ইমাম আহমদ রেযা খান, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২০

৩০২. শায়খ আবদুল গণী নাবলূসী, *কাউকাবুল মাবানী ও মাওয়াকিবুল মা'আনি*, কাহেরা : দারুল আফাক আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সং., ২০১০, পৃ. ৯৯; কাজী আবু সা'য়ুদ, *তাফসীরু আবী সা'য়ুদ*, বৈরুত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯, খ. ৬, পৃ. ১৪২

৩০৩. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯

৩০৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হলো যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সৃষ্টির মূল ও এ বিশ্ব জাগতের প্রাণ। আ'লা হযরত তাঁর কাব্যের এক পঙক্তিতে উল্লেখ করেন:-

یہی ہے اصل مادہ ایجاد خلقت کا

یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا

উৎসমূল তিনিই তামাম সৃষ্টির অস্থিত্বের,
বেষ্টিত তিনি একত্বমাঝে আযাবভীড় আধিক্যের।[৩০৫]

এক বাক্যে আল্লাহ্ ব্যতীত সৃষ্টির সবকিছুই রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সৌজন্যেই সৃজন করা হয়েছে। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) মনোমুগ্ধকর ছন্দে বলেছেন:–

زمیں و زماں تمہارے لئے

مکین و مکاں تمہارے لئے

چنین و چناں تمہارے لئے

بنے دوجہاں تمہارے لئے

স্থান ও কাল তোমার তরে,

জগৎ ও অধিবাসী তোমার তরে,

সকল কিছু তোমার তরে,

উভয় জগৎ সৃজিল তোমার তরে।[৩০৬]

৪.২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম নূরের সৃষ্টি

ہے انہیں کے نور سے سب عیاں ہے انہیں کے جلوہ میں سب نہاں

بنے صبح تابش مہر سے رہے پیش مہر یہ جاں نہیں

তাঁরই নূরে সব কিছু আলোময়, তাঁরই উদ্ভাসে সব হাসিমাখা হয়,

তাঁরই চেহারারই নূরে ফোটে ভোর দেখে সূর্যমুখ ম্লান হয়ে যায়।[৩০৭]

আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম স্বীয় নূর হতে তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসালাল্লাম-এর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। রাসূলের নূর হতে সবকিছুর সৃষ্টি। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-اول ما خلق الله نوری و من نوری خلق کل شیئ অর্থাৎ-

৩০৫. ইমাম আহমদ রেযা খান, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.১৯

৩০৬. প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.৮০

৩০৭. প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ.৭২

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ সর্বপ্রথম যে বস্তু সৃষ্টি করেছেন তা হলো আমার নূর এবং আমার নূর হতে সৃষ্টি হলো প্রতিটি বস্তু।[৩০৮] হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দিল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসালাল্লামা-এর নিকট আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আামার পিতা-মাতা আপনার পদযুগলে উৎসর্গিত হোক, সর্ব প্রথম আল্লাহ্ তা'আলা কোন বস্তু সৃষ্টি করেছেন? রাসূল (দ.) উত্তর প্রদান করেন- يا جابر إنّ الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نورنبيّك من نوره –হে জাবির! আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব প্রথম স্বীয় নূর হতে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন।[৩০৯] আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে এরশাদ করেন- قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে একটি নূর এবং প্রকাশ্য কিতাব এসেছে।[৩১০] তাফসীরকারকদের মতে উক্ত আয়াতে 'نور' দ্বারা নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসলাল্লাম-এর পবিত্র সত্তাকে বুঝানো হয়েছে এবং কিতাব দ্বারা পবিত্র কুর'আন মাজীদকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) নূর ও কিতাবের অর্থ স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন, (قد جاءكم من الله نور) (هو النبى صلى الله عليه وسلم (وكتاب) قرأن 'আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নূর এসেছে অর্থাৎ নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং একটি কিতাব অর্থাৎ কুরআন'।[৩১১]

সায়্যিদুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- (قد جاءكم من الله نور) رسول يعنى محمّدا 'আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নূর এসেছে অর্থাৎ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম, যার সম্মানিত নাম হচ্ছে 'মুহাম্মদ' (সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।[৩১২] ইমাম মহিউস্ সুন্নাহ উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন- (قد جاءكم من الله نور) يعنى محمّدا صلّى الله عليه وسلّم و قيل الاسلام (وكتاب مبين) بيّن و قيل مبيّن و هو القرأن -নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি 'নূর' এসেছে) অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম, কেউ কেউ বলেছেন 'আল-ইসলাম' (এবং স্পষ্ট কিতাব) অর্থাৎ সুস্পষ্ট, কেউ কেউ বলেছেন 'সুস্পষ্ট বর্ণানাকারী' আর তা হলো 'আল-কুর'আন'।[৩১৩]

---

৩০৮. মাওলা মুহাম্মদ নুরুল হক, ***নূরে মুজাস্সাম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম*** , ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১১, পৃ. ১৩৯

৩০৯. হালভী, *সিরাতুল হালভীয়্যাহ*, বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১ম সং., ২০১২, খ. ১, পৃ. ৫৮; কুসতালানী, *মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যাহ*, বৈরুত : কিতাবুল ইসলামী, ১৪২৫হি., খ. ১, পৃ. ৭২; ড. ঈসা ইব্‌ন আব্দিল্লাহ আল-হামিদী, *আল-জুযয়ুল মাফকুদ মিনাল জুযয়িল আওয়াল মিনাল মুসান্নিফ*, ১ম সং., ২০০৫, বৈরুত : মুয়াচ্ছাছাতুল ফাওয়াইদি বিইউনু লিত্তাজলিদ, পৃ. ৬৩-৬৪

৩১০. আল-কুর'আন, ৫ : ১৫

৩১১. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *তাফসীরু জালালাইন*, ঢাকা : ইসলমিয়্যা লাইব্রেরী, তা. বি., পৃ. ৯৭

৩১২. ইব্‌ন আব্বাস, *তাফসীরু ইব্‌ন আব্বাস*, বৈরুত, লেবানন : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, তা. বি., পৃ. ১১৯

৩১৩. ইমাম মুহিউস্ সুন্নাহ, *মা'আলিমুত্ তানযীল*, রিয়াদ্ব : দারুত তৈ্বয়্যবাহ, ১ম সং., ১৪০৯হি., খ. ৩, পৃ. ৩৩

নূর নবী বলেন- قال كنت نورا بين يدى ربى قبل خلق أدم بأربعة عشر الف عام অর্থাৎ- আদম (আ.)-এর সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার (১৪,০০০) বছর পূর্বে আল্লাহ্‌র কাছে নূর অবস্থায় বিদ্যমান ছিলাম।[৩১৪] ইমাম আহমদ রেযা খান উক্ত বিষয়টিকে কবিতার ছন্দে বর্ণনা করেছেন-

بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا

نور اول کا جلوہ ہمار نبی

শেষ সভারও দিন, হবে তাঁর দ্যুতিতে রঙিন

আদি জ্যোতিরও প্রাকাশোত্তম আমাদের নবী।[৩১৫]

وہی نور حق ، وہی ظل رب، ہے انہیں کا سب

نہیں اس کی ملک میں آسماں کہ زمیں نہیں کہ زماں نہیں

সে পরম নূর, ছায়া বিধাতার, সেই নূর হতে সব, বলি সবই তাঁর,

মালিকানাতে সেই আসমান, আছে যমীন ও কাল সব হেথায়।[৩১৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আপদমস্তক জ্যোতির্ময়। তাই রাসূলের কোন ছায়া ছিল না। আল্লামা যুরকানী বর্ণনা করেন- لم يكن له صلى الله عليه و سلم ظلّ فى شمس و لا قمر لانّه كان نورا -সূর্য চন্দ্রের আলোতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামার কোন ছায়া পড়তোনা। কেননা তিনি ছিলেন আপাদমস্তক নূর।[৩১৭] আল্লামা কাযী 'আয়ায বর্ণনা করেন- وما ذكر من انّه كان لاظلّ لشخصه فى شمس ولاقمر لانّه كان نورا وأنّ الذباب كان لا يقع على جسده و لا ثيابه -'দিনের আলোতে কিংবা রাত্রের চাঁদের আলোতে কোনটিতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দেহ মুবারকের ছায়া পড়তোনা, কেননা তিনি ছিলেন আপাদমস্তক নূর। এবং তাঁর শরীর মোবারক ও জামা-কাপড়ের উপর মশা-মাছি বসতো না।[৩১৮] ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) তাঁর কাব্য সাহিত্যে চমৎকার ছন্দে ছায়া বিহীন কায়ার বর্ণনায় বলেন-

تو ہے سایہ نورکا ہرعضو ٹکڑا نور کا

سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا

৩১৪. শায়খ ইসমাঈল আজলুনী, *কাশফুল খেফাহ ও মুযিলুল ইলবাস*, বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যা, ১ম সং., ২০০০, খ. ১, পৃ. ৩০৩

৩১৫. ইমাম আহমদ রেযা খান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৪

৩১৬. ইমাম আহমদ রেযা খান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৩

৩১৭. জালাল উদ্দীন সুয়ুতী, *খাছায়িছুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২২; কুসতালানী, *মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৮

৩১৮. কাযী 'আয়ায, *আশ-শিফা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২৫

Dhaka University Institutional Repository

জ্যোতির বিম্ব তুমি, জ্যোতি পূর্ণ সব অঙ্গদামী

জ্যোতির ছায়া কল্পনাহীন, তেমনি তব ছায়া অস্তিত্ব বিহীন।[৩১৯]

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহ্‌র নূরের প্রতিচ্ছবি বা ছায়া এবং আপদমস্তক নূর। তাই নবীজির কোন ছায়া ছিল না। নবীজির প্রত্যেক অঙ্গ নূর, প্রত্যেক আওলাদের মধ্যেও নূর, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) হাদিসে পাকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আ'লা হযরত আরো বলেন-

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا

تو ہے عین نورتیرا سب گھرانا نور کا

হে প্রিয় রাসূল! আপনার পুত:পবিত্র বংশে প্রত্যেক আওলাদে পাকই নূর

যেহেতু আপনার মহান সত্ত্বাই নূর, তাই আপনার পুরো আহলে বায়তও নূর।[৩২০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'নূর' হওয়া 'বশর' হওয়ার পরিপন্থী নয়। তিনি যেমন 'নূর' তেমনি 'বশর'ও। অর্থাৎ তিনি নূরানী বশর। তিনি সত্তাগত 'নূর' আর আকৃতিগত 'বশর' অর্থাৎ তিনি মানব কিন্তু মহা মানব। ইয়াকুত পাথর কিন্তু সাধারণ পাথর নহে, নবীজী মানুষ তবে সাধারণ মানুষ নহেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর গুনবাচক নাম সমূহের মধ্যে একটি নাম হলো নূর (نور)। আ'লা হযরত উক্ত নাম মুবারককে অন্ত্যমিল করে এক আত্মপ্রসাদময় কাসিদা রচনা করেন। উক্ত কাসিদাটি 'কাসিদায়-এ নূরীয়া' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর এ কাসিদাটি উনষাট (৫৯)টি শে'র সম্বলিত। উনষাট (৫৯)টি শে'র-এর দীর্ঘ কাসিদার সাতচল্লিশ (৪৭)টি অন্ত্যমিল রক্ষা করেন প্রতিটি পঙক্তির প্রতিটির ছত্রেই। যাকে আরবী ছন্দ শাস্ত্রে 'রদীফে কাফিয়্যা' বলা হয়। উক্ত কাসিদার প্রথম শে'র হলো-

صبح طیبہ میں ہوی بٹتاہے باڑا نور کا

صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا

আজব নূরের বন্টনে আজ ফুটলো নূরের পাক প্রভাত

'নুর'-এর কিছু ভিক্ষা নিতে নূরের তারাও বাড়ায় হাত।[৩২১]

আ'লা হযরত এ প্রথম পঙক্তিতে সরাকারে দো'আলম নূরে মুজাস্‌সাম আক্বায়ে দোজাহাঁ সর্দারে আম্বিয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর শুভাগমণের পবিত্র মুহুর্তের বর্ণনা দিয়ে সূচিত করেছেন। উক্ত কাসিদার সর্ব শেষ শে'র হলো-

اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے

ہوگئ میری غزل بڑہ کر قصیدہ نور کا

---

৩১৯. ইমাম আহমদ রেযা খান, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, খ. ২, পৃ. ৪

৩২০. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫

৩২১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.২

হে রেযা! এটা তো আহমদ নূরী সাহেবযাদারই নুরানী ফয়েয,

যে আমার গযল কলেবর বর্ধিত হয়ে নূরের কসীদার রূপ নিয়েছে।[৩২২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন আপাদমস্তক নূর, আবার তিনি অনুপম মানুষও। তাঁর পবিত্র সত্তা ছিল রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতিকৃতি এবং এক একটা অঙ্গ ছিল আল্লাহ্‌র কুদরতের বিকাশ স্থল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অতুলনীয়, অনুপম, অপরূপ ও অনন্যগুণে সৃষ্টি করেছেন। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান তাঁর কাব্যিক অপরূপ ছন্দে বলেন-

الله کی سرتا بقدم شان ہیں یہ

ان سا نہیں انساں وہ انساں ہیں یہ

قرآن تو کہتا ہے کہ ایمان ہیں یہ

اور ایماں یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ

রাসূলের আপাদমস্তক আল্লাহ্‌র মহত্মের বহিঃপ্রকাশ,

তিনি মানব অথচ তাঁর মত দ্বিতীয় কোন মানব নেই।

কুর'আন তো বলছে- ইনি হলেন ঈমান,

আর ঈমান বলছে- ইনি আমার প্রাণ।[৩২৩]

৪.৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা

نبی سرور ہر رسول ولی ہے

نبی راز دار مع الله لی ہے

নবী সরদার অভিভাবক সকল নবী রাসূলের

রাজ দরবারের নবী তিনি মহান আল্লাহ্‌র সাথে আছেন যিনি।[৩২৪]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়ে বলেন- إنّ الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بنى كنانة واصطفى بنى كنانة قريشا واصطفى من قريش بنى هاشم و اصطفانى من بنى هاشم

অর্থাৎ-আল্লাহ ইবরাহিম-এর সন্তানদে মধ্যে থেকে হযরত ইসমা'ঈল (আ.) কে মনোনীত করেন এবং ইসমা'ঈলের সন্তানদের মধ্যে থেকে বনী কিনানকে আর কিনানের সন্তানদের থেকে মনোনীত করেন

৩২২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭

৩২৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৫

৩২৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৮

কুরাইশদেরকে। কুরাইশদের থেকে মনোনীত করেন বনী হাশিমকে। আর বনী হাশিম থেকে মনোনীত করেন আমাকে।[৩২৫]

একদা রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি কে ?, উপস্থিত সবাই বললো, আপনি তো আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বললেন, আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ। আব্দুল্লাহ্ আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। আল্লাহ্ সৃষ্টিজগত (মানুষ ও জ্বীন) সৃষ্টি করলেন। আমাকে তাদের শ্রেষ্ঠদের (মানুষের) অন্তর্গত করলেন। তাদের (মানুষের) আবার দু'শ্রেণীতে (আরব-অনারব) বিভক্ত করলেন। অনন্তর তাদের (কুরাইশদের) বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করলেন। আমাকে তাদের সেরা পরিবারে অন্তর্গত করলেন। সুতরাং আমি আভিজাত্য ও বংশগত কৌলিন্যে শ্রেষ্ঠ ।[৩২৬] আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা উক্ত হাদিসের নির্যাসকে কাব্যিক ভাষায় বলেন-

سب سے اولی واعلی ہمارا نبی

سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی(صلّی الله علیہ و سلّم)

সর্ব সমীপম ও শীর্ষোত্তম আমাদের নবী

সর্ব উত্তম ও শ্রেষ্ঠোত্তম আমাদের নবী।[৩২৭]

এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিজগতের মধ্যে নবী- রাসূলগণের স্থান ও মর্যাদা সকলের উর্দ্ধে। আল্লাহ্ তা'আলা সম্মানিত সকল নবী- রাসূলদের উপরও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কুর'আন হাকিম-এ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- تلك الرسل فضّلنا بعضهم على بعض منهم من كلّم الله و رفع بعضهم درجات "এই রাসূলগণ তাঁদের মধ্যে আমি কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি"।[৩২৮] আর সার্বিক বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ্ বলেন-كنتم خير امّة أخرجت للنّاس "তোমরাই (উম্মতে মুহাম্মদী) শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবজাতির জন্য তোমাদের আগমণ"।[৩২৯] নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেমন শ্রেষ্ঠ নবী, তাঁর উম্মাত ও শ্রেষ্ঠ উম্মাত। অন্যান্য নবীদেরকে যে সব বিশেষগুণে গুণান্বিত করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামকেও প্রদান করা হয়েছে। বরং তাঁর চেয়েও অনেক বেশী মর্যাদা তাঁকে প্রদান করা হয়েছে। তাই প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহা সম্মানিত।

আ'লা হযরত ইমামে ইশ্‌ক ও মুহাব্বত কুর'আন মাজীদ-এর এই নির্যাসকে ছন্দের লাবণ্যতায় বলেন-

خلق سے اولیا اولیا سے رسل

৩২৫. কাজী আয়ায়, *আশ-শিফা*, বৈরুত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ৩য় সং., ২০০৬, খ্রি. ১, পৃ. ৫৯;

৩২৬. আবু ইসা তিরমীযি, *জামি'উত তিরমিযী*, কিতাবুল দাওয়াত, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০১

৩২৭. ইমাম আহমদ রেযা, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৪

৩২৮. আল-কুর'আন, ২ : ২৫৩

৩২৯. আল-কুর'আন, ৩ : ১১০

اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی (صلّی اللہ علیہ و سلّم)

সৃষ্টিরও মাঝার শ্রেষ্ঠ আকার রাসূলগণ

আর সব রাসূলেরও সর্বোত্তম আমাদের নবী।[৩৩০]

ملک کونین میں انبیا تاجدار

تاجداروں کا آقا ہمارا نبی(صلّی اللہ علیہ و سلّم)

সব আম্বিয়া রাজ, হলেন জগৎ শিরতাজ

আর সব আম্বিয়ারও রাজোত্তম আমাদের নবী।[৩৩১]

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শান-মানকে সর্বোচ্চ স্থানে সমাচীন করেছেন। যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র নাম, সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র নামও বিদ্যমান। কালিমা, আযান, নামায, তাশাহুদ ও খুৎবা ইত্যাদি সর্বত্রই আল্লাহ্র নামের সাথে তাঁর নাম মুবারকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআ'ন মাজীদে ঘোষণা করেন- ورفعنا لك ذكرك 'আমি আপনার স্মরণকে উচু করেছি'।[৩৩২] হাদিসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে- جعلتك ذكرا فاذا ذكرت ذكرت معى 'হে হাবীব আপনাকে আমার 'যিক্র' করে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং আমাকে যখনই স্মরণ করা হবে সাথে সাথে আপনাকেও স্মরণ করা হবে'।[৩৩৩] যমীনে যেরুপ মহান আল্লাহ্র সাথে রাসূলের গুণকীর্তন করা হয় তেমনিভাবে আরশে আযীমেও। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান চমৎকার বলেছেন-

فرش والے تری شوکت کا علو کیا جانے

خسروا عرش پہ اڑتاہے پھریرا تیرا

কী মোদের সাধ্য আবার, তোমারই মর্যাদা মাপার,

ওগো বাদ্শাহ আরশে উড়ে পতাকা তোমার।[৩৩৪]

ترا مسند نازہے عرش بریں ترا محرم رازہے روح امیں

توہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا ترا مثل نہیں ہے خدا کی قسم

আরশে ইলাহ্ তব পরশে ব্যাকুল, রুহুল আমীন-এ কী রহস্য অমূল,

দোজাহানে তুমিই সম্রাট, রাসূল অতুল, সে করুণাময়ের কসম ।[৩৩৫]

---

৩৩০. ইমাম আহমদ রেযা, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৪

৩৩১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৫

৩৩২. আল-কুর'আন, ৯৪ : ৪

৩৩৩. আল্লামা কাজী 'আয়ায, *আশ-শিফা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০

৩৩৪. ইমাম আহমদ রেযা খান, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সমাসীন মর্যাদার প্রেক্ষাপটে তাঁর জীবন, কথা এবং অবস্থানের শপথ করেছেন। নবীজির জীবন ও নাম ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করেননি। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) এরশাদ করেন- و ما خلق الله ذرأ و لابرأ نفسا أكرم عليه من محمّد و ما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره অর্থাৎ-আল্লাহ্ তা'আলা কোন সৃষ্টিকে নিজ দরবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র চেয়ে অধিক সম্মানিত করে সৃষ্টি করেননি এবং আমি শুনিনি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাম ব্যতীত অন্য কারো জীবনের কসম খেয়েছেন।[৩৩৬]

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবের জীবনের শপথ করে বলেন- لعمرك إنّهم لفى سكرتهم يعمهون -হে মাহবুব! আপনার জীবনের কসম, তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল।[৩৩৭]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাযী আবু বকর ইব্ন আল-আরবী বলেন- قال المفسّرون بأجمعهم أقسم الله هنا بحياة محمّد صلّى الله عليه وسلّم تشريفا له -সকল তাফসীকারকদগণ এ কথার ওপর একমত যে, সুমহান মর্যাদার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে তাঁর হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'অলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পুরো জীবনের কসম খেয়েছেন।[৩৩৮]

আল্লাহ্ তা'আলা অনুরুপভাবে আপন হাবীবের সুন্দর বাচন ভঙ্গির শপথ করেছেন। যেমন পবিত্র কালামে পাকে এরশাদ হচ্ছে-وقيله يا ربّ ان هولاء قوم لا يؤمنون-তাঁর বাচনের শপথ, হে আল্লাহ্! এ গোত্র কখনো ঈমান আনবেনা।[৩৩৯]

অনুরুপভাবে আপন মাহবুব যে স্থানে অবস্থান করছেন উক্ত পবিত্র স্থান মক্কা নগরীর কসম করেছেন। আল্লাহ্ পাক বলেন-لا أقسم بهذا البلد- و أنت حلّ بهذا البلد -আমি এ নগরীর শপথ করি আর আপনি এ শহরে বাস করেন।[৩৪০]

ইমাম খাযেন (রহ.) বলেন- فكأنّه عظّم حرمة مكّة من أجل أنّه صلّى الله عليه وسلّم مقيم بها -'আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা নগরীর ইজ্জত-সম্মান এজন্য বৃদ্ধি করেছেন যে, তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করেছেন'।[৩৪১]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা উক্ত আয়াতগুলোর নির্যাস বর্ণনায় কাব্যিক ছন্দে বলেন-

وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا
کہ کلام مجید نے کھای شہا ترے شہر و کلام و بقا کی قسم

বিধাতা সে মর্তবা দিয়েছে তোমায়, জুটেনি বরাতে কারো, কভু কেউ তা না পায়,

৩৩৫. ইমাম আহমদ রেযা খান, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, খ. ১, পৃ. ৫৩

৩৩৬. আবু বকর ইব্ন আল-আরবী, *আহকামুল কুর'আন*, দারুল ফিক্র, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ১১৩০

৩৩৭. আল-কুর'আন, ১৫ : ৭২

৩৩৮. আবু বকর ইব্ন আল-আরবী, *আহকামুল কুর'আন*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৭৯

৩৩৯. আল-কুর'আন, ৪৩ : ৮৮

৩৪০. আল-কুর'আন, ৯০ : ১-২

৩৪১. ইমাম খাযেন, *তাফসীরু খাযেন*, বৈরুত : আল- মাকতাবাতু শা'বিয়্যা, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ৩৭৯

কালামে মাজীদেও করেছে রাজন, তব বাণী, বসত, জীবনের কসম ।[৩৪২]

৪.৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র সৌন্দর্যের বর্ণনা

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) তাঁর কাব্য সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র ছন্দে হুজুর সাল্লাল্লাহ তা'আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন-

لم يات نظيرك فى نظر مثل تو نہ شد پيدا جانا

جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا

উপমা তোমার কেউ দেখেনি কখন, তোমারই মত কেউ হয়নি সৃজন,

সম্রাট-মুকুট তব শিরে তো শোভে, দোজাহানে তুমিই তো এমনি রাজন।[৩৪৩]

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরতম মহা মানব হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অভ্যন্তরীণ গুণাবলীর সাথে সাথে বাহ্যিক রূপ ও সৌন্দর্য দান করেছেন তা বর্ণানাতীত। তিনি যাবতীয় সৌন্দর্যের আধার। হযরত ইউসূফ ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র রূপ-সৌন্দর্য আক্বা মাওলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র রূপের এক বিন্দু ঝলক। ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) ইমাম আবূ নাঈম (রা.)-এর উদ্ধৃতি উল্লেখপূর্বক বলেন-

أعطى يوسف من الحسن ما فاق به الانبياء و المرسلين بل و الخلق أجمعين و نبيّنا صلّى الله عليه و سلّم أوتى من الجمال ما لم يؤتيه احد وما لم يؤت يوسف إلاّ شطر الحسن و أوتى نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم جميعه -অর্থাৎ হযরত ইউসূফ ‘আলায়হিস সালামকে সমস্ত নবী ও রাসূল এমনকি সমস্ত সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক রূপ ও সৌন্দর্য দান করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে যে রূপ ও সৌন্দর্য দান করা হয়েছে তা অন্য কোন সৃষ্টিকে দান করা হয়নি। হযরত ইউসূফ ‘আলায়হি সালামকে সৌন্দর্যের একটি অংশ দেওয়া হয়েছিল আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে রূপের সম্পূর্ণ অংশ দান করে রূপরাজার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।[৩৪৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র সভা কবি হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.) নবীর মোহনীয় সৌন্দর্যের বর্ণনায় বলেন-

و احسن منك لم تر قط عينى

واجمل منك لم تلد النساء

خلقت مبرأ من كل عيب

كأنك قد خلقت كما تشاء

---

৩৪২. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩

৩৪৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩

৩৪৪. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *খাছায়িছুল কুবরা*, কাহেরা : দারুত তাওফিকিয়্যাহ, তা. বি., খ. ২, পৃ. ৩৪২

মহাবিশ্বে মম আঁখিঁ তব তুল্য কান্ত করেনি দর্শন

জগৎ জননী প্রসব করেনি তব রূপি কোন জন।

ক্রটি ভিন্ন শুচি ধন্য করে হয়েছ সৃজন

যেমন চেয়েছিলে তারই আদলে বুঝি হয়েছ গঠন।[৩৪৫]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শরীর মুবারকের প্রতিটি অঙ্গ মুবারকের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন শৈল্পিক রুপে। সে না'তগুলো হলো কুর'আনে করীম ও হাদিসে নববীর নির্যাস। রাসূল-এর চেহারা মুবারকের বর্ণনায় আ'লা হযরত বলেন-

وصف جس کا ہے آینہ حق نما

اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام

যার মুখশ্রী, স্বয়ং রবের বিম্ব মঞ্জুশ্রী

খোদ রবের হস্তে, গঠিত চেহারা সমস্তে লক্ষ সালাম।[৩৪৬]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র চেহারা মোবরকের সৌন্দর্যকে আল্লাহ্‌র সৌন্দর্যের দর্পণ বলে বর্ণনা করেন। এ কারণে অনেক লোক তাঁর নূরানী চেহারার সৌন্দর্য দেখে ঈমান গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তু আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। চাঁদ, সূর্য, তারকা সবই ওই পরম সৌন্দর্যের একটি বিমূর্ত প্রতীক। কিন্তু আল্লাহ্‌র সৌন্দর্যের সবচেয়ে বড় প্রকাশস্থল হচ্ছেন রাসূলের পবিত্র সত্তা।

কারণ আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর প্রিয় হাবীবের চেহরার প্রতি তাকিয়ে আছেন। ঘোষণা হলো- فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا -হে হাবীব! আপনি সর্বদা আমার দৃষ্টি গোচরে আছেন।[৩৪৭]

আল্লাাহ্‌র সৌন্দর্যকে অবলোকন করতে হলে মুহাম্মাদী আয়নার ভেতর দিয়ে দেখতে হবে। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন- من رانى فقد رأى الحق যে ব্যক্তি আমাকে দেখেছে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌কে দেখেছে।[৩৪৮]

হযরত বারা ইব্ন 'আযিব (রা.) বলেন- ما رائيت شيئا قط أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم -আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে সর্বাপেক্ষা সুন্দর কোন বস্তু দেখিনি।[৩৪৯]

---

৩৪৫. *শরহে দিওয়ানে হাস্সান ইব্ন সাবিত*, সম্পাদিত (জামানা ইয়াহইয়া আল-কা'কি), বৈরুত : দারুল ফিকির আল-আরবী, ১ম সং., ২০০৩, পৃ. ১৩

৩৪৬. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৯

৩৪৭. আল-কুর'আন, ৫২ : ৪৮

৩৪৮. ইমাম বুখারী, *জামি'উস সহিহ্*, ইউ.পি, দেউবন্দ : মাকতাবায়ে আশরাফিয়্যা, তা. বি., খ. ২, পৃ. ১০৩৬

৩৪৯. ড. ঈসা ইব্ন আব্দিল্লাহ আল-হামিদী, *আল-জুযয়ুল মাফকুদ মিনাল জুযয়িল আওল মিনাল মুসান্নিফ*, ১ম সং., ২০০৫, বৈরুত : মুয়াচ্ছাছাতুল ফাওয়াইদি বিইউনু লিত্তাজলিদ, পৃ. ৫৫

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنّ الشمس تجرى فى وجهه -আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা সুন্দর কাউকে দেখিনি। মনে হতো তাঁর চেহারায় সূর্য প্রতিভাত হচ্ছে।[৩৫০]

আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজিদ-এর বিভিন্ন স্থানে আপন মাহবুব নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সুন্দর গুনবাচক নামে ডেকেছেন। কুর'আন মজীদে কোথাও "والضحى" বলে তাঁর নূরানী চেহরা মুবারকের শপথ করেন। আবার কোথাও 'والليل' বলে তাঁর কৃষ্ণরাত রূপী কালো ঝুলফ মুবারকের শপথ করা হয়। আ'লা হযরত ইমামে ইশ্ক্বে ও মুহাব্বত কুরআ'নের উক্ত আয়াতে করীমাগুলোর নির্যাস ছন্দাকারে বলেন-

ہے کلام الہی میں شمس وضحی ترے چہرہ نور فزا کی قسم

قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم

সে কুর'আন মজীদেতে চাঁদ কি সুরুজ, তব নূরানী চেহারা পাকের কসম,

রাতের ও তমসার শপথে হেতু, কেশগুচ্ছ মায়াবী দুয়ের কসম।[৩৫১]

অনুরুপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শারীরিক গঠন বর্ণনাকারীরা তাঁর রঙকে চতুর্দর্শী চাঁদের মত উজ্জ্বল, লাল গোলাপ ফুল, লালচে সাদা বলে উপমিত করেছেন। যেমন আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن النّاس وجها و انوارهم لونا অর্থাৎ- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম আকৃতিগত দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ছিলেন এবং শরীরের রঙ-এর দিক দিয়ে ছিলেন খুব উজ্জ্বল।[৩৫২] হযরত আনাস (রা.) বলেন-كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس لونا রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম (শারীরিক) রঙের দিক দিয়ে সকল লোকের চেয়ে বেশি সুন্দর ছিলেন।[৩৫৩] এক বাক্যে রাসূলের অনুপম সৌন্দর্য অতুলনীয়।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) উক্ত হাদীসগুলোর নির্যাস কবিতার চরণে বলেন-

وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں

یہی پھول خارسے دور ہے یہی شمع ہے کہ دہواں نہیں

সে যে সুন্দর তার শেষ কোথায়, আসেনা সীমিত কল্পনায়,

৩৫০. আবূ ঈসা তিরমিযী, *জামি'উত তিরমিযী*, কিতাবুল মানাকিব, কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৫, খ. ৫,পৃ. ৪২০, হাদীস নং-৩৬৪৮, কাযী 'আয়ায, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৬

৩৫১. ইমাম আহমদ রেযা, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩

৩৫২. ড. ঈসা ইব্ন আব্দিল্লাহ আল-হামিদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

৩৫৩. ইব্ন জওযী, *আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল মোস্তাফা (দ.), লেবানন*, বৈরুত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৮খ্রি./১৪০৮হি., পৃ. ৪১০

সে যে ফুল এমন, যাতে কাঁটা নেই, সে তো প্রদীপ এমন, নাহি ধোঁয়া তায়।[৩৫৪]

حسن کہاتاہے جس کے نمک کی قسم

وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی

সৌন্দর্য শুচির ন্যায় যাঁর সুষমার শপথ,

সেই প্রেমাস্পদ লাবণ্যোত্তম আমাদের নবী।[৩৫৫]

خلق تمہاری جمیل خلق تمہارا جلیل

خلق تمہاری گدا تم پہ کروروں درود

সৌন্দর্যে তুমি পরম, চরিত্রতে অনুপম

সৃষ্টি লয় তব শরণ, তোমাতে কোটি দরূদ।[৩৫৬]

হযরত জাবের ইব্‌ন সামুরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেনে-

رائيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فى إضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و إلى القمر و عليه حلة حمراء فاذا هو عندى أحسن من القمر

-আমি একবার চাঁদনী রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নিরীক্ষণ করে ছিলাম। তিনি তখন লাল বস্ত্রজোড়া পরিহিত ছিল। আমি এরকবার চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলাম, আরেকবার তাঁর দিকে। অবশেষে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম চাঁদ অপেক্ষাও অনেক বেশী সুন্দর, সুশ্রী ও জ্যোর্তিময়।[৩৫৭] এ প্রসংগে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর কবিতার হৃদয়গ্রাহী ছন্দ হলো-

ترے خلق کو حق نے عظیم کہا تری خلق کو حق نے جمیل کیا

کوی تجھ سا ہواہے نہ ہوگا شہا ترے خالق حسن وادا کی قسم

তব আখলাক শুনি হেথা খুলুকে আযীম, তব সুন্দর সৃষ্টি রূপে সে অসীম,

নহে তুল্য তোমার কেউ, না হবে কভু; রূপস্রষ্টা মহিমাময়ের কসম।[৩৫৮]

---

৩৫৪. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭২

৩৫৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, খ. ৯৪

৩৫৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০

৩৫৭. আবূ ঈসা তিরমিযী, *শামায়েলে তিরমিযী*, দেওবন্দ : কুতুবখানা রশিদিয়া, তা. বি., পৃ. ২

৩৫৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩.

Dhaka University Institutional Repository

মূলত আ'লা হযরতের উক্ত পঙক্তিগুলো কুর'আন ও হাদিসের সারাংশ। মহান আল্লাহ্ ঘোষনা করেন- و إنّك لعلى خلق عظيم "(হে রাসূল!) নিশ্চয় আপনি সুমহান চারিত্রিক সৌন্দর্যের অধিকারী।[৩৫৯] উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন-كان خلقه القران আল-কুর'আনই হলো রাসূলের চরিত্র।[৩৬০] হযরত আনাস ইব্‌ন মালেক (রা.) বলেন- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম চারিত্রিকগত দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ছিলেন।[৩৬১] হযরত আলী (রা.) বলেন- لم ار قبله و لا بعده مثله صلى الله تعالى عليه وسلّم 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মতো ব্যক্তিকে পূর্বেও দেখিনি পরেও দেখিনি।[৩৬২]

এক বাক্যে তিনি হলেন অতুলনীয় এক মহা মানব। আ'লা হযরত তাঁর কাব্যে অন্যত্র বলেন-

حسن تیرا سا نہ دیکھ نہ سنا

کہتے ہیں اگلے زمانے والے

(হে রাসূল!) তব সম সুন্দর না শুনেছি. না দেখেছি,

পূর্বসুরীগণ বলেছেন যেমন।[৩৬৩]

مہ بے داغ کے صدقے جاوں

یوں دمکتے ہیں دمکنے والے

ত্রুটি ভিন্ন চন্দ্রের (নবীর) তরে হওরে কুরবান,

জ্যোতির উৎস চমকায়, হে চমকবান।[৩৬৪]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নূরানী চেহারা মুবারকের বর্ণানায় বলেন-

كنت أخيّط لى السحر فسقت منّى الإبرة فطلبتها فلم أقدر عليها فدخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فتبيّنت الإبرة بشعاع نوروجهه

অর্থাৎ একদা আমি রাত্রে কাপড় সিলাই করতেছিলাম, হঠাৎ চেরাগ নিভে গেল এবং আমার হাত থেকে সূই পড়ে গেল। তৎক্ষনাৎ সরকারে কায়েনাত তাশরীফ আনলেন তাঁর চেহরা মুবারকের নূরের ঝলকে আমার হারানো সূই পেয়ে গেলাম।[৩৬৫] আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) হাদিসের এ প্রসঙ্গটিকে তাঁর কাব্যিক ভাষায় বলেন-

---

৩৫৯. আল-কুর'আন, ৬৮ : ৪

৩৬০. কাযী 'আয়ায, *আশ-শিফা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৭

৩৬১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৮

৩৬২. আবূ ঈসা তিরমিযী, *শামায়েলে তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৩৬৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১০

৩৬৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১১

৩৬৫. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *খাছায়িছুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ১১১

سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے

شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا

মুচকি হাসিতে তোমার হারানো সূই মিলে

সন্ধ্যা সকাল হয় তোমার নূরের আলোতে।[৩৬৬]

৪.৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বিভিন্ন মু'জিযা প্রসঙ্গ

মু'জিযা (معجزة) শব্দটি (اعجاز) ক্রিয়ামূলের কর্তৃবাচক শব্দরুপ। শব্দটির মূলধাতু হল 'আজযুন (عجز)। এর শাব্দিক অর্থ হল কোন কার্য সম্পাদানে অপারগ ও অক্ষম হয়ে পড়া। পারিভাষিক অর্থে- المعجزة امرخارق للعادة يعجز البشرعن ان يأتوا بمثله -এমন অস্বাভাবিক কাজ করা বা প্রকাশ হওয়া যা করতে মানুষ অক্ষম।[৩৬৭] মীর সায়্যিদ শরীফ বলেন- المعجزة امر خارق للعادة داعية الى الخير والسعادة مقرونة يدعو النبوّة قصد به اظهار صدق من ادعى انه رسول من الله নবুয়তের দাবী সহকারে কল্যাণ ও সৌভাগ্যের প্রতি আহবানকারী অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হওয়াকে মু'জিযা বলা হয়। আর এর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূলের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করা।[৩৬৮]

প্রকৃতপক্ষে মু'জিযা হল আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম কুদরতের প্রকাশ ও অন্যতম নিদর্শন। যার মাধ্যমে আল্লাহ্ নিজের কুদরত প্রকাশ করেন এবং সংশ্লিষ্ট নবী ও রাসূলের নবূয়্যত ও রেসালতের সত্যতা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রেরিত রাসূলগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মু'জিযা দান করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলেকে আপাদমস্তক মু'জিযা করে প্রেরণ করেছেন। কুর'আন মাজীদে আল্লাহ্ বলেন-'হে মানব মন্ডলী! নিশ্চয় তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট এসেছে সুস্পষ্ট দলীল এবং আমি নাযিল করেছি তোমাদেরই প্রতি প্রামাণ্য নূর-জ্যোতি'।[৩৬৯] অত্র আয়াতে করীমায় সুস্পষ্ট দলিল নূর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র সত্তা ও তাকে প্রদত্ত মু'জিযাত সমুহকে বুঝানো হয়েছে।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা তাঁর কাব্য সাহিত্যে নবীর এই অনুপম গুণের বর্ণনা দিয়েছেন নিপুনতার সাথে ছন্দোবদ্ধ করে। কয়েকটি মু'জিযার বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

---

৩৬৬. *www. imamahmadraza.net*

৩৬৭. *আল-মুনজিদ (আরবী)*, বৈরুত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, তা. বি. পৃ. ৪৮৮

৩৬৮. আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ জুরজানী, *কিতাবুত তা'রীফাত*, বৈরুত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, তা. বি., পৃ. ২১৯

৩৬৯. আল-কুর'আন, ৪ : ১৭৫ يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربّكم و انزلنا اليكم نورا مبينا

অত্র আয়াতে করীমায় 'বুরহান' দ্বারা আমাদের প্রিয় রাসূলের পবিত্র সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে। বুরহান অর্থ অকাট্য প্রমাণ। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামাকে আল্লাহ তা'আলা আপাদ মস্তক মু'জিযা করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নিজের কুদরত প্রকাশ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

(ক). চন্দ্র-সূর্য্যের আনুগত্য

সৃষ্টিনিচয়ের সমস্ত সৃষ্টিই রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি বিনয়াবত। দ্বীপ্তময় সূর্য এবং কিরনময় চন্দ্র এ থেকে পৃথক না। এ বিষয়ে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর ছন্দোব্দ্ধ চরণ হলো-

تیری مرضی پاگیا ، سورج پھرا الٹے قدم

تیری انگلی اٹھ گئ مہ کا کلیجا چر گیا

তব মর্জি পেল, সূর্য পিছু হটে গেল

তব তর্জনীর ইঙ্গিত হল, চাঁদেরও বুক ছিড়েঁ দিল ।[৩৭০]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) তাঁর উল্লিখিত চরণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামার দু'টি মু'জিযার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এক. আঙ্গুল মুবারকের ইশারায় অস্তিমিত সূর্য পূনঃউদিত হওয়া, দুই. চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়া। হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা খায়বারের মাঠে ছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মাথা মোবারক হযরত আলী (রা.)-এর কোলে ছিল। এ সময় ওহী নাযিল হয় আর সূর্য অস্ত যায়। হযরত আলী (রা.)-এর আসরের নামায যথাসময়ে আদায় করতে পারেননি। নামায কাযা হয়ে গেল। ওহী নাযিল সমাপ্ত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলেন - اللهم انه كان في طاعتك و طاعة رسولك فاردد عليه الشمس "হে আল্লাহ্! আলী তোমার ও তোমার রাসূলের আনুগত্যে ছিল সুতরাং সূর্য্যকে হুকুম দিন যেন পূনঃরায় ফিরে আসে"। হযরত আসমা বলেন, সূর্য ডুবে গিয়েছিল কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম যে, সূর্য পূনঃরায় উদিত হলো আর সূর্যের আলোতে পাহাড় আলোকিত হয়ে গেল।[৩৭১] হযরত আনাস ইব্‌ন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কার কাফিরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিকট মু'জিযা দেখানোর জন্য আবেদন করলে তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখন্ডিত করে দেখালেন।[৩৭২] হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কার মুশরিকরা একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আপনি যদি সত্য নবী হন তাহলে আমাদের

---

৩৭০. ইমাম আহমদ রেযা খান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮

৩৭১. আব্দুর রহমান জামী, *শাওয়াহেদুন নবুয়্যাত (উর্দু)*, লাহোর : মাকতাবায়ে নবুয়্যা, ১৯৭৫, পৃ. ১৬০; আল্লামা কুসতালানী, *মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া*, লেবানন : আল-কুতুবুল আল-ইসলামিয়্যাহ, খ. ৬,পৃ. ৪৮৫; জালাল উদ্দীন সূয়ুতী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৭

عن أسماء بنت عميس رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يو حى إليه ورأسه فى حجر على رضى الله عنه فلم يصلّ العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللّهم إنّ عليا فى طاعتك و طاعة رسولك فاردد عليه الشّمس قالت أسماء رضى الله عنها غربت رأيتها طلعت بعد ما غربت- رواه الطبرانى و البيهقى

৩৭২. কাযী 'আয়ায, *আশ-শিফা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭৫; ইমাম বুখারী, *জামি'উস সহিহ্*, কিতাবুল মানাকেব- বাবে সাওলির মুশারিকিন, হাদীস নং-৩৪৩৭; ইমাম মুসলিম, *সহিহ্*, কিতাবুল সিফাতিল মুনাফিকিন- বাবে ইনশিকাকিল কমর, হাদীস নং-২৮০০

عن أنس بن مالك رضى اللله عنه أنّ أهل مكة سألوا رسول الله صلّ الله عليه وسلّم أن يريهم اية فأراهم أنشقاق القمر مرّتين - متّفق عليه

সামনে চাঁদকে এমনভাবে দু'অংশে ভাগ করে দেখান যেন চাঁদের একাংশ "আবু কুবাইস" পাহাড়ে অপর অংশ "কাইকায়ান" পাহাড়ে পতিত হয়। আর এ সময় চাঁদ চৌদ্দ তারিখের পূর্ণতা লাভে উজ্জ্বল্যময় হয়েছিল। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ্র নিকট দোয়া করেন যেন তাদের আকাঙ্খিত মু'জিযা দেখানোর ক্ষমতা দান করেন। এরপর সাথে সাথে চাঁদ দু'টুকরো হয়ে এক টুকরা আবু কুবাইস পাহাড়ে অপর টুকরো কাইকায়ান পাহাড়ে পতিত হয়।[৩৭৩]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-اقتربت الساعة وانشقّ القمر 'কিয়ামত নিকটবর্তী হল এবং চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হল'।[৩৭৪] দ্বিতীয় আয়াতে উক্ত ঘটনার প্রতি ইশারা করা হয়েছে।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান তাঁর কাব্যে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সমার্থবোধন ছন্দে উক্ত দু'টি মু'জিযা বর্ণনা করেছেন। নিম্নে উক্ত শে'রগুলো উল্লেখ করা হলো-

صاحب رجعت شمس و شق القمر
نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام[৩৭৫]

سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک
اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی-[৩৭৬]

اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا
گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لئے[৩৭৭]

جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے
نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی[৩৭৮]

چاند اشارے کا ہلا حکم کا باندہا سورج
واہ کیا بات شہاتیری توانائی کی[৩৭৯]

---

৩৭৩. জালাল উদ্দীন সূয়ুতী, *খাছায়িছুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২৪; আব্দুর রহমান জামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৩৭৪. আল-কুর'আন, ৫৪ : ১ -২

৩৭৫. ইমাম আহমদ রেযা, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬

৩৭৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৪

৩৭৭. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮২

৩৭৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৬

৩৭৯. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৬

(খ) আঙ্গুল মুবারক হতে পানি নির্গত হওয়া

نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں

انگلوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام

যার আঙ্গুলে ঝর্ণার ছলে জ্যোতি সিন্ধু প্রবাহমান

সেই অলৌকিক আঙ্গুল সামগ্রিক তরে লক্ষ সালাম।[৩৮০]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা উক্ত শে'র এ তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর আঙ্গুল মুবারক ঝর্ণায় পরিণত হওয়ার ঘটনার প্রতি ইশারা করেছেন। হযরত আবু কাতাদাহ বর্ণনা করেন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তাবুক যুদ্ধে যাচ্ছিলাম। তৃষ্ণার্থের কারণে সেনাদল, ঘোড়া ও উটের গর্দান ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ছোট একটি পাত্রে রক্ষিত সমান্য পানিতে আঙ্গুল মুবারক রাখলেন। সাথে সাথে তাঁর আঙ্গুল মুবারকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে ঝর্ণার ন্যায় পানি প্রবাহিত হতে লাগল। আমরা সকলেই তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলাম এবং আমাদের হোড়া এবং উটগুলোকেও পানি পান করালাম। বর্ণনাকারী বলেন এ সময় আমাদের সাথে বার হাজার উট, বার হাজার ঘোড়া ও ত্রিশ হাজার সাহাবী ছিলেন।[৩৮১] আ'লা হযরত ইমামে ইশ্‌ক ও মুহাব্বত তাঁর কাব্যে এ মু'জিযার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন-

انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر

ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ

-রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামার আঙ্গুল মোবারকে এতই বরকতময় যে, তা হতে পাছ (৫)টি রহমতের পানি সমৃদ্ধ নদী প্রবাহিত হল। সকল পিপাসার্ত তা হতে তাড়াতাড়ি করে পানি পান করে পিপাসা নিবৃত্ত করল। তা অতিশয় আকর্ষনীয় ব্যাপার।[৩৮২] অন্যত্রে সমার্থকবোধন কাব্যে বলেন-

انگلیاں پائیں وہ پیاری جن سے دریا کرم ہے جاری

جوش پر آتی ہے جب غم خواری تشنہ سیراب ہوا کرتے ہیں[৩৮৩]

হাত মুবারকের প্রশংসা ও মু'জিযা বর্ণনায় হাসসানুল হিন্দ ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) তাঁর কাব্যের অন্যত্র লিখেন-

کف دریائے کرم میں ہیں رضا

پانچ فوارے چھلکنے والے[৩৮৪]

---

৩৮০. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৩

৩৮১. জালাল উদ্দীন সূয়ুতী, *খাছায়িছুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮৩

৩৮২. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯০

৩৮৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯০

৩৮৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

দান অর্নবের কর মাঝে তোমার (বাস) হে রাজা,

পঞ্চ নহর উৎসরিক তিনিই (হলেন) রাসূল রাজা।

এই পঙ্ক্তিতে ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাত মুবারক ও আঙ্গুল মুবারকের মু'জিযা বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস ইব্ন মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিকট একটি পানির পাত্র আনা হল। তখন তিনি মদিনা শরীফের নিকটবর্তী 'যাওরা' নামক স্থানে আবস্থান করছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত মুবারক ঐ পাত্রে রাখতেই পানি আঙ্গুল মুবারকের ফাঁক দিয়ে উপচে পড়তে লাগত। এ পানি দিয়ে সকলেই ওযু করে নিলেন। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন- আমি হযরত আনাস ইব্ন মালেক (রা.) কে জিজ্ঞাস করলাম, আপনাদের লোক সংখ্যা কত ছিল?। তিনি বললেন, আমারা প্রায় তিনশ (৩০০) জন ছিলাম।[৩৮৫]

হাত মুবারকের মু'জিযা বর্ণনায় আ'লা হযরত মনোমুগ্ধকর চরনে বলেন-

میں ترے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تمھیں وہ

جن سے اتنے کافروں کا دفعۃ منھ پھر گیا

-হে আল্লাহ্র হাবীব! আপনার হাতের বরকতে ওই কংকরগুলোতেও কেমন বৈশিষ্ট্য এসে গেলো! যে গুলো দ্বারা এতগুলো কাফিরের মুখ ফিরে গেলো (পালায়ন করতে বাধ্য হলো)।[৩৮৬]

উক্ত পঙ্ক্তিতে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা হুনাইন যুদ্ধের ঘটনা প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। হযরত সালমাহ ইব্ন আকওয়াহ্ (রা.) বলেন, হুনাইন যুদ্ধের সময় সাহাবায়ে কেরাম-এর উপর সাময়িক বিপর্যয় নেমে আসলে কাফিরা সুযোগ পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম খচ্চর থেকে অবতরণ করে এক মুষ্টি মাটি নিলেন এবং- شاهت الوجوه هم لا ينصرون (তাদের মুখমন্ডল নষ্ট হয়ে যাক, তাদেরকে সাহায্য করা হবে না) বলে কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, فما خلق الله منهم انسانا الاّ ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة -কাফিরদের মধ্যে এমন কোন লোক ছিল না, যার চক্ষু ধূলো মলিন হয়ে যায়নি। বর্ণনাকরী আরো বলেন- فولّوا مدبرين (ফলে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে গেল)।

(গ). বৃক্ষ ও পাথরের আনুগত্য

ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام

ان کو سلام جن کو تحیت شجر کی ہے

দরূদ তাঁরই তরে পাথর সালাম যাকে করে

---

৩৮৫. ইমাম বুখারী, *জামি'উস সহিহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫০৪, হাদীস নং- ৩৩১৯

৩৮৬. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০

সালাম তাঁরই উপরে বৃক্ষ যাকে অভিবাদন করে।[৩৮৭]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) উক্ত পঙ্‌ক্তিতে জড় পদার্থের আনুগত্যের কথা উল্লেখ করেন। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফের অলি গলীতে হাটতেন তখন বৃক্ষ ও পাথর রাসূলের দিকে ঝুকে পড়ত এবং সালাম জানাত। আদেশ পাওয়া মাত্রই নবীজির খেদমতে লুঠিয়ে পড়ত। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি মক্কায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে থাকতাম। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে মক্কার পাহাড় ও বৃক্ষরাজির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। প্রত্যেক পাহাড় ও বৃক্ষ " السلام عليك يا رسول الله" বলে অভিবাদন জ্ঞাপন করত।[৩৮৮] হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- انّ بمكة لحجرا كان يسلّم على ليالى بعثت الى لاعرفه اذا مررت عليه 'মক্কায় একটি পাথর ছিল। যে রাত্রে আমার নবুয়ত প্রকাশিত হয়, সে রাত্র থেকে ঐ পাথর আমাকে সালাম করত। আজো যদি আমি তার পাশ দিয়ে গমন করি অবশ্যই আমি তাকে চিনবে।"[৩৮৯] হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, বনী আমের ইব্‌ন সা'সা' গোত্রের এক গ্রাম্য ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, আপনি যে আল্লাহ্‌র রাসূল সেটা কিভাবে বুঝব ? নবীজী এরশাদ করলেন, ঐ বৃক্ষের শাখা যদি আমার ডাকে সাড়া দেয় তবে তুমি কি বিশ্বাস করবে? উত্তরে লোকটি বল্ল, হ্যাঁ। অতঃপর বৃক্ষের শাখাটি রাসূলের আহবানে বৃক্ষ থেকে পৃথক হয়ে দ্রুত নবীজির কদম মোকবারকে উপস্থিত হয়ে যায়। ইমাম আবু নাঈম বর্ণনা করেন, ঐ শাখা এসে নবীজীকে সিজদা করে সামনে দাড়িঁয়ে গেল। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঐ শাখাটিকে বললেন, إرجع الى مكانك "তুমি তোমার স্থানে ফিরে যাও"। শাখাটি তার স্থানে ফিরে গেল। এই মু'জিযা দেখে লোকটি মুসলমান হয়ে গেল।[৩৯০]

হযরত যাবের ইব্‌ন আব্দিল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন- لم يكن النّبى صلّى الله عليه وسلّم يمرّ بحجر و لا شجر إلا سجد له -রাসূল যখন রাস্তা দিয়ে চলতেন তখন প্রতিটি পাথর ও বৃক্ষ তাঁকে সিজদা করত।[৩৯১] আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান উক্ত হাদীসগুলোর নির্যাস এবং মু'জিযাগুলোকে কাব্য-সৌন্দর্য দান করেন। তিনি তাঁর কাব্যে অন্যত্রে বলেন

سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم

پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں

পাথর আদব সহকারে (রাসূলকে) সালাম করে

বৃক্ষ সিজদায় ঝুকে পড়েন নূর নবীর কদম পাকে।[৩৯২]

---

৩৮৭. ইমাম আহমদ রেযা , প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৩

৩৮৮. কাযী 'আয়ায, *আশ-শিফা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯০

৩৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

৩৯০. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮৭-১৮৮; জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *খাছায়িছুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬০

৩৯১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯০

৩৯২. ইমাম আহমদ রেযা, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৪

৪.৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আনুগত্যই সকল ইবাদতের মূল

ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں
اصل الاصول بندگی اس تاجر کی ہے

প্রমানিত সকল ফরয কার্যাদি শাখা প্রশাখা,
সকল ইবাদতের মূল হলো তাঁরই (রাসূলের) আনুগত্যতা।[৩৯৩]

'আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বান্দার উপর নির্দেশিত সকল ফরয কার্যাদি শাখা প্রশাখা বিশেষ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পূর্ণ আনুগত্য করাই ঈমানের মূল। আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজিদ-এ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আনুগত্য, অনুসরণ-অনুকরণ তাঁর বান্দার জন্য উপর অবধারিত কর্তব্য (ওয়াজিব) করে দিয়েছেন। এবং তাঁর আনুগত্যে রয়েছে রহমত। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে- وأطيعوا الله والرّسول لعلّكم ترحمون 'তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হওয়া, অবশ্যই তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে'।[৩৯৪] যেভাবে আল্লাহ্র আদেশ মানতে হবে অনুরূপ রাসূলের আদেশও মানতে হবে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, وأطيعوا الله و أطيعواالرّسول فإن تولّيتم فإنّماعلى رسولنا البلاغ المبين-অর্থাৎ এবং তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য কর এবং সাথে সাথে রাসূলের নির্দেশ মান্য কর। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখ আমার রাসূলের উপর দায়িত্ব হলো শুধু সুসম্পূর্ণরুপে পৌছিয়ে দেওয়া।[৩৯৫] এবং আল্লাহ্ তা'আলা আরো ঘোষণা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আনুগত্য প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্রই আনুগত্য। এরশাদ হচ্ছে- من يطع الرّسول فقد أطاع الله -যে রাসূল-এর আনুগত্য করল সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্র আনুগত্য করল'।[৩৯৬] একদা হযরত উবায় ইব্ন কা'ব (রা.) কে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ডাকলেন। তিনি নামাযরত অবস্থায় ছিলেন বিধায় তৎক্ষনাৎ ডাকে সাড়া দেননি। আল্লাহ্ তা'আলা সাথে সাথে কুর'আনের বিধান নাযিল করেন।

কুর'আন মাজীদে এরশাদ হচ্ছে- ياايّها الّذين امنوا استجبوا لله و للرّسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا انّ الله يحول بين المرء و قلبه و انّه اليه تحشرون অর্থাৎ 'হে মু'মিনগণ! রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করে তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আহবানে সাড়া দিবে এবং জেনে রাখো যে,আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তরালে থাকেন। এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে।'[৩৯৭]

---

৩৯৩. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪০

৩৯৪. আল-কুর'আন, ৩ : ১৩২

৩৯৫. আল-কুর'আন, ৬৪ : ১২

৩৯৬. আল-কুর'আন, ৪ : ৮০

৩৯৭. আল-কুর'আন, ৮ : ২৪

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্ তা'আলা-এর এই আদেশ পালন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আনুগত্য করার নজীর স্থাপন করেছেন সাহাবীগণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আনুগত্য করতে গিয়ে হযরত আলী (রা.) সঠিক সময়ে আসরের নামায আদায় করতে পারেননি। যে আসরের নামায সঠিক সময়ে, গুরুত্বসহকারে আদায় করার জন্য পৃথকভাবে আল্লাহ্ ওহী নাযিল করেন।[৩৯৮] পরবর্তীতে আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে **রাসূলুল্লাহ** সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আনুগত্যকারী অস্তমিত সূর্যকে আবার আসরের সময় উদিত করান যাতে হযরত আলী আসরের নামায আদায় করতে পারেন। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা এ প্রসঙ্গে তাঁর অনন্য কাব্য সাহিত্যে মনোমুগ্ধকর ছন্দে বলেন-

مولی علی نے واری تری نیند پر نماز
اور وہ بہی عصر سب سے اعلی خطر کی ہے

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার নিদ্রার জন্য মাওলা আলী ছেড়ে দিয়েছেন নামায,
আর তা ছিল সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক আসরের নামায।[৩৯৯]

অন্যদিকে নিজের প্রাণ রক্ষা করা ফরয। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আনুগত্য করতে গিয়ে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেন। নবিজীর থুথু মুবারকের উসিলায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক প্রাণ ফিরিয়ে পায়। আ'লা হযরত ইমামে ইশ্ক ও মুহাব্বত তাঁদের আনুগত্যের বিরল ঘটনাগুলোর বিবরণ নিম্নের চরনে প্রকাশ করেন-

صدیق بلکہ غار میں جاں اس پہ دے چکے
اور حفظ جاں تو جان فروض غرر کی ہے

সিদ্দীকে আকবর ছওর পর্বতে আপনও প্রাণ, রাসূলের জন্য করেছেন কুরবান,
আর প্রাণ রক্ষা করা ফরয সমূহের অন্যতম।[৪০০]

دل ہے وہ دل جو تری یاد سے معمور رہا
سر ہے وہ سر جو ترے قدموں پہ قربان گیا

জানি সেটাই তো হৃদয়, যাতে শুধু তোমারই নিলয়,
জানি সেই শিরই সফল, যা ও চরনে হয় কুরবান।[৪০১]

---

৩৯৮. আল-কুর'আন, ২ : ২৩৮ (حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى)

৩৯৯. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৯

৪০০ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৯

৪০১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১

৪.৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর ইখতিয়ার ও অশেষ দানশীলতার প্রশংসা

واہ کیا جود و کرم شہ بطحا تیرا

نہیں سنتاہیں نہیں مانگنے والا تیرا

কী অশেষ দান দখিনা সাহারার বাদশা তোমার,

শোনে ‘না’ কখনো ভিখারী যে দ্বারে তোমার।[৪০২]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) অত্র পঙ্ক্তিতে রাসূলুল্লাহ আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মহান দুইটি গুন جود এবং کرم এর বর্ণনা দিয়েছেন। আবেদনের মাধ্যমে যা পাওয়া যায় তাকে کرم বলা হয়, আর আবেদন ছাড়াই পেয়ে থাকলে তাকে جود বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ দু'টিগুনের অধিকারী ছিলেন। হযরত আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন- كان النّبى صلّى الله عليه و سلّم كان اجود النّاس بالخير -নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ দানশীল ছিলেন। তিনি আরো বলেন- اجود من الريح المرسلة অর্থাৎ প্রবাহিত বায়ূর চেয়েও রাসূলের বদান্যতা ছিল অনেক বেশী প্রবাহমান।[৪০৩] আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) তাঁর অনন্য গীতিকাব্য “কাসিদায়ে দরুদিয়্যা” এর মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জুদ ও করম এর প্রসংশা করে মনোমুগ্ধকর ছন্দে বলেন-

تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤف رحیم

بہیک ہو داتا عطا تم پے کروروں درود

তুমি দাতা তুল্যহীন, দয়ার আধার সীমাহীন

রিক্ত হস্ত কর রঙ্গিন, তোমাতে কোটি দরূদ।[৪০৪]

রহমতুল লিল ‘আলামিন-এর দরবার হলো এমন দরবার যেখান থেকে যাচনার মাধ্যমেও পাওয়া যায়, আবার যাচনা ছাড়াই পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা করেন- و امّا السّائل فلا تنہر হে হাবীব! আপনি কোন ভিক্ষুককে ধমক দিবেন না।[৪০৫] অর্থাৎ যে কোন ভিক্ষুক আপনার কাছ থেকে যা যাচনা করবে আপনি দিতে থাকবেন। আমরা ভিক্ষুক, তিনি দাতা-দয়ালু; কোন ভিক্ষুক রাসূল-এর দরবার থেকে ‘না’ বা নাই শব্দ শোনেন না। এবং ‘না’ শব্দ উচ্চারণ না করাই হলো নবীজির মহান আদর্শ ও গুণ। আ'লা হযরত তাঁর কাব্যে অন্যত্র চমৎকার বলেছেন-

ہم بہکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں

---

৪০২. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১

৪০৩. ইমাম বুখারী, *জামি'উস সহিহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩-৪, কাযী ‘আয়ায, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৬

৪০৪. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯৬

৪০৫. আল-করঅ'আন, ৯৩ : ১০

Dhaka University Institutional Repository

اور نا کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی

আমরা ভিখারী তিনি দাতা, তাঁরই খোদা তার থেকে পাওয়া প্রাচুর্য,

আর 'না' উচ্চারণ না করাই হলো রাসূলের মহা আদর্শ।[৪০৬]

প্রকৃতপক্ষে ইমাম আহমদ রেযা উপরুক্ত পঙ্ক্তিতে হাদিসের সারমর্মই উল্লেখ করেছেন। হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন- ما سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شيئا قط فقال لا 'রাসূলের কাছে কোন কিছু চাওয়া হলে কখনো "না" বলেন নাই'।[৪০৭] নিজের কাছে তৎক্ষনাৎ কোন কিছু না থাকলে পরবর্তীতে দেওয়ার অঙ্গীকার করতেন। হযরত সাহাল ইব্ন সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন- একদা এক মহিলা সাহাবি দরবারে রেসালতে একটি চাদর নিয়ে এসে বললেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ এ চাদর খানা আমি নিজ হাতে তৈরি করে আপনার জন্য নিয়ে এসেছি, যেন আপনি পরিধান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম চাদরটি গ্রহন করলেন এবং চাদর তাঁর প্রয়োজনও ছিল। তিনি সেটি ইযার (লুঙ্গি) রুপে পরিধান করে আমাদের সামনে আগমন করেন। উপস্থিত এক সাহাবী তার সৌন্দর্য বর্ণনা করে বললেন, বাহ! এ যে কত সুন্দর চাদর আমাকে তা পরিধানের জন্য দান করুন। কিছুক্ষণপর নবিজী উক্ত চাদরটি ভাজ করে উক্ত সাহাবীকে প্রদান করেন। উপস্থিত সাহাবীগণ তাকে বললেন- فقال القوم ما احسنت لبسها النّبىّ صلّى الله عليه وسلّم محتاجا اليها ثمّ سألته وعلمت انّه لا يردّ -তুমি কাজটি ভাল করনি, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনে উক্ত চাদরটি পরিধান করেছেন আর তুমি সেটা চেয়ে নিলে। অথচ তুমি জান যে তিনি কাউকে বিমুখ করেন না। উক্ত সাহাবী বললেন আল্লাহ্‌র কসম! আমি সেটি পরিধানের উদ্দেশ্যে চাইনি। আমার চাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যেন তা আমার কাফন হয়। বর্ণনাকারী হযরত সাহাল এরশাদ করেন, শেষ পর্যন্ত তা তার কাফনই হয়েছিল।[৪০৮] আ'লা হযরত তাঁর কাব্যের অন্যত্রে উক্ত হাদীসগুলোর সারমর্ম এভাবে বলেন-

دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل وجاں نہیں

کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر اک نہیں کہ وہ ہاں نہیں

ভাবো, দোজাহানেরই কোথা পাব হিত, আশা পূরবে কি, সে বুঝি অতীত,

বলো কী আছে যা হেথা নাহি, শুধু একটি 'নাই' সে নাই হেথায়।[৪০৯]

---

৪০৬. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৩

৪০৭. ইমাম মুসলিম, *সহিহ্*, কিতাবুল ফাদ্বায়েল, باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا و كثرة عطائه- হাদীস নং-২৩১১, কাযী 'আয়ায, *আশ-শিফা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৬

৪০৮. ইমাম বুখারী, *জামি'উস সহিহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৭০ عن سهل انّ امرأة جائت النّبىّ صلّى الله عليه وسلّم ببردة منسوجة فيها حاشيتها تدرون ما البردة قالوا الشملة قال نعم قالت نسجتها بيدى فجئت لاكسوكها فاخذها النّبىّ صلّى الله عليه وسلّم محتاجا اليها فخرج الينا و انّها ازارة فحسّنها فلان فقال اكسينها ما احسنها فقال القوم ما احسنت لبسها النّبىّ صلّى الله عليه وسلّم محتاجا اليها ثمّ سألته و علمت انّه لا يردّ قال انّى والله ما سألته لا لبسه و انّما سئلته لتكون كفنى قال سهل فكانت كفنه

৪০৯. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭২

নূর নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম অতিশয় দয়ালু ও মহান দানশীল। আ'লা হযরত ইমামে ইশ্ক ও মুহাব্বত নবীজির দান দক্ষিনার প্রশংসা করে তাঁর কাব্যে বলেন-

وہ ہی رب ہے جس نے تجہ کو ہمہ تن کرم بنا یا

ہمیں بہیک مانگنے کو ترا آستاں بتایا

ঐ মহান আল্লাহ্, যিনি আপনাকে সম্পূর্ণভাবে দয়ালু এবং দাতারূপে সৃজন করেছেন,
তিনিই আমাদেরকে ভিক্ষার জন্য আপনার মহান দরবারই নির্ধারণ করে দিয়েছেন।[৪১০]

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয়তম রাসূলকে সমস্ত ধন-ভান্ডারের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। সমস্ত ধন-সম্পদের চাবিগুচ্চ তারই হাত মোবারকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- انّى اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض 'নিশ্চয় আমাকে পৃথিবীর সমস্ত ধন ভান্ডারের চাবিগুচ্ছ দেওয়া হয়েছে।'[৪১১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো ইর্রশাদ করেন-اوتيت الكنزين الاحمر و الابيض 'আমাকে লাল ও সাদা দু'টি ধন-ভান্ডার দেওয়া হয়েছে।'[৪১২] তিনি আরো বলেন-اوتيت مفاتيح كلّ شيئ 'আমাকে সবকিছুর চাবিগুচ্ছ দেও হয়েছে।'[৪১৩] সুতরাং যিনি মালিক তিনি অকাতরে দান করতে পারেন। আর হাবীব তাঁর আপন মাহবুবকে নিজের সবকিছুর মালিক বানিয়ে দেন। মালিকনায় কোন পার্থক্য থাকে না। ইমামুল আক্বায়েদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা তাঁর কাব্যে বলেন-

میں تو مالک ہی کہوں گا ک ہو مالک کے حبیب

یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا

আমি বলি তো মালিক, মালিকের প্রিয়তম সঠিক

প্রেমেরই এ ভূবনে নেই এ তোমার কি আমার।[৪১৪]

ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے

مالک کل کہلا تے یہ ہیں

তারই হাতে ভান্ডারের চাবিগুচ্ছ,

জগতের মালিক তাকেই বলে।[৪১৫]

---

৪১০. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯০

৪১১. ইমাম বুখারী, *জামি'উস সহিহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৫৮

৪১২. শায়খ ওলী উদ্দীন, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, বৈরুত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ২য় সং., ২০০৭, খ. ৩-৪, পৃ. ৫৪, হাদীস নং- ৫৭৫০

৪১৩. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *খাছায়িছুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৫

৪১৪. ইমাম আহমদ রেযা, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২

৪১৫. ইমাম আহমদ রেযা, *আল-ইছতিমদাদ 'আলা আজইয়ালিল ইরতিদাদ*, মুম্বাই : তাহরিকে ফিক্রে রেযা, ২য় সং., ১৯৯৮, পৃ. ৩৩

انّا اعطیناك الكوثر

ساری کثرت پاتے یہ ہیں

আমি আপনাকে 'কাওসার' প্রদান করেছি,

সকল আধিক্যতা তিনিই পেয়ে থাকেন।[৪১৬]

মহান আল্লাহ্ তা'আলা হলেন সমগ্র জাহানের মালিক ও মওলা। তিনি দাতা ও দয়ালো। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সকল নিয়ামতের মালিক ও বন্টনকারী। আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু তাঁর প্রিয় হাবীব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নুরানী হাত মুবারকের মাধ্যমে বন্টন করে থাকেন। হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে- انّما انا قاسم و خازن و الله يعطى 'সমস্ত নিয়া'মতের আমিই মালিক ও বন্টনকারী, আল্লাহ্ তা'আলা দান করেন।'[৪১৭]

উক্ত হাদিসে পাকের নির্যাস বর্ণনায় আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) বলেন-

خلق کی حاکم ہو تم رزق کی قاسم ہو تم

تم سے ملا جو ملا تم پے کروروں درود

সৃষ্টির বিচারক তুমি, খাদ্যেরও বন্টক তুমি

যা জুটেছে দিয়েছ তুমি, তোমাতে কোটি দরূদ।[৪১৮]

رب ہے معطی یہ ہیں قاسم

رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں

আল্লাহ দাতা, তিনি বন্টনকারী

তাঁরই (আল্লাহ্র) রিযিক, খাওয়ান তিনিই।[৪১৯]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিকট আবেদন করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি প্রতিদিন আপনার থেকে অনেক হাদীস শ্রবণ করি, কিন্তু আমি ভূলে যাই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার চাদর বিছিয়ে দাও। আমি চাদর বিছিয়ে দিলাম আর সায়্যিদুল মুরসালিন সেখানে তাঁর দু'হাত সমন্বয়ে এক অঞ্জলি (জ্ঞান ও সৃতিশক্তি) দিলেন। অতঃপর রাসূল (দ.) বললেন- তুমি চাদরটি তোমার বুকে জড়িয়ে ধর। আমি চাদরটি বুকে

---

৪১৬. ইমাম আহমদ রেযা, *আল-ইছতিমদাদ 'আলা আজইয়ালিল ইরতিদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৪১৭. ইমাম বুখারী, *জামি'উস সহিহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৩৯

৪১৮. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১

৪১৯. ইমাম আহমদ রেযা, *আল-ইছতিমদাদ 'আলা আজইয়ালিল ইরতিদা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

জড়িয়ে ধরলাম। হযরত আবু হুরাইরা বলেন- فما نسيت شيئابعده -আমি এর পর থেকে কোন কিছুই ভুলিনি।[৪২০] আ'লা হযরত এ প্রসঙ্গে বলেন-

لا و رب العرش جسکو جو ملا ان سے ملا

بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی

আরশের প্রভুর শপথ, যার ভাগ্যে যা কিছু জুটেছে তা তাঁরই পবিত্র হাত থেকে,

দুই ভূবনে (এভাবে) বন্টিত হয়েছে রাসূলুল্লাহর নেয়া'মত।[৪২১]

একদা তাবুকের যুদ্ধে প্রকটভাবে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। সাহাবীগণ খাদ্যের অভাবের কথা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কে বললেন- দেখ কারো কাছে সামান্য খাদ্য বস্তু আছে কিনা? হযরত আবু হুরায়রা (রা.) অনুসন্ধান করে একুশ (২১)টি খেজুর থলেতে করে রাসূলের নিকট পেশ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম উক্ত খেজুরের উপর হাত মুবারক রেখে দোয়া করলেন। পরিশেষে দেখা গেল যে, তাবুক যুদ্ধের ত্রিশ হাজার সৈন্য তৃপ্তি সহকারে তা ভক্ষন করলেন এবং কিছু সংগ্রহ করলেন। এরপর থলে খুলে দেখা গেল একুশ (২১) টি খেজুরই অবশিষ্ট রয়ে গেছে। সুব্হান আল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন-

خذهنّ و اجعلهنّ فى مزودك هذا أو فى هذا المزود كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه يدك فخذه و لا تنثره نثرا

"হে আবু হুরায়রা! তুমি খেজুরের থলেটি নিয় যাও। যখনই তুমি প্রয়োজন মনে করবে, তখন থলের মুখে হাত প্রবেশ করিয়ে খেজুর বের করে আনবে। কিন্তু থলের মুখ একেবারে খুলবেনা"। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পরবতী দেড় বছর, হযরত আবু বকর (রা.)-এর দশ বছর, হযরত ওমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর আড়াই বছর, হযরত ওয়াসমান (রা.)-এর বার বছর। মোট ছাব্বিশ (২৬) বছর আমি উক্ত থলে থেকে নিজে পরিবার-পরিজন নিয়ে খেয়েছি এবং অন্যদেরকে দান করেছি। যে দিন হযরত ওয়াসমান গনী (রা.) শহীদ হলেন সে দিন আমার অন্যান্য আসবাবপত্রসহ উক্ত থলেটিও লুট হয়ে যায়।[৪২২]

---

৪২০. ইমাম বুখারী, *জামি'উস সহিহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২২, কিতাবুল ইল্ম, হাদীস নং- ১১৯, عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله إنّى أسمع منك حديثا كثيرا فانساه قال ابسط ردائك فبسطته قال فغرف بيديه ثمّ قال ضمّه فضممته فما نسيت شيئا بعده

৪২১. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৪

৪২২. ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী, *জামি'উত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৬৮৫, কিতাবুল মানাকেব, বাবুল মানাকেব লিআবিহুরায়রা, হাদীস নং- ৩৮৩৯
عن ابى هريرة قال أتيت النّبى صلّى الله عليه وسلّم بتمرات فقلت يا رسول الله ادع الله فيهنّ بالبركة فضمّهنّ ثم دعا لى فيهنّ بالبركة فقال خذهنّ و اجعلهنّ فى مزودك هذا أو فى هذا المزود كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه يدك فخذه و لا تنثره نثرا فقد حملت من ذلك التّمر كذا و كذا من وسق فى سبيل الله فكنّا نأكل منه و نطعم و كان لا يفارق حقوى حتى كان يوم قتل عثمان

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর আরেক বর্ণনা অনুযায়ী এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, প্রায় এক হাজার পাঁচশত মণ নিজে খেয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করেছেন।[৪২৩] অথচ থলেতে খেজুর ছিল মাত্র একুশ (২১)টি। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা আসমান যমীনের ধন দৌলতের চাবিকাঠী নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিয়ন্ত্রাধীন করে দিয়েছেন। উক্ত ধন দৌলত দেখা যায় না কিন্তু পাওয়া যায়।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) উক্ত নিয়ামত বন্টনের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন-

مرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا

دریا بہا دیۓ ہیں دربے بہا دیۓ ہیں

আমার করীম (রাসূল) থেকে যদি কেউ বিন্দু সম যাচনা করে

তিনি তাঁর দানের সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন মূল্যবান মনি মুক্তা দিয়ে।[৪২৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহ্ তা'আলার মহান প্রতিনিধি। রাজা-মহারাজাগণ দান-সদকা বন্টন করেন তাদের প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে। মহান রাজাধিরাজ আল্লাহ্ তা'আলার স্বীয় ধন-সম্পদ ও নিয়ামতরাজি তাঁর প্রিয় হাবীব ও মহান প্রতিনিধি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে করে থাকেন। তাই রাসূলের দরবার খোদারই দরবার। যা লাভ করার আছে সেখান থেকে পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে আ'লা হযরত বলেন-

بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئ مفر مقر

جو وہاں سے ہو یہں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

কসম খোদার এ যে খোদারই দ্বার, এছাড়া নাহি কোন ঠাই বাঁচার,

যা সেথায় হবে, তা হেথা থেকেই, যা হেথা নাহি, নাহি তা সেথায়।[৪২৫]

অর্থাৎ- খোদার কসম, রাসূলের দরবারই আল্লাহ্‌র দরবার। এ দরবার ছাড়া অন্য কোথাও পালাবার বা আশ্রয় নেয়ার সুযোগ নেই। যে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করতে চায়, এ দরবার হতেই তা অর্জন করতে হবে। আর যে দরবারে রেসালতে বহিষ্কৃত সে আল্লাহ্‌র দরবার থেকেও বহিষ্কৃত।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত রবীয়ার-উপর সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, 'سل' অর্থাৎ হে রবীয়া আজ তোমার যা ইচ্ছা আবেদন কর। রাবীয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বিনীত আবেদন করলেন- اسئلك مرافقتك فى الجنّة 'হে রাসূল আমি আপনার সাথে বেহেশতে থাকতে চাই'। নূর নবী বললেন- اعيذ ذلك আরো কিছু চাও? রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আল 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুভসংবাদ

رضى الله عنه فإنه انقطع رواه الترميذى و أحمد و ابن حبان و قال أبو عيسى هذا حديث حسن-

৪২৩. অধ্যক্ষ হাফিয এম.এ. জলিল, *নূর নবী*, ঢাকা : ছুন্নী গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৯, পৃ. ১৬২

৪২৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৮

৪২৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭২

দিলেন হ্যা তুমি বেহেশতে আমার সাথে থাকবে।[৪২৬] অত্র হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন জান্নাতসহ আরো অনেক কিছু দিতে সক্ষম। তাই নবী বলেছেন হে রবিয়া! জান্নাত তো তুমি পাবে, এ ছাড়া আরো কিছু চাইতে পার। আ'লা হযরত বলেন-

کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے

دینے والا ہے سچّا ہمارا نبی(صلّی الله علیہ و سلّم)

কে আছে দাতা? দেওয়ার মতো যোগ্যতা তো চাই

প্রকৃত দাতা দানোত্তম আমাদের নবী।[৪২৭]

হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ (রা.) বর্ণনা করেন এক মজলিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম দশ জন সাহাবাকে জান্নাতের শুভসংবাদ দিলেন। তারা হলেন- হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.), হযরত ওসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবাইর (রা.), হযরত আবদুর রহমন ইব্‌ন 'আওফ (রা.), হযরত সা'দ (রা.), হযরত সা'ঈদ (রা.), হযরত আবু ওবাইদা ইব্‌ন জার্‌রাহ (রা.)।[৪২৮] আল্লাহ্ তা'আলা হলেন জান্নাতের খালিক আর আমাদের আক্বা মওলা হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন উক্ত জান্নাতের মালিক। সুতরাং মালিক তাঁর সম্পদ যাকে ইচ্ছা দান করতে পারেন। আ'ল হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রা.) বলেন-

تجھ سے اورجنّت سے کیا مطلب وہابی دور ہو

ہم رسول الله کے جنّت رسول الله کی

তোমার এবং জান্নাতের মধ্যে কি সম্পর্ক হে ওহাবী! দূর হও

আমরা তো রাসূলের আর জান্নাতের মালিক তিনিই।[৪২৯]

نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا

ساتہ ہی منشی رحمت کا قلم داں گیا

---

৪২৬. ইমাম মুসলিম, *সহিহ্*, বৈরুত: দারুত তাকওয়াহ, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ৭৪০, হাদীস নং- ৪৮৯, কিতাবুস সালাত, বাবু ফাদলিস সুজুদ ওল হাচ্ছু 'আলায়হি

(عن ربیعة بن کعب الأسلمی قال کنت أبیت مع رسول الله صلّی الله علیه وسلّم فأتیته بوضوئه و حاجته فقال لی سل فقلت أسألك مرافقتك فی الجنّة قال أو غیر ذلك قال فأعنی علی نفسك بکثرة السّجود)

৪২৭. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ৯৫

৪২৮. ইমাম তিরমিযী, *জামি'উত তিরমিযী*, কাহেরা: দারুল হাদীস, ২০০৫, খ. ৫, পৃ. ৪৬৪, কিতাবুল মানকেব, হাদীস নং- ৩৭৪৭

(عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلّی الله علیه وسلّم أبو بکر فی الجنّة و عمر فی الجنّة و عثمان فی الجنّة و علی فی الجنّة و طلحة فی الجنّة فی الجنّة و الزّبیر فی الجنّة و عبد الرحمن بن عوف فی الجنّة و سعد فی الجنّة و سعید فی الجنّة و أبو عبیدة ابن الجرّاح فی الجنّة)

৪২৯. ইমাম আহমদ রেযা, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৪

নেয়ামতের বন্টন হয়, সেই শানওয়ালা যেথা যান,
রহমতের লিপিকর তাঁর সহচর হয়ে সাথে যান।[৪৩০]

وہ جہنّم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا
ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

জাহান্নামী সেই যে আপনার থেকে বিমুখ হল,
রাসূলের প্রয়োজন স্বয়ং হযরত ইবরাহিম খলিলুল্লা'র।[৪৩১]

سائلو ! دامن سخی کا تھام لو
کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا

হে ভিখারীগণ! মহান দাতার দামান আকড়ে ধর।
কিছুনা কিছু পুরষ্কার মিলবেই।[৪৩২]

مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو
باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا

হে ভিখারীগণ! তাঁর গলীতে হও হাযীর
জান্নাতের পুরুষ্কার মিলবে তোমারই।[৪৩৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আল 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশ্ব জগতের সকল নিয়া'মতের বন্টনকারী। সর্বপ্রকার বিজয়, সাহায্য, ইলম, মা'রিফাত, রহমত, মাগফিরাত, নিয়া'মত, বরকাত ইত্যাদি সবই তাঁর নূরানী হাত মুবারকের উসিলায় লাভ হয়। আ'লা হযরত যথার্থই বলেছেন-

دنوں جہاں میں بانٹتے ہیں صدقہ صبح و شام
بندہے ہو تے ہیں رسول خدا کے ہاتھ میں

দু'জগতে বন্টন করেন সদকা সকাল ও বিকাল
আল্লাহ্র রাসুলের হাতের মধ্যেই সকল রিযিক আবদ্ধ।[৪৩৪]

مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہں
دو جہاں کی نعمتیں ہیں انکے خالی ہاتھ میں

---

৪৩০. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১
৪৩১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৪
৪৩২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১
৪৩৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১
৪৩৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৭

উভয় জগতের মালিক হয়েও থাকেন শুন্য হাতে

দু'জগতের সকল নিয়া'মত রয়েছে ঐ শুন্য হাতে।[৪৩৫]

৪.৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য জ্ঞানের ধারক

سر غیب ہدایت پہ غیبی درود

عطر جیب نہایت پہ لا کھوں سلام

অদৃশ্য রহস্য সূচনা প্রান্তে ঐশী দরুদ

তব বুকের পূত সুবাসের ধনানন্তে লক্ষ সালাম।[৪৩৬]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) উক্ত চরণ দু'টিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ইল্‌মে গায়েব (অদৃশ্য জ্ঞান) সম্পর্কে আলোকপাত করে দরূদ ও সালামের হাদিয়া পেশ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জীবন ও জগতের অদৃশ্য রহস্যাবলীর জ্ঞান দান করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- و ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء 'এবং আল্লাহ্‌র শান এই নয় যে, তিনি তোমাদরেকে অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত করবেন। হ্যাঁ আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে মনোনীত করেন।'[৪৩৭] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) বলেন- فامّا معرفة ذالك على سبيل الاطّلاع من الغيب فهو من خواصّ الانبياء 'অতঃপর আল্লাহ্ জানানোর মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়াবলী অবহিত হওয়া আম্বিয়ায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্গত।'[৪৩৮] মহান আল্লাহ্ আরো বালেন- وعلّمك ما لم تكن تعلم و كان فضل الله عليك عظيما 'এবং যা কিছু আপনি জানতেন না আল্লাহ্ তা'আলা তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং এটা আপনার উপর আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ।'[৪৩৯] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইন শরীফে রয়েছে- اى من الاحكام و الغيب 'শরী'আতের বিধান ও ইল্‌মে গায়েব শিক্ষা দিয়েছেন'।[৪৪০] আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন- الرحمن-علّم القران-خلق الانسان-علّمه البيان 'দয়াময় আল্লাহ্ (তাঁর মাহবুব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে) কুর'আন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষ (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) কে সৃষ্টি করেছেন। এবং তাঁকে বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন।'[৪৪১] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরু মা'আলিমূল তানযিল-এ রয়েছে-خلق الانسان اى محمّدا عليه السلام علّمه البيان يعنى بيان ما كان وما يكون 'আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ অর্থ্যাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন এবং

---

৪৩৫. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৯

৪৩৬. খ. ২, পৃ. ৩৭

৪৩৭. আল-কুর'আন, ৩ : ১৭৯

৪৩৮. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, *তাফসীরু কবীর*, কাহেরা : আল-মাকতাবাতুল তাওফিকিয়্যাহ, তা. বি., খ. ৯, পৃ. ৯৬;

৪৩৯. আল-কুর'আন, ৩ : ১১৩

৪৪০. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *তাফসীরু জালালাইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

৪৪১. আল-কুর'আন, ১-৪

Dhaka University Institutional Repository

তাঁকে পূর্বাপর সমস্ত কিছুর বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন।'[৪৪২] তাফসীরু খাযিন-এ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় রয়েছে- قيل المراد باالانسان محمّدا صلّى الله عليه و سلّم البيان يعنى بيان ما كان و ما يكون لانّه ينبيئ عن خبرالاوّلين والاخرين وعن يوم الدين 'মানুষ' বলতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। আর বর্ণনা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- যা কিছু ঘটেছে এবং যা কিছু ঘটবে; পূর্বাপর সমস্ত কিছু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা তাঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের এবং কিয়ামত দিবসের সংবাদ প্রদান করা হয়েছে।'[৪৪৩]

উপরোক্ত আয়াত ও তাফসীরের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর মনোনীত নবীগণকে গায়েব সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করেন। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম খোদা প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে সৃষ্টির শুরু হতে শেষ অবধি যা হয়েছে এবং হবে এমন দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর জ্ঞান রাখেন।

তাই আ'লা হযরত ইমামে ইশ্‌ক ও মুহাব্বত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) তাঁর কব্যে এ প্রসঙ্গে বলেন-

خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے

دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے

হে রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সবকিছু জানিয়ে দিয়েছেন,

উভয় জগতের দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু রয়েছে।[৪৪৪]

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- هو الاوّل و الأخر والظاهر و الباطن وهو بكل شيئ عليم 'তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।[৪৪৫] অর্থাৎ স্রষ্টার যাত ও সিফাত, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য জ্ঞান এবং সৃষ্টির আদি-অন্ত সমস্ত জ্ঞানের আধার হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম। এবং সৃষ্টিতে সমস্ত জ্ঞানীদের উপর মহান জ্ঞানী হচ্ছেন আল্লাহ্‌র হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম। যে মুবারক চক্ষু মি'রাজের রজনীতে গুপ্ত ভান্ডার মহান আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করেছে, সে চক্ষু হতে সৃষ্ট জগত কিভাবে গুপ্ত থাকতে পারে!

আ'লা হযরত ইমামে ইশ্‌ক ও মুহাব্বত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) তাঁর কাব্যে মনোমুগ্ধকর ছন্দে বলেন-

اور کوئ غیب کیا تم سے نہا ہو بہلا

جب نہ خدا ہی چہپا تم پہ کروروں درود

৪৪৩. ইমাম খাযেন, *তাফসীরু খাযেন* , বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল শা'বিয়্যাহ, তা. বি., খ. ৪, পৃ. ২০৮

৪৪৪. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৮

৪৪৫. আল-কুর'আন, ৫৭ : ৩

অদৃশ্য জ্ঞান কি পরিমান, কি করিব বর্ণনা

যখন; খোদাই গোপন রইল না, তোমাতে কোটি দরূদ।[৪৪৬]

کروں عرض کیا تجھ سے اے عالم السر

کہ تجہ پر مری حالت دل کہلی ہے

হে হাবীব! আমি আপনাকে কি বলব আপনিতো গোপন রহস্য সম্পর্কে জানেন,

আমার অন্তরের অবস্থা আপনার কাছে তো পরিষ্কার।[৪৪৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- رایت ربّی عزّ وجلّ فی احسن صورة فوضع کفیه بین کتفيّ فوجدت بردها بین ثديّ فعلمت ما فی السموات و الارض অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ তা'আলা কে সুন্দর আকৃতিতে দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি স্বীয় কুদরতী হাতের তালু মুবারক আমার দু'কাধের মাঝে রাখলেন। আমি আমার দু'স্তনের মধ্যখানে তথা কলবে শীতলতা অনুভব করলাম। ফলতঃ আমি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সবতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হলাম। এরপর আমি আসমান এবং যমীন সমূহের মধ্যে যা রয়েছে সমস্ত কিছু জেনে নিলাম।[৪৪৮]

হযরত ওমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন-

قال قام فينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتّى دخل اهل الجنّة منازلهم و اهل النّار منازلهم حفظ ذلك من حفظه و نسيه من نسيه-

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে এক স্থানে দন্ডয়মান ছিলেন। তারপর আমাদেরকে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমনকি যত জান্নাতী-জাহান্নামীগণ নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়া অবধি পরিব্যপ্ত যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলীর বর্ণনা প্রদান করেন। যিনি তা স্মরণ রাখার চেষ্টা করেছেন স্মরণ রেখেছেন আর যিনি স্মরণ রাখতে পারেননি তিনি তা ভুলে গেছেন।[৪৪৯]

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর (রা.) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- انّ الله رفع لی الدّنیا فانا انظر الیها و الی ما هو کائن فیها الی یوم القیامة کأنّما انظر الی کفّی هذه 'আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে সমগ্র সৃষ্টিকে এমনভাবে উম্মোচিত করেছেন যে, আমি এ দুনিয়াকে এবং এতে কিয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে সব এমনভাবে দেখতেছি যেমনিভাবে আমি আমার হাতের তালুকে দেখতে পাচ্ছি।[৪৫০] রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিকট কোন কিছুই গোপন নয়। আরশ-কুরছি, লাওহ-কলম, জান্নাত-জাহান্নাম, উর্ধ্ব জগৎ,

৪৪৬. ইমাম আহমদ রেযা, পূর্বোক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭

৪৪৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৮

৪৪৮. ইমাম তিরমিযী, *জামি'উত তিরমিযী*, কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৫, খ. ৫,পৃ. ২০৭, হাদীস নং- ৩২৩৩

৪৪৯. ইমাম বুখারী, *জামি'উস সহিহ্*, বৈরুত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ৫ম সং., ২০০৭, খ. ২, পৃ. ৩৩০-৩৩১, হাদীস নং- ৩১৯২

৪৫০. আলাউদ্দীন মুত্তাকী আল-হিন্দি, *কান্যুল 'য়ুম্মাল*, লাহোর : মাকতাবায়ে রহমানিয়্যাহ, তা. বি., খ. ১১-১২, পৃ. ১৮৯; জালাল উদ্দীন সূয়ূতী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯৩, হাদীস নং-২১১৭

Dhaka University Institutional Repository

নিম্ন জগৎ সবকিছু তাঁর মুবারক নখদর্পনে। ইমামে ইশ্‌ক ও মুহাব্বত আ'লা হযরত (রহ.) উক্ত হাদীসগুলোর নির্যাস এভাবে ব্যক্ত করেন-

سر عرش پر ہے تری گزر دل فرش پر ہے تری نظر

ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں

উচুঁ আরশের তব বিচরণ, এ ধরার ও বক্ষে আছে দু নয়ন,

মালাকুত মুলকে কিছু নেই এমন, যা তোমারই সেই দৃষ্টি এড়ায়।[৪৫১]

আল্লাহ তা'আলার ইলম হলো জাতী ও হাকিকী (সত্তাগত)। রাসূলের ইলম হলো 'আতায়ী (প্রদত্ত)। যে সকল আয়াতে ইল্‌মে গয়েবকে নফী করা হয়েছে তা ইল্‌মে জাতী (সত্তাগত জ্ঞান)-এর জন্য প্রযোজ্য আর যে সকল আয়াতে ইল্‌মে গায়েব জানার কথা রয়েছে তা ইল্‌মে 'আতায়ী (প্রদত্ত জ্ঞান)-এর জন্য প্রযোজ্য। তাই অবিসংবাদিত ভাবে বলা যায় মহান আল্লাহ্‌র মাধ্যমে এবং তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার দ্বারা নবীজি ইল্‌মে গায়েব জানেন।

আল্লাম যারকানী (রহ.) বলেন- و قد تواترت الاخبار و اتّفقت معانيها على إطّلاعه صلّى الله عليه وسلّم على الغيب 'নিঃসন্দেহে মুতায়াতির হাদীস সমুহ এবং ভাবার্থ এ বিষয়ে অভিন্ন যে, অদৃশ্য বিষয়ের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অবগতি রয়েছে'।[৪৫২]

আল্লামা আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ সাভী (রহ.) তাঁর তাফসীরে সাভীতে বলেন-

والذى يجب الإيمان به أنّ رسول الله على الله عليه وسلم لم ينتقل من الدنيا حتى أعلمه الله بجميع المغيبات التى تحصل فى الدنيا والاخرة فهو يعلمها كما هى عين يقين

-যে বিষয়ের উপর ঈমান আনায়ন করা আবশ্যক তা হলো এই যে, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে ইন্তেকাল করেননি যতক্ষণন আল্লাহ্‌ তাঁকে শিক্ষাদান করেছেন সমস্ত অদৃশ্য বিষয়, যা দুনিয়া ও আখিরাতে অস্তিত্ব লাভ করবে। তিনি এগুলো এইরূপ জানতেন যেন চাক্ষুষ প্রত্যয়।[৪৫৩]

আ'লা হযরত তাঁর কাব্যের এক প্রান্তে বলেন-

بھلا عالم سے شئ مخفی رہے اس چشم حق مبین سے

کہ جس نے خالق عالم کو بے شک بالیقین دیکھا

ওই সত্যদর্শী চোখ থেকে এ বিশ্বরূপী বস্তু কিভাবে গোপন থাকতে পারে,

যে নয়ন নিশ্চিতভাবে নিঃসন্দেহে মহান বিশ্বস্রষ্টাকে দেখেছে?।[৪৫৪]

---

৪৫১. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৩

৪৫২. কুসতালানী, *শরহু আল্লামা যুরকানী 'আলাল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া*, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ্‌, ১৯৭৩খ্রি., খ. ৭, পৃ. ১৯৯

৪৫৩. সাভী, *তাফসীর-এ সাভী*, কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০১১, খ. ২, পৃ. ৮২

৪৫৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

৪.৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লামার-এর শাফা‘আত প্রসঙ্গ

پیش حق مژردہ شفاعت کا سناتے جائیں گے

آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے

আল্লাহ তা‘আলা-এর সামনে সেদিন করতে রইবে শাফা‘আত,

কাঁদবে নিজে চাইবে উম্মত পায় যেন হাসিল নাজাত।[৪৫৫]

আ‘লা হযরত ইমামে ইশ্‌ক ও মুহাব্বত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) তাঁর না‘ত সাহিত্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র শাফা‘আত, রহমত এবং শফকত এর বর্ণনা দিয়েছেন পূর্ণ বিশ্বাসে যা তাঁর উৎকর্ষময় ছন্দে ফুটে উঠেছে। উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিতে শাফা‘আতে কুবরা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। কিয়ামতের কঠিনতম দিনে সূর্য যখন প্রচন্ড তাপ বিকরণ করবে, আর গুনাহগার মানুষের জন্য আশ্রয় নেয়ার মতো কোন ছায়া থাকবে না, তখন সর্বপ্রথম বিশ্ব-গৌরব, বিশ্ব সৃষ্টির কারণ ও উপলক্ষ্য, আদম সন্তানের সরদার, খাতামুল আম্বিয়া ও বিশ্ব রহমত হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন হাতে হামদের ঝান্ডা নিয়ে ও মাথা মোবারকে শাফা‘আতের মুকুট পরিধান করে পাপী উম্মতের মুক্তির জন্য এগিয়ে আসবেন। যাকে পরিভাষায় ‘শাফা‘য়াত’ বলা হয়। আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ করেন-عسى أن يبعثك ربّك مقاما محمودا “(হে রাসূল!) অতিসত্ত্বর আপনার প্রভু আপনাকে ‘মাক্বামে মাহমুদ’ প্রদান করবেন”।[৪৫৬] উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী ‘মাক্বামে মাহমুদ’-এর তাফসীরে বর্ণনা করেন- وهو مقام الشفاعة-উহা (মক্বামে মাহমুদ) হলো শাফা‘আতের অধিকার ও মর্যাদা।[৪৫৭]

আল্লাহ তা‘আলা আরো ইরশাদ করেন- ولسوف يعطيك ربّك فترضى ‘অচিরেই আপনার রব আপনাকে এমনভাবে দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন’।[৪৫৮]

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন যে, যখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, ‘যখন আল্লাহ্ তা‘আলা আমাকে সন্তুষ্ট করার ওয়াদা করেছেন, অতএব আমার একজন উম্মতও দোযখে থাকলে আমি সন্তুষ্ট হব না’।[৪৫৯] আ‘লা হযরত এ প্রসঙ্গে কবিতার ছন্দে বলেন-

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم

خدا چاہتا ہے رضائے محمد (صلی اللہ علیہ و سلم)

---

৪৫৫. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৫

৪৫৬. আল-কুর’আন, ১৭ : ৭৯

৪৫৭. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *তাফসীরু জালালাইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

৪৫৮. আল-কুর’আন, ৯৩ : ৫

৪৫৯. ইমাম আহমদ রেযা, *আসমাউল আরবাঈন ফী শাফায়াতি সায়্যিদিল মাহবুবীন*, মুম্বাই : রেযা একাডেমী, তা. বি., পৃ. ৮-৯

যাচে তুষ্টি আল্লাহ্‌র যত সৃষ্টিকুল আর,

খোদা চাহে সন্তোষ প্রিয় সে নবীজির।[৪৬০]

হাশরের মাঠে এ সংকটময় মুহূর্তে আদম সন্তানেরা শাফা'আতকারীর সন্ধানে বের হবে। হযরত আদম (আ.), হযরত ইব্‌রাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত ঈসা (আ.) সহ সকল নবীগণের কাছে উপস্থিত হয়ে শাফা'আতের আবেদন করলে তাঁরা প্রত্যেকেই একটি বাক্য উচ্চারণ করবে আর বলবে, "لست هناك" অর্থাৎ এই শাফা'আতে কুবরার অধিকারী আমি নই এবং আমাদের দ্বারা এ কাজ সম্ভব হবে না। সর্বত্র 'নফসী, নফসী' ধ্বনি শুনা যাবে। সর্বশেষে সকলে রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিকট উপস্থিত হয়ে শাফা'আতের জন্য আবেদন করলে তিনি বলবেন, 'انا لها' আমিই হলাম এ শাফা'আতে কুবরার মালিক। তারপর তিনি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির হয়ে সিজদায় পতিত হবেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সম্বোধন করে বলবেন- يا محمّد ارفع رأسك و قل تسمع و سل تعطى واشفع تشفّع 'হে আমার হাবীব! আপনি সিজদা হতে মাথা মুবারক উত্তোলন করুন এবং আবেদন করুন- শ্রবন করা হবে, প্রার্থনা করুন প্রদান করা হবে আর শাফা'আত করুন- আপনার শাফা'আত কবুল করা হবে'।[৪৬১]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) তাঁর কাবিতার মনোজ্ঞ ছন্দে বলেন-

گل کہلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے

خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے

আনবে রোদন রহমতের জোশ, খুলবে কপাল, ফুল হবে দোষ,

রক্ত-অশ্রু বর্ষে নবী আনবে মোদের খোশ্‌বরাত।[৪৬২]

دل نکل جانے کی جاہے آہ کن آنکہوں سے وہ

ہم سے پیاسوں کے لے دریا بہاتے جایں گے

কান্না এমন দীর্ণ হৃদয়, অশ্রুধারা প্রাণ যে না সয়,

উম্মতের তৃষ্ণা মেটাতেই নবীজির এ অশ্রুপাত।[৪৬৩]

اللہ کیا جہنم اب بہی نہ سرد ہوگا

رو رو کے مصطفے نے دریا بہا دیۓ ہیں

---

৪৬০. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৯

৪৬১. ইমাম বুখারী, *জামি'উস সহিহ্*, বৈরুত : দারু কুতুব ইলমিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৫৬, কিতাবুত তাওহিদ, হাদীস নং-৭৪৪০

৪৬২. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৭

৪৬৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৭

হে আল্লাহ্! (আপনার হাবীবের উম্মাতের জন্য) জাহান্নাম এখনও ঠান্ডা হয়নি?

কান্না করতে করতে নদী প্রবাহিত করবেন নবীজী।[৪৬৪]

এ শাফা'আত কুবরাই হলো 'মাক্বামে মাহমুদ'। সেখানে সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রশংসা করা হবে। আল্লাহ্র নিকট নূর নবীর যে মর্যাদা হবে তা অন্য কারো সৌভাগ্য হবে না। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় হিকমতে কামিলা অনুযায়ী নবীর সম্মান ও মর্যাদাকে প্রকাশ করতে মানুষের অন্তরেও উদ্রেক করে দেবেন যে, তাঁরা যেন প্রথমে অন্যান্য আম্বিয়া-ই কিরামের খিদমতে শাফা'আতের জন্য উপস্থিত হয়। সকলে অবগত হয় যে, শাফা'আতে কুবরার ক্ষমতা ও মর্যাদা একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামরেই বিশেষত্ব। অন্যান্যাদের এ শাফা'আত করার জন্য সামর্থ নেই। এক বাক্যে কিয়ামতের ময়দানে একমাত্র হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ক্ষমতা ও রসায়ী চলবে। সকল নবী-রাসূল থেকে নিরাশ হয়ে তারা অবশেষে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শরণাপন্ন হবেন এবং রহমতুল্লিল 'আলামিন শাফি'উল মুযনিবিন আল্লাহ্র-এর নিকট তাদের মাগফিরাতের জন্য সুপারিশ করবেন। আ'লা হযরত এ প্রসঙ্গে সুন্দর বলেছেন-

خاک افتاد و بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے

خود وہ گر کر سجدہ ہیں تم کو اٹھاتے جایں گے

ভেবোনা হে দুঃখী উম্মত, যা বিলম্বে সে আশার পথ,

পড়বে সেজদায় নূর নবীজি, আনবে উম্মতের নাজাত।[৪৬৫]

سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو

اے بکسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے

তাড়িয়ে দিয়েছেন সবাই মোদের হাশরের ময়দান হতে,

হে অসহায়দের সহায় আক্বা! মুক্তি পাব তব উসীলাতে।[৪৬৬]

হযরত আবূ মুসা আশ'আরী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন- خيّرت بين الشّفاعة و بين أن يدخل نصف أمّتى الجنّة فاخترت الشّفاعة لأنّها أعمّ وأكفى أترونها للمتّقين؟ لا ولكنّها للمذنبين الخطّائين المتلوثّين 'মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাকে দু'টি বিষয়ের ইখতিয়ার (স্বাধীনতা) দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো আমার অর্ধেক উম্মতকে জান্নাতে প্রবেশ করানো এবং দ্বিতীয়টি হলো শাফা'আত। এ দু'টি হতে আমি শাফা'আত গ্রহণ করেছি। কেননা এটা আমার জন্য বেশী উপকারে আসবে। হে আমার উম্মতগণ!

৪৬৪. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৮

৪৬৫ প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৭

৪৬৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩২

তোমরা এটা ধারণা করছো যে, আমার শাফা'আত শুধুমাত্র মু'মিন মুত্তাকি লোকদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয় বরং উহা (শাফা'আত) প্রত্যেক পাপী উম্মতের জন্য।[৪৬৭]

হযরত আনাস ইব্‌ন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-شفاعتى لاهل الكبائر من امّتى 'আমার শাফা'আত আমার ঐসব উম্মতের জন্য যারা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছে'।[৪৬৮] প্রত্যেক পাপী লোকই রাসূলের শাফা'আত পাবে। ইমামে ইশ্‌ক্ব ও মুহাব্বত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) তাঁর কাব্যে বলেন-

وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو اتنی

جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے

করল প্রভু কী প্রশস্ত, তাঁর হাবীবের দামান-দস্ত,

উম্মতের পাপ হোক না যত, লুকাবে সে আখেরাতে।[৪৬৯]

لو وہ آیے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف

خر من عصیاں پر آب بجلی گراتے جایں گے

ওই আসে হাসিমূখ, কয়েদী পাবে মুক্তিরই সুখ,

পাপেরই স্তুপ নাশে তাঁর রহমতেরই রশ্মি-পাত।[৪৭০]

সত্যবিমুখ বিরুদ্ধীরা পরকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শাফা'আতকে স্বীকার করে না। অথচ এ কথা অবিসংবাদিত ভাবে সত্য যে, কিয়ামতের ময়দানে রাসূলের শাফা'আত ব্যতীত করো নিষ্কৃতি লাভ সম্ভব নয়। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) এ সত্যের ইঙ্গিত করে বলেন-

آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے

پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

আজই নে তাঁর আশ্রয়, নেরে নে ঠাঁই তাঁর নির্ভয়,

হাশরে মানতে হবেই, তাই মেনে নে, মান, আজই মান।[৪৭১]

حرز جاں ذکر شفاعت کیجۓ

---

৪৬৭. ইমাম ইব্‌ন মাজাহ, ***সুনানু ইব্‌ন মাজাহ***, কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৫, কিতাবুয যহুদ, বাবে যিকরিশ শাফা'আত, খ. ৩, পৃ. ৫৪১, হাদীস নং- ৪৩১১

৪৬৮. ইমাম তিরমিযী, ***জামি'উত তিরমিযী***, কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৫,কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ ও রিক্কাক , বাবে মা জায়া ফিশ্ শাফা'আত, খ. ৪, পৃ. ৩৪৬, হাদীস নং- ২৪৩৫

৪৬৯. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৭

৪৭০. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৭

৪৭১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩১

نار سے بچنے کی صورت کیجۓ

প্রাণ রক্ষায় করো শাফা'আত

নরক হতে রক্ষায় বাড়াও হাত।[৪৭২]

اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی

ذرا چین لے میرے گھبرانے والے

এসেছে সে এখন, সুপারিশ ঝরা ক্ষণ,

ধরো ধৈর্য একটু, ভয়ে যে মৃত প্রায়।[৪৭৩]

خلیل ، نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی

یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لۓ

-খলীল, নজী, মাসীহ, সফী সবাইকে বলা হল কোথাও কোন নবীকে বাদ রাখা হয়নি এই যে, অজ্ঞাতসারে মাখলুক দিক বেদিক ঘুরতে থাকবে, হে রাসূল! এটা আপনার শান প্রকাশের জন্য।[৪৭৪]

সুপারিশের ব্যাপারে সকল নবী অপারগতা ও অক্ষমাতা প্রকাশ করলে সকলে বিশ্বরহমত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দ্বারস্থ হবেন এব তাকে সম্মিলিত ভাবে সুপারিশের বিনয় আবেদন জানাবেন। এটা বিশ্ব করুনা, সায়্যিদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শ্রেষ্ঠত্ব, মহাত্ম্য ও মর্যাদাকে প্রমাণ করে। নবী-রাসূলগণের পর ওলী ও আলিমগণও সুপারিশ করবেন।

৪.১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম হায়াতুন্নবী

تو زندہ ہے واللہ تو زندہ واللہ

مرے چشم عالم سے چھپ جانے والے

(হে রাসূল!) শপথ তুমি যিন্দা, শপথ তুমি যিন্দা,

এ পার্থিব চোখে, কভু দেখতে না পায়।[৪৭৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বশরীরে আপন রওযা পাকে জীবিত আছেন। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) আলোচ্য পঙক্তিতে সেই আক্বিদাটি ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে ব্যক্ত করেন মহান আল্লাহ্ তা'আলার নামে শপথ করে। আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদে এরশাদ করেন-

ولو أنّهم إذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرلهم الرسول لوجدوا الله توّابا رحيما

৪৭২. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৪

৪৭৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৯

৪৭৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫৭

৪৭৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

-আর যদি তারা স্বীয় জীবনের উপর অত্যচার করে আপনার নিকট আগমন করত, তারপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত আর রাসূলও তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইতেন, তবে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ্ কে তাওবা কবূলকারী, অত্যন্ত করুণাময় হিসেবে পেত।[৪৭৬] হযরত মাওলা আলী (রা.) বলেন উপরোক্ত আয়াত অবগত হয়ে রাসূলের ইন্তেকালের তিন দিন পর এক গ্রাম্যলোক আমাদের নিকট আসল। সে নিজে রাসূলের পবিত্র কবরের নিকট উপস্থিত হল এবং মাথা হুযুরের কবরের মাটিতে রাখল এবং বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার আত্মার উপর যুলুম করেছি এবং আপনার কাছে এসেছি ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য। তখন কবর থেকে আওজ আসল, তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।[৪৭৭] সুতরাং এতে প্রমানিত হয় যে, নবীজী আপন কবরে জীবিত রয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنّ الله حرّم على الارض ان تاكل اجسادالإنبياء

-নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণের দেহ মুবারক ভক্ষণ করাকে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।[৪৭৮]

হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন- الانبياء احياء فى قبورهم يصلّون -নবীগণ স্ব স্ব কবরে জীবিত এবং তাঁরা নামায আদায় করেন।[৪৭৯]

যেমন মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত মূসা (আ.) কে কবরে নামায রত অবস্থায় দেখেছিলেন। হযরত আনাস ইব্ন মালেক (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আল 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

- مررت على موسى ليلة أسرى بى عند الكثيب الأحمر و هو قائم يصلّى فى قبره

আমি মি'রাজ রাতে লাল উপত্যকায় মূসার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম, তখন তিনি নিজ কবরে দাড়িঁয়ে সালাত (দরূদ) পাঠ করছিলেন।[৪৮০]

ইয়াযীদ বাহিনী মসজিদে নববীতে আযান ও ইক্বামত বন্ধ কররার ঘটনা বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত সাঈদ ইব্ন মূসায়্যিব (রা.) বলেন- لم أزل أسمع الأذان و الإقامة فى قبره رسول الله عليه وسلّم

---

৪৭৬. আল-কুর'আন, ৪ : ৬৪

৪৭৭. আল্লামা ইউসূফ নাবহানী, *শাওয়াহিদুল হক ফি এসতিগাছাতি বিসায়্যিদিল হক*, কাহেরা : আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ, ৪র্থ সং., ২০১৪, পৃ. ১০৮

عن على رضى الله عنه قال : قدم علينا أعرابى بعد ما دفنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بثلاثة ايّام فرمى بنفسه على قبره و حثا على رأسه من ترابه و قال يا رسول الله فقلت فسمعنا قولك ووعيت عن الله ما وعينا عنك و كان فيماأنزل عليك (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم) الاية- و قد ظلمت نفسى و جئتك تستغفر لى فنودى من القبرإنّه قد غفر لك- -

৪৭৮. ইমাম আবু দায়ূদ, *সুনানু আবি দায়ূদ, কাহেরা : আল-মাকতাবাতুত্তাওফিকিয়্যাহ্, তা. বি.,* কিতাবুস সালাত, বাবু ফাদ্বলিল জুম'আ ও লায়লাতিল জুম'আ, খ. ৩-৪, পৃ. ২৬৬, হাদীস নং- ১০৪৩

৪৭৯. জালাল উদ্দীন সূয়ুতী, *খাছায়িছুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫৪৪

৪৮০. ইমাম মুসালিম, *সহিহ্, প্রাগুক্ত*, কিতাবুল ফদ্বায়েল, বাবু মিন ফাদ্বায়িলিল মূসা, দারুল আকিদা, তা. বি. খ. ১৫-১৬, পৃ. ২৮৪৩, হাদীস নং-২৩৭৫

Dhaka University Institutional Repository

أيّام الحرّة حتّى عاد النّاس 'হাররার' ঘটনার সময় ইয়াযিদ বাহিনী ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি লাগাতার রাসূলের কবর থেকে আযান-ইকামতের শব্দ শুনতে পেতাম।[৪৮১]

৫০৯ হিজরী সালে হযরত শায়খ সায়্যিদ আহমদ রেফা'ঈ (রহ.) যখন রাওযা শরীফে সালাম দিয়ে নিম্নোক্ত কাসিদা আবৃত্তি করছিলেন, তখন রাওযা শরীফ হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাত মুবারক বের করে দেন।

فی حالة البعد روحی کنت ارسلها- تقبّل الارض عنّی و هی نائبتی

وهذه نوبة الاشباح قد حضرت- فامدد یمینك کی تحظی بها شفتی

-দূরে অবস্থান কালে আমি আমার রূহকে প্রেরণ করতাম, তা আমার পক্ষ থেকে আমার প্রতিনিধি হয়ে (এ পবিত্র) যমীনে চুম্বন করত। স্বশরীরে উপস্থিত হওয়ার এই সুযোগে (ইয়া রাসূলুল্লাহ) আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন; যাতে আমার দু'ঠোঁটে চুমু দিয়ে (আপনার পরশ) লাভে ধন্য হই।

আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) বলেন-فخرجت الید الشّریفة من القبر الشّریف فقبّلها ।

অর্থাৎ- নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর কবর শরীফ থেকে হাত মোবারক বাড়িয়ে দিলেন, তখন তিনি (আহমদ রিফা'ঈ) চুম্বন করলেন।[৪৮২]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) যখন দ্বিতীয়বার মাদীনা শরীফে উপস্থিত হয়। তখন তিনি রাওজা মুবারকের সামনে দুজানো করে সর্বোচ্চ আদব সহকারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসল্লাম-এর দিদারের আশায় বসে আছেন। প্রথম রাত অতিবাহিত হলো আশা পূরণ হলো না। দ্বিতীয় রাত আসার আগে দীদারে নবীর জন্য ব্যাকুল হয়ে তিনি একটি না'ত রচনা করলেন। যার প্রথম পঙ্‌ক্তি হলো-

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں

تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں

---

৪৮১. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *আল-হাবী লিলফাতাওয়ায়ী*, বৈরুত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ২০১০, খ. ২, পৃ. ২৫১
'কারবালার ঘটনার পর ইয়াযীদ বাহিনী মদিনাবাসীর উপর আক্রমন করে এবং তিন দিনের জন্য মদিনা শরীফে যুদ্ধ হালাল ঘোষণা করে। সেহেতু হত্যা, রাহাজানী, ব্যভিচার, ডাকাতি ও লুটপাটের বাজার গরম ছিল। মসজিদে নববীতে আক্রমণ করা হয়, আযান ও ইকামত বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকি ঘোড়া, খচ্চর ও উট মসজিদে নববীতে বাধা হয়েছিল। রাসূলুল্লাল্লাহ তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা শরীফের অসাম্মানী করা হয়েছিল। হযরত সা'ঈদ ইব্‌নে মুসায়্যিব (রা.) বলেন, মানুষেরা যখন অন্যায় ও যুলুমের শিকার হয়েছিলেন তখন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) অন্ধ ছিলেন। তিনি মদীনা গলিতে চলার পথে ইয়াযীদ বাহিনীরা তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁর দাড়ি পাকড়াও করে মুখে থাপ্পড় লাগাল। লোকেরা নিজ নিজ মান-সম্মান রক্ষার জন্য নিজ নিজ ঘরে লুকিয়ে থাকত। সে সময় আমি সমজিদে নববীতে ছিলাম, বাইরে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। তখন রাসূলের পবিত্র রওযার নিকটে মিম্বারের নিচে আমি লুকিয়ে থাকি। তিন দিন তিন রাত সোখানে ছিলাম। সে সময় প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে প্রিয় নবীর কবর থেকে আযান ইক্বামতের আওয়াজ শুনেছি'। (জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *আল-হাবী লিলফাতাওয়ী*, প্রাগুক্ত, খ. ২; পৃ. ২৬৬; শায়খ ওলী উদ্দীন, মিশকাতুল মাসাবীহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫)।

৪৮২. জালাল উদ্দীন সুয়ূতী, *আল-হাবী লিল-ফাতাওয়ায়ী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৪৮, আল্লামা ইউসূফ নাবহানী, *শাওয়াহিদুল হক ফি এসতিগাছাতি বিসায়্যিদিল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮*

Dhaka University Institutional Repository

(হে ঋতু রাজ বসন্ত!) আমার মুনিবের রাওজা পাকের দিকে দৃষ্টি দাও

তুমি আনন্দিত হও যে, তোমার উপর আসল সময় সমাগত।[৪৮৩]

নিজের প্রতি অভিমান হয়ে এবং নিজেকে হতভাগা সাব্যস্ত করে উক্ত না'তিয়া কালামের শেষ পঙ্ক্তিতে বলেন-

کوی کیوں پوچھے تیری بات رضا

تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں

হে রোযা! কেহ কেন তোমার কথা জিজ্ঞেস করবে,

তোমার মত হাজার কুকুর(নবী প্রেমীক) অলি গলিতে প্রদক্ষিন করছে।[৪৮৪]

উক্ত রাত্রেই তাঁর ভাগ্যের দুয়ার খুলে যায়, জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন।[৪৮৫]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) এ প্রসঙ্গে বলেন-

اس مردہ دل کو مژدہ حیات ابد کا دوں

تاب و توان جان مسیحا کہوں تجھے

মৃত প্রাণে সুসংবাদ, চিরহায়াতে আবাদ,

ঈসার সঞ্জীবনী চৌদিক বলি তোমায়।[৪৮৬]

جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد

ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی

মৃত হৃদয়ধ্বনি, যে করিলো দানিলো সঞ্জীবণী

সেই প্রাণও ত্রাতা পরম আমাদের নবী।[৪৮৭]

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-وما ارسلناك الاّ رحمة للعالمين 'আমি আপনাকে বিশ্ব জগতের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি'।[৪৮৮]

---

৪৮৩. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৭

৪৮৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৭

৪৮৫. মাওলানা গোলাম হাসান ক্বাদেরী, *শরহে কালামে রেযা ফি না'তিল মোস্তাফা (দ.)*, মাটিয়া মহল, দিল্লী : আদবে দুনিয়া, ২০১০, পৃ. ২৮৫; আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৭

৪৮৬. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৭

৪৮৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৬.

৪৮৮. আল-কুর'আন, আম্বিয়া : ১৬৪

আল্লামা আলুসী তাঁর উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

والذى أختاره أنّه صلى الله عليه و سلّم إنّما بعثت رحمة لكل فرد من العالمين ملائكتهم و إنسهم و جنّهم و لا فرق بين المؤمن و الكافر من الانس و الجنّ فى ذالك و الرحمة متفاوة -এবং আমার পছন্দনীয় অভিমত হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বের সকলের জন্য রহমত স্বরূপ। ফিরিশতা, মানব-দানব তথা জড় উদ্ভিদ, প্রানি সকলের জন্য তিনি রহমত স্বরুপ এতে মানব-দানব, মু'মিন কাফিরের কোন পার্থক্য নাই। আর রহমত প্রত্যেকের হকে পৃথক পৃথক।[৪৮৯]

এ ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন তাই তিনি তাঁর জীবদ্দশায় যেমন রহমত তেমনি ওয়াফাতের পরেও রহমত। যদি তিনি ওয়াফাতের পরে রহমত না হন তবে وما ارسلناك الاّ رحمة للعالمين এর অর্থ সঠিক হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাহ্যিক দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হওয়ার পরও তো জগৎ বিদ্যমান এবং তিনি সারা বিশ্বের জন্য রহমত হওয়ার অর্থ হলো তিনি প্রত্যেকের জন্য রহমত স্বরুপ।

তাই শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস (রহ.) বলেন-

إنّ له خاصيّة من تقويم روحه بصورة جسده عليه الصلاة و السلام و أنّه الذى اشار اليه صلّى الله عليه وسلم بقوله انّ الانبياء لا يموتون و انّهم يصلون و يحجّون فى قبورهم و انّهم احياء الى غير ذالك و لم اسلم عليه قطّ إلاّ و قدانبسط الى و انشرح و تبدى و ظهر و ذالك لانّة رحمة للعالمين

অর্থাৎ- অতঃপর আমি অবগত হলাম যে, তাঁর রূহকে তাঁর শরীরে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি তা এভাবে ব্যক্ত করেছেন, নবীগণ মৃত্যুবরণ করে না, বরং তাঁরা জীবিত। আমি তাঁর প্রতি যখনই সালাম প্রেরণ করি তিনি আমার প্রতি খুশি হন এবং তা প্রকাশ করেন। কেননা তিনি সারা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ।[৪৯০] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্বে ফয়েজ বা করুনার বারি বর্ষণ পৌঁছানো তা জীবন ব্যতীত কখনো সম্ভব না। এটা তাঁর ওয়াফাত পরবর্তী জীবনের উপর অকাট্য দলীল।

আ'লা হযরত ইমামে ইশ্‌ক ও মুহাব্বত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) তাঁর অনন্য কাব্য গ্রন্থে আকর্ষনীয় ছন্দে বলেন -

ہے انہیں کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار
وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہوں عالم نہیں

---

৪৮৯. মাহমুদ আলুসী বাগদাদী, *তাফসীরু রুহুল মা'আনী*, কাহেরা ; আল-মাকতাবাতুল তাওফিকিয়্যাহ, তা. বি. , খ. ৯, পৃ. ৫৩৯

৪৯০. শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী, *ফুয়ূযুল হারামাইন*, করাচী : কুর'আন মহল মৌলভী মুসাফির খানা, তা. বি. ৮৪-৮৫

তাঁরই শুভাগমনে সারা বিশ্বের বাগান পল্লবিত

তিনি ছিলেন না তো পৃথিবী ছিলনা, যার অস্তিত্বে পৃথিবী বিদ্যমান।[৪৯১]

সার কথায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন উভয় জগতের প্রাণ। আর জগতের অস্তিত্বের জন্য প্রাণের উপস্থিতি অপরিহার্য। আ'লা হযরত বলেন-

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

তিনি হলেন পৃথিবীর প্রাণ, প্রাণ আছে বলেই তো পৃথিবী আছে।[৪৯২]

৪.৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামার মি'রাজ প্রসঙ্গ

وہی لا مکاں کے مکیں ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے

وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکاں وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں

লা-মকানেতে তাঁরই বিচরণ, হল আরশ তাঁরই সিংহাসন,

তিনি সেই নবী যাঁর এই যে শান, খোদা জায়গাতে নাহি পাওয়া যায়।[৪৯৩]

ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) উক্ত পঙ্ক্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শ্রেষ্ঠ মু'জিযা মি'রাজ[৪৯৪]-এর বর্ণনা দিয়েছেন। মি'রাজের মাধ্যমে তিনি মহান আল্লাহ্‌র সাথে লা-মকানেতে সাক্ষাৎ করেছেন এবং স্বচক্ষে আল্লাহ্‌র দিদার লাভ করেছেন। এ মহা মহিমাময় মর্যাদা একমাত্র তিনিই লাভ করেছিলেন। অন্য কোন নবী-রাসূল এ মর্যাদার অধিকারী হতে পারেননি। মি'রাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নবুয়্যাতী জীবনের এক বিশিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ও বিস্ময়কর ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বয়স একান্ন (৫১) বছর পাচঁ (৫) মাস পনেরো (১৫) দিন, তখন রজব মাসের সাতাশ (২৭) তারিখ এ মহান মু'জিযা সংঘটিত হয়েছিল।[৪৯৫]

আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে কুর'আন মাজীদে বলেন-

سبحان الّذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الّذى باركنا حوله لنريه من أياتنا إنّه هو السّميع البصير-

---

৪৯১. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭১

৪৯২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২০

৪৯৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৩

৪৯৪. মি'রাজ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সোপান, সিড়ি, উর্ধ্বগমন, বাহন, আরোহণ প্রভৃতি। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় নবুয়্যাতের ১১বৎসর ৫মাস ১৫দিনের মাথায় রজব মাসের ২৭তারিখ দিবগত রাত্রিকালে আল্লাহ রাব্বুল আলমীন কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হিস সালাম 'বোরাক' নামাক বিদ্যুৎ গতির চেয়ে দ্রুতগামী স্বর্গীয় বাহনে চড়ে কা'বাগৃহ থেকে বায়তুর মুকাদ্দাসে উপনীত হয়ে সেখান থেকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাজির হয়ে তাঁর সাথে দীদার লাভ ও বাক্যালাপ করার নিমিত্তে ফেরেশতা হযরত জিবরাইল (আ.)-এর সাহায্যে যে নভোভ্রমণ করেছিলেন একে 'মি'রাজ' বলা হয়। পবিত্র কুর'আনে মাজীদে এটিকে 'আল-ইসরা' বা 'রাত্রীকালীন ভ্রমণ' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

৪৯৫. অধ্যক্ষ হাফিয এম. জলিল, *নূর নবী*, ঢাকা : সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র, ২য় সং., ১৯৯৯, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ পবিত্রতা তাঁরই জন্য, যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার আশে-পাশে আমি বরকত রেখেছি, যাতে আমি তাঁকে আপন মহান নিদর্শন সমূহ দেখাই নিশ্চয় তিনি শুনেন, দেখেন।[৪৯৬] আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) তাঁর কাব্যে মি'রাজের ঘটনার প্রকৃতি, চিত্র ও স্বরুপ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। তিনি এ বিষয়ে একটি পৃথক কাসিদা রচনা করেন যা 'কাসিদায়ে মি'রাজিয়্যা' নামে অভিহিত। উক্ত কাসিদায় সাতছট্টি (৬৭) টি পঙ্ক্তি রয়েছে।

রজব মাসের সাতাশ (২৭) তারিখ সোমবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুধ বোন আবু তালেবের কন্যা উম্মেহানী (রা.)-এর গৃহে অবস্থান করছিলেন। গৃহটি ছিল হেরেম শরীফের ভিতরে। জিবরাইল (আ.) গৃহের ছাদ দিয়ে প্রবেশ করে নূরের পাখা দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কদম মোবারকে তালুতে স্পর্ষ করতেই নবীজির তন্দ্রা ছুটে যায়। এমতাস্থায় জিবরাইল (আ.) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে দাওয়াত জানালেন। নূর নবীকে জমজমের কাছে নিয়ে গেলেন। সিনা মুবারক বিদীর্ণ করে পানি দিয়ে ধৌত করে নূর এবং হেকমত দিয়ে পরিপূর্ণ করলেন। এটি যেন মহাশূন্যে ভ্রমণের প্রস্তুতি পর্ব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম বোরাকের উপর আরোহন করলেন। হযরত জিবরাইল (আ.) সামনে, হযরত মিকাইল (আ.) পিছনে এবং হযরত ইসরাফিল (আ.) গদি ধরে অগ্রসর হলেন। পিছনে সত্তর হাজার ফেরেস্তার একটি দল ও অনুসরণ রত আছে। এ যেন দুল্‌হার সাথে বরযাত্রী। প্রকৃতপক্ষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন আরশের মহান অতিথী। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান এ প্রসঙ্গে বলেন,

خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاوں کیوں کر تجھے وہ عالم

جب ان کو جھر مٹ میں لے کے قدسی جناں کا دولھا بنارہے تھے

১. দুঃখের ভুবন দেখাবো কী করে? ধৈর্য দাও খোদা আমার অন্তরে,

পবিত্র ফেরেশতারা যখন দলে দলে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিলেন দুলা বানিয়ে।

غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس رہ گزر کوپائیں

ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پرجہان بچھے تھے

২. ধুলার মতো নিজেকে বিলীন করে যাবো কোথায়, তাঁকে আমরা পাবো কোথায়

আমাদের অন্তর, হুরদের আঁখি, ফেরেশতাদের পাখা বিছানো ছিল যেথায়।[৪৯৭]

জিবরাইল (আ.) বায়তুল মুকাদ্দাছ মসজিদের সামনে বোরাক কে থামালেন। "ছাখরা নামক" পাথরে বোরাককে দড়ি দিয়ে বাঁধলেন এবং আযান দিলেন। পূর্ব হতে সেখানে সকল নবী-রাসূল উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সত্তর (৭০) হাজার ফেরেস্তাদের সমভিবহারে দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন। এতে প্রমাণিত হলো- নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইমামুল মুরসালীন ও নবীউল আম্বিয়া (আ.)। তিনি প্রথম ও শেষ নবী। এ প্রসঙ্গে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর ভাষ্য হলো-

---

৪৯৬. আল-কুর'আন, : ১

৪৯৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

نماز اقصی میں تھا یہی سر عیاں ہوں معنی اوّل آخر

کہ دست بست ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے

মসজিদে আকসায় চাক্ষুস প্রামানিত তিনি যে, প্রথম ও শেষ,

যার পিছনে সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত যিনি বাদশাহিয়্যাত যার।[৪৯৮]

অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাছ হতে উর্ধ্বাকাশের যাত্রা শুরু করলেন। প্রথম আসমান থেকে সপ্তম আসমান পাড়ি দিয়ে সিদরাতুল মোন্তাহায় পৌছলেন। সেখানে জিবরাইল (আ.) বিদায় নিলেন এবং বললেন- فقال له:لا أقدر و لو خطوت خطوة لاحرقت - অর্থাৎ আমি সামনে অগ্রসর হতে পারব না, যদি আর এক কদম সিদরাতুল মোন্তাহা থেকে সামনে অগ্রসর হই তাহলে আল্লাহ্‌র নূরের তাজাল্লীতে জ্বলে পুড়ে যাব।[৪৯৯] ছয়শত নূরের পাকার অধিকারী সবচেয়ে শক্তিবান ফেরেশতা জিবরাইলের আর ক্ষমতা নেই, সিমানা সেখানেই শেষ। ইমাম আহমদ রেযা খান বলেন,

تھکے تھے روح الامیں کے بازوچھاوہ دامن کہاں وہ پہلو

رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے دلو لے تھے

রুহুল আমীন তো থেমে গেলেন, তার সেই পাখা ও বাহুশক্তি কোথায়?

শক্তি গেল কোথায়, হিম্মত গেল কোথায়, শুধু হতাশাই হাতাশা সেথায়।[৫০০]

সেখান থেকে 'রফরফ' নামক এক কুদরতী বাহনে চড়ে ছত্রিশ (৩৬) হাজার বছরের রাস্তা অতিক্রম করে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরশের মাকামে পৌছলেন। সেখান থেকে সত্তর (৭০) হাজার নূরের পর্দা ভেদ করে লা-মাকানের দিকে অজানার পথে রওয়ানা হলেন। তিনি সব কিছু অতিক্রম করে আল্লাহ্‌র এত নিকটবর্তী হলেন যে, তীরের দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল মাত্র। আল্লাহ্‌ তা'আলা কুর'আন মাজীদে বলেন- فكان قاب قوسين اوادنى অর্থাৎ অতঃপর ওই জ্যোতি ও এ মাহবূবের মধ্যে দু'ধনুকের ব্যবধান রইলো; বরং তদপেক্ষাও কম। [৫০১] নূর আর নূরের অতিযশ্যে তিনি একাকার হয়ে গেলেন। মহান আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিস্ময় ও আনন্দে, সন্তুষ্টি ও নৈকট্যে অভিভূত হয়ে গেলেন এবং পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ মকামে উপনীত হলেন। এ সম্পর্কে আলোকপাত করে হাসসানুল হিন্দ আ'লা হযরত তাঁর কাব্যে বলেন-

جھکا تھا مجرے کو عرش اعلی گرے تھے سجدے میں بزم بالا

یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے

'আরশ আ'লা ঝুঁকে গিয়েছিল, সব উঁচু জিনিস সেজদাবনত হয়েছিল

সব চক্ষু পায়ের সাথে মিলে যাচ্ছিল, দলে দলে সবাই কুরবান হচ্ছিল।

---

৪৯৮. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬৮

৪৯৯. আবদুল ওহাব শা'রানী, *আল-ইয়াওয়াক্বিত ওয়াল জাওয়াহির ফি বয়ানে আক্বায়িদিল আকাবির*, লেবানন : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ৩য় সং., ২০১২, খ. ২, পৃ. ২৭৫

৫০০. ইমাম আহমদ রেযা, খ. ১, পৃ. ১৬১

৫০১. আল-কুর'আন, ৫৩ : ০৮

بڑھ اے محمّد قریں ہو احمد قریب آ سرور ممجّد

نثار جاوں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سماں تھا یہ کیا مزے تھے

'এগিয়ে এসো মুহাম্মদ, সরদারে মুমাজ্জাদ, কাছে এসো আহমাদ

এই সে কী আওয়াজ, তখন কী যে অন্য ভুবন, কী যে তখন স্বাদ।

سراغ ایں ومتی کہاں تھا نشان کیف والی کہاں تھا

نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے

কখন, কোথায়, কীভাবে, কোন দিকে, কিছু জানা ছিল না তখন

নেই রাহবার, নেই সঙ্গী, নেই মনজিল, নেই স্তর তখন।[৫০২]

৪.৯. নবী পরিবার ও খোলাফায়ে রাশেদীন-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা

মহা মানাব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বংশধর, সহধর্মনী, খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহবিগণের প্রতি আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রাখতেন। তাদের প্রশংসায় চয়ন করেছেন কাসিদা ও না'ত। আ'লা হযরত তাঁর বিশ্বনন্দিত গীতি কাব্য কাসিদায়-এ সালামীতে বলেন-

اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے

ان سب اہل مکانت پہ لا کھوں سلام

আরও যতেক শাহ্‌জাদা সে জাহাঁপনার হওয়া মক্বাম,

খান্দানে সে মর্তবা যাঁর, তাঁদের সবে লাখ্ সালাম।[৫০৩]

ان کی بالا شرافت پہ اعلی درود

ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام

শাহী তাঁদের মর্যাদাতে উচ্চ তা'রীফ এ দিলাম,

মুনীবেরই তখত যাঁদের, তাঁদের সবে লাখ্ সালাম।[৫০৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আল আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পরিবারের কয়েকজন সদস্যদের এবং ইসলামের চার খলিফার প্রশংসা মূলক পঙক্তিগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

---

৫০২. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬২

৫০৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫১

৫০৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫১

(ক) হযরত ফাতিমা (রহ.)-এর প্রতি এজহারে আক্বিদত

اس بتول جگر پارہ مصطفے

حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام

হৃদয় চেরা ধন নবীজির বতুল তাঁর আরেক নাম

পবিত্রতায় হওয়া সে সাজায় সেই ভূষণে লাখ্ সালাম।[৫০৫]

جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے

اس ردائے نزاہت پہ لا کھوں سلام

চাঁদ সুরুজের পক্ষেও যাঁর আঁচল দেখা দায় হারাম,

এমনি হেজাব সেই চাদরের পবিত্রতায় লাখ্ সালাম।[৫০৬]

سیّدہ زاہرہ طیّبہ طاہرہ

جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام

রমনী রাণী, সৈয়দ নন্দিনী, পুষ্প সঞ্জীবনী, শুচির আভরণী

নবীর অন্তরে অভ্যন্তরে প্রশান্তির তরে লক্ষ সালাম।[৫০৭]

(খ) হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.)-এর প্রতি গভীর ভালাবাসা

حسن مجتبی سیّد الاسخیاء

راکب دوش عزّت پہ لا کھوں سلام

মুজতাবা হাসান পেয়েছেন যে সম্মান

দাতাকুল সম্রাট হতে অবিরাম,

অনুপম স্কন্ধে আরোহীর আনন্দে

জানাই লক্ষ সালাম।[৫০৮]

اس شہید بلا شاہ گل گوں قبا

بیکس دشت غربت پہ لا کھوں سلام

---

৫০৫. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৭

৫০৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৭

৫০৭. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৭

৫০৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

কারবালা প্রান্তরে পাশবিক অত্যাচারে পিষ্ট মনুষ্যত্ব আইন,
রাজ শাহাদাত আসনে রক্তিম ভূষণে সেথা দীপ্ত হুসাইন,
সেই সহায় শুণ্য মুসাফির জন্য লক্ষ সালাম।[৫০৯]

(গ) হযরত মাওলা আলী (রা.)-এর প্রশংসা

مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین
ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام
শেরে খোদা মুরতাযা তায় বীর বাহুরা দেয় প্রণাম,
করাব সুধা তোমার হাতে সাকী তোমায় লাখ্ সালাম।
اصل نسل صفا وجہ وصل خدا
باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام
পাক সে ধারার উৎস, খোদার মিলনসেতু যাঁর সে নাম,
আল্লাহ্ওয়ালার মর্যাদাতে তোরণ তোমায় লাখ্ সালাম।
اولین دافع اہل رفض و خروج
چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام
রাফেযী কি খারেজীদের বিরুদ্ধে যাঁর ক্ষোভ আগাম,
এ উম্মতের চতুর্থ যে ভিত্তি তোমায় লাখ্ সালাম।
شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن
پر تو دست قدرت پہ لاکھوں سلام
নাঙ্গা অসির বীর বিজয়ী খায়বরে যে সফলকাম,
খোদার তাকৃৎ ঝল্সে যেথা যুলফিকারে লাখ্ সালাম।[৫১০]

৫০৯. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮
৫১০. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) হযরত উসমান গনী (রা.)-এর প্রশংসা

درّ منثور قرآں کی سلک بہی
زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام

কুর'আনের ঐ মুক্তো ছড়ায় বাঁধলে মালা অঢেল দাম,
পবিত্র দুই নূরের পতি জানাই তোমায় লাখ্ সালাম।[৫১১]

یعنی عثمان صاحب قمیص ہدی
حلّہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام

অর্থাৎ তিনি ওরসমান গনী হিদায়তের ভূষণে যিনি পূণ্যকাম
শাহাদতের জামা আচ্ছাদনের মালিক তরে লক্ষ সালাম।[৫১২]

(ঙ) হযরত ওমর ফারুক আ'যম (রা.)-এর প্রশংসা

فاروق حق و باطل امام الہدی
تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام

হক-বাতিলের ফারাক যিনি সত্যপথে হক ইমাম
কঠোরতার ঝল্সে উঠা তরবারীকে লাখ্ সালাম।[৫১৩]

ترجمان نبی میزبان نبی
جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام

ব্যাখ্যা যেন তাঁর যবানে নবীর মুখে যেই কালাম,
ইনসাফেরই মূর্তপ্রতীক, তাঁর সে রায়ে লাখ্ সালাম।[৫১৪]

فاروق حق و باطل امام الہدی
تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام

যিনি সত্য ও ভ্রষ্ট, স্পষ্ট বিভেদকারী কান্ডারী
কঠোরতায় উম্মুক্ত তরবারী তার তরে প্রাণভরী লক্ষ সালাম।[৫১৫]

---

[৫১১]. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫০
[৫১২]. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫০
[৫১৩]. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫০
[৫১৪]. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

(চ) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর প্রশংসা

سایہ مصطفی مایہ اصطفی

عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام

মুস্তাফার ছায়া সঙ্গী, নিষ্কলুষ নবীর গর্বভঙ্গী

খিলাফতের সম্মান ও গৌরব অম্লান তরে লক্ষ সালাম।

یعنی اس افضل الحق بعد الرسل

ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام

নবীর পরে সৃষ্টিতে যাঁর সবার উপর উঠবে নাম,

একক দোসর হিজরতে সেই সাওর গুহাতে লাখ্ সালাম।

اصدق الصادقین سید المتقین

چشم وگوش وزارت پہ لاکھوں سلام

সত্য ভাষীর গর্ব তিনি মুত্তাকীদেও সেই ইমাম,

চক্ষুকানের মতোই নবীর সেই উযীর লাখ্ সালাম।[৫১৬]

نہ چھوڑا بعد فنا بھی نبی کے قدموں کو

اٹھیں گے دست بدست جناب روز شمار

ছাড়েননি নবীজির কদম মৃত্যুর পরেও

উঠবে (হাশরের দিন) হাতে হাত ধরে।

(ছ) উম্মুল মু'মীনিন হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রশংসা

بنت صدیق آرام جان نبی

اس حریم برآت پہ لاکھوں سلام

সিদ্দীকেরই কন্যা যিনি নবীর প্রাণে সেই আরাম,

নির্মলতার প্রতীক নবীর পত্নী তোমায় লাখ্ সালাম।[৫১৭]

---

৫১৫. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৯

৫১৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৯

৫১৭. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮

یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ

ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام

সূরায়ে নূর সাক্ষী যেথা তোমার শানে পাক কালাম,

নূরের সত্তা পাক মুরতি সেই চরণে লাখ্ সালাম।[৫১৮]

کوئی خاتون تیری طرح کہاں سے لائے

باپ صدیق سا اور ختم رسل سا شوہر

কোন সে কন্যা পূণ্যত্তমা আসবে তব সম,

যাঁর পিতা সিদ্দীক লক্ববে ভূষিত স্বামী যাঁর শায়খরাসূল।

(জ) হযরত খাদিজাতুল কুবরা এবং অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীন (রা.)-এর প্রশংসা

سیما پہلی ماں کہف امن و اماں

حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام

প্রথম মা আশ্রয় পরমা নবী সঙ্গিনী উত্তমা

সাহচার্যের দাবী যথার্থের আদায় পূর্ণতমা

তাঁর তরে সন্তান মত স্বরে লক্ষ সালাম।[৫১৯]

اہل اسلام کی مادران شفیق

بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام

মুসলিম জন্য মমতা পূর্ণ জননীগণ যারা পূণ্য ধন্য

বিশ্বমাতা সবে তরে সন্তান মত স্বরে লক্ষ সালাম।[৫২০]

৪.১০. বড় পীর হযরত আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রা.)-এর প্রশংসা

তিনি ৪৭০হি./১০৭৮খ্রি. সনে পারস্যের (ইরান) কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিনে পর্বত ঘেরা বেলাভূমি গিলানস্থ (আরবী উচ্চারণে জিলান) নীফ বা নয়ফ নামক স্থানে জন্মগ্রহন করেন।[৫২১] বাগদাদ ও ওয়াসিতের মধ্যস্থিত জীল্ গ্রামই তাঁর জম্মভূমি। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য বিশেষভাবে প্রতিদানযোগ্য:

---

৫১৮. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮

৫১৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮

৫২০. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮

৫২১. ড. আবুল ওয়াফা আল গানীমা আল তাফতাযানী, *মাদ্খাল ইলা আত্তাসাউফ আল ইসলাম* ,কায়রো : দারুল ছিক্বাফাহ্- ১৯৮৯, পৃ. ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

و اعلامی علی رأس الجبال * انا الجیلی محی الدّین اسمی

আমি জ্বীল্‌-এর অধিবাসী মুহিউদ্দীন আমার নাম, আর পাহাড়ের শীর্ষে (স্থাপিত) আমার নিশান।[৫২২]

তাঁর পিতার নাম আবু সালিহ (মুসা) সালিহ জঙ্গী দোস্ত এবং মাতার নাম উম্মুল খায়ের ফাতিমা (রা.)। তিনি পিতার দিকে থেকে হযরত ইমাম হাসান (রা.)-এর বংশধর এবং মাতার দিক থেকে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর বংশধর। সুতরাং তিনি হাসানী ও হুসাইনী দুই আভিজাত্যের পবিত্র ধারার মোহনা হয়ে এ ধরাধমে শুভাগমন করেন। আ'লা হযরত তাঁর কাব্যে গাউসে পাকের উচ্চ বংশীয় মর্যাদা তুলে ধরে বলেন-

تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو

اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا

তুমি হোসাইনী, হাসানী, দ্বীনের পরানে পানি,

হে খিদ্বর দু কুল ধারা, মোহনায় উৎস তোমার।[৫২৩]

نبوی مینھ علوی فصل بتولی گلشن

حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا

নববী বর্ষার ছটা কো রে খোদার যাহরার বেটা,

হাসানী ফুল ও হোসাইনেরই খোশবু অপার।[৫২৪]

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রা.) ছিলেন মাতৃগর্ভজাত কামিল ওলি; মাতৃগর্ভে তাঁর অলিত্ব প্রকাশ হতে থাকে। তাই জম্মলগ্ন হতে ধর্মকর্ম পালনে অব্যস্ত ছিলেন। তাঁর শুভ জন্ম পহেলা রমাযান। সেই জন্মদিন হতে পুরো রমযান মাসে দিনের বেলায় মায়ের দুধ পান করতেন না, অথচ ইফতারের সময় হলেই তিনি মায়ের দুধ পান করতেন।[৫২৫] শৈশবকাল থেকে শুরু হয়েছে তাঁর তাকওয়ার জীবন। ৪৮৮হিজরী সনে মায়ের অনুমতিক্রমে তৎকালের শিক্ষা-দীক্ষার প্রাণকেন্দ্র বাগদাদে গমন করেন এবং নিযামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন।[৫২৬] মাত্র আট বছরে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করেন।[৫২৭] শাস্ত্রীয় বিদ্যায় শিক্ষানিবাশ কালে তিনি আধ্যাত্মিক সোপান অতিক্রম করতে সক্ষম হন এবং কুতুবের দরজায় উন্নীত হন।[৫২৮] এক পর্যায়ে তিনি ইসলামের সঠিক রূপরেখা স্থাপন করে ফিক্‌হ ও তাসাউফের সম্মিলন

---

৫২২. শাজরা শরীফ (উর্দু), *সিলসিলা-ই ক্বাদিরীয়া আলীয়া*, চট্রগ্রাম : আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া- ১৯৯৬ইং, ৯ম সং.,পৃ.৫০

৫২৩. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫

৫২৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬

৫২৫. ড. ফকীর আবদুর রশীদ, *সূফীদর্শন*, ঢাকা : প্রোগ্রেসিভ বুক বর্ণার-২০০০খ্রি., পৃ. ৫৯

৫২৬. শায়খ আবদুল হক মুাদ্দিস দেহলভী, *আখবারুল আল- আখইয়ার*, দিল্লী : আদবী দুনিয়া- ১৯৯৪খ্রি., পৃ. ৩৩

৫২৭. অধ্যক্ষ হাফিয এম. এ জালিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৫২৮. এ ক্ষেত্রে গাউসে পাকের নিজের বাণী প্রণিধান যোগ্য- درست العلم حتی صرت قطبا- و نلت السعد من مولی الموالی 'আমি জ্ঞানার্জন করতে করতে কুতুব হয়ে গেলাম, আমি আমার পূভুর দয়ায় এ মহা সৌভাগ্য লাভ করেছি। (শাজরা শরীফ লিলসিলা-ই আলীয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭)

Dhaka University Institutional Repository

ঘটান, তরীক্বতে শরী'আত চর্চাকে অপরিহার্য করেন এবং কুর'আন ও সুন্নার আলোকে সকল ত্বরীকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ত্বরীকা উদ্ভাবন করেন।[৫২৯] "সকল তরীক্বতের শিরোমনি", "গাউসে আ'যম" ও "মুহিউদ্দীন" ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হন।[৫৩০] এ প্রসঙ্গের দিকে ইঙ্গিত করে আ'লা হযরত ইমাম আমদ রেযা খান (রা.) তাঁর কাব্যে বলেন-

غوث اعظم امام التقے و النقے

جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام

গাউস উত্তম পূণ্য পরম মনের বর্তিকা

কুদরতের শান প্রকাশ উদ্যান তরে লক্ষ সালাম।[৫৩১]

تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا

تو ہے وہ غوث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا

তুমি সেই গাউস হে, যার দিওয়ানগাউস সকল,

তুমি সেই তৃষ্ণাহারা যার তৃষ্ণাব্যাকুল খোদ মেহের দল।[৫৩২]

قطب و ابدال و ارشاد و رشد الرشاد

محیی دین و ملت پہ لاکھوں سلام

কুতুব ও আবদাল, সৎ পথের দিকপাল

দ্বীন গগনে নব প্রাণদানে তাঁর চরণে লক্ষ সালাম।[৫৩৩]

---

৫২৯. দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *আমাদের সূফিয়ায়ে কিরাম*, ঢাকা : ই ফা বা, পৃ. ৩৬৫

৫৩০. গাউস শব্দের অর্থ দান। প্রচলিত অর্থে গাউস মানে ত্রানকর্তা, সাহায্যকারী, উদ্ধারকারী ইত্যাদি। মুসলামানদের হতে অধিকারী এমন এক ঐশ্বরিক শক্তির স্তর, যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই সদা-সর্বদা আল্লাহ্‌র স্মরণে নিমগ্ন থাকে; যুগে যুগে শরী'আত তরীক্বতের মৌলিক আদর্শ হতে বিচ্যুত মানব জাতিকে হিদায়তের পথে পরিচালিত করার জন্য ত্রানকর্তার ভূমিকায় যাঁরা বিশ্বে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের উপর যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই গাউসুল আযম। এটা আধ্যত্মিক তথা অদৃশ্য জগত হতে সৃষ্টি জগত পরিচালনার্থে নির্ধারিত সর্বশ্রেষ্ঠ পদবী। যেমনটি বাহ্যিক প্রশাসন পরিচালনার জন্য রাষ্ট্র প্রধানের পদবী হয়ে থাকে। এ পদে অলিকুল সম্রাট শায়খ আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রা.) সমাসীন। মূলত এ উপাধি তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অনুগ্রহে লাভ করেন। অধিকন্ত সমস্ত নাম আসমান হতে নাযিল হয়; আল্লাহ্ যাঁকে মুহাব্বত করেন, তাঁর ঐ নাম জিবরাইলের মাধ্যমে আসমান-যমীনে প্রচার করিয়ে দেন। ফলশ্রুতিতে ঐ নাম সবার কাছে সমাদৃত হয়ে থাকে। এ কারণে হযরত আবদুল ক্বাদির জিলানী (রা.) ও তাঁর এ নামটি যুগ যুগ ধরে পূর্বাপর সকল শ্রেনীর আলিম-আউলিয়া কর্তৃক সমাদৃত ও স্বীকৃত। (মুফতি ক্বাজী আবদুল ওয়াজেদ, শানে গাউসুল আযম, চট্টগ্রাম : গাউসিয়া প্রকাশনী,২০০৩,পৃ. ২৯)।

৫৩১. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৬১

৫৩২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯

৫৩৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচশত এগার (৫১১)হিজরীতে কোন এক শুক্রবার হযরত আবদুল ক্বদির জিলানী (রহ.) নগ্নপদে বাগদাদ শহরের দিকে আসছিলেন। এমন সময় পথিপার্শ্বে একজন জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে তিনি শায়িত অবস্থায় দেখতে পান। উক্ত বৃদ্ধ সালাম দিয়ে হযরত গাউসে পাককে বললো- 'আমাকে ধরে তুলুন- আমি শক্তিহীন'। হযরত বড়পীর সাহেব তাকে তুলে বসালেন। তখন উক্ত জরাগ্রস্থ বৃদ্ধ ধীরে ধীরে জরামুক্ত হতে লাগল এবং বললো- "আমি ইসলাম ধর্ম, লোকের কুসংস্কারে আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। আপনার সাহায্যে আমি নব জীবন লাভ করলাম"। এ ঘটনার পর হযরত গাউসে পাক বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করে কোন এক জামে মসজিদে জুমার নাযার পড়ার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতেই লোকেরা তাঁকে "محیی دین" নামে সম্বোধন করতে লাগল।[৫৩৪] মহিউদ্দীন বা দ্বীনের নব জীবন দানকারী। তাঁর সংস্কারমূলক কাজই এ প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিগত শতকগুলোতে ইলামের নামে খারেজী, শিয়া, মো'তাজিলা, শিয়া ও কারামাতিয়া সম্প্রদায়গুলো ইসলামে যে সব বাতিল আক্বিদা সৃষ্টি করেছিল- গাউসে পাক (রহ.) সে সব বাতিল আক্বিদা খণ্ডন করে শ্বাশ্বত সুন্নী আক্বিদা পূনঃপ্রতিষ্টিত করেন। এ জন্য তিনি ষষ্ট শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বা ধর্মীয় সংস্কারক।[৫৩৫] যেমন আ'লা হযরত গাউসে পাকের উক্ত উপাধিকে সম্বোধন করে সাহায্য প্রার্থনায় এক পর্যায়ে বলেন

دوہائی یا محی الدین دوہائی
بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث

হে গাউসুল আ'যম! দোহাই আপনার, সাহায্য করুন মহিউদ্দীন
ইসলামের উপর বিবিধ বালা মুসীবত অবতীর্ণ হচ্ছে।[৫৩৬]

হযরত আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রহ.) ছিলেন "ক্বাদিরীয়া তরীক্বার"[৫৩৭] প্রবর্তক। সমগ্র বিশ্বে তাঁর আধ্যাত্মিকতার সুনাম ও তাঁর প্রবর্তিত তরীক্বার ব্যাপক প্রচার হতে থাকে। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) হযরত আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রহ.)-এর প্রশংসা করে বলেন-

واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلی تیرا

কতই উচ্চ সে মর্তবা ওহে গাউস তোমার,
উঁচুদের উঁচু ঝুঁকে নেয় সে চরণভার।[৫৩৮]

---

৫৩৪. অধ্যক্ষ হাফিয এম. এ. জলিল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৫৩৫. মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার, *গাউসুল আ'জম জিলানী(রহ.)'র সংস্কার ও ত্বরীকা*, চট্টগ্রাম : মুহাম্মদ ফজলুল করিম তালুকদার-২০০২খ্রি., পৃ. ৮৬

৫৩৬. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৫

৫৩৭. হযরত শায়খ সায়্যিদ আবদু ক্বাদির জিলানী(রহ.) হলেন ক্বাদিরীয়া তরিক্বার প্রতিষ্ঠাতা ও ইমাম। তাঁর নামের সাথে সম্পৃক্ত করে এ তরীক্বার নামকরণ করা হয় "ক্বদিরীয়া"। অন্যান্য তরীক্বার পূর্ণতা যেখানে শেষ; সেখান হতে এ তরীকৃতের সূচনা। এ জন্য অন্যান্য তরীক্বার মাঝে এ তরীক্বার অবস্থান পরিদৃষ্ট হয়। এ তরীক্বা মুলত রাসূল রাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আদর্শের স্বচ্ছ ও স্পষ্ট প্রতিবিম্ব, প্রকৃত ইসলামের অনুশীলন। (ড. গোলাম ইয়াহইয়া আনজুম, *তারিখ-ই মাসায়িখ-ই ক্বাদিরীয়া*, দিল্লী : কুতুবখানা আমজাদিয়া-২০০৩খ্রি., খ. ১, পৃ. ৫৯)।

৫৩৮. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) বলেন- 'হে গাউসে আ'যম! বাহ্ আপনার মর্তবা কী চমৎকার কতইনা উঁচু, বড় বড় উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন আউলিয়া কেরামের শির বাগর্দানসমূহের চেয়েও আপনার কদম মুবারক অনেক উঁচু। সকল ওলী আপনার কদমকে তাঁদের ঘাড়ের ওপর বরণ করে নিয়েছেন। সকল ওলীর মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ ও মহামহিমাময় ওলী'। শাহেন শাহে বাগদাদ গাউসে পাক সায়্যিদুনা হযরত আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রহ.) পাঁচশত উনষাট (৫৫৯) হিজরীতে অর্থাৎ ইন্তিকালের তিন বছর পূর্বে এর রাত্রে বাগদাদ শরীফে ওজ ও নসিহত করছিলেন। বক্তৃতায় এক পর্যায়ে প্রভূ প্রেমে উত্তেজিত হয়ে হঠাৎ ঘোষণা দিয়েছিলেন, "قدمی هذه علی رقبة کلّ ولی الله" অর্থাৎ আমার এ চরণ প্রত্যেক ওলির গর্দানোপরি। গাউসিয়্যতে কুবরার মসনদে অভিষেক হওয়ার পর খোদায়ী ব্যবস্থায় এ ঘোষণা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে কেউ কেউ নফসানিয়্যাত'র প্ররোচনায় বিরূপ মন্তব্য করলেও বিশ্বের প্রায় সকল ওলীউল্লাহ এ ঘোষণাকে সাদরে বরণ করে নিয়ে ছিলেন। অখণ্ড ভারতের আধ্যাত্মিক সম্রাট চিশতীয়া তরীক্বার প্রবর্তক খাজা মোহাম্মদ মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী সানজারী (রা.) আবেগাপ্লুত হয়ে বিনয়ী কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন, قدمی علی عینیّ ورأسی (অর্থাৎ-বরং হে গাউসুল আযম! আপনার দু'চরণ আমার চোখে রাখলাম এবং মাথায় রাখলাম)।[৫৩৯] আ'লা হযরত সে মহামহিমাময় মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে তাঁর অনন্য গীতি কাব্য কাসিদায়-এ সালামীতে উল্লেখ করেন-

جس کی منبر ہوئی گردان اولیا
اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام

যার পূত চিহ্ন চরণ, করে আউলিয়া গর্দান বহন,
সেই চরণের অলৌকিকশ্রেষ্ঠ প্রদর্শনের তরে লক্ষ সালাম।[৫৪০]

جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہونگے
سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا

যে ওলী আগে ছিলেন, বা পরে হলেন কিংবা হবেন,
হৃদয়ে ভক্তি রাখেন, হে মুনিব তাঁরা সকল।[৫৪১]

এভাবে বিশ্বময় তাঁর নাম প্রসিদ্বি লাভ করার সাথে সাথে তাঁর প্রবর্তিত ক্বাদিরি তরীক্বার খ্যাতিও ছড়িয়ে পরে। মানুষ ও জ্বীন জাতিতে, জ্বল ও স্থল ভাগে তাঁর কতৃত্ব বিদ্যমান। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সকলেই অবনত মস্তকে স্বীকার করেন। তাই আ'লা হযরত বলেন-

بحر و بر شہر و قری سہل و حزن دشت و چمن
کون سے چک پہ پہنچتا نہیں دعوی تیرا

৫৩৯. অধ্যক্ষ হাফিয এম. এ জলিল, *কারামাতে গাউসে আ'জম (রা.)*, ঢাকা : এ, কে, এম আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী- ১৯৯৭, পৃ. ৩০

৫৪০. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫১

৫৪১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

স্থান, নগর, গ্রামে উঁচু নিচু কি সজীব ধামে,

কোথা পৌছেঁনি সে হাত, জাহানী এ ক্ষমতার।[৫৪২]

سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف

کعبہ کرتاہے طواف در والا تیرا

যত আকতাব ধরার, করে তাঁওয়াফ কা'বার,

কা'বা রাজদ্বারে তব, ঘুরে গতি চপল।[৫৪৩]

تری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع

جو مرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا

রেযা সে রাজ দুয়ারে, সুপারিশ নিল কারে,

আমারই গাউস তিনি, প্রিয় সন্তান তোমার।[৫৪৪]

ক্বাদেরী হওয়া আ'লা হযরতের শুধু পার্থিব জীবনে কামনা নহে বরং ক্বিয়ামতের ময়দানেও ক্বাদেরী তরীক্বার অনুসারী হয়ে উঠা তাঁর কামনা। সেহেতু তিনি মহান আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করে বলেন-

قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا

قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے

ওহে আল্লহ! আমায় করো ক্বাদেরী সদা, উঠাও মোরে হাশরে ক্বাদেরী করে,

হযরত আব্দুর ক্বাদির জিলানী (রহ.)-এর মর্যাদার উসিলায়।[৫৪৫]

৪.১১. আলে রাসূল মারহারুভী (রহ.)-এর প্রশংসা

হযরত আলে রাসূল ক্বাদেরী মারহারুভী (রহ.)[৫৪৬] হলেন আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) এবং তাঁর সম্মানিত পিতা আল্লামা নাকী আলী খান (রহ.)-এর পীর সাহেব কেবলা। তাঁরা দু'জনই ১৯২১সালে

---

৫৪২. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬

৫৪৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০

৫৪৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬

৫৪৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪

৫৪৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০১

৫৪৬. হযরত সায়্যিদ আলে রাসূল মারহারুভী(রহ.) ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর উচ্চ স্তরের একজন আল্লাহ্র ওলী। তিনি ১২০৯হিজরী সনে রজব মাসে মারহারাহর ইটাহ্ জোলায় (ইউ.পি. ভারত) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আলে রাসূল, উপাধি খাতিমুল আকাবির তাঁর পিতার নাম সায়্যিদ শাহ আলে বরকত।তিনি যে সকল যুগশ্রেষ্ঠ আলিম থেকে শিক্ষা অর্জন করেন তাঁরা হচ্ছেন, শাহ্ আব্দুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলভী, শাহ্ নিয়ায আহমাদ দেহলভী, শাহ্ আয়নুল হক, শাহ্ আব্দুল মজীদ বদায়ূনী, শাহ্ সালামত উল্লাহ কাশফী, শাহ্ নূরুল হক রযাকী (যিনি মুল্লা নূর নামে প্রসিদ্ধ), আনওর আহমদ ফিরিঙ্গিমহল্লী ও আব্দুল ওয়াসী' প্রমুখ। ১৮ই যিলহজ্ব ১২৯৬হিজরী সনে মহান আল্লাহ্র ডাকে সাড়া

৫ই জমাদিউল আওয়াল মোতাবেক ১২৯৪ হিজরীতে তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন।[৫৪৭] বায়াত গ্রহণ করার পর থেকে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) পীরের প্রতি পূর্ণ আদব ও মুহাব্বত রাখতেন। পীরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করতেন। যেমন তাঁর কাসিদায়-এ সালামীতে বলেন-

نور جاں عطر مجموہ آل رسول

میرے آقائے نعمت پہ لاکھوں سلام

প্রাণদ্যুতি মম ও রাসূলকূল মাঝে সুরভী অতুল আলে রাসূল

আমার তরে অন্তর ভরে দান কর্তার তরে লক্ষ সালাম।[৫৪৮]

دو جہاں میں خادم آل رسول کر

حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے

দুনিয়া ও আখিরাতে আলে রাসূলের কর সেবক

হযরত আলে রাসূল মুকাতাদার উসিলায়।[৫৪৯]

৪.১২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দুশমনদের সাথে শত্রুতা পোষণ

دشمن احمد پہ شدت کیجئے

ملحدوں کی کیا مروت کیجئے

আহমদের শত্রুদের প্রতি দেখাও কঠোরতা,

ধর্মবিরুধীদের সাথে কিসের মানবতা।[৫৫০]

غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل

یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے

রাগে অঙ্গার হউক ধর্মহীনদের অন্তর,

ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর শ্লোগান করো অধিকতর।[৫৫১]

দেন। তাঁকে হযরত শাহ্ বরকতুল্লাহ মারহারুভী এর দরগাহ্র পাশে দাফন করা হয়। (ড. মাস'উদ আহমদ, *ফাযেলে বেরলভী ওলামা-ই হিজায কী নযর মে*, লাহোর : এদারায়ে মাস'উদিয়া,১৯৭৬ইং, পৃ. ৬৯)।

৫৪৭. মোহাম্মদ নেজাম উদ্দীন, *ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহ.) জীবন ও কর্ম*, চট্রগ্রাম : ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ. ৭৩

৫৪৮. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫২

৫৪৯. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৩

৫৫০. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৬

৫৫১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর আপাদমস্তক নবীপ্রেমে সিক্ত ছিল। রাসূলের প্রতি চুল পরিমান বেআদবি তাঁর সহ্য হতো না। গুস্তাখে রাসূলদের সাথে আ'লা হযরত বিন্দু পরিমান আপোষ করেননি। সারা জীবন তাদের বাতিল আক্বিদার বিরূদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। লিখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে ভ্রান্ত আক্বিদার খণ্ডন করেছেন। যাদের অন্তরে নবী প্রেম রয়েছে আ'লা হযরত তাদেরকে অন্তরে স্থান দিয়েছেন। যাদের অন্তরে নবী প্রেম নেই তাদের সাথে কোন সম্পর্কও রাখেন নাই।

حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم

مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے

হাশর পর্যন্ত করবো যে পালন, মীলাদে মোস্তাফার পার্বন,

সেই পারস্যের মতই নজদেরও কেল্লা ভাঙব, করব মাত।[৫৫২]

خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا

دم میں دم جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے

জ্বলে দুশমন হোক না অঙ্গার; কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা রেযার,

রয় যতক্ষণ এ বুকে দম থাকবে মুখে যিক্‌র ও না'ত।[৫৫৩]

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے

نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا

মুছে গেছে মুছে যায়, মুছে যাবে আপনার শুত্রুকুল,

কিন্ত মিটবেনা চর্চা তব, কভূ সারা ভূবন জুড়ে।[৫৫৪]

رہے گا یونہی ان کا چرچا رہے گا

پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے

রয়ে যাবে তোমার, চর্চা এরূপ আর,

পুড়ে হোক সে অঙ্গার যে হিংসায় জ্বলে যায়।[৫৫৫]

---

৫৫২. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬

৫৫৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৭

৫৫৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪

৫৫৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৯

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

না'ত সাহিত্য রচনায় আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর শৈল্পিক বৈচিত্র্য

ملک سخن کی شاہی تمکو رضا مسلّم
جس سمت آگۓ ہو سکہ بیٹا دۓ ہیں

ভাব ও ভাষার সম্রাজ্য মাঝার মহানায়ক তুমি সর্বস্বীকৃত
তব পদচারণ যেথায় সঞ্চালন সেথা বিজয় পতকা সমাদ্দৃত।[৫৫৬]

কবিতার বিবিধ সংজ্ঞা থেকে উল্লেখযোগ্য এটি সংজ্ঞা হল "মানব মনের ভাবনা কল্পনা যখন অনুভূতি রঞ্জিত যথাবিহীত শব্দ সম্ভারে বাস্তব সুষমামন্ডিত চিত্তাকার্ষক ও ছন্দোময় রুপলাভ করে তখনই উহার নাম কবিতা"।[৫৫৭] এ সংজ্ঞার নিরিখে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি এর সাহিত্য যজ্ঞের বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা করলে প্রতিয়মাণ হয় যে এ কাব্য সম্ভার নিছক কাব্যই নয় বরং কবিত্বের এক অনুপম সার্থক রূপায়ন। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি তার কাব্য ব্যঞ্জনাকে শুধু একটি ভাষাতেই মুখরিত করেননি বরং উর্দূ, ফার্সী ছাড়াও আরবী ভাষাতেও তিনি লিখেছেন সু-দীর্ঘ না'ত, গজল মর্সিয়াসহ অসংখ্য রচনা। লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে আ'লা হযরত তাঁর না'তগুলোকে আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্যসহ বিভিন্ন পরিভাষা, অলংকরণ, উপমা, প্রবাদ-প্রবচন, ছন্দ ও অন্তমিলের সাযুজ্য ইত্যাদি গুণের অভুতপূর্ব সমাহার ঘটিয়েছেন। ফলে তার নাত সাহিত্য সমগ্র বিশ্বে বিপুলভাবে সমাদৃত ও অতুলনীয়। তাঁর সাহিত্য বাস্তবিকই এক তৃষ্ণার্ত মরুচারির কাছে অমৃত তুল্য। এখানে তাঁর কর্মের কতিপয় বৈচিত্রময় দিক উপস্থাপন করা হলো।

৫.১. (ক) একটি কবিতায় চার ভাষার ব্যবহারঃ

আল্লামা আব্দুর রহমান জামী, হযরত আবদুর রহমান জামী রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি একই গজলে আরবী ও ফার্সীভাষার একত্রিত প্রয়োগ দেখিয়েছেন। একটি পঙ্ক্তি আরবী তো দ্বিতীয়টি ফার্সী। যেমন শায়খ সা'দীর একটি সর্বজনবিদিত কবিতার পঙ্ক্তি হলো-

لا يمكن الثناء كما كان حقه

---

৫৫৬. ইমাম আহমদ রেযা খান, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, মুম্বাই : রেযা একাডেমী, ২০০৭, খ. ১, পৃ. ৬৮ (হযরত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রা.)-এর ছোট ভাই মাওলানা হাসান রেযা খান(রহ.) ছিলেন নবী প্রেমীক, যুগশ্রেষ্ঠ আলিম। তিনিও নবীজির শানে অসংখ্য না'ত রচনা করেছেন যা তার রচিত ' যাওক্বে না'ত' নামে দিওয়ানে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত কবি দাগ দেহলবী এর ঘনিষ্ট ছাত্র। একদা তিনি না'ত লিখে তার শিক্ষক দাগ দেহলভীর কাছে দেখানোর জন্য যাচ্ছিলেন। আ'লা হযরত নিজের লিখিত একটি না'ত (انکی مہک نے دل گنچے بچا دے ہیں) তাকে দিয়ে বললেন তোমার সাথে আমারটাও ঠিক করে নিয়ে এসো। নিজের না'ত কারেকশন করার পর বড় ভাইয়ের না'ত খানা দেখালেন। কবি দাগ দেহলী আ'লা হযরতের না'ত পাঠ করে হতবাক হন। তখন তিনি নিম্মোক্ত পঙ্ক্তি রচনা করেন এবং আ'লা হযরতের ইক্ত না'তের শেষ পঙ্ক্তি হিসেবে রাখার জন্য অনুরোধ করে চিটি লিখেন।

ملک سخن کی شاہی تمکو رضا مسلّم * جس سمت آگۓ ہو سکہ بیٹا دۓ ہیں

৫৫৭. মাওলানা বাদিউল আলম, হাফিয মাওলানা আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আল-মুখতার*, চট্ট্রগ্রাম : আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০, পৃ. ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

بعد از خدابزگ توئ قصّہ مختصر

অচিন্ত্য রচিতে তব যথাযোগ্য সম্মান

শুধু বলি রব পরে তব যথার্থ স্থান।[৫৫৮]

উক্ত কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি আরবী দ্বিতীয়টি ফার্সী। এ প্রক্রিয়ায় সাহিত্য রচনা করতে ব্যাপক ভাষা জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। তাই এ জাতীয় রচনা বিরল। আল্লামা জামী, শায়খ সা'দী সিরাজী, হযরত আমীর খসরূ প্রমুখ জগত বিখ্যাত কবিগণও এ ধারা ব্যবহার করে ভাষাগত-জ্ঞান বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। হযরত আমীর খসরু রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি তাঁর একটি কবিতায় আরবী, ফার্সী ও হিন্দি তিনটি ভাষাকে একত্রিত করে না'ত রচনা করেছেন। তার এ জাতীয় কবিতার একটি ছত্র নিম্নরুপ-

ز حال مسکین مکن تغافل

درائے نیناں ، بنائے بتیاں

کہ تاب ہجراں ندارم اے جاں

نہ یہو کا ہے ، لگائے چھتیاں[৫৫৯]

কিন্ত এ উপমহাদেশের কবিদের মধ্যে এ ধারার কাব্য রচনায় আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি ব্যতীত আর কাউকে দেখা যায় না। এ ক্ষেত্রে তার পাণ্ডিত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব আজ দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট। কেননা তিনি একটি কবিতায় আরবী, ফার্সী, উর্দূ ও হিন্দি এ চারটি ভাষার প্রয়োগ করেছেন অত্যন্ত দক্ষতা এবং নিপুনতার সাথে। কাব্যের প্রতিটি পঙ্‌ক্তির চারটি অংশ রয়েছে, চারটি অংশ চারটি ভাষায় রচিত।

তাঁর সেই সুপ্রসিদ্ধ না'তটি নিম্নরুপ-

مو را تن من دھن سب پھوک دیا

১- لم يات نظيرك فى نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا -

جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا

২- البحر علی والموج طغی من بیکس وطوفاں ہو شربا

منجدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیّا پار لگا جانا

৩- یا شمس نظرت الی لیلی چوبطیبہ رسی عرضے بکنی-

توری جوت کی جھلجھل جگ میں رچی مری شب نے نہ دن ہونا جانا

[৫৫৮]. সায়্যিদ ওয়াজহাতুর রাসূল ক্বাদেরী, *তারিখে না'ত গুয়ী মে ইমাম আহমদ রেযা কা মক্বাম*, প্রগুক্ত, পৃ. ১২

[৫৫৯]. সায়্যিদ আসগর আলী শাহ জা'পরী, *ইন্তিখাব আয গাজলিয়াতে হযরত আমীর খসরু (রহ.) (ফার্সী)*, দিল্লী : এম. এম. পাবলিকেশন, ২০১৪, পৃ. ৩০০; সায়্যিদ ওজহাতুর রাসূল ক্বাদেরী, ***তারীখি না'ত গুয়ী মে ইমাম রেযা কা মক্বাম***, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান : এদারায়ে তাহক্বীক্বাত ইমাম রেযা ইন্টারন্যাশনাল, ২০০১, পৃ. ২৩-২৪

Dhaka University Institutional Repository

৪- لک بدر فی الوجہ الاجمل خط ہا لہ مہ زلف ابر اجل-

تو رے چندن چندر پروکنڈل رحمت کی بہرن برسا جانا

৫- انا فی عطش وّ سخاک اتم اف گیسوئے پاک اے ابر کرم

بر سن ہارے رم جھم رم جھم دوبوند ادھر بھی گرا جانا

৬- یا قافلتی زیدی اجلک رحمے بر حسرت تشنہ لبک

مورا جیرا لرجے درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا

৭- واھا لسویعات ذھبت آں عہد حضور بار گہت

جب یاد آوت موہے کر نہ پرت در دا وہ مدینہ کا جانا

৮- القلب شح وّ الھمّ شجوں دل زا رچناں جاں زیرچنوں

پت اپنی بپت میں کا سے کہوں مورا کون ہے تیرے سواجانا

৯- الرّوح فداک فزد حرقا یک شعلہ دگر بر زن عشقا

مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بہی پیارے جلا جانا

১০- بس خامہ خام نوائے رضا نہ یہ طرز مری نہ یہ رنگ مرا-

ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا [৫৬০]

<u>কাব্যানুবাদ</u>

০১. উপমা তোমার কেউ দেখেনি কখন, তোমারই মত কেউ হয়নি সৃজন,
সম্রাট-মুকুট তব শিরে তো শোভে, দোজাহানে তুমিই তো এমনি রাজন।

০২. সাগর উচ্ছ্বাসে আর ঢেউ বে-সামাল, অসহায় আমি, ঝড় কী যে ভয়াল!
মাঝ দরিয়ায় আমি হাওয়া যে মাতাল, মম কান্ডারী তরী পার করো হে এখন।

০৩. হে সূর্য দেখেছ রাত্রি আমার, মদিনায় গিয়ে নিবেদিও এ ব্যাপার,
তব কিরণ জ্যোতি কাটে ভবের আঁধার, মম রাত্রি কাটেনা বিরহমগণ।

০৪. সুন্দরতম মুখে পূর্ণ যে চাঁদ, দাগ আছে যেন তায় যুলফের ও বাধঁ,
তব চাঁদ মুখে যুলফও সে মায়ারই অগাধ বরষে যে করুণাধারা বর্ষণ।

০৫. তৃষ্ণার্ত আমি তব দান যে অপার, পুত কেশদামে মেঘ আছে তো দয়ার,
ঝরে রিমঝিম রিমঝিম ধারা করুণার, দুটি বিন্দু এদিকে হোক না পতন।

০৬. থামো আরো কিছুক্ষণ কাফেলা মোর, দয়া করো, কাটুট মম তৃষ্ণার ঘোর,

---

[৫৬০]. ইমাম আহমদ রেযা খান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৩-২৪

Dhaka University Institutional Repository

কাঁপে কলজে সে ধুকধুক ভয়ে দূরু দূরু, তায়বাতে তবে কি করলো শ্রবণ।

০৭. হায় কেটে যায় সংক্ষিপ্ত প্রহর, মদিনাতে কাটে যা চরণে বিভোর,
যবে স্মরণে আসে সেইরূপ মনোহর, ব্যথা জাগে মদিনায় যেতে এখন।

০৮. হতচিত্ত মম, জ্বালা অবরিত; মন ও প্রাণ জ্বলে তায় তিক্ত ক্ষত,
পথ এমনি বিপথে খুঁজব কত, তুমি ছাড়া বিজনে কে আছে স্বজন।

০৯. নিবেদিত এ প্রাণ, বাড়ে প্রেমের অনল; প্রেম শিখা হৃদয়ে, এমনি ধকল,
মম তনুমন ধন সঁপে দিয়েছি সকল, প্রিয় নবী ছাড়া নাহি বাঁচে এ জীবন।

১০. দাও ক্ষান্ত কলম হে রেযা তোমার; না নিয়ম জানি, না যোগ্য যে তার,
পীড়াপীড়ি সাথীদের ছিল অপার, অসহায়ের এ পথে তাই তো চলন।[৫৬১]

উল্লেখ্য, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) এর খলিফা হযরত মাওলানা মুহিব্বা বিকরভী বিহারী এবং তার একজন ভক্ত হযরত নাতিক নামক একজন কবি আ'লা হযরত কে চার ভাষায় একটি না'ত রচনা করার অনুরোধ করেন। আ'লা হযরত তাদের অনুরোধে তৎক্ষণাৎ চার ভাষায় উক্ত না'তটি রচনা করে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দেন।[৫৬২]

৫.১. (খ) কবিতায় প্রবাদ প্রবচন ও অলংকার ব্যবহার

আ'লা হযরত অনারবী হওয়া সত্ত্বেও আরবী ভাষায় দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর ভাষার বিচক্ষণতা দেখে তৎকালীন বিজ্ঞ আরবী শায়খগণও তাঁর প্রসংশায় পঞ্চমুখ ছিলেন। হযরত শায়খ আহমদ আবুল খায়ের মিরদাদ মক্কী বলেন–

الحمد لله على وجود مثل هذا الشيخ فانّى لم ارا مثله فى العلم و الفصاحة

মুহাদ্দিস বেরলভী ন্যায় শায়খের আগমনে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমি জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও অলংকার শাস্ত্রে তার সমকক্ষ কাউকে দেখিনি।[৫৬৩]

উপমা-উৎপ্রেক্ষা, রূপক ও ইঙ্গিতধর্মিতার দৃষ্টান্ত আ'লা হযরতের কাব্যে মুক্তারাজির মত দেদীপ্যমান। উপমা ধর্মিতা কে আরবী অলংকার শাস্ত্রে "তাশবীহ" বলা হয়। যার নাম উর্দূ সাহিত্যেও এক। মীর তক্বীর মত প্রসিদ্ধ কবির কাব্যে তাশবীহ প্রয়োগে হওয়াফে তাশবীহ তথা উপমার অব্যয় ব্যবহার লক্ষণীয় । যা তাঁর কাব্যে রসসঞ্চিত করেছে সমাধিক। মীর তক্বীর একটি ছত্র-

ناز کی اپکے لب کی کیا کہے اک گلاب کی سی ہے

বর্ণিব কি তব অধরোষ্ঠের নম্রতা! পুষ্প গোলাপ বৃত্তি তুল্য কোমলতা।[৫৬৪]

---

৫৬১. হাফিয মাওলানা মোহাম্মদ আনিসুজ্জমান, *কালামে রেযা*, চট্টগ্রাম : আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২, পৃ. ১৫

৫৬২. আল্লামা ফয়েজ আহমদ ওয়াইছী, *শরহে হাদায়িক্ব-ই-বখশীশ*, মুরাদাবাদ : আশরাফি কিতাব ঘর, তা. বি., খ. ২, পৃ. ১৮২

৫৬৩. অধ্যাপক ড. মাস'উদ আহমদ, *হায়াতে আ'লা হযরত*, করাচী, পাকিস্তান : এদারায়ে মাস'উদিয়্যা, ১৯৯৭, পৃ. ৩০

তবে এ জাতীয় প্রয়োগ বিরল। ইমাম আহমদ রেযা রহমুতাল্লাহি আলায়হি এক স্থানে লিখেন -

مجھ سا کوئ غمزدہ ہو گا

تم سا نہیں غمگسار آقا

মম সম দুঃখ চিত্ত সিক্ত কেহ নাহি

আর তব রূপি কে আছে শান্তিবারি বাহি।[৫৬৫]

আবার তাশবীহ বা উপমা ব্যবহার এর উদ্দেশ্য ও সাদৃশ্য বর্ণনা না থাকা কাব্য সৌন্দর্যের পরিপন্থী। উপমা-উপমিত উভয় দিকের কাব্যিক যোজনার দু'টি ছত্র আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি-এর লেখনীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে নিম্নে উল্লেখ করা হল।

سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول

لب پھول دھن پھول ذقن پھول بدن پھول

হে সম্রাজ্ঞ সর্বকালের! তব অপাদমস্তক বেষ্টিত পুষ্প সম্ভারে

পূত ওষ্ঠ পুষ্প, কণ্ঠ, চিবুক পুষ্প ও পূর্ণ পুষ্পতা তব কায়ার আকারে।[৫৬৬]

বর্ণিত ছত্রে লব ফুল, দাহান ফুল, যাকান ফুল এবং বদন ফুল শব্দগুলো চমৎকার প্রয়োগ; যাতে তাশবীর রুকন তথা مشبّه এবং مشبّه به মনোজ্ঞভাবে যথাযথ উপস্থাপিত হয়েছে। এমন সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছন্ন উপমা প্রয়োগ তারকাব্য সাহিত্যে ভরপুর। অনুরূপভাবে كناية তথা ইঙ্গিতধর্মিতার কথাও উল্লেখ করা যায়। এমন না'তের একটি পঙ্ক্তি হলো-

تو جس کے واسطے چھوڑا آیا طیبہ سا محبوب

بتاتو اس ستم آرا نے کیا نہال کیا

যার তরে তুমি আসলে গো ছেড়ে তৈয়্যবার মত প্রিয় ভূমি,

বলে দাও ঐ পীড়ন প্রিয়রা কেমন ব্যবহার করল।[৫৬৭]

এখানে দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে " ستم ارا " শব্দটি দ্বারা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, পৃথিবী বা জন্মভূমির প্রতি। রূপক ব্যবহারেও তিনি কাব্য ধর্মিতার উপাদান পরিপূর্ণ করেছেন। (إرادة الظرف بذكر المظروف) পাত্র উল্লেখ করে পাত্রস্থিত বস্তু, (إرادة الكل بذكر الجزء) আবার অংশ উল্লেখ করে পূর্ণাঙ্গ বস্তুর অর্থ গ্রহণের এ প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রক্রিয়াও তিনি সার্থকতার সাথে ব্যবহার করেছেন

৫৬৪. *আল-মুখতার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

৫৬৫. ইমাম আহমদ রেযা খান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮

৫৬৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫১

৫৬৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

৫.১.(গ) কবিতায় সান'আতে তালমীহ (صنعت تلميح)-এর ব্যবহার

সান'আতে তালমীহ হলো ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং ঐতিহ্যগত বিভিন্ন ঘটনাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করা। আবার কুর'আন ও হাদীস এর অংশ বিশেষ এর উদ্ধৃতিমূলক কবিতার ছত্রে অঙ্গিভূত করা। এ প্রক্রিয়ায় কাব্যস্রষ্টার জ্ঞানের বিশালতার স্বাক্ষর বহন করে। এ পদ্ধতি আল্লামা ইকবালের কাব্যেও দেখা যায়। যেমন তারকবিতার একটি পঙ্ক্তি নিম্নরুপ-

کسشتی مسکین جان پاک دیوار یتیم

علی موسی بھی بیرے سامنے حیرت فروش

সে নিঃস্বের তরী, অনাথের বাড়ী ও নব্য প্রাণ,

মূসার জ্ঞানও তব প্রজ্ঞা সমীপে হয় ম্রিয়মাণ।[৫৬৮]

উক্ত পঙ্ক্তিতে আল্লামা ইকবাল হযরত মূসা 'আলায়হিস সালাম ও হযরত খিযির 'আলায়হিস সালামের মধ্যস্থ সংঘটিত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা পবিত্র আল-কুর'আনের সূরা ক্বাহাফ-এ বর্ণিত হয়েছে।

আল্লামা জামীর কবিতায় সান'আতে তালমীহ এর ব্যবহার -

اگر نام محمد را نیا وردی شفیع آدم

نہ ادم یا فتی توبہ نہ نوح از غرق نجینا

মুহাম্মাদ নামের মাধ্যম যদি আদম না করত স্মরণ

তবে তাঁর মুক্তি ও নূহের কিস্তি অর্জিত না রবের শরণ।

সাকিল বদায়ুনী এর কবিতায় সান'আতে তালমীহ এর ব্যবহার-

مئے کوثر پلاتے ہیں جناب مصطفی شاید

علی اصغر کے رونے کی صدا کم ہوتی جاتی

অমৃত হাউযে কওয়াসার মুস্তাফা করাবেন পান

ক্রন্দন ধ্বনি আলী আসগরের ক্রমশ ভবে হচ্ছে বিরান।[৫৬৯]

উক্ত ছত্রে আল্লামা বদায়ুনী কারবালার ময়দানে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর ছোট পুত্র সন্তান হযরত আলী আসগর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনাহুর পিপাসা ও তাঁর শাহাদতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

অনুরুপ আ'লা হযরতের কাব্যে সান'আতে তালমীহ এর ব্যবহার অনেক বেশী। নিম্নে তার একটি কবিতার কয়েকটি চরণ উল্লেখ করা হলো–

تیری مرضی پاگیا ، سورج پھرا الٹے قدم

تیری انگلی اٹہ گئ مہ کا کلیجا چر گیا

---

৫৬৮. আসগর হোসাইন খান নাযীর লুদায়ানী ও ড. গোলাম মুস্তাফা, *কালামে রেযা কা আদবী জায়োযাহ*, লাহোর : মারকাযে মাজলিসে রেযা, ১ম সং., ১৪০১হি. পৃ. ৩১

৫৬৯. আল্লামা আব্দু সাত্তার হামদানী, *ফন্নে শা'য়েরী আওর হাস্সানুল হিন্দ*, পুরবন্দ, গুজরাট : মারকাযে আহলে সুন্নাত বারকাত রেযা, তা. বি., পৃ. ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

তব মর্জি পেল, সূর্য পিছু হটে গেল

তব তর্জনীর ইঙ্গিত হল, চাঁদেরও বুক চিড়েঁ দিল ।[৫৭০]

উক্ত ছন্দগুলোতে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি 'আলায়হি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামার ঐতিহাসিক অলৌকিক ক্ষমতা (মু'জিযা) সূর্যকে পূনঃউদিত ও চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করণ এর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں

کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا

চরণ যে করল দর্শন, আর বাকি মুখশ্রী কি প্রয়োজন

চরণ তলে যে নেয় শরণ, বারেক ফিরে না তার মুগ্ধ লোচন।[৫৭১]

উক্ত পঙ্‌ক্তিতে আ'লা হযরত সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করলেন তখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আনসারী (রা.) নবীজির বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে দৃষ্টিহীন হয়ে যাওয়ার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থণা করেন এবং আল্লাহ্ তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন।

حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زناں

سر کٹاتے ہیں ترے نام پہ مرداں عرب

লাবণ্য ইউসূফ তরে মিসর ললনা কাঁটে আঙ্গুলি

মাত্র নামের তরে আরব যুবা দেয় মস্তক ফেলি।[৫৭২]

হযরত ইউসুফ 'আলায়হিস সালামের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ মিসরের যুবতীগণ অনিচ্ছাকৃত ভাবে তাদের আঙ্গুল কেঁটেছিলেন, আ'লা হযরত অত্র পঙ্‌ক্তিতে সেই ঘটনার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করেছেন।

نہ عرش ایمن نہ انی ذاھب میں مہمانی ہے

نہ لطف ادن یا احمد نصیب لن ترانی

না আরশ এর ওয়াদী আইমানে, না ইন্নী যাহেবুন- এ সেই আতিথেয়তা,

'লান তারানী' এর সৌভাগ্যে সে 'উদনু এয়া আহমাদু'- এর উপভোগ্যতা কই ?।[৫৭৩]

এই পঙ্‌ক্তিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর অন্যতম অলৌকিকতা (মু'জিযা) মি'রাজের রাত্রিতে প্রিয় নবী ও মূসা 'আলায়হিস সালাম-এর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত বিদ্যমান। প্রথম ছত্রে কুর'আন এবং দ্বিতীয় ছত্রে হাদিসের অনুবাদ করা হয়েছে।

---

৫৭০. ইমাম আহমদ রেযা খান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০

৫৭১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২

৫৭২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২

৫৭৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

৫.১. (ঘ) কবিতায় সান'আতে ইক্বতিবাস (صنعت اقتباس)-এর ব্যবহার

"সান'আতে ইক্বতিবাস" কবির জ্ঞানের বিশালত্বের পরিমাপক। কবি তাঁর কবিতায় কুর'আন-এর আয়াত ও হাদীস-এর ইবারতের অংশ ব্যবহার করেন এবং সেই আয়াত ও হাদিসের ইবারতকে আরবী ভাষায় হুবহু কবিতার ছত্রে উল্লেখ করে তীক্ষ ধীশক্তির স্বাক্ষর রাখেন।
সান'আতে ইক্বতিবাসের ব্যবহার উর্দূ সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবিগণের কবিতায় খুবই কম পাওয়া যায়। আর যা পাওয়া যায় তা নামে মাত্র। তবে ড. আল্লামা ইকবালের কবিতায় সীমিত পরিসরে পাওয়া যায়। প্রথমে প্রসিদ্ধ কয়েকজন উর্দূ কবিদের কবিতার মাধ্যমে সান'আতে ইক্বতিবাসের উদাহারণ উপস্থাপন করা হল।

মির্যা আসাদুল্লাহ গালিবের কবিতা

دھوب کا تابش آگ کی گرمی

وقنا ربّنا عذاب النّار[৫৭৪]

মির্যা গালিবের কবিতা

আল্লামা আব্দুস সাত্তার হামদানী বলেন- জনাব মির্যা গালিবের দিওয়ানে সান'আতে ইক্বতিবাস সম্বলিত মাত্র দু'টি পঙ্ক্তি পাওয়া যায়। আর তা হলো নিম্নরুপ-

جاں مطرب ترانہ ھل من مزید

لب پر وہ سنج زمزمہ الاماں نہیں[৫৭৫]

ড. আল্লামা ইকবালের কবিতা

১. رنگ او ادنی میں رنگین ہو کے اے ذوق طلب

کوئ کہتا تہا کہ لطف ما خلقنا اور ہے

২- زندگی از د ہر د ہر از زندگی ست

لا تسبّوا الدهر فرمان نبی ست

৩- کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے

منہ کے بل گر کے **هو الله احد** کہتے تھے

8- حکمت و تدبیر سے یہ فتنہ آشوب خیز

ٹل نہیں سکتا " **وقد کنتم به تستعجلون** "

৫- چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے

---

৫৭৪. আল্লামা আব্দুস সাত্তার হামাদনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৫৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

رفعت شان **رفعنا لک ذکرک** دیکھے[৫৭৬]

ড. আল্লামা ইকবালের দিওয়ান হতে 'সান'আতে ইক্বতিবাস' সম্বলিত পাচঁটি পঙ্ক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। ড. ইকবাল ছাড়া অন্যান্য প্রতিথযশা কবিদের কবিতায় এই প্রকারের সান'আত পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু আ'লা হযরত ইমামে ইশ্‌ক ও মুহাব্বত ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি-এর না'তিয়া কালামে এত অধিক 'সান'আতে ইক্বতিবাস' পাওয়া যায়, এতে বিজ্ঞমহলেরও বুদ্ধিমত্তা স্থবির হয়ে যায়। সান'আতে ইক্বতিবাস সম্বলিত আ'লা হযরতের না'তিয়া কালামের উদাহরণ-

১-و **رفعنا لک ذکرک** کا ہے سایہ تجھ پر

بول بالا ہے ترا ، ذکر ہے اوچا تیرا

২- **لاملئنّ جهنّم** تها وعده ازلی

نہ منکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تہا

৩- **انت فیهم** نے عدو کو بهی لیا دامن میں

عیش جاوید مبارک تجهے شیدائ دوست

৪- غنچے **ما اوحی** کے جو چٹکے دنی کے باغ میں

بلبل سدرہ تک ان کی بو سے بهی محرم نہیں

৫- پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر

ربّ سلّم کی صدا پر و جدلا تے جائیں گے

৬- نبی سرور ہر رسول و ولی ہے

نبی رازدار **مع الله لی** ہے

৭- نہ عرش ایمن **نہ انّی ذاهب** میں مہمانی ہے

نہ لطف ادن احمد نصیب لن ترانی ہے

৮- کهلے کیا راز محبوب و محبّ مستان غفلت پر

شراب قدرای الحق زیب جام **من رانی** ہے

৯- **ذیاب فی ثیاب** لب پہ کلمہ دل میں گستاخی

سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے

১০- **من رأنی قد رأی الحق** جو کہے

کیا بیاں اس کی حقیقت کیجئے

৫৭৬. আল্লামা আব্দুস সাত্তার হামদানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

۱۱- و الضحی حجرات الم نشرح سے پھر

مؤمنو ! اتمام حجت کیجئے

۱۲- من زار قبری وجبت له شفاعتی

ان پر درود جن سے نوید ان بشر کی ہے

১৩- ایسا امی کس لئے منّت کش استاذ ہو

کیا کفایت اس کو **اقرا و ربّک الاکرم**

১8- ان پر کتاب اتری **تبیانا لکلّ شیئ**

تفصیل جس میں ما عبر و ما غبر کی ہے

১৫- مجرم بلائے آئے ہیں **جاؤوک** ہے گواہ

پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے

১৬- مومن ہوں مومنوں پہ **رؤوف رّحیم** ہو

سائل ہوں سائلوں کو خوشی **لا نهر** کی ہے

১৭- **تبارک الله** شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی

کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہین تقاضے وصال کے تھے

১৮- پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا حقیقت فعل تھا ادھر کا

تنزلوں میں ترقی افزا **دنی تدلّی** کے سلسلے تھے

১৯- اٹھے جو قصر **دنی** کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے

وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی نہ کہ کهہ کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے

২০- یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام

آخر میں ہوئی مہر **اکملت لکم**

২১- **احسن الله لهم رزقا** سے دے رزق حسن

بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے

২২- **فاذا فرغت فانصب** یہ ملا ہے تم کو منصب

جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا کرو قسمت عطایا

২৩- یا الهی جو دعائے نیک میں تجھ سے کروں

قدسیوں کے لب سف **آمین ربّنا** کا ساتھ ہو

সান'আতে ইক্বতিবাস সম্বলিত উপরোক্ত ২৩টি পঙ্ক্তি উল্লেখ করা হলো মাত্র। আ'লা হযরতের উর্দূ কালামে যেভাবে এ সান'আতের ব্যবহার বিদ্যমান তেমনি একইভাবে ফার্সী কালামেও এই প্রকার সান'আত অধিকহারে বিদ্যমান। তাঁর বিশ্বনন্দিত দিওয়ান 'হাদায়িক্বে বখশিশ'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডে মিলে উর্দূ কালামে মোট ৭৯ টি এবং ফার্সী কালামে মোট ৬৪টি করে সর্বমোট ১৪৩টি পঙ্ক্তি সান'আতে ইক্বতিবাস সম্বলিত গীতিকাব্য রয়েছে। উর্দূ সাহিত্যের সকল কবিদের সান'আতে ইক্বতিবাস সম্বলিত কবিতা একত্রিত করলে আ'লা হযরতের সমপরিমাণ হবেনা। এক্ষেত্রে তিনি একক ও অদ্বিতীয়।

৫.১.(ঙ) কবিতায় সান'আতে ওয়াসিয়ূস সাফাতাইন (صنعت واسع الشفتين)-এর ব্যবহার

صنعت واسع الشفتين সেই সকল না'তকে বলে, যেই না'তের শব্দ উচ্চারণ করার সময় না'ত পাঠকারীর এক ঠোট অপর ঠোটের সাথে মিলিত হয় না। এটি খুবই কঠিন সান'আত (অলংকার)। কেননা আরবী বর্ণ উচ্চারণ করতে গিয়ে যে সকল বর্ণ উচ্চারণে ঠোটের ব্যবহার হয় না, সেগুলো বাদ দিয়ে কবিতা রচনা করা খুবই কঠিন পদ্বতি। এই শ্রেণির সান'আতের ব্যবহার অন্যান্য কবিদের কবিতায় বিরল। কিন্তু আ'লা হযরতের না'তিয়া কালামে صنعت واسع الشفتين এর ব্যবহার বিক্ষিপ্তভাবে ১২টি পঙ্ক্তি পরিলক্ষিত হয়। তার কয়েকটি নিম্নরুপ-

دہارے چلتے ہیں عطاکے وہ ہے قطرہ تیرا
تارے کہلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرا تیرا

যে দান আছে বহমান, সে তো তব দয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণ,
যে অজস্র তারকা দীপ্ত অম্লান, তাও তব করুণার বিন্দু সমান।[৫৭৭]

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو
جان ہیں وہ جہاں کی ، جان ہے تو جہان ہے

যবে ছিল না সে, কিছু না ছিল সৃষ্টির আকাশে,
সে না হলে কিছু হত না সৃজন
জগৎ অস্তিত্ব সে, তার তরে আছে বিশ্ব জীবন।[৫৭৮]

تو ہے سایہ نور کا ، ہر عضو ٹکڑا نور کا
سایہ کا سایہ نہ ہوتا ، ہے نہ سایہ نور کا

৫৭৭. ইমাম আহমদ রেযা খান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১
৫৭৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২০

Dhaka University Institutional Repository

জ্যোতির বিম্ব তুমি, জ্যোতি পূর্ণ সব অঙ্গদামী

জ্যোতির ছায়া কল্পনাহীন, তেমনি তব ছায়া অস্তিত্ব বিহীন।[৫৭৯]

বিস্ময়ের বিষয় হলো আ'লা হযরতের বার (১২) পঙ্ক্তি বিশিষ্ট এমন একটি না'ত রয়েছে, যেই না'তের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ রত অবস্থায় একটি শব্দের উচ্চারণেও ঠোঁটের ব্যবহার হয় না। অর্থাৎ পুরো না'তটিতে তিনি صنعت واسع الشفتين ব্যবহার করেছেন। উক্ত না'তটি নিম্নরুপ-

১ - سید کونین سلطان جہاں - ظلّ یزداں شاہ دیں عرش آستاں

২- کل سے اعلی ، کل سے اولی ، کل کی جان -

کل کے آقا، کل کے ہادی ، کل کی شان

৩ - دلکشا، دلکش، دل آرا، دلستان - کان جان وجان جان وشان شاں

৪ - ہر حکایت، ہر کنایت، ہر ادا - ہراشارت دل نشین و دل نشاں

৫ - دل دے، دل کو جان، جاں کو نور دے - اے جہان جان و اے جان جہاں

৬ - آنکھ دے اور آنکھ کو دیدار نور - روح دے اور روح کی راح جناں

৭ - اللہ اللہ یاس اور اس آس سے - اور یہ حضرت، یہ در، یہ آستاں

৮ - تو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، گر تو نہ ہو - کچھ نہ ہو، تو ہی تو ہے جان جہاں

৯ - تو ثنا کو ہے ، ثنا تیرے لئے - ہے ثنا تیری ہی دیگر داستاں

১০ - تو ہو داتا اور اوروں سے رجا - تو ہو آقا اور یاد دیگراں

১১ - التجا اس شرک وشر سے دور رکھ - ہو رضا تیرا ہی ، غیر از این و آں

১২- جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہیں

دل سے یوں ہی دور ہو ہر ظن و ظاں[৫৮০]

উল্লেখ্য যে, উর্দূ সাহিত্যে অন্যান্য কিংবদন্তী কবিদের কবিতায় এই সান'আত পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ণ কবিতায় صنعت واسع الشفتين দ্বারা কাব্য রচনা করা হয়েছে এমন কারো কাব্য পাওয়াই যায় না।

৫৭৯. ইমাম আহমদ রেযা খান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪

৫৮০. ইমাম আহমদ রেযা খান, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, মারহারা শরীফ, ভারত : কুতুবখানা আহলে সুন্নাত, তা. বি., খ. ৩, পৃ. ৪৯

৫.১.(চ) কবিতায় সান'আতে মুসতাযাদ (صنعت مستزاد)-এর ব্যবহার

ইল্‌মে 'আরুয এর পরিভাষায় মুসতাযাদ বলা হয় ঐ কাব্যকে যেই কাব্যের প্রতিটি মিসরা বা পঙ্‌ক্তির শেষে এমন একটি অতিরিক্ত অংশ সংযোজিত থাকে যা উক্ত পঙ্‌ক্তির প্রথম ও দ্বিতীয় রুকনের সমপরিমাণ হয়। এ সান'আত এমন যে যার ব্যবহার অধিকাংশ প্রসিদ্ধ কবিগণ ব্যবহার করেননি। আল্লামা আব্দুস সাত্তার হামদানী বলেন 'আমি উর্দূ সাহিত্যের প্রায় তের (১৩) জন বিখ্যাত কবিদের দিওয়ান অধ্যয়ন করেছি; কারো কাব্যগ্রন্থে এ প্রকার সান'আতের ব্যবহার পাইনি'।[৫৮১] কিন্তু আ'লা হযরত ইমামে ইশ্‌ক ও মুহাব্বত ইমামুল কালাম ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি এ সান'আতের ব্যবহার করে তাঁর সাহিত্যকে আরো সৌন্দর্য মন্ডিত ও সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর দিওয়ান 'হাদায়িক্বে বখশিশ'-এর দ্বিতীয় খন্ডে পনের (১৫) টি পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট এমন একটি না'ত পাওয়া যায়, যার প্রতিটি ছত্রের শেষে একটি অতিরিক্ত অংশ সংযোজিত। উক্ত না'তটি হলো নিম্নরুপ-

وہی رب ہے جس نے تجھ کو، ہمہ تن کرم بنایا

ہمیں بھیک مانگنے کو، ترا آستاں بتایا - تجھے حمد ہے خدایا

সে সেই বিভু, যে দয়ার প্রতিভূ করেছে তোমায়

মোদের ভিক্ষুক হাত, এর সাওছঠগাত রেখেছে তব দরজায়

স্তুতির বর্ণনা তাই তোমার যোগ্যতায়।[৫৮২]

تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطا

تمہیں دافع بلایا تمہیں شافع خطایا- کوئ تم سا کون آیا

সৃষ্টির বিচারক করুণার বন্টক করে তোমায় সৃজিল আল্লাহ্‌

বিপদের দর্পহারী পাপিদের কান্ডারী করে তোমায় দানিল আল্লাহ্‌

কে তব তুল্য আগত হয়েছে ধরায়।[৫৮৩]

এই না'তিয়া কালামে ইল্‌মে আরুযা এর সূত্র মোতাবেক সান'আতে মুসতাযাদ প্রমাণিত। সান'আতে মুসতাযাদের শর্ত হলো অতিরিক্ত যে অংশটি থাকবে তা উক্ত পঙ্‌ক্তির প্রথম ও দ্বিতীয় রুকনের বরাবর হতে হবে। উল্লিখিত পঙ্‌ক্তির দু'টি চরণ রয়েছে, প্রতিটির ছন্দের দু'টি রুকন রয়েছে । যেমন- ইল্‌মে আরুযের সূত্রমোতাবেক অতিরিক্ত অক্ষর বাদ দিয়ে প্রথম ছত্রের প্রথম রুকনের অক্ষরের সংখ্যা তেরো (১৩), দ্বিতীয় রুকনের অক্ষরের সংখ্যাও তেরো (১৩), দ্বিতীয় ছত্রের অক্ষরের সংখ্যা ও অনুরুপ। অতিরিক্ত অংশের অক্ষরের সংখ্যাও তেরো (১৩)।

---

৫৮১. আব্দুস সাত্তার হামাদনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৫

৫৮২. ইমাম আহমদ রেযা খান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯০

৫৮৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯০

৫.১.(ছ) কবিতায় অন্ত্যমিল ও অনুপ্রাস এর ব্যবহার

অন্ত্যমিল ও অনুপ্রাস বলা হয় একই ছত্রে দ্বিবিধ ছন্দের ব্যবহার করা। আ'লা হযরতের কাব্যে এ অলংকারের ব্যবহারে তাঁর না'ত সাহিত্যকে দিয়েছে অসাধারণত্ব ও প্রাণবন্ত। যেমন-

کعبہ کے بدر الدجی تم پہ کروڑوں درود

طیّبہ کی شمس الضحی تم پہ کروڑوں درود

কা'বার চাঁদনী প্রতিম, তোমাতে কোটি দরূদ।

তায়্যিবার রবি রঙ্গিন, তোমাতে কোটি দরূদ।

شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود

دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود

বিচার দিনের কান্ডারী, তোমাতে কোটি দরূদ।

বিপদের দর্পহারী, তোমাতে কোটি দরূদ।

جان و دل اصفیا تم پہ کروڑوں درود

آب و گل انبیا تم پہ کروڑوں درود

পুণ্যাত্মাদের হৃদ ও প্রাণ, তোমাতে কোটি দরূদ।

সব নবীগণের প্রধান, তোমাতে কোটি দরূদ।

اور کوئ غیب کیا تم سے نہاں ہو بہلا

جب نہ خدا ہی چہپا تم پہ کروڑوں درود

অদৃশ্য জ্ঞান কি পরিমাণ, কি করিব বর্ণনা

যখন; খোদাই গোপন রইল না, তোমাতে কোটি দরূদ।

خلق کی حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم

تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود

সৃষ্টির বিচারক তুমি, খাদ্যের বন্টক তুমি,

যা জুটেছে দিয়েছ তুমি, তোমাতে কোটি দরূদ।[৫৮৪]

زمین وزماں تمہارے لئے

مکین ومکاں تمہارے لئے

چنیں و چناں تمہارے لئے

[৫৮৪]. ইমাম আহমদ রেযা খান, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭

بنے دوجہاں تمہارے لئے

স্থান ও কাল তোমার লাগি,

জগৎ ও অধিবাসী তোমার লাগি,

সকল কিছু তোমার লাগি,

দু'জাহান হল সৃজন তোমার লাগি।[৫৮৫]

دہن میں زباں تمہارے لئے بدن میں ہے جاں تمہارے لئے

ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لئے

মুখে যা বলায় তোমার লাগি,

প্রাণও যা কায়ায় তোমার লাগি,

এসেছি হেথা তোমার লাগি,

উঠিব সেথা তোমার লাগি।[৫৮৬]

এমনিভাবে অন্ত্যমিল, চমৎকার অন্ত্যানুপ্রাস, মধ্যানুপ্রাস তারবিভিন্ন কাসিদা, কাব্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ফলতঃ তার কাব্য সাহিত্যরসে পরিপুষ্ট হয়ে হৃদয় গ্রাহী হয়েছে।

৫.১. (জ) কবিতায় উপমা প্রয়োগের নমুনা

মহান আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে তার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সর্বাধিক একক সম্মানে সম্মানিত ও সুষমা মন্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মত অনিন্দ চিত্তাকর্ষক মঞ্জুশ্রী পূর্ণ করে সমগ্র সৃষ্টিতে আল্লাহ্ কাউকে সৃষ্টি করেননি। নূর নবী সাল্লাল্লাহু তা'আল 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সভা কবি হাস্সান ইব্ন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর কবিতায় যথার্থই বলেছেন-

واحسن منك لم تر قط عينى

و اجمل منك لم تلد النساء

خلقت مبرأ من كل عيب

كانّك قد خلقت كما تشاء

মহাবিশ্বে মম আঁখি তব তুল্য কান্ত করেনি দর্শন

জগৎ জননী প্রসব করেনি তব রূপি কোন জন।

ত্রুটি ভিন্ন শুচি ধন্য করে হয়েছ সৃজন

যেমন চেয়েছিলে তারই আদলে বুঝি হয়েছ গঠন।[৫৮৭]

---

৫৮৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮০

৫৮৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮০

প্রকৃতির এ সাজানো বৈচিত্রময় উদ্যানে যত রূপশ্রী বিদ্যমান রয়েছে তা মূলত সকল সৌন্দর্যের আধার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আলোকচ্ছটা হতে প্রাপ্ত। কেননা নূর নবী হলেন সকল সৌন্দর্যের মূল ও কেন্দ্র। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমাতুল্লাহি 'আলায়হি এর কাব্যের মূল স্বর হলো নবী প্রেমের মধুরতা ও মাদকতা এবং জ্যোতির্ময় (নূর) নবীজির এ অনন্য সৌন্দর্য ও একক মর্যাদার নির্যাস আস্বাদিত করে নিজস্ব কাব্য শৈলির মাধ্যমে বর্ণনা করা। আ'লা হযরত বিশ্বাস করতেন, কোন কিছুর সৌন্দর্যের তুলনা করার ক্ষেত্রে সকল সৌন্দর্যের উৎস রূপের রাজা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সৌরভময় অনুপম সৌন্দর্যকে শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। রূপ সৌন্দর্যের অনিন্দ্য সত্তা মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাাইহি ওয়াসাল্লাম। মানুষের চোখে সুন্দরের উপমা হিসেবে চাঁদ, সূর্য, তারকারাজি, ফুলের বিচিত্র সমারোহ কিংবা অবারিত প্রকৃতির সৌন্দর্য উপমিত হয়। সৌন্দর্য প্রিয় কবিগণ তাদের কাব্যে সুন্দরের প্রতীক হিসেবে চাঁদকে দৃষ্ঠান্তসূচক হিসেবে গ্রহণ করেন। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর অন্তর্দৃষ্টিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নখ মোবারকের সৌন্দর্য ও সৌষ্টব্য সর্বাধিক দৃষ্টি নন্দিত হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। রূপরাজা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল সাল্লাল্লাহু তা'আল 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নখের আলোকচ্ছটার তীক্ষ্নতা ও শক্তিমত্তার নিকট চাঁদের আলো ও তেজ নিস্প্রভ ও নিষ্ক্রীয় হয়ে যায়। আ'লা হযরতের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়-

برق انگشت نبی چمکی تہی اس پر ایک بار

آج تک ہے سینہ مہ نشان نوختہ

জ্যোর্তিময় নখের বজ্রাঘাত পতিত বক্ষে চাঁদের শুধু একবার

সেই দ্যুতির স্বাক্ষর বহে আজও শশী, হয়ে সাক্ষ্যি তাহার।[৫৮৮]

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করা সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) নবী প্রেমে আত্মবিভোর হয়ে চাঁদের আলোর উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর নখ মুবারকের পবিত্র জ্যোতির শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন যে, এ ঘটনায় নবীর পবিত্র আঙ্গুল মুবারক একবারের বেশি উঠাতে হয়েছিল না বরং সেই পবিত্র আঙ্গুলের জ্যোতিচ্ছটার প্রখরতা এমন ছিল যে, এক বারের আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়ে গেলো। যেমন আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) বলেন,

تیری انگلی اٹہ گئ مہ کا کلیجہ چرگیا

তব তর্জনীর ইঙ্গিত হল, চাঁদেরও বুক ছিড়েঁ দিল ।[৫৮৯]

এ অলৌকিক ও অদ্ভুদ ঘটনায় চাঁদের দুই অবস্থার অবতারণা হলো। এক-তাৎক্ষণিক দ্বিখণ্ডিত হয়ে অধীনতা প্রকাশ করা, দুই- আঙ্গুল ফিরে যাওয়ার পরে তাঁর প্রভাব চাঁদের অস্তিত্বে বিদ্যমান থাকা। আ'লা হযরত চাঁদের অস্তিত্ব ও মু'জিযার প্রভাবচিহ্ন মুছে ফেলার প্রসঙ্গে মি'রাজের কথার উপস্থাপন করেছেন।

---

৫৮৭. *শরহে দিওয়ানে হাস্‌সান ইবন সাবিত*, সম্পাদিত (জামানা ইয়াহইয়া আল-কা'কি), বৈরুত : দারুল ফিকির আল-আরবী, ১ম সং., ২০০৩, পৃ. ১৩

৫৮৮. ইমাম আহমদ রেযা খান, প্রাগুক্ত, খ. ১ , পৃ. ৯২

৫৮৯. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩০

ستم کیا کیسی مت کئ تھی قمروہ خاک ان کے راہ گزر کی

اٹھانہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکتا مٹے تھے

হে শশী তব বিদীর্ণতার ব্যথা কর প্রশমণ

লেপে দাও সব ধুলো যা ছুয়েছে সে চরণ।[৫৯০]

(তিনি মি'রাজের ভ্রমণে উর্ধাকাশে যাচ্ছেন, সুতরাং এটাই সুযোগ) রূপগৌরবিনী চাঁদের প্রতি কটাক্ষ করে আ'লা হযরত তাঁর নবী প্রশস্তির গভীরতাকে অনেক দুর প্রলম্বিত করেছেন এভাবে ক্রমশঃ তিনি নিজ আত্মার জগতে প্রতিভাত সেই প্রকৃত চন্দ্রালোকের কিরণে জ্যোতির্ময় হন। তাঁর পরিতৃপ্ত উচ্চারণ-

دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکی

اتنا بھی مہ نویہ اے چرخ کہن پھل[৫৯১]

নব চন্দ্রের আলোর উৎস উদ্দীপ্ত নভোমন্ডলকে লক্ষ করে আ'লা হযরত বলেছেন, হে পুরনো আসমান! নতুন চাঁদের প্রাপ্তিতে তোমার আনন্দ উল্লাস আছে বটে, কিন্তু তুমিও জেনে রাখো, তোমার কাছে তত সৌন্দর্য নেই; যত সৌন্দর্য আহমদ রেযার ভূবনে উদ্ভাসিত। কেননা, হে আকাশ! তোমার নতুন চাঁদের আলোর উৎস আছে সত্য; কিন্তু আমার এ আত্মা হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামার উজ্জ্বলতম ও পবিত্রতম চরণযুগলের নখ মুবারককে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। আ'লা হযরত নির্মল চাঁদনীর উপরে রাসূলের নখ মুবারকের মর্যাদাকে স্থান দিয়েছেন। কারণ, তা অধিকতর দীপ্তিময় ও জ্যোতির্ময়।

অন্য স্থানে আ'লা হযরত ঈদের চাঁদকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সত্তার আলোর সামনে ম্লান করে দেখেছেন, কারণ যদিও ঈদের চাঁদ দেখার প্রতীক্ষায় সবাই করে থাকে; কিন্তু বিপদহারা চাঁদের উদয়ে আনন্দ উচ্ছ্বাস যে বহুগুণ বেশি। এজন্যই আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) গেয়ে উঠেছেন,

عید مشکل کشائ کہ جمکے بلال

ناخونوں کی بشارت یہ لا کھوں سلام

বিপদ করে কর্তণ, নব চন্দ্র সম নখদর্পন

সে সুসংবাদ ও উৎসব চাঁদ রূপি নখে লক্ষ সালাম ।[৫৯২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম আগমন যেন সকল দুঃখের যবনিকা ঘটানো চির আনন্দের বার্তা। তার পবিত্র নখ মুবারকের ইঙ্গিতে যে শুভ্র প্রভাতের উদয় ঘটল, তার প্রতি লক্ষ সালাম। তিনি বলতে চাচ্ছেন, ঈদের চাঁদ সকলের জন্য আনন্দময় বার্তা আনায়ন করে না। সেটা সকলের দুঃখ-

৫৯০. ইমাম আহমদ রেযা খান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৬০

৫৯১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫২

৫৯২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৩

যাতনার নিষ্পত্তিও করে না। তাই ঈদের চাঁদের হতে নবীর পবিত্র নখ মুবারকের দীপ্তি অনেক বেশি কল্যাণকর ও আলোকপ্রদ।

চাঁদ প্রেমিক মনকে করে বিমোহিত; যদিও আ'লা হযরতের দৃষ্টিতে সেটার আবেদন যৎসামান্য। তবে তার সুষমামন্ডিত দীপ্তি তো অনস্বীকার্য। কিন্তু তাও যে, দয়াল নবীর করুণার দান এবং নূরানী চরণকমলের যৎকিঞ্চিত ছায়া। আ'লা হযরতের শব্দমালায় সে তত্ত্ব আরো বর্ণীল ও ব্যঞ্জনাময়। যেমন-

جا بجا پر تو فگن ہیں آسماں پر ایڑیاں

دن کو ہیں خورشید شب کو ماہ اختر ایڑداں

চাঁদের আলো, রূপ যা-ই হোক না কেন তা প্রিয় নবী হযরত সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামার পাদচিহ্নের অনুকম্পা মাত্র।[৫৯৩]

অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় চাঁদের কলা হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। চাঁদের অবস্থার এ বিবর্তন নিয়েই চাঁদের স্বরূপ। আ'লা হযরত বলেন, চাঁদের কলার এ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সে আমার হৃদয়াকাশে উদিত মদিনার চাঁদের প্রতি মুখাপেক্ষী। যতটুকু দয়ার দান তার জুটে ততটুকু তার দীপ্তির প্রকাশ ঘটে। পবিত্র কুর'আন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয় নবীর বিশেষত্ব উল্লেখ করেছেন 'সিরাজুম মুনীর' হিসেবে। 'মুনীর শব্দের অর্থই জ্যোতিদাতা।

অর্থাৎ- রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ্ তা'আলা এমন আলোকবর্তিকা বানিয়েছেন, যা সকল আলোকিত বস্তুর জন্য আলোর উৎস (নুরুন 'আলা নুর)। চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র যে কিরণ দিচ্চে, তা রাসূলের মৌলিক আলো থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ কথারই প্রতিধ্বনি আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর কণ্ঠে ফুঠে উঠেছে-

اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا

کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگے تھے

নূর নবীরই নূরের অংশ নিয়ে আলোর বণ্টন চলছে,

চঁন্দ্র -সূর্য অনুগ্রহ যাচনায় উচ্ছ্বসিততারই ললাট দীপ্তি থেকে।[৫৯৪]

ইমামে ইশ্ক ও মুহাব্বত বলেন- প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামার উর্ধ্বগমন (মি'রাজের সফর) নভঃমন্ডলের স্তরসমূহ অতিক্রমকালে উর্ধ্বাকাশের চতুপার্শে যে বিশেষ জ্যোতির বিচ্ছুরণ ঘটেছিল। এসেছিলেন, গ্রহ-নক্ষত্র সে আলোর ভিক্ষা নিতে বুভূক্ষ উন্মাদের মতো ছুটে এসেছিল। তিনি বলেন আমার প্রেমাস্পদ প্রিয় নবীর সৌন্দর্যের প্রভাব চাঁদ-সূর্যের আলোর চেয়েও সহস্র গুণ বেশি। মদিনা পাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুভ পদার্পণে তার ধূলির অণুপরমাণুগুলো নূরের উদ্ভাসিত হয়েছিলা। তার আলোর সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় মদিনা পাকের প্রদীপের আলো তো নয়, বরং ধোঁয়া পর্যন্ত চাঁদের কাঙ্ক্ষিত আভরণে রূপান্তরিত হয়েছিল।

৫৯৩. ইমাম আহমদ রেযা খান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৭

৫৯৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৯

تاب مرآت سحر گرد بیا باں عرب

غازہ روئے قمر دود چراغان عرب

আরবের অলি-গলির প্রভাত দীপ্তি, এমনকি আরবের প্রদীপের আলো তো দূরের কথা; বরং তার ধোঁয়াও চাঁদের জন্য প্রত্যাশিত বস্তু ছিল।[৫৯৫]

ষোলকলায় পূর্ণ চাঁদ আবার কোন সূক্ষ্ম নখাকৃতিতে ফিরে যায়? ক্রমান্বয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত পূর্ণিমার কলা আবারো সে কেন খালি করে দেয়। আ'লা হযরত নবী প্রেমের সুধামগ্ন হয়ে এ প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছেন এভাবে-

قالب تہی کیے ہمہ آغوش ہلال

اے شہسوار طیبہ میں تیری رکاب ہوں

চাঁদ তার চতুর্দিকে গোলাকৃতি পরিধি বানিয়ে নিয়েছে (চিত্রময়তার প্রস্ফুটনে চাঁদ বলছে) মদিনার যাত্রী ওগো, আমি আপনার আশ্বারোহনের রেকাব সেজেছি।[৫৯৬]

ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করার জন্য আরোহী যেখানে পা রাখে অশ্ব চালোনার সময়ও সেখানে পা রাখা হয়। চাঁদের কলার বেস্টনী যেন সেই রেকাব। মধুর হাসি মুখে নিয়ে চাঁদ এমনি এক রেকাব তৈরি করেছে। মদিনার চাঁদের জন্য তা আগলে ধরেছে।

আ'লা হযরত চাঁদকে প্রিয় নবীর শৈশবের খেলনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন-

رأيتك فى المهد تناغى القمر و تشير إليه بأصبعك فحيث أشرت إليه مال

তিনি বলেন, আমি আপনাকে দোলনায় শুয়ে চাঁদের সাথে কথা বলতে লক্ষ্য করেছি। আপনি আঙ্গুলে চাঁদকে ইশারা করতেন। আপনি যেদিকে ইঙ্গিত করতেন, চাঁদ সেদিকে ঝুঁকে যেত।[৫৯৭]

আ'লা হযরত সে হাদিসেরই অনুবাদ করেন কবিতার পঙ্ক্তিতে-

چاند جھک جاتا جدر انگلی اٹھا تے مہد میں

کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا

চাঁদ ঝুঁকে যায় যেদিক তিনি আঙ্গুলে হেলান দোলনাতে,

ইঙ্গিতে সে কেমন খেলা, চাঁদ সাজালেন খেলনাতে।[৫৯৮]

৫৯৫. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২

৫৯৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬০

৫৯৭. ইমাম জালাল উদ্দীন সূয়ুতী, *খাছায়িছুল কুবরা*, কাহেরা : দারুত তাওফিকিয়্যাহ, তা. বি., খ. ১, পৃ. ৯৪

৫৯৮. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭

আসমানের চাঁদ শুধুমাত্র আকাশের সীমানাকেই আলোকিত করে। অন্তর্জগৎ আলোকিত করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কিন্তু তৈয়্যবার চাঁদ প্রিয় নবী বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ উভয়দিকে আলোকিত করেছেন। এজন্য আ'লা হযরতের বিনয়ী আবেদন-

چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے

میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے

জ্যোতির উৎস তুমি, পাওয়ার যে পেয়ে যায়,

বিকীর্ণ করো নূর আমারই এ আত্মায়।[৫৯৯]

হযরত জাবের ইব্‌ন সামুরাহ্ (রা.) বর্ণনা করেনে-

رائيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فى إضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و إلى القمر و عليه حلة حمراء فاذا هو عندى أحسن من القمر-

'আমি একবার চাঁদনী রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নিরীক্ষণ করেছিলাম। তিনি তখন লাল বস্ত্রজোড়া পরিহিত ছিল। আমি একবার চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলাম, আরেকবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলাম। অবশেষে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম চাঁদ অপেক্ষাও অনেক বেশী সুন্দর, সুশ্রী ও নূরোজ্জ্বল।[৬০০]

আসমানের চাঁদের তুলনায় তৈয়্যবার চাঁদ দৃশ্য-অদৃশ্য অনেক বেশি পূর্ণতা রয়েছে, যা থেকে আসমানী চাঁদ বঞ্চিত।

ক. আকাশের চাঁদ আলো দেয়; কিন্তু মৃদু হাসির রূপ নেই।

খ. আকাশের চাঁদ শুধু আলোই দেয়; কিন্তু কথা বলে না।

গ. চাঁদ আলো দিয়ে আকাশ আলো করে; অন্তর উদ্ভাসিত করে না।

ঘ. চাঁদ পার্থিব জীবনে আলো ছড়ায়; অপার্থিব জীবনে নয়।

ঙ. আলো দিয়ে অন্ধকার দূর করে দুঃখের অমানিশা বিদূরিত করতে পারে না।

চ. তার আলো ভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত; স্ব-উৎসারিত নয়।

ছ. আসমানের চাঁদ বর্ধিত হয় বটে, আবার হ্রাসও পায়।

জ. আসমানী চাঁদে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

কিন্তু তৈয়্যবার চাঁদ আলোও দেয়, জগৎ ভুলানো হাসি উপহার দেয়, হৃদয় ঝংকার মূলক কথাও বলে, অপার্থিব পথ আলোকিত করে, অন্তরেও আলো ছড়ায়, দুঃখের রাত্রের অবসান করে, এ চাঁদের আলো সরাসরি স্রষ্টার দেয়া নিজস্ব আলো। এ আলোর ক্ষয় নেই, লয় নেই। এ জন্য আ'লা হযরতের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়-

৫৯৯. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১০৯

৬০০. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা তিরমিযী, *শামায়েলে তিরমিযী*, দেওবন্দ : কুতুবখানা রশিদিয়া, তা. বি., পৃ. ২

خور شید تھا کس زور پر کیا بڑھ کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر

بے پردہ جب وہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نھی

চন্দ্র-সূর্য আপন তেজে জ্বলতে থাকে বটে,

তৈয়্যবার নূরের আগমনে থাকেনা কারো আলো।[৬০১]

মোট কথা তার আরাধ্য মদিনার চাঁদের সামনে পৃথিবীর চাঁদের কোন তুলনা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যের উপমা তার কাছে তুচ্ছ।

৫.১. (ঝ) বিভিন্ন পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানেতার পাণ্ডিত্যের নমুনা

সৃষ্টির যেখানেই আ'লা হযরতের দৃষ্টি পড়তো সেখান থেকেই তিনি না'ত রচনার উপাত্ত নিতেন। একেকটি পঙ্‌ক্তিতে থাকতো একেকটি বিষয়ের পারিভাষিক শব্দের শৈল্পিক যোজনা। তার কয়েকটি নমুনা নিম্নরুপ-

بار ہویں کے چاند کا مجری ہے سجدہ نور کا

بارہ بر جوں سے جھکا یک یک ستارہ نور کا

চাঁদের বার তারিখ (অর্থাৎ বার রবিউল আউয়াল) হচ্ছে নূরের আবর্তন কেন্দ্র,

বারটি কক্ষ থেকে ঝুঁকে পড়ল এক একটি তারকা।[৬০২] (তারকা বিষয়ক বিদ্যা)

غایت و علت سبب ہر جہای تم ہو سبب

تم سے بنا تم پہ کروروں درود

তুমি সৃষ্টির হলে কারণ, তুমি সব ও সবের ভূষণ

তব জ্যোতিতে সব সৃজন, তোমাতে কোটি দরূদ।[৬০৩]

গায়ত (উদ্দেশ) ইল্লত (সৃষ্টির কারণ) ও মূল সবকিছুই সমগ্র সৃষ্টির কার্যকরণ সে তো আপনিই। (দর্শন বিষয়ক বিদ্যা)

ترا منسوب ہے مرفوع اس جا

اضافت رفع کی عامل ہے غوث

আপনার সম্পর্কিত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এযাফত (সম্পর্ক) উচ্চ মর্যাদার কার্যকরণ (আপনিই) হে গাউস।[৬০৪] (ইল্‌মে মা'আনী ও নাহু বিষয়ক) ।

---

৬০১. ইমাম আহমদ রেযা খান, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৪

৬০২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২

৬০৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭

৬০৪ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১১

৫.১.(ঞ) কবিতায় সান'আতে ইশতিক্বাক্ব (صنعت اشتقاق)-এর ব্যবহার

اشتقاق অর্থ এক শব্দ হতে অন্য শব্দ তৈরি করা। অর্থাৎ কবি তার কবিতায় এমন কতগুলো শব্দ চয়ন করা যেগুলোর مادہ বা মূল অক্ষর এক হবে এবং অর্থের মধ্যেও সামঞ্জস্য থাকবে। এই প্রকার সান'আত প্রথম সারির কবিদের কাব্যে পাওয়া গেলেও তা বিরল। আর এদিকে আ'লা হযরতের কাব্যে সান'আতে ইশতিক্বাক্ব এত বেশী যে এগুলো সীমিত পরিসরে বর্ণনা করা অসম্ভব। উদাহারণ স্বরূপ দু'একটি এ সান'আতের অন্তর্ভূক্ত পঙ্‌ক্তি উপস্থাপন করা হল-

میں تو مالک ہی کہونگا کہ ہو مالک کے حبیب

یعنی حبیب و محب میں نہیں میرا تیرا

আমি বলি তো মালিক, মালিকের প্রিয়তম সঠিক,

প্রেমেরই এ ভূবনে নেই এ তোমার কি আমার।[৬০৫]

এ কবিতায় **حبیب , حبیب , محب** তিনটি একই মূল অক্ষর হতে গঠন করা হয়েছে এবং অর্থের দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

قادری کر قادری رکھ ، قادریوں میں اٹھا

قدرعبد القادر قدرت نما کے واسطے

ক্বাদেরী কর, ক্বাদেরীতে রাখিও, ক্বাদেরী দলে উঠাইও,

হযরত আব্দুল ক্বাদের (রা.)-এর মর্যাদার বৌদলতে।[৬০৬]

এ পঙ্‌ক্তিতে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা **قادری, قادریوں, قدر, قدرت** শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন সবগুলোর মূল অক্ষর এক এবং অর্থের দিক দিয়ে মিল রয়েছে ।

رفع ذکر خلالت پہ ارفع درود

شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام

সর্বোচ্চ দরূদ তাঁরে খোদ খোদা যাঁর উঁচায় নাম,

শ্রেষ্ঠত্বেও পাক সে বুকের উম্মোচনে লাখ্ সালাম।[৬০৭]

উক্ত পঙ্‌ক্তিতে **رفع , ارفع, صدر, صدارت** শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলোর মূল অক্ষর এক এবং অর্থের দিক দিয়ে মিল রয়েছে।

---

৬০৫. প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২

৬০৬. প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১০১

৬০৭. প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪৩

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہاں کے جان ہے تو جہان ہے

তিনি ছিলেন না তো কিছু ছিল না, তিনি না হলে কিছুই হতোনা

জগতের প্রাণ তিনি , প্রাণ আছে তো জগত আছে।[৬০৮]

উক্ত শে'র-এর মধ্যে **تہا** ، **تھے** একই মূল অক্ষর হতে। অনূরূপভাবে **ہو**، **ہوں** ও একই শব্দ হতে গঠিত। এবং **ہیں** , **ہے** এ শব্দ দু'টির মূল অক্ষরও এক ও অভিন্ন।

سارے اچھوں سے اچھا سے اچھا سمجھئے جسے

ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی

তাবৎ মঙ্গল এর মঙ্গল, যাকে বলে সকল,

সেই মঙ্গলেও মঙ্গলোত্তম আমাদের নবী।[৬০৯]

এ কবিতায়- **اچھا** ، **اچھے** ، **اچھوں** তিনটি একই মূল অক্ষর হতে গঠন করা হয়েছে এবং অর্থের দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے

نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا

মুছে গেছে মুছে যায়, মুছে যাবে আপনার শুত্রুকুল,

কিন্তু মিটবেনা চর্চা তব, কভূ সারা ভূবন জুড়ে।[৬১০]

উক্ত পঙ্ক্তিতে- **مٹ مٹتے** ، **مٹا** ، **مٹے** শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলোর মূল অক্ষর এক এবং অর্থের দিক দিয়ে মিল রয়েছে।

৫.১. (ট) কবিতায় সান'আতে তযাদ (**صنعت تضاد**)-এর ব্যবহার

একই শে'র-এর মধ্যে এমন দু'টি শব্দ একত্রিত করা যা অর্থ ও বিশেষত্ব-এর দিক থেকে একটি অপরটির বিপরীত। সে দু'টি শব্দ ইসিমও হতে পারে আবার ফে'ল হতে পারে। এমন সান'আতকে 'সান'আতে থাবাক (**طباق**) এবং তযাদ (**تضاد**) ও বলা হয়।[৬১১] এ প্রকারের সান'আত বিশিষ্ট কয়েকটি শে'র নিম্নরুপ-

---

৬০৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২০

৬০৯. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৪

৬১০. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪

৬১১. আল্লামা আব্দু সাত্তার হামদানী, *ফন্নে শায়েরী আওর হাস্সানুল হিন্দ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

Dhaka University Institutional Repository

১- ہلکا ہے اگر ہمارا پلّہ

بھاری ہے ترا وقار آقا

যদিও হয় হালকা মোদের (আমাল নামার) পাল্লা,

তব ভারী মর্যাদার (মক্বামে মাহমুদর) পাল্লা হে মোদের আক্বা।[৬১২]

অত্র শে'র-এর মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, **ہلکا** এর বিপরীত **بھاری**, **اگر** এর বিপরীত **ہے**, **ہمارا** এর বিপরীত **ترا** এবং **پلّہ** এর বিপরীত **وقار**।

২- نار دوزوخ کو چمن کردے بہار عارض

ظلمت حشر کو دن کردے نہار عارض

রাসূল (দ.)-এর নূরানী চেহেরার আলোতে জাহান্নামের আগুন বাগানে পরিণত হবে,

হাশরের ময়াদানের অন্ধকার আলোতে বদলে যাবে।[৬১৩]

অত্র শে'র-এর মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, **نار** এর বিপরীত **بہار**, **دوزوخ** এর বিপরীত **چمن**, **ظلمت** এর বিপরীত **نہار**।

৩- جب آگئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی انکھیں

جلتے بجھا دئیے ہیں، روتے ہنسا دئیے ہیں

যখন রহমতের জোয়ার তাঁর আখিদ্বয়ে আগমন হবে

তখন জলন্ত আগুন নিভে যাবে, ক্রন্দন আনন্দে বদলে যাবে।[৬১৪]

অত্র শে'র এর মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, **جلتے** এর বিপরীত **بجھا دئیے**, **روتے** এর বিপরীত **ہنسا دئیے**।

৪- واں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا

یاں سیہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو

যত নেক বান্দা কা'বায়, ভয়ে অন্তরাত্মায় শুকায়,

হেথা দামানে মাখামাখি যত পাপী সমাজ।[৬১৫]

---

৬১২. ইমাম আহমদ রেযা খান, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৮

৬১৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫

৬১৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৮

৬১৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৫

অত্র শে'র-এর মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, **واں** এর বিপরীত **یاں**, **مطیعوں** এর বিপরীত **سیہ** **کاروں**, **جگر** এর বিপরীত **دامن** এবং **خوف** এর বিপরীত **مچلنا**।

৫- سر سبز وصل یہ ہے سیہ پوش ہجر وہ

چمکی دو پٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے

সবুজ জামা পরিধাকৃত গুম্বদ চিহ্ন মিলনের

কাল গিলাফ পরিধাকৃত কা'বা চিহ্ন বিচ্ছেদের,

যেন রাওযা পাক মাহবুব নবী কে পেয়ে ধন্য হয়ে আনন্দিত

কা'বা মাহবুবের বিচ্ছেদে অনাথ হয়ে চিন্তিত।[৬১৬]

অত্র শে'র-এর মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, **سر**, **سبز** এর বিপরীত **سیہ**, **پوش** , **وصل** এর বিপরীত **ہجر**, **یہ** এর বিপরীত **وہ** ।

৫.১. (ঠ) কবিতায় সান'আতে তাজনিসে নাকেস (**صنعت تجنیس ناقص**)-এর ব্যবহার

কোন শে'র-এর মধ্যে এমন দু'টি শব্দের ব্যবহার করা যা হরফের দিক থেকে সমান কিন্তু হরকাতের দিক থেকে ভিন্ন এবং শব্দ দু'টি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় এমন ধরণের সান'আতকে 'সান'আতে তাজনিসে নাকেস' বলা হয়। যেমন-

ترے خلق کو حق نے عظیم کہا، تری خلق کو حق نے جمیل کیا

کوئی تجھ سا ہوا ہے ، نہ ہوگاشہا، تیرے خالق حسن وادا کی قسم

তব আখলক শুনি হেথা খুলুকে আযীম, তব সুন্দর সৃষ্টি রূপে সে অসীম,

নহে তুল্য তোমার কেউ, না হবে কভু, রূপসৃষ্টা মহিমাময়ের কসম।[৬১৭]

উক্ত শে'র এর মধ্যে **خَلق** এর অর্থ হলো আখলাক তথা চরিত্র এবং **خُلق** এর অর্থ হলো সৃষ্টি। **خلق** এবং **خلق** হরফের দিক থেকে বরাবর কিন্তু ই'রাব তথা হরকাতের দিক থেকে ভিন্ন।

جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی

ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی

সৃষ্টিতে সবার তরে খোদা যেমন একক,

তেমনি স্বর্গে ও মর্ত্যে একোত্তম তোমাদের আমাদের নবী।[৬১৮]

---

৬১৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫৪

৬১৭. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩

৬১৮. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৫

উক্ত শে'র এর মধ্যে একই শব্দে হরকাতের ভিন্নতা যেমন اِن ও اُن এবং অর্থের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে।

عالم علم دو عالم ہیں حضور

آپ سے کیا عرض حاجت کیجئے

হে রাসূল উভয় জগতের জ্ঞান আপনারে কাছে বিদ্যমান,

সুতরাং আপনার কাছে আবেদন করার কি প্রয়োজন আপনি অবশ্যই জানেন কার কি প্রয়োজন।[৬১৯]

উক্ত পঙ্ক্তিতে **عالم** অর্থ জ্ঞানী এবং **عالم** অর্থ পৃথিবী। শব্দ এক ও অভিন্ন হলেও হরকাত ও অর্থগত পার্থক্য রয়েছে।

اس طرف روضہ کا نور، اس سمت منبر کی بہار

بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ

এদিকে রাওয়া পাকের নূর ঐদিকে মিম্বর শরীফের সৌন্দর্য,

মধ্যখানে প্রিয় জান্নাতের টুকরা, বাহ! কি সুন্দর দৃশ্য।[৬২০]

উক্ত শে'র এর মধ্যে **اِس** এবং **اُس** হরফের দিক থেকে বরাবর হলেও হরকাত ও অর্থের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।

৫.২. (ড) কবিতায় সান'আতে তারসী' (صنعت ترصیع)-এর ব্যবহার

সান'আতে তারসী' কবির ঐ পঙ্ক্তিকে বলে যার দু'টির মিসরার শব্দগুলো একই ওযন একই ছন্দের হবে। অর্থাৎ কবি এমন শে'র রচনা করবেন যার দ্বিতীয় মিসরা প্রথম মিসরার মত একই ছন্দের হবে এবং শব্দগুলোও হবে বরাবর সমান সমান। এ প্রকারের সান'আত আ'লা হযরতের কাব্যে অসংখ্য। উদাহারণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি শে'র উল্লেখ করা হলো।

১- دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا

تارے کھلتے ہیں سخاکے وہ ہے ذرہ تیرا

দানেরই ধারা বহে, সে তোমার ফোঁটা গো হে

ওই অযুত তারা জ্বলে, সে যে এক বিন্দু দয়ার।[৬২১]

১ম মিসরা

تیرا	قطرہ	ہے	وہ	کے	عطا	ہیں	چلتے	دھارے

৬১৯. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৩৫

৬২০. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯০

৬২১. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১

২য় মিসরা

تیرا	ذرہ	ہے	وہ	کے	سخا	ہیں	کھلتے	تارے

২- سب سے اولی و اعلی ہمارا نبی

سب سے بالا والا ہمارا نبی

সর্ব সমীপম ও শীর্ষোত্তম আমাদের নবী,

সর্ব উত্তম ও শ্রেষ্ঠোত্তম আমাদের নবী।[৬২২]

১ম মিসরা

نبی	ہمارا	اعلی	و	اولی	سے	سب

২য় মিসরা

نبی	ہمارا	والا	و	بالا	سے	سب

6- تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا

تو ہے وہ غوث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا

তুমি সেই গাউস হে, যার দিওয়ান গাউস সকল,

তুমি সেই তৃষ্ণাহারা যার তৃষ্ণাব্যাকুল খোদ মেহের দল।[৬২৩]

১ম মিসরা

تیرا	شیدا	ہے	غوث	ہر	کہ	غوث	وہ	ہے	تو

২য় মিসরা

تیرا	پیاسا	ہے	غیث	ہر	کہ	غیث	وہ	ہے	تو

اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا

اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستا تیرا

দুয়ারে রাজ রাজড়া গড়ায়, নসীবে পড়বে আশায়,

সুফীরা মাথা ঠেকায় সে পদচিহ্ন তোমার।[৬২৪]

১ম মিসরা

تیرا	باڑا	ہے	وہ	سے	در	ہیں	پلتے	اغنیا

৬২২. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯৪

৬২৩. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৯

৬২৪. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

২য় মিসরা

اصفیا	چلتے	ہیں	سر	سے	وہ	ہے	رستا	تیرا

৫.১. (ঢ) কবিতায় সান'আতে হুসনে তলব (صنعت حسن طلب)-এর ব্যবহার

বিনয় নম্রতার সাথে ইঙ্গিতের মাধ্যমে কিছু যাচনা করার নাম হলো সান'আতে হুসনে তলব। অর্থাৎ হৃদয়গ্রাহী পদ্ধিতে কারো কাছে কোন কিছুর জন্য আবেদর করা। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) তার কাব্যে আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সর্বোচ্চ আদব প্রদর্শন করে অতি বিনয় ও নম্রতার সাথে প্রার্থনা করেছে মনোমুগ্ধকর ছন্দে।

کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما
تو اور رضاسے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں

হে দয়াময় তোমারই দয়ার সদকায়, এ ক্ষুদ্র অধীনে ফেলোনো লজ্জায়,
অপর কাউকে হিসাবে নেও যায়, রেযা বুঝি সে হিসাবে গোনা যায়।[৬২৫]

تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف وعطا ، ہے تجھی پہ بھروسا تجھی سے دعا
مجبے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنے ہی عزّ و علا کی قسم

হে খোদা মায়া তব বান্দা পরে, ভওয়াসা তোমার, মাঙি যুক্তকরে,
মোরে জলওয়া রাসুলের একটু দেখাও, তব ইজ্জত ও মহিমা নিজের কসম।[৬২৬]

خلق کے حاکم ہو تم ، رزق کے قاسم ہو تم
تم سے ملا جو ملا، تم پہ کرڑوں درود

সৃষ্টির বিচারক তুমি, খাদ্যেরও বন্টক তুমি
যা জুটছে দিয়েছ তুমি, তোমাতে কোটি দুরুদ।[৬২৭]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) মনোমুগ্ধকর ছন্দে প্রশংসার মাধ্যমে বিনয় সহকারে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে আবেদন করেছেন। হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি হলেন সমগ্র সৃষ্টি রাজ্যের বিচারক। আপনি হলেন সকল নিয়া'মতের বন্টনকারী। এই পৃথিবীর মধ্যে যে যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছে তা আপনার দরবার থেকে পেয়েছে। আপনার প্রতি কোটি কোটি দরূদ পেশ করছি। কবি এখানে প্রথমে প্রিয় নবীজির প্রশংসা করেছেন এবং দরূদ পাঠ করেছেন। তারপর নিজের যাচনার কথা তুলে ধরেছেন। অতএব নিজের আবেদন ও যাচনার ইঙ্গিত রয়েছে তথায়।

---

৬২৫. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১২২
৬২৬. প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৩
৬২৭. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর অনুপম গীতি কাব্য : কাসিদায়ে সালাম ও কাসিদায়ে দরূদ

৬.১. কাসিদায়ে সালাম

৬.১. (ক) সালাত ও সালাম-এর গুরুত্ব

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন- قل إن كنتم تحبّون الله فاتّبعونى يحببكم الله و يغفرلكم ذنوبكم والله غفور رحيم অর্থাৎ হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, হে মানবকূল! যদি তোমরা আল্লাহ্ কে ভালোবাসো, তবে তোমরা আমারই অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহও ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[৬২৮] হযরত আনাস ইব্ন মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والنّاس اجمعين -তোমাদের কোন ব্যক্তি সে পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষন তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অপরাপর মানব মন্ডলী থেকে অধিকতর ভালবাসার পাত্র আমি না হয়ে থাকব।[৬২৯] রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অনুসরণ ও অনুকরণ-এর পাশাপাশি তাঁর প্রতি প্রেম নিবেদন ও ভালবাসা প্রকাশের একটি শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো তাঁর উপর দরূদ পাঠ করা এবং সালাম প্রেরণ করা। সালাত ও সালাম এমন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত আমল যা আল্লাহ্র শাহী দরবারে মাকবূল। এটা আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের সর্বোত্তম মাধ্যম। পরিপূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী ও ফলাফল দানকারী আমলের মধ্যে সালাত ও সালাম বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। কারণ এ আমল আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত ও ফিরিশতাকুলের সুন্নাত। তাঁরা সর্বদা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উপর সালাত প্রেরণ করতে থাকেন। সকল ঈমানদারকেও সালাত ও সালাম প্রেরণের জন্য আল্লাহ্ তা'আল নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন- انّ الله و ملائكته يصلّون على النّبىّ ياايّها الّذين امنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما 'নিশ্চয় আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর উপর দরূদ প্রেরণ করতে থাকেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা (ও) তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ কর এবং উত্তমরূপে সালাম প্রেরণ কর'।[৬৩০] উক্ত আয়াতে সাল্লু (صلّوا) এবং সাল্লিমু (سلّموا) এই নির্দেশসূচক শব্দদ্বয় যথাক্রমে 'সালাত (صلاة) ও 'সালাম' (سلام) থেকে নির্গত। প্রমাণিত হলো যে, সালাত ও সালাম কুর'আন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত পূণ্যময় আমল। অনুরুপভাবে হাদীস শরীফেও সালাত ও সালামের পাঠের গুরুত্ব এসেছে।

---

৬২৮. আল-কুর'আন, ৩ : ৩১

৬২৯. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, *জামি'উস সহিহ্*, সাহারানপুর, ইউ.পি : আশরাফী বুক ডিপু দেউবন্দ, তা. বি., খ. ১, পৃ. ৭

৬৩০. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৫৬

হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- صلّوا عليّ وسلّموا فإنّ صلاتكم و سلامكم يبلغنى أينما كنتم-তোমরা আমার প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করতে থাক। নিশ্চয় তোমাদের সালাত ও সালাম (সরাসরি) আমার পর্যন্ত পৌঁছে থাকে, তোমরা যেখানে হওনা কেন।[৬৩১] হযরত আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, ما من احد يسلّم عليّ إلّا ردّ الله عليّ روحى حتّى أردّ عليه السّلام–যখন তোমদের কেউ আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার রূহ ফেরিয়ে দেন, এমনকি আমি তার সালামের জবাব দেই।[৬৩২] রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেন,

-ما من مسلم سلّم عليّ فى شرق و لاغرب إلّا انا و ملائكة ربّى نردّ عليه السّلام -প্রাচ্য-পশ্চাত্যেও যে-কোন প্রান্ত হতে কোন মুসলমান আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে আমি ও আমার রবের ফিরিশতারা তার (প্রেরিত) সালামের জবাব দিই।[৬৩৩] হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, انّ لله ملائكة سيّاحين يبلّغونى من أمّتى السّلام –আল্লাহ্ তা'আলা-এর অসংখ্য ফিরিশতা এমন আছেন যারা পৃথিবীতে বিচরণ করে থাকেন আর আমার উম্মতের পক্ষ থেকে যে সালাম প্রেরণ করা হয় তা আমার কাছে পৌঁছিয়ে থাকেন।[৬৩৪] হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন,من صلّى عليّ صلاة واحدة صلّى الله عليه عشرا – যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দশ বার রহমত অবতীর্ণ করেন।[৬৩৫] হযরত আনাস ইব্ন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

من صلّى عليّ واحدة صلّى الله عليه عشرا وحطّ عنه عشر خطيئات

–যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ্ তা'আল তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন।[৬৩৬] আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো শুভসংবাদ দেন যে, اولى النّاس بى يوم القيامة اكثرهم على صلاة –সে ব্যক্তি কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে যে আমার উপর অধিক পরিমণে দরূদ প্রেরণ করে।[৬৩৭] হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, وصلّوا عليّ فإنّ صلاتكم تبلغنى حيث كنتم – আমার

---

৬৩১. ইব্ন কায়্যুম, *জালাউল আফহাম ফি ফদ্বলিস সালাত ওয়াস সালাম 'আলা মুহাম্মাদিন খায়রিল আনাম*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-আরবী, ১ম সং., ১৯৯৬, পৃ. ৪৬, হাদীস নং- ৬৮

৬৩২. ইমাম আবূ দায়ূদ, *সুনানু আবি দায়ূদ*, কাহেরা : দারুল হাদীস, তা. বি., খ. ২,পৃ. ৮৭১, কিতাবুল মানাসিক, বাব : যিয়ারাতুল কুবুর, হাদীস নং-২০৪১

৬৩৩. ইব্ন কায়্যুম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫, হাদীস নং- ২৬

৬৩৪. ইমাম নাসায়ী, *সুনানু নাসায়ী*, কাহেরা : দারুল হাদীস, ১৯৯৯, খ. ২, পৃ. ১৩৬, হাদীস নং-১২৮১

৬৩৫. ইমাম মুসলিম, *সহিহ্*, কিতাবুস সালত, باب : الصّلاة على النبّى صلّى الله عليه وسلّم بعد التّشهّد হাদীস নং -৪০৮

৬৩৬. ইমাম বুখারী, *আল-আদবুল মুফরাদ*, কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৫, পৃ. ১৫৯, হাদীস নং ৬৪২

৬৩৭. আবূ ঈসা তিরমিযী, *জামি'উত তিরমিযী*, কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৫, খ. ২, পৃ. ২৭৫, হাদীস নং-৪৮৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি দরূদ প্রেরণ করতে থাক। নিশ্চয় তোমাদের পক্ষ থেকে প্রেরিত দরূদ আমার পর্যন্ত পৌছে, তোমরা যেখানে থাক না কেন।[৬৩৮] রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ একদা জিবরাইল (আ.) আমার দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, إنّ جبرائيل جاءنى فقال : من صلّى عليك واحدة صلى الله عليه ورفع له عشر درجات -যে আপনার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার দশটি দরজা উচুঁ করা হবে।[৬৩৯]

উল্লিখিত আয়াতে করীমাহ ও হাদীস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, সালাত ও সালাম এর গুরুত্ব অত্যাধিক। এবং এ-ও সুস্পষ্ট হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম দূরের এবং কাছের প্রত্যেক স্থান থেকে প্রত্যেক উম্মত-এর সালাত ও সালাম নিজ কান মুবারকের মাধ্যমে শ্রবণ করেন এবং জবাব দিয়ে ধন্য করেন। আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত ফিরিশাতারা শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সম্মানার্থে তাঁর দরবারে উম্মতের পেশকৃত সালাত ও সালাম পৌঁছিয়ে থাকেন। দরূদ ও সালাম ব্যতীত বান্দার কোন আমল আল্লাহ্‌র দারবারে গৃহীত হয় না।[৬৪০] সে জন্য নামাযের মধ্যেও সালাত ও সালাম ওয়াজিব ও সুন্নাত হিসেবে পাঠ করা হয়।

৬.১.(খ) কাসিদায়ের পরিচয় ও আ'লা হযরত-এর কাসিদার সংখ্যা:

অতুলনীয় নবী প্রেমীক আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর নবী প্রশস্তিমূলক কাব্যভান্ডার সমূহের মধ্যে কাসিদা তথা গীতিকাব্য রচনা অনন্য ও অসাধারণ। কাসিদা আরবী শব্দ একবচন বহুবচনে কাসায়েদ। 'নুন্যতম নির্দিষ্টি সংখ্যক পঙ্‌ক্তিমালা দিয়ে স্তুতি অথবা নিন্দা সূচক বিশেষ উচ্চাঙ্গ রীতির দীর্ঘ পরিসর কাব্যকে কাসিদা বলা হয়।[৬৪১] মাওলানা মুহাম্মদ আউয়াল ক্বাদেরী রেযভী কাসিদা প্রসঙ্গে বলেন 'প্রশংসা বা নিন্দায় লিখিত কাব্য, প্রথমে পঙ্‌ক্তির দু'টি ছত্রেরই এবং বাকী প্রতিটি পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় ছত্রে অন্ত্যমিল রক্ষা করে ১৫ শে'র'র অধিক বেজোড় সংখ্যক শে'র'র সমন্বয়ে রচিত বিশেষরীতির কাব্যই কাসিদা'।[৬৪২] ইমামুল কালাম আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর না'তিয়া দিওয়ান 'হাদায়িক্ব-ই-বখশিশ' এর ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ডে মোট ১২টি কাসিদা রয়েছে। তৎমধ্যে কাসিদায়ে সালাম, কাসিদায়ে দরুদ, কাসিদায়ে নূর, কাসিদায়ে মি'রাজ এবং ইল্‌মে হায়্যাত ও নুজুম বিষয়ে লিখিত ১৫০ শে'র বিশিষ্ট দীর্ঘ কাসিদা অন্যতম ও সুপ্রসিদ্ধ।[৬৪৩]

নিম্নে কাসিদায়ে সালামী ও কাসিদায়ে দরূদ-এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

---

৬৩৮. ইমাম আবি দাউদ, *আস্-সুনান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৭১, কিতাবুল মানাসিক, বাবঃ যিয়ারাতুল কুবুর, হাদীস নং-২০৪২

৬৩৯. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী, *আল-আদবুল মুফরাদ, পৃ. ১৫৮*

৬৪০. আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা তিরমিযী, *জামি'উস তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ, ২, পৃ. ২৭৭, হাদীস নং-৪৮৬ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال إنّ الدّعاء موقوف بين السّماء و الارض لا يصعد منه شيئ حتّى تصلّى على نبيّك صلّى الله عليه وسلّم

৬৪১. মাওলানা বাদিউল আলম, হাফেয মাওলানা আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আল-মুখতার*, চট্টগ্রাম : আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন, ২০১২, পৃ. ২৪

৬৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৬৪৩. সৈয়্যদ ওজহাতুর রাসূল ক্বাদেরী, *তারীখে না'ত গুয়ী মে ইমাম আহমদ রেযা কা মক্বাম*, ইসলামাবাদ : এদারায়ে তাহক্বীক্বাত ইমাম আহমদ রেযা ইন্টারন্যাশনাল, ২০০১, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

৬.১. (গ) কাসিদায়ে সালামঃ

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর না'ত, গযল, কাসিদা হলো কুর'আন ও হাদিসের নির্যাস। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালনে রচনা করেছেন অনন্য গীতিকাব্য 'সালামী' যা 'মুস্তাফা জানে রহমত পেহ্ লাখো সালাম' শিরোনামে রচিত। উর্দূ ভাষায় এত দীর্ঘ সালামী দ্বিতীয় আরেকটি নেই। সুন্দর বচন, মনোমুগ্ধকর ছন্দের মিল, হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সুন্দর গুণাবলী, প্রশংসনীয় জীবন চরিতের চমৎকার বর্ণনার দ্বারা প্রতিটি চরণ ঈমানকে তাজা করে এবং অন্তর নবী প্রেমের সুগন্ধিতে ভরপূর হয়ে যায়। উক্ত কাব্যের খ্যাতি ও গ্রহনযোগ্যতা আজ পাক-ভারত উপমহাদেশের গন্ডি পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বের আনাচে-কানাচে। 'কান্যুল ঈমান, 'হাদায়িক্ব-ই-বখশিশ' এর মত 'মুস্তাফা জানে রহমত' কাসিদাটিও ভাষান্তর হচ্ছে আরবী, ইংরেজি, বাংলা সহ বিভিন্ন ভাষায়। ভারতবর্ষে এমন কোন নবী প্রেমিক নেই যার মুখে উক্ত কাসিদার দু-চার চরণ মুখস্থ নেই।

৬.১. (ঘ) সালাম পাঠের শিষ্টাচার-এর বর্ণনাঃ

পবিত্র আল-কুর'আন ও সুন্নাহর আলোকে মুহাক্বীক্বীন সালাত ও সালাম পাঠের কিছু আদব বা জরুরী আচরণ বিধি নির্ধারণ করেছেন। যা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১. অত্যন্ত ভক্তি, আদব ও ঐকান্তিক আগ্রহ ও একাগ্রতা নিয়ে সালামী পাঠ করতে হবে।

২. অযু সহকারে সালাম পাঠ করতে হবে।

৩. সালাম পাঠ করার সময় শব্দ স্বাবাভিক রাখা চাই। এমন হুল্লা- চিৎকার করা অশোভন, যাতে কৃত্রিমতা প্রমাণ করে।

৪. উচ্চারণ বিশুদ্ধ হওয়া, প্রয়োজনে পাঠক বিশেষজ্ঞ আলেমদের শরাপন্ন হয়ে তা নিশ্চিত করে নেয়া উচিত।

৫. ঈদে মিলাদুন্নবী, মি'রাজ, মুহাররাম ও শুহাদায়ে কারবালা, আহলে বায়তের কিংবা বিশেষ সাহাবার স্মরণে, গেয়ারভী শরীফ অথবা বিশেষ বুযুর্গের স্মরণোপলক্ষ ভিত্তিক নির্বাচিত শে'র পঠিত হওয়া উত্তম।

৬. তারতীব বা স্তরক্রম অবশ্যই লক্ষ্য রাখা চাই, যেমন- প্রিয় নবীর পরে আহলে বায়ত, সাহাবা, গাউসে পাক ও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আউলিয়ায়ে কেরামকে স্মরণ করা।

৭. অতিরিক্ত শে'র এর পঙ্ক্তি পাঠ করে শ্রোতাদের বিরক্ত করা থেকে বিরত থাকা।

৮. যে শে'র-এ 'দরূদ' শব্দের উল্লেখ থাকে, যে রকম অন্তত একটি হলেও পঠিত হওয়া, যাতে সাল্লু (صلّوا) এবং 'সাল্লিমু' (سلّموا) উভয় নির্দেশের উপরই আমল হয়ে যায়।[৬৪৪]

---

৬৪৪. মুফতি মুহাম্মদ খান ক্বাদেরী, *শরহে সালামে রেযা*, দিল্লী : ইসলামিক পাবলিকেশন, ২০০৫, পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

৮.১. (ঙ) কাসিদায়ে সালামী সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের অভিমত:

কাসিদায়ে সালামীর ছন্দের মিল, অলংকারিত্ব, নিপূণতা ও বৈশিষ্ট্য দেখে বড় বড় সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, পন্ডিত ও সমালোচকগণ উচ্ছ্বসিত ও ভূয়েসী প্রশংসা করেছেন। বিজ্ঞমহলের কয়েকটি অভিমত উদ্ধৃত করা হল-

১. ড. গোলাম মোস্তাফা খান, সাবেক চেয়ারম্যান, উর্দূ বিভাগ, সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়-

"মাওলানা আহমদ রেযা খান এক অনন্য আলিম, যিনি গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রে উর্দূ ভাষায় ব্যাপক প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারে কিংবদন্তী হয়ে আছেন। তিনি নিজস্ব প্রজ্ঞায় কবিত্বের ক্ষেত্রে চমক দেখিয়েছেন"।[৬৪৫]

২. পাকিস্তানের সাবেক ধর্মমন্ত্রী সুসাহিত্যিক জনাব কাওসার নিয়াজী বলেন-

"সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে আমি উর্দূ, ফার্সী ভাষায় না'তগুলো ভালভাবে অধ্যয়ন করেছি। বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, এসব না'তগুলো একদিকে আর শাহ্ আহমদ রেযার 'মুস্তফা জানে রহমত' একদিকে রাখা হলে এ সালামীর পাল্লা নিঃসন্দেহে ভারী হবে। এই কাসিদাকে উর্দূ ভাষায় 'কাসিদায়ে বুরদাহ' বললে সামান্যও অতিরঞ্জিত হবে না"।[৬৪৬]

৩. জনাব আবদে নিযামী

'মাওলানার 'মুস্তাফা জানে রহমত পেহ্ লাখো সালাম' প্রসিদ্ধ ও সর্বজন নন্দিত। প্রত্যেকে এটাকে বহুবার শুনে থাকবেন। অধ্যাপক সেলীম চিশতীর ভাষ্যমতে পাক ভারতে সম্ভবত: কোন আশিক্বে রাসূল এমন পাওয়া যাবে না, যার এ সালামীর কয়েকটি পঙ্ক্তি মুখস্ত নেই। উর্দূ ভাষায় রচিত এটাই উত্তম ও দীর্ঘ সালামী।[৬৪৭]

৪. অধ্যাপক আলী আব্বাস জালালপুরী

'হযরত মাওলানা শাহ্ আহমদ রেযা খান ক্বাদেরী বেরলভী ফার্সীতে, উর্দূতে দৃষ্টান্তহীনভাবে না'তসমূহ লিখেছেন, যেগুলো ছাড়া দুরূদ-সালামের আসরগুলো প্রানচঞ্চল হয়ে উঠেনা। তাঁর প্রতিটি শব্দই যেন ইশ্ক্বে রাসূলের ফোয়ারা। যা শুনে শ্রোতাদের চিত্তেও জাগে ইশ্ক্বে রাসূলের স্পন্দন।[৬৪৮]

৫. অধ্যাপক ড. মাসউদ আহমদ

ফাযেলে বেরলভীর সালামে রেযা পাক-ভরতের আনাচে-কানাচে পঠিত হয়। যার প্রথম কলি-

'মুস্তফা জানে রহমত পেহ্ লাখো সালাম

শময়ে' বযমে হিদায়ত পেহ্ লাখোঁ সালাম'।

বরং আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ ইত্যাদি পাক-ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলেও এই সালামী ধ্বনিত হতে শোনা যায়। নিউ ক্যাসেল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক গিয়াসুদ্দীন তাঁর সফল ইংরেজি অনুবাদ করেছেন, যা ব্রিটেনের ইসলামিক টাইমস পত্রিকায় কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।[৬৪৯]

---

৬৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮

৬৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

৬৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৬৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৬৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

৬. আল্লামা হাসান মিয়াঁ মারহারুভী এ প্রসঙ্গে বলেন-

"মুহাদ্দিস বেরলভীর এক একটি শে'র নিয়ে পিএইচ.ডি.করা যায়"। বাহ্যতঃ কথাটি অতিরঞ্জনের মত শোনালেও যখন দেখা গেল যে, জামেয়া ইসলামিয়া লাহোর'র শায়খুল জামেয়া মুফতী মুহাম্মদ খান ক্বাদেরী সালামে রেযার ব্যাখ্যায় ৫৫০ পৃষ্ঠায় এক পুরু গ্রন্থ তৈরী করে ফেলেন, তাহলে ঐ কথাটির বাস্তবতাও তেমন দূরে নয়।[৬৫০]

৭. হাফেজ লুধিয়ানভী

'তার বচন-বাচন, ভাষায় লালিত্য, তাঁর চিন্ত-চেতনা সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু ইশ্ক্বে রাসূল, শুধুই ইশ্ক্বে রাসূল ছিল'।[৬৫১]

৮. নযীর লুধিয়ানভী

এক সময় দাগ, আমীর, হালী, আকবর এবং আমীরের শিষ্যদের ভাষা, সাবলীলতা, প্রাঞ্জলতা ও উপমা-উৎপ্রেক্ষায় স্বীকৃত হত। মাওলানার ভাষা প্রষ্ফুটন ও ক্ষিপ্রতায় গুরুদের ভাষার চাইতে কোন অংশে কম নয়।[৬৫২]

৯. আল্লামা শামস্ বেরলভী

" আ'লা হযরতের সালামে রেযা সম্পূর্ণ কাসিদাটি এক মনোরম ভক্তির পুষ্পস্তবক"।[৬৫৩]

১০. ড. ফরমান ফতেহপুরী (চেয়ারম্যান- করাচী বিশ্ববিদ্যালয়)

'ধর্মীয়গুরুদের মধ্যে না'ত চিত্রের দৃষ্টিপাতে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত নাম হলো মাওলানা আহমদ রেযা বেরলভী। মাওলানা আহমদ রেযা ১৮৫৬খ্রি. মোতাবেক ১২৭২হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২১খ্রী. মোতাবেক ১৩৪০হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। সে হিসেবে তিনি মাওলানা হালী, মাওলানা শিবলী, আমীল মিনারী ও আকবর ইলাহাবাদী প্রমুখের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর না'তিয়া কালামে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জীবন চরিত মনোমুগ্ধকর ছন্দে বর্ণিত। বড়ই বেদনা বিধুর ও হৃদয়োত্তাপের সাথে রাসূলের উপর না'ত ও সালাত পাঠ করতেন। তাঁর রচিত না'ত ও কাসিদায়ে সালামী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পাঠ করা হতো। তাঁর বিখ্যাত সালামী আল্লাহ্র দারবারে মাকবুল হয়েছে। যার প্রথম কলি হলো-

'মুস্তফা জানে রহমত পেহ্লাখো সালাম
শময়ে' বযমে হিদায়ত পেহ লাখোঁ সালাম'।

১১. মাওলানা ইউসূফ সেলিম চিশতী বলেন-

'মাওলানা আহমদ রেযা খান (রহ.) সরকারে কায়েনাত ফখরে মওজুদাত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে যে কাসিদায়ে সালাম পেশ করেছেন তা অবশ্যই মাকবুল

৬৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৬৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৬৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৬৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। কেননা উপমহাদেশে এমন কোন নবী প্রেমিক নেই যার উক্ত কাসিদার দু-চার পঙ্ক্তি মুখস্থ নেই।[৬৫৪]

১২. হযরত হাতের 'আলা উদ্দীন ক্বাদেরী গিলানী-এর অসিয়ত নামা

মুফতি মুহাম্মদ খান ক্বাদেরী বলেন- ১৯৮৩ সালে ওমরা পালন ও মাদীনা শরীফ যিয়ারত করতে যাওয়ার পূর্বে আমার পীর যামানার কুতুব সায়্যিদিনা তাহের 'আলা উদ্দীন আলা-ক্বাদেরী আল-গিলানী-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। এবং দরবারে রেসালতে কিভাবে সালাম পেশ করব পরামর্শ চাইলাম। তখন তিনি অসিয়্যত করলেন-

وہ لوگ اگرچہ پسند نہیں کرتے مگر تم پڑھو:-

مصطفے جان رحمت پہ لاکھوں سلام

شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام

অর্থাৎ-যদিও তারা পছন্দ করে না (দরবারে রেসালতে সালামী পাঠ করা) তবুও তোমরা পড়বে "মুস্তাফা জানে রহমত পে লাখো সালাম"।[৬৫৫]

১৩.মুহাম্মদ আওয়াল বলেন-

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রেমে অসংখ্য কবি কাসিদায়ে সালাম রচনা করে দরবারে রেসালতে পেশ করেছেন। কিন্তু আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর কাসিদায়ে সালাম এমনভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে যে, বর্তমানে প্রতিটি মসজিদে উক্ত সালামীর সূর গুণ-গুণ করছে।[৬৫৬]

৬.১.(চ) কাসিদায়ে সালামীর শে'র'র সংখ্যা

কাসিদায়ে সালামীর মোট শে'র'র সংখ্যা নিয়ে একাধিক মত পাওয়া যায়।

১. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ-এর মতে কাসিদায়ে সালামীর শে'র-এর সংখ্যা ১৭১।[৬৫৭]
২. আল্লামা শামস বেরলভী মতে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) হাদায়েক্বে বখশিশ-এ সালামী লিখেছেন ১৭০টি শে'র।[৬৫৮]
৩. মাওলানা মুহাম্মদ ক্বাদেরী বলেন- মদিনা পাবলিশিং কোম্পানী, করাচী কর্তৃক ১৯৭৬ সনে প্রকাশিত কপিতে এর সংখ্যা ছিল ১৬৭টি।[৬৫৯]
৪. মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মারসূব আখতার আলহামেদী ১৭২টি চরণের তাযমীন (প্রতিছন্দায়ন) লিখেছেন।[৬৬০]

৬৫৪. মুফতি মুহাম্মদ খান ক্বাদেরী, *শরহে সালামে রেযা*, পৃ. ৫৩
৬৫৫. মুফতি মুহাম্মদ খান ক্বাদেরী, *শরহে সালামে রেযা*, পৃ. ৫৪
৬৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৬৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
৬৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৬৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৫. ড. আল্লামা রিয়াজ মজীদ তাঁর লিখিত প্রবন্ধ “ইমাম আহমদ রেযা কী উর্দূ না’ত গুয়ী” এর মধ্যে ও কাসিদায়ে সালামীর শে’র’র সংখ্যা ১৭১ টি লিখেছেন।[৬৬১]

সালামীর শে’র’র সংখ্যার সঠিক সমাধান দিতে গিয়ে এ সালামীর স্বনামধন্য ব্যাখ্যাকার মুফতী মুহাম্মদ খান ক্বাদেরী বলেন- “মূলত ১৬০টি চরণসম্বলিত সালামীর সংস্করণে আরোও চারটি চরণ ছিল না। তাযমীন করতে গিয়ে আল্লামা মারসূব আখতার আবার একটি চরণ দু’বার উল্লেখ করেছেন। ফলে এই হিসাবে ১৭২টি চরণ হয়। মূলতঃ এর সংখ্যা ১৭১টি। আল্লামা শামস্ বেরলভী সম্ভবত বিচ্ছিন্ন একটি চরণ বাদ দিয়ে সোজা ১৭০টিই বলেছেন।[৬৬২]

৬.১. (ছ) কাসিদায়ে সালামী-এর বৈশিষ্ট্য

আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর অদ্বিতীয় গীতি কাব্য কাসিদায়ে সালামী’র অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

১. ১৭১টি চরণ বিশিষ্ট উর্দূ ভাষায় রচিতএটি একটি দীর্ঘতম সালাম।
২. এ সালামীতে হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা’আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র আপাদ মস্তক পবিত্র কায়ার বর্ণনা রয়েছে।
৩. হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা’আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র আচার-আচরণ সমূহের চমৎকার বর্ণনা।
৪. হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা’আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র মু’জিযা সমূহের অপূর্ব বর্ণনা।
৫. প্রত্যেকটি শে’র এর মর্মার্থ পবিত্র কুর’আনের কোন না কোন আয়াত বা হাদিসের নির্যাস।
৬. হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা’আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র নূরানী সুরাত এর বর্ণনার সাথে সাথে এটি তাঁর সীরাত তথা সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যও।
৭. প্রিয়নবীজির প্রতি সালাম প্রদান ছাড়াও আহলে বায়ত, খোলাফায়ে রাশিদীন, সাহাবা-এ কেরাম, আউলিয়ায়ে ইকরাম সহ সহগ্র মুসলিম উম্মার প্রতি সালাম জ্ঞাপন।
৮. সর্বজনগৃহীত এমন মাকবুল সালামীর ন্যায় অন্য কোন সালামী নেই।
৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু তা’আলা ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র নূরানী স্বত্তার বর্ণানার ক্ষেত্র এমন শব্দাবলী নির্বাচন করেছেন, যেগুলোা আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হয়।
১০. প্রতিটি শে’র-এ কুর’আন ও হাদিসের শিক্ষা সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
১১. ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর চমৎকার বর্ণনা ।[৬৬৩]

---

৬৬০. মুফতি মুহাম্মদ খান ক্বাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৬৬১. মাওলানা রফিক আহমদ মিসবাহী, *প্যায়গামে রেযা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

৬৬২. মুফতি মুহাম্মদ খান ক্বাদেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৬৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৬.১. (জ) কাসিদায়ে সালামী-এর বিন্যাসক্রম ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা:

১. ইমামে ইশ্‌ক্বে ও মুহাব্বত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর কাসিদায়ে সালামী-এর প্রথম (৩০) ত্রিশটি শে'র'র মধ্যে হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য, কামালিয়াত বা মর্যাদার পূর্ণতা ও মু'জিযা বর্ণনার সাথে সাথে এই তত্ত্বই উত্তমভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, প্রিয় নবীর অনুপম সত্তা আল্লাহ্ তা'আলা-এর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়া'মত এবং তিনিই সমগ্র সৃষ্টির মূল। উক্ত ত্রিশটি পঙ্‌ক্তি হতে পনেরটি পঙ্‌ক্তি কাব্যানুবাদসহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

مصطفےٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام

شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام

সব করুণার প্রাণ যিনি সেই মুস্তাফাকে লাখ্ সালাম

হেদায়তের জলসাতে ঐ দীপ শিখারে লাখ্ সালাম।

مہر چرخ نبوت پہ روشن درود

گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام

নবুয়্যতের সেই আকাশে সূর্য তোমার লই গো নাম,

রাসূল বাগের শ্রেষ্ঠ ফুলে অর্ঘ্য আজি লাখ্ সালাম।

شہر یار ارم تاجدار حرم

نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام

বেহেশতে তোমার বাদশাহী, আর রাজত্বে ঐ কুল হারাম,

শাফা'আতের নতুন ঋতুরাজকে জানাই লাখ্ সালাম।

شب اسری کے دولھا پہ دائم درود

نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام

মি'রাজ রাতের বর গো তোমার চিরন্তনী গাই সুনাম,

স্বর্গপুরীর জলসাতে সেই রাজ পুরুষে লাখ্ সালাম।

عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود

فرش کی طیب ونزہت پہ لاکھوں سلام

আরশ-লোকের রূপ শোভাতে দরূদ যেরূপ আরশধাম,

মর্ত্যলোকের সুবাস-শুচি জানাই তোমার লাখ্ সালাম।

نور عین لطافت پہ الطف درود

زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام

Dhaka University Institutional Repository

সূক্ষ্মতার ঐ নিরেটে জ্যোতি, জানাই দরূদ পুণ্যকাম,
স্বচ্ছতার এই রূপ শোভাকে জানাই এমনি লাখ্ সালাম।

سرو ناز قدم مغز راز حکم
یکہ تاز فضیلت پہ لاکھوں سلام

শাশ্বত রূপ, সর্বপ্রিয় ঐশীজ্ঞানের গুপ্তধাম,
মর্যাদারই শীর্ষে একক রাজ মুকুটে লাখ্ সালাম।

نقطئہ سر وحدت پہ یکتا درود
مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام

একত্বের হে রহস্যবিন্দু তোমার একক নাম,
প্রাচুর্য সব আবর্তনের কেন্দ্রে জানাই লাখ্ সালাম।

صاحب رجعت شمس و شق القمر
نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام

ফিরবে সুরুজ, টুকরোও চাঁদ, সব সহজে সফলকাম,
হস্ত তোমার কুদরতেরই নায়েব, লও লাখ্ সালাম।

جس کے زیر لوا آدم و من سوا
اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام

নিশান ছায়ায় আদম এবং সব মানুষে পায় আরাম,
মুনিব হওয়া তোমায় সাজে, জানাই ভক্তি লাখ্ সালাম।

عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں
اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام

তোমার অধীন আরশ থেকে মর্ত্যে যত লোক তামাম,
শির ঝুঁকাবে সবাই এমন রাজ হুকুমে লাখ্ সালাম।

اصل ہر بود و بہبود تخم و جود
قاسم کنز نعمت پہ لاکھوں سلام

সৃষ্টিকুলের এই বাগানে বীজ তুমি আর মূল মক্বাম,
সব নেয়া'মত বিলায় যিনি সেই দাতাকে লাখ্ সালাম।

فتح باب نبوت پہ بے حد درود

ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام

নবুয়্যতের দুয়ার যিনি খুললো তারি জপছি নাম,

রিসালতের যুগ সমাপনকারীর প্রতি লাখ্ সালাম।

شرق انوار قدرت پہ نوری درود

فتق ازہار قربت پہ لاکھوں سلام

কুদরতেরই নূর চমকে শুনাই নূরের এই কালাম,

খোদার রূপের ফোটার কলি সেই নূরে আজ লাখ্ সালাম।

بے سہیم و قسیم و عدیل و مثیل

جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام[৬৬৪]

নাই উপাম, নাই তুলনা, নেই সম কেউ-এই মকাম,

মর্তবাতে নাই জুড়ি সে জওহারে মোর লাখ্ সালাম।[৬৬৫]

২. (৩১) একত্রিশ থেকে (৮২) বিরাশি পর্যন্ত শে'রগুলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র নূরানী সত্তার আপাদমস্তক সুন্দর বর্ণনা, যাতে প্রতি অঙ্গ মুবারকের বিশেষ মু'জিযা ও গুরুত্বসহকারে রূপ সৌন্দর্যের বিবরণ চমৎকারভাবে নিহিত রয়েছে। উক্ত বায়ান্নটি পঙ্ক্তি থেকে দশটি পঙ্ক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হলো। যেমন-

جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں

اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام

যাঁর রূপে ফুল হাসলো রঙিন, শুকনো কলি পুষ্পধাম,

পবিত্র সেই অতুল ফুলের মালঞ্চে মোর লাখ্ সালাম।

قد بے سایہ کے سایۂ مرحمت

ظل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام

নেই ছায়া সে কায়ার রহম চাই আবেদন এই দিলাম,

আর তোমার অনুগ্রহের ছায়ায় জানাই লাখ্ সালাম।

---

৬৬৪. ইমাম আহমদ রেযা, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, মুম্বাই : রেযা একাডেমী, তা. বি., খ. ২, পৃ. ২১১-২১২

৬৬৫. মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন ও আব্দুল মুস্তাফা নাজির আহমাদ চৌধুরী সম্পাদিত, *কাসিদায়ে দরূদ ও সালাম*, ঢাকা : গাউসূল আ'যম ও আ'লা হযরত রিসার্চ একাডেমী, ২০১৩, পৃ. ১০১-১২৫

Dhaka University Institutional Repository

طائران قدس جس کی ہیں قمریاں
اس سہی سر و قامت پہ لاکھوں سلام

ফেরেশতারা বুলবুলি হয়, সরবে গায় যাঁর সুনাম,
সেই দেহসৌষ্ঠবের ঋতু রূপকে জানাই লাখ্ সালাম।

وصف جس کا ہے آئینہ حق نما
اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام

সেই চেহারার গুণ যে এমন দেখায় যা খোদ যুল্‌কারাম,
খোদার নূরের দীপ্তি আজ সেই চেহারায় লাখ্ সালাম।

جس کے آگے سر سروراں خم رہیں
اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام

সামনে ঝুঁকে সব উঁচুশির ভক্তি ভরে দেয় প্রণাম,
রিফা'আতেরই মুকুট পরা সেই শিরে মোর লাখ্ সালাম।

وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا
لکہ آبرر رآفت پہ لاکھوں سلام

মেশ্‌ক সম সুবাস ভরা দয়ার মোহে সে কেশদাম,
বাদলধারা অনুগ্রহের ফোঁটায় ফোঁটায় লাখ্ সালাম।

لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق
مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام

কদর রাতে ফুটছে ফজর নিত্য শোভার নাই বিরাম,
সিথিঁর সোজা সেই হালতে ভক্তিতে দেই লাখ্ সালাম।

لخت لخت دل ہر جگر چاک سے
شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام

হৃদয় চেরা সব আঁচড়ে বিচূর্ণ প্রাণ কী বলতাম,
নূরের হাতে আঁচড়াতে চুল সেই সে হালে লাখ্ সালাম।

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان
کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام

শ্রবণ করে পবিত্র কান দূরের কি কাছের কালাম,
অমূল্য সে মুক্তোমালার খনির প্রতি লাখ্ সালাম।

چشمہ مہر میں موج نور جلال
اس رگ ہاشمیت میں پہ لاکھوں سلام

নূর জালালী ঢেউ খেলে তায় রবির কিরণ উৎধাম,
বিরল রূপের সেই হাশেমী শিরার ঢেউর লাখ্ সালাম।

جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا
اس جنین سعادت پہ لاکھوں سلام[৬৬৬]

শাফা'আতের টোপর ঝুলে ললাট ছুঁয়ে ডান ও বাম,
ভাগ্য শুধুই চুমছে যারে সেই লালাটে লাখ্ সালাম।[৬৬৭]

৩. (৮৩) তিরাশি থেকে (৯০) নব্বই পর্যন্ত শে'রগুলোতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শুভ আগমন, শৈশব জীবন, দুগ্ধপান, দুধমাতা হযরত হালিমা (রা.), দুধ ভাই-বোনের সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা ও তাঁদের প্রতি সালাম পেশ করেছেন। যেমন-

پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود
یادگاری امت پہ لاکھوں سلام

অনাদিকাল থেকেই দরূদ-যে-ই আসেন ধরার ধাম,
সিজদা দিয়ে 'উম্মতি' নাম জপ করে তায় লাখ্ সালাম।

زرع شاداب وبر ضرع پر شیر سے
برکات رضاعت پہ لاکھوں سلام

দুধে ভরে চুচুক যতো শস্য শ্যামল মাঠ তামাম,
মা হালিমার ধন্য কুটির দুগ্ধ পানে লাখ্ সালাম।

بھائیوں کے لئے ترک پستاں کریں
دودھ پیتوں کی نصفت پہ لاکھوں سلام

ভাইয়ের তরে বাঁট ছাড়ে মার দুধের শিশু বিশ্বে নাম,
স্মরণ করি শৈশবে ঐ ইনসাফে দেই লাখ্ সালাম।

---

৬৬৬. ইমাম আহমদ রেযা, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১৪-২১৯

৬৬৭. মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন ও আব্দুল মুস্তাফা নাজির আহমাদ চৌধুরী সম্পাদিত, *কাসিদায়ে দরূদ ও সালাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৮২

مہد والا کی قسمت پہ صدہا درود

برج ماہ رسالت پہ لاکھوں سلام

মর্যাদায় দোলনাকেও হাজার দরূদ তাই দিলাম,

রিসালতের চাঁদ হাসে তো সেই আকাশে লাখ্ সালাম।

اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن !

اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام

মরি! মরি! শৈশবের ঐ রূপের বয়ান কীই দিতাম,

খোদ খোদা যাঁর আসক্ত সেই মোহনরূপে লাখ্ সালাম।

اٹھتے بوٹوں کی نشو و نما پر درود

کھلتے غنچوں کی نکہت پہ لاکھوں سلام

বাড়ছে নূরের যে কিশলয় দরূদ ভরে লই সে নাম,

ফুটি ফুটি নুরের কলি সুবাসে তার লাখ্ সালাম।

فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود

کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام

জন্মগত সেই ফযীলত দরূদ যেথায় নবীর নাম,

প্রকৃতি তাঁর খেলতে নারাজ সেই রুচিতে লাখ্ সালাম।

اعتلائے جبلت پہ عالی درود

اعتدال طویت پہ لاکھوں سلام[৬৬৮]

স্বভাবগত উচ্চতা যাঁর, ভক্তিতে গাই তাঁর সুনাম,

প্রকৃতি যাঁর সাম্য নীতির সেই সমতায় লাখ্ সালাম।[৬৬৯]

৪. (৯১) একান্নব্বই থেকে (৯৯) নিরান্নব্বই পর্যন্ত শে'রগুলোতে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নির্জনপ্রিয়তা, ধ্যানে মগ্ন থাকা, রাতজাগরণ ও নিদ্রা যাও, মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা কলা, নবুয়্যত প্রকাশ, প্রভাব ও ইসলাম ধর্মের বিজয় নিশানের উড্ডয়ন সংক্রান্ত চমৎকার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود

بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام

৬৬৮. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৮৩-১৯০

৬৬৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২১-২২০

দরূদ তারে যাঁর চলনে লৌকিকতার নেই কো দাম,
সহজ সরল নিরাভরণ সুন্দরে মোর লাখ্ সালাম।

بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود
پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام

সুবাসে ভরা দরূদ তাঁরে যাঁর সুবাসে নাই বিরাম,
মন-মতানো সেই শুচিতার বিরল ঘ্রাণে লাখ্ সালাম।

میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود
اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام

প্রিয়ভাষীর মিষ্ট কথায় দরূদ যতো মিষ্ট নাম,
মৃদু মৃদু ইঙ্গিতে তার মধুরতায় লাখ্ সালাম।

سیدھی سیدھی روش پر کرورو درود
سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام

দরূদ সে তাঁর সরল চলায় বক্রতা সেই ডান কি বাম,
সহজ সরল প্রকৃতি তাঁর সারল্যে তাঁর লাখ্ সালাম।

روز گرم و شب تیرہ و تار میں
کوہ و صحرا کی خلوت پہ لاکھوں سلام

তপ্ত দিন আর আঁধার রাতে কাটলো সময় নাই আরাম,
এরুর পাহাড় শীর্ষে গুহার নির্জনতায় লাখ্ সালাম।

جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء وملک
اس جہانگیر بعثت پہ لاکھوں سلام

বেষ্টনে যাঁর নবী-রাসূল ফেরেশতারা রয় তামাম,
সৃষ্টি জুড়ে নবী হওয়ার গৌরবে তাঁর লাখ্ সালাম।

اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے
جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام

মুর্দা দিলে জীবন ঝিলিক যেই না পেল সে পয়গাম,
এমনি দাওয়াত তাঁর সে আলোর বিচ্ছুরণে লাখ্ সালাম।

Dhaka University Institutional Repository

لطف بیداری شب پہ بے حد درود

عالم خواب راحت پہ لاکھوں سلام

দরূদ তাঁরে নিশীথে যাঁর বিনিদ আখি পায় আরাম,

নিমীলিত সেই দুচোখের প্রশান্তিতে লাখ্ সালাম।

خندہ صبح عشرت پہ نوری درود

گریۂ ابر رحمت پہ لاکھوں سلام[৬৭০]

ঊষার আলোর দীপ্তি মুখে, সেই পুলকের গাই সুনাম,

ক্রন্দসী তাঁর অশ্রুভেজা সেই করুনায় লাখ্ সালাম।[৬৭১]

৫. (১০০) একশ থেকে (১০৯) একশ নয় পর্যন্ত শে'রগুলোতে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বিনয় নম্রতা, আচার-আচরণ, যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহন ও সাহসিকতা-বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন-

نرمی خوئے لینت پہ دائم درود

گرمی شان سطوت پہ لاکھوں سلام

স্বভাবগত নম্রতাকে অশেষ দরূদ দেই গোলাম,

দারুণ ভীতির প্রভাব মাখা সেই চেহারায় লাখ্ সালাম।

جس کے آگے کھنچی گرد نیں جھک گئیں

اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام

উদ্ধত শির নেয়ায় মাথা সামনে যাঁহার দেয় প্রণাম,

খোদার দেয়া তাঁর সে মহান মর্যাদাকে লাখ্ সালাম।

کس کو دیکھا یہ موی سے پوچھے کوئی

انکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام

কীইবা দেখে মূসার আখি জানুক না কেউ সে আঞ্জাম,

স্বয়ং আল্লাহ্‌র দর্শনে চোখ, হিম্মতে তাঁর লাখ্ সালাম।

---

৬৭০. ইমাম আহমদ রেযা, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২০

৬৭১. মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন ও আব্দুল মুস্তাফা নাজির আহমাদ চৌধুরী সম্পাদিত, *কাসিদায়ে দরূদ ও সালাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১-১৯৯

گرد مہ دست انجم میں رخشاں ہلال

بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام

চাঁদ ঘিরে সব তারার মেলা মুগ্ধ নয়ন খাস ও আম,

বদর মাঠে 'কুফর বিনাস' সাধন কাজে লাখ্ সালাম।

شور تکبر سے تھر تھرائی زمیں

جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام

থরথরিয়ে কাঁপায় যমীন 'তাকবীর' এর ওই উচ্চনাম,

ঐশী মদদপুষ্ট সেনার আন্দোলনে লাখ্ সালাম।

نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے

غرش کوس جرآت پہ لاکھوں سلام

বীরের হাঁকে কাঁপছে মরু, গর্জে সেনা নাই বিরাম,

রণভেরী এ দুঃসাহসের, সেই নাকারায় লাখ্ সালাম।

وہ چقا چاق خنجر سے آتی صدا

مصطفے تیری صولت پہ لاکھوں سلام

তলোয়ারের ঝনঝনানি উচ্চারে সে এই কালাম,

নবী তোমার বিক্রমে সেই জানাই সবে লাখ্ সালাম।

ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں

شیر غرّان سطوت پہ لاکھوں سلام[৬৭২]

তার আগে যে প্রাণ ত্যাজে সে বীরকেশরী হামযা নাম,

অমিততেজী সিংহ পুরুষ, হুঙ্করে তাঁর লাখ্ সালাম।[৬৭৩]

৬. (১১০) একশ দশ থেকে (১২৩) একশ তের পর্যন্ত শে'রগুলোতে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাহাবায়েকেরাম, নূরানী খান্দান রমণীকূল সরদার হযরত ফাতিমা (রা.), বেহেশতী যুবকদের সারদার হযরত ইমাম হাসান (রা.) এবং ইমাম হোসাইন (রা.)-এর স্মরণ ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বিনয়ের সাথে। এ সম্পর্কে ১৪টি পঙ্ক্তি রয়েছে তৎমধ্যে হতে মাত্র ৬টি পঙ্ক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হলো। যেমন-

ان کے مولی کے ان پر کروروں درود

---

৬৭২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২১

৬৭৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২০০-২০৯

ان کے اصحاب و عترت پہ لاکھوں سلام

তাঁর মুনিবের প্রিয়ভাজন সব সাথীদের গাই সুনাম,
নবীর যতো পরিজন আর সাহাবাদের লাখ্ সালাম

پار ہائے صحف غنچہائے قدس
اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام

পুষ্পকলি সাফ-সুতেরা সহীফারই পাতার দাম,
নবীর এমন আহলে বায়ত তাঁদের তরে লাখ্ সালাম।

آب تطہیر سے جس میں پودے جمے
اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام

পবিত্রতার অঙ্কুরে যে উঠলো চারা পুণ্যধাম,
শুভ্র শুচির সেই বাগিচা, বংশে নবীর লাখ্ সালাম।

خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر
ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام

রাসূল-দেহের রক্তে যাঁদের হয় উপাদান সৃষ্টিকাম,
পঙ্কিলতা-মুক্ত তাঁদের সৃষ্টি-ধাতে লাখ্ সালাম।

اس بتول جگر پارہ مصطفے
حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام

হৃদয় চেরা ধন নবীজির বতুল সে তাঁর আরেক নাম,
পবিত্রতার হওয়া যে সাজায় সেই ভূষণে লাখ্ সালাম।

جس کا آنچل نہ دیکھامہ و مہرنے
اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام[৬৭৪]

চাঁদ সুরুজের পক্ষেও যাঁর আঁচল দেখা দায় হারাম,
এমনি হেজাব সেই চাদরের পবিত্রতায় লাখ্ সালাম।[৬৭৫]

৭. (১২৪) একশত চব্বিশ থেকে (১৩০) একশত ত্রিশ পর্যন্ত শে'রগুলোতে উম্মুহাতুল মু'মীনিনদের (মুমিন জননীদের) মানকাবাত ও মর্যাদার কথা ও তাঁদের প্রতি সালাম সংক্রান্ত বর্ণনা। যেমন-

---

৬৭৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২২-২২৩

৬৭৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২১০-২২৩

سیما پہلی ماں کہف امن واماں

حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام

বিশেষ করে প্রথম সে মা, আশ্রয়ে যাঁর ঠাঁই আরাম,

নবীর সঙ্গ পুরায় যে হক সেই দোসরে লাখ্ সালাম।

عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی

اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام

শান্তি সুখের বার্তা আসে আরশ থেকে যেই মক্বাম,

নিরুদ্বেগের স্বস্তি ভরা সেই নিবাসে লাখ্ সালাম।

منزل من قصب لا نصب لاصخب

ایسے کو شک کی زینت پہ لاکھوں سلام

শোর যাতনা নাই যেখানে স্বর্গপুরীর সব আরাম,

মায়ের মহল জান্নাতী, সেই শান্ত শোভায় লাখ্ সালাম।

بنت صدیق آرام جان نبی

اس حریم برائت پہ لاکھوں سلام

সিদ্দীকেরই কন্যা যিনি নবীর প্রাণে সেই আরাম,

নির্মলাতার প্রতীক নবীর পত্নী তোমায় লাখ্ সালাম।

یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ

ان کی پر نور صورت پہ لا کھوں سلام

সূরায়ে নূর সাক্ষী যেথা তোমার শানে পাক কালাম,

নূরের সুরত পাক মুরতি সেই চরণে লাখ্ সালাম।

شمع تابان کاشانۂ اجتہاد

مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام[৬৭৬]

ইজতিহাদের ঘরটিতে সেই দীপ্ত শিখার এই সুনাম,

মযহাবের এ চারটি শাখার মুফতী তাঁরে লাখ সালাম।[৬৭৭]

---

৬৭৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৩-২২৪

৬৭৭. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৪-২৩০

৮. (১৩১) একশত একত্রিশ থেকে (১৪৯) একশত উনপঞ্চাশ পর্যন্ত শে'রগুলোতে নবীজির সম্মানিত সাহাবা, বিশেষ করে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ইব্ন খাত্তাব (রা.), তৃতীয় খালিফা হযরত ওসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.), চতুর্থ খলিফা হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) সহ 'আশারায়ে মুবাশ্শারাহ (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন)-এর প্রতি সালাম নিবেদন করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি (১৯)উনিশটি পঙ্ক্তি চয়ন করেছেন তৎমধ্যে হতে (১১) এগারটি পঙ্ক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হলো। যেমন-

جاں نثار ان بدر و احد پر درود

حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام

দরূদ তাঁদের বদর উহুদ মাঠে যে প্রাণ হয় নিলাম,

বায়আতে প্রাণ সমর্পিত সাহাবাদের তরে লাখ্ সালাম।

وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا

اس مبارک جماعت پہ لا کھوں سلام

বেহেশত লাভের সেই সুখবর যে দশজনা পায় আগাম,

সেই মুবারক দলটি স্মরি জানাই সবে লাখ্ সালাম।

خاص اس سابق سیر قرب خدا

او حد کاملیت پہ لاکھوں سلام

খোদার প্রেমে অগ্রগামী, সেই কাফেলার সফলকাম,

একক তিনি মর্যাদাতে তাঁর চরণে লাখ্ সালাম।

سایہ مصطفی مایہ اصطفی

عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام

নবীর সাথে ছায়ার মতোই, সাফ দিলে যাঁর এক মক্বাম,

খিলাফতের গর্বিত সেই মর্যাদাকে লাখ্ সালাম।

یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل

ثانی اثنین ہجرت پہ لا کھوں سلام

নবীর পরে সৃষ্টিতে যাঁর সবার উপর উঠবে নাম,

একক দোসর হিজরতে সেই সাওর গুহাতে লাখ্ সালাম।

وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سقر

اس خدادوست حضرت پہ لاکھوں سلام

যেই উমরের শত্রু খোঁজে পাগলপারা জাহান্নাম,
খোদার এমন দোস্ত জনে ভক্তিভরে লাখ্ সালাম।

ترجمان نبی ہمزبان نبی
جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام

ব্যাখ্যা যেন তাঁর যবানে নবীর মুখে যেই কালাম,
ইনসাফেরই মূর্তপ্রতীক, তাঁর সে রায়ে লাখ্ সালাম।

فاروق حق وباطل امام الهدی
تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام

হক-বাতিলের ফারাক যিনি সত্যপথে হক ইমাম,
কঠোরতার ঝল্‌সে উঠা তরবারীকে লাখ্ সালাম।

درّمنثورقرآں کی سلک بہی
زوج دو نورعفت پہ لاکھوں سلام

কুর'আনের ঐ মুক্তো ছড়ায় বাঁধলে মালা অঢেল দাম,
পবিত্র দুই নূরের পতি জানাই তোমায় লাখ্ সালাম।

مرتضی شیرحق اشجع الاشجعین
ساقی شیروشربت پہ لاکھوں سلام

শেরে খোদা মুরতাযা তাঁর বীর বাহুরা দেয় প্রণাম,
শরাব সুধা তোমার হাতে সাকী তোমায় লাখ্ সালাম।

اصل نسل صفا وجہ وصل خدا
باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام[678]

পাক সে ধারার উৎস, খোদার মিলনসেতু যাঁর সে নাম,
আল্লাহ্‌ওয়ালার মর্যাদাতে তোরণ তোমায় লাখ্ সালাম।[৬৭৯]

---

৬৭৮. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৪-২২৫
৬৭৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩১-২৪৯

৯. ১৫০ থেকে ১৫৩ পর্যন্ত শে'রগুলোতে তাবে'ঈন, তাবয়ে তাবে'ঈন ও নবী পরিবারের সদস্যবর্গের প্রতি সালাম।

جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی

ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام

দুশমনে যাঁর শাপ বিধাতার, এমনি যাঁদের পুণ্যকাম,

প্রেমভূবনে বিহার যাঁদের সব প্রেমিকের তরে লাখ্ সালাম।

باقی ساقیان شراب طہور

زین اہل عبادت پہ لاکھوں سلام

আরও বিলায় শরাব তাহুর সেবায় যাঁদের হুর-গোলাম,

সাধককুদের এমনি সকল মোহন শোভায় লাখ্ সালাম।

اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے

ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام

আরও যতেক শাহ্জাদা সে জাহাঁপনার ঘর মক্বাম,

খান্দানে সে মর্তবা যাঁর, তাঁদের সবে লাখ্ সালাম।

ان کی بالا شرافت پہ اعلی درود

ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام[680]

শাহ্নী তাঁদের মর্যাদাতে উচ্চ তা'রীফ এ দিলাম,

মুনীবেরই তখত যাঁদের, তাঁদের সবে লাখ্ সালাম।[৬৮১]

১০. (১৫৪) একশত চুয়ান্ন ও (১৫৫) একশত পঞ্চান্ন শে'রদ্বয়ে হযরত ইমাম আ'যম আবু হানীফা (রহ.), হযরত ইমাম মালেক (রহ.), হযরত ইমাম ইদ্রীস শাফে'ঈ (রহ.) ও হযরত ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (রহ.)-এর স্বরণ ও সাথে সাথে মাশায়েখে তরীক্বতগণের প্রতি সালাম পেশ করা হয়েছে। যেমন-

شافع مالک احمد امام حنیف

چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام

---

৬৮০. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৬

৬৮১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫০-২৫৩

Dhaka University Institutional Repository

শাফে'ঈ মালেক এবং আহমাদ ও শ্রেষ্ঠ ইমাম,
ইমাম কুলের মালঞ্চ সেই চার ইমামে লাখ্ সালাম।

کاملان طریقت پہ کامل درود
حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام[৬৮২]

পূর্ণ দরূদ তাঁদের, যাঁরা তরীক্বতে সফলকাম,
আমল যাঁদের শরা'র মতে তাঁদের প্রতি লাখ্ সালাম।[৬৮৩]

১১. (১৫৬) একশত চাপ্পান্ন থেকে (১৫৯) একশত ঊনষাট পর্যন্ত শে'রগুলোতে ওলীকুল শিরোমণি হুযুর গাউসে আ'যম আব্দুল কাদির জ্বিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পবিত্র চরণে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সালাম নিবেদন করা হয়েছে। যেমন-

غوث اعظم امام التقے والنقے
جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام

গাউসে আ'যম মুত্তকী ও শুচিমনের সেই ইমাম,
কুদরতেরই দীপ্তি প্রকাশস্থলে দেই লাখ্ সালাম।

قطب و ابدال و ارشاد و رشد الرشاد
محی دین وملت پہ لاکھوں سلام

কুতুব তিনি আবদাল ও সৎ পথের দিশা তাঁর সে নাম,
মিল্লাত ও দ্বীন যিন্দা করেন, শক্তিতে তাঁর লাখ্ সালাম।

مرد خیل طریقت پہ بے حد درود
فرد اہل حقیقت پہ لاکھوں سلام

তরীক্বতের প্রাণপুরুষে অর্ঘ্য অশেষ দেই গোলাম,
বিশ্বাসীদের মাঝে অতুল, বরেণ্য হে লাখ্ সালাম।

جس کی منبر ہوئی گردان اولیا
اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام[৬৮৪]

চরণ বরণ আউলিয়াদের গর্দানে যাঁর সেই মক্বাম,
অলোকলোকের সেই চরণের রাজ ক্ষমতায় লাখ্ সালাম।[৬৮৫]

---

৬৮২. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৬
৬৮৩. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫৪-২৫৫
৬৮৪. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৬

১২. (১৬০) একশত ষাট থেকে (১৬৫) একশত পয়ষট্টি পর্যন্ত শে'রগুলোতে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রঃ)-এর স্বীয় পীরে তরীক্বত ও সিলসিলার সম্মানিত মাশাইখগণের স্মরণ ও সালাম প্রদান করেছেন। যেমন-

شاہ برکات وبرکات پیشینیاں

نو بہار طریقت پہ لاکھوں سلام

বুযুর্গানে বরকত আনে শাহ্ বরকত যার সে নাম,

তরীক্বতের এমনি নতুন বসন্তে মোর লাখ্ সালাম।

سید آل محمد امام الرشید

گل روض ریاضت پہ لاکھوں سلام

সাইয়িদে আলে মুহাম্মদ সাঠিক পথের সেই ইমাম,

ত্যাগ সাধনার গুলবাগিচার পুষ্পে দিনু লাখ্ সালাম।

حضرت حمزہ شیر خدا و رسول

زینت قادریت پہ لاکھوں سلام

আল্লাহ্ রাসূল শের পাঠালো হযরতে হামযা সে নাম,

ক্বাদেরী এ সিলসিলার ঐ স্নিগ্ধ শোভায় লাখ্ সালাম।

نام و کام و تن وجان و حال و مقال

سب میں اچھے کی صورت پہ لاکھوں سلام

যাঁর দেহ-মন, বচন-বাচন, হালত ও সব কাজ ও নাম,

সব কিছুতে সুন্দরতম সেই সুরতে লাখ্ সালাম।

نور جاں عطر مجموعہ آل رسول

میرے آقائے نعمت پہ لاকھوں سلام

প্রাণের আলো আলে রাসূল সুবাস ছড়া যাঁর তামাম,

আমার সকল দানের দাতা সেই মুনিবে লাখ্ সালাম।

زیب سجادہ سجاد نوری نہاد

احمد نور طینت پہ لاکھوں سلام[৬৮৬]

---

৬৮৫. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৫৬-২৫৯

৬৮৬. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৭

আসন হাসে যাঁর বসাতে, নূরের আসন পায় গো দাম,
শাহ্ আহমাদ নূরী সে নাম নূর স্বভাবে লাখ্ সালাম।[৬৮৭]

১৩. (১৬৬) একশত ছিষট্টি থেকে (১৬৯) একশত ঊনষত্তর পর্যন্ত শে'রগুলোতে মুসলিম উম্মাহ, বিশেষতঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুস্বারী, স্বীয় পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন ও শিক্ষাগুরুর জন্য প্রার্থনা সম্বলিত সালাম এতদসঙ্গে নিজের জন্যও মহান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শান্তির প্রার্থনা করেছেন।

بے عذاب و عتاب وحساب و کتاب
تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام

হিসাব-কিতাব নেই কো যাঁদের আযাব ধমক সব হারাম,
শাশ্বত আহলে সুন্নাতের সবার প্রতি লাখ্ সালাম।

تیرے ان دوستوں کے طفیل اے خدا
بندہ ننگ خلقت پہ لاکھوں سلام

তোমার এ সব দোস্তজনের সম্মানে হে যুলকারাম,
অধোবদন সৃষ্টি অধম বান্দা প্রতি হোক লাখ্ সালাম্

میرے استاد ماں باپ بھائی بہن
اہل ولد و عشیرت پہ لا کھوں سلام

শিক্ষাগুরু মাতা-পিতা ভাইবোনেরও নাম নিলাম,
নিজ পরিবার গোষ্ঠি-জ্ঞাতি সবার প্রতি লাখ্ সালাম।

ایک میرا ہی رحمت میں دعوی نہیں
شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام[৬৮৮]

একাই পেতে নয়কো দাবী রহম নামের সেই ইনাম,
প্রিয় নবীর এ উম্মতের সবার তরে লাখ্ সালাম।[৬৮৯]

৬৮৭. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬০-২৬৫
৬৮৮. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৭
৬৮৯. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৬৬-২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

১৪. আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) শেষ (২) দু'টি পঙক্তিতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, যেন কাল কিয়ামতের ময়দানে প্রিয় রাসূলের সমীপে এ কাসিদায়ে সালাম পেশ করার অনুমতি লাভ করেন এবং পেশ করতে পারেন।

کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور
بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام

হাশরে তাঁর আগমনে নসীব যেন পায় গোলাম,
সম্মানে তাঁর পড়বে সবে অর্ঘ্য আমার লাখ্ সালাম।

مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا
مصطفے جان رحمت پہ لاکھوں سلام[৬৯০]

ফেরেশতারা বলবে রেযা এ-ই যে তোমার সেই কালাম,
মুস্তাফা জানে রহমত পে লাখোঁ সালাম।[৬৯১]

---

৬৯০. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২২৭

৬৯১. প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭০-২৭১ (কাসিদায়ে সালামী'র সফল কাব্যানুবাদক হলেন আল্লামা হাফেয আনিসুজ্জামান সাহেব। তিনি চট্টগ্রামের অন্তর্গত রাউজান থানাধীন মোহাম্মদপুর গ্রামে সত্তর দশকের গোড়ার দিকে সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা মরহুম মেহাম্মদ ফজলুল আজিজ ছিলেন স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ, সমাজহিতৈষী। মায়ের নাম কুলসুম আরা বেগম। তিনি অল্প বয়সে কুর'আন মাজীদ হেফজ করেন। দেশের শ্রেষ্ঠতম সুন্নী শিক্ষা নিকেতন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া থেকে কামিল হাদীস ও ফিক্হ ডিগ্রী অর্জন করেন। উল্লেখ্য তিনি একই সাথে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলা সাহিত্যে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী ও অর্জন করেন। ১৯৯২ সালে দরবারে সিরিকোট শরীফ পাকিস্তান সফরের সৌভাগ্য হয়। পীল মুর্শিদের সদয় নির্দেশনায় সেখান থেকে এসে প্রিয় শিক্ষাসদন জামেয়ার শিক্ষকতায় নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ। শিক্ষাজীবনের শুরু-শেষ, কর্মজীবনের সূচনা থেকে এই পর্যন্ত 'জান্নাত নিশাঁ' জামেয়াতেই তাঁর বিচরণ। বর্তমানে চট্টগ্রামস্থ হযরত খাজা গরীব উল্লাহ শাহ্ (রহ) মসজিদ 'খতীব'র দায়িত্ব পালন করছেন। হতে অদ্যাবধি তিনি জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসায় পাঠ দানে নিয়োজিত আছেন। সাহিত্যে ঝোঁক ছিল শৈশব থেকেই। জাতীয় ও স্থানীয় পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, সাময়িকীতে শতাধিক প্রবন্ধ ও বহু কবিতা প্রকাশিত হয়। বিশেষতঃ মাসিক তরজুমানে আহলে সুন্নাত, মাসিক জীবন বাতি, জ্ঞানের আলোতে প্রকাশিত লেখাগুলো যথেষ্ট পাঠক মহলে সমাদৃত হয়। রেডিও টেলিভিশনে ধর্মীয় আলোচনা ও কথিকা উপস্থাপন করেছেন অনেক। বক্ত হিসেবে তাঁর খ্যাতি রছেছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'শামে কারবালা' ছাড়াও 'কালামে রেযা' 'মাজমুওয়ায়ে সালাওয়াতে রাসূল (দ.) পরিচিতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন গবেষণাধর্মী জার্নাল-এ প্রকাশিত আরবী-ফার্সী, উর্দূ শে'র এর কাব্যানুবাদগুলো বোদ্ধামহলে প্রশংসিত হয়েছে। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)'র না'তিয়া সংকলন হাদায়িক্বে বখশিশ'র না'ত, ক্বাসিদা, ইমাম বূসীরী (রহ.)'র ক্বসিদায়ে বুরদাহ, ক্বাসিদায়ে গাউসিয়া প্রভৃতির কাব্যানুবাদ প্রকাশিতব্য। আদর্শ লিখক ফোরাম (আলিফ), আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন, আহলে সুন্নাত সম্মেলন সংস্থ (ওএসি) বাংলাদেশ, ইমাম শে'রে বাংলা রিসার্চ একাডেমী প্রভৃতির সাথে সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা তাঁর সাংগঠনিক ও আদর্শিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়। একবার ওমরাহসহ দশবার হজ্বে বায়তুল্লাহ ও যিয়ারতে মুস্তাফা (দ.) পালন করেন। পবিত্র আজমীর শরীফ সহ ভারতের বহু আউলিয়ায়ে কেরামের যিয়ারতে এবং একাধিকবার সংযুক্ত আরব আমীরাত সফর করেন।)

Dhaka University Institutional Repository

৬.১. কাসিদায়ে দরুদ

৬.২. (ক) দরূদ (صلوة)-এর প্রকৃত অর্থ

মহান আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ সর্বদা হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উপর দরূদ প্রেরণ করে থাকেন। এবং মু'মিনদেরকে তাঁর প্রতি দরূদ ও যথাযথ সালাম প্রেরণ করার নির্দেশ করেছেন। কুর'আন মাজীদে ঘোষণা হচ্ছে, انّ الله و ملائكته يصلّون على النبىّ يا ايّها الذين امنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما -নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ (সম্মানিত) নবীর উপর দরূদ প্রেরণ করে থাকেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর উপর দরূদ প্রেরণ করো এবং উত্তমরূপে সালাম প্রেরণ করো।[৬৯২] উক্ত আয়াতের করীমার صلوة এর ব্যাখ্যায় হযরত আবুল 'আলিয়্যা বলেন, صلوة الله ثنائه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدّعاء -আল্লাহ্ কতৃক রাসূলের প্রতি সালাত পড়া মানে ফেরেশতাদের কাছে নবীজির প্রশংসা করা এবং ফেরেশতা কতৃক রাসূলের প্রতি সালাত প্রেরণ করা মানে নবীজির জন্য দোয়া করা।[৬৯৩] সুতরাং হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মর্যাদার প্রশংসা করাই হলো দরূদ।[৬৯৪] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান তাঁর অভিধানে লিখেছেন-সালাত অর্থ নামায, প্রার্থনা, দু'আ, দরূদ, অনুগ্রহ, দয়া ও রহমত ইত্যাদি।[৬৯৫] ফিরোজাবাদী বলেন, الصلاة الدعاء و الرحمة والاستغفار و حسن الثناء من الله عزّ و جلّ على رسول الله صلى الله عليه و سلم -সালাত-অর্থ, দু'আ, রহমত-দয়া, ক্ষমা প্রার্থনা এবং রাসূলের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার গুণকীর্তন, স্তুতি, প্রশংসা প্রভৃতি।[৬৯৬]

আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক রাসূলের সম্মানার্থে তাঁর স্মরণ উচ্চ করা, রাসূলের শরী'আতকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অটুট রাখা, ক্বিয়ামতের ময়দানে উম্মতের জন্য সাফা'আত করা, মক্বামে মাহমুদের অধিকারী হওয়া এক বাক্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য যে প্রশংসা ও গুণকীর্তন তা-ই হলো 'সালাত' বা দরূদ। এ সম্মান প্রদর্শন রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বংশধর ও পরিবার সকলের জন্য প্রযোজ্য।[৬৯৭]

৬.৩. (খ) উর্দূ ভাষায় দরূদ রচনা

মহান আল্লাহ্ তা'আলা-এর নির্দেশ পালন করতে গিয়ে যুগে যুগে রাসূল প্রেমিকগণ প্রশংসা মূলক অনেক দুরূদ পেশ করেছেন। যার অধিকাংশই হলো আরবী ভাষায় রচিত। এ ধারাবাহিকতায় হিন্দের হাস্সান আশেকে রাসূল আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহ.) ও রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসা মূলক উর্দূ ভাষায় দরূদ শরীফের এক দীর্ঘ কাসিদা রচনা করেন। যা কাসিদায়ে দরূদ নামে পরিচিত। উক্ত কাসিদায় (৬০) ষাটটি পঙ্‌ক্তি রয়েছে। প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতে তিনি

---

৬৯২. আল-কুর'আন, ৩৩ : ৫৬

৬৯৩. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী, *জামি'উস সহিহ্*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭০৭; আল্লামা কুসতালানী, *মাওয়াহেবে লাদুনিয়্যাহ*, কাহেরা : *আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ, তা. বি.*, খ. ২, পৃ. ৬৪৮

৬৯৪. ইমাম আল্লামা আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ, *আল-বাহরূল মাদীদ*, *কাহেরা : আল-মাকতাবাতুত্তাওফিকিয়্যাহ, তা. বি.*, খ. ৬, পৃ. ৫২; আল-বাহরূল মাদীদ' গ্রন্থকার يصلّون এর ব্যাখ্যায় বলেন- يعتنون باظهار شرفه وتعظيم شأنه "আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীজীর মর্যাদার প্রশংসা করেন "।

৬৯৫. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : রিয়াদ্ব প্রকাশনী, ৭ম সং., ২০১০, পৃ. ৬৩৩

৬৯৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াকূব ফিরোজাবাদী, *আল-কামুসূল মহীত্ব*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৮, পৃ. ৯৪৪

৬৯৭. সায়্যিদ মাহমুদ আলূসী, *রুহুল মা'আনী*, খ. ১১, পৃ. ৫৯০ (সূরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াতের)

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ভূয়েশী প্রশংসা করেছেন। উর্দূ ভাষায় এত দীর্ঘ দরূদ শরীফের কাসিদা ও গযল কোন কবি রচনা করেননি।

৬.২. (গ) কাসিদায়ে দরূদ-এর অলংকারিত্ব

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) কাসিদায়ে দরূদে অনেক সান'আতের সমাহার ঘটিয়েছেন। যেমন- সান'আতে হুসনে তা'লীল, ইসতি'আরাহ, তালমীহ্, ইক্বতিবাস, তাজনীসে কামেল, তাজনীসে নাকেস ইত্যাদি। সবচেয়ে উল্লেখ্য যোগ্য হলো সান'আতে তারসী'। আ'লা হযরত এ কাসিদায় "সান'আতে তারসী'" ব্যবহার করেছেন তাই উক্ত কাসিদার নাম কাসিদায়ে মুরাস্সা'য়া। কাসিদায়ে মুরাস্সা'য়া বলা হয় এমন কাসিদাকে যেই কাসিদার মধ্যে মাতলা' অথবা হুসনে মাতলা' এর পর কমপক্ষে (২৮) আটাশটি পঙ্ক্তি থাকবে প্রতিটি শে'র'র প্রথম মিসরার শেষে হরুফে তাহযীর একটি করে হরফ ধারাবাহিকভাবে আসবে। আরম্ভ হবে الف দিয়ে আর শেষ হবে ی দিয়ে।[৬৯৮] উদাহারণ স্বরূপ নিম্নে উক্ত কাসিদার ৩১টি শে'র উল্লেখ করা হল। যেমন-

শে'র'র দ্বিতীয় মিসরা	প্রথম মিসরার শেষের হরফ	শে'র'র প্রথম মিসরা	ক্রমিক
طیبہ کے شمس الضحی تم پہ کروڑوں درود	----	کعبہ کے بدر الدجی تم پہ کروڑوں درود	مطلع
دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود	-----	شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود	حسن
آب و گل انبیاء تم پہ کروڑوں درود	-----	جان و دل اصفیا تم پہ کروڑوں درود	''
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود	الف	اور کوئ غیب کیا تم سے نہا ہو بہلا	1
نام ہوا مصطفی تم پہ کروڑوں درود	ب	ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب	2
اصل سے ہے ظل بندھا تم پہ کروڑوں درود	ت	تم سے جہاں کی حیات تم سے جہاں کا ثبات	3
تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ	ث	تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے وہ	4

৬৯৮. আল্লামা আব্দুর সাত্তার হামদানী, *ফান্নে শা'য়েরী আওর হাস্সানুল হিন্দ*, গুজরাট (ইউ.পি.) : মারকাযে আহলে সুন্নাত বারকাত রেযা, তা. বি., পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

	دشمن خبیث		کروڑوں درود
5	وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج	ج	کو ئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود
6	جان و جہان مسیح داد کہ دل ہے جریح	ح	نبضیں چھٹیں دم چلا تم پہ کروڑوں درود
7	اف وہ رہ سنگلاخ آہ یہ پا شاخ شاخ	خ	اے مرے مشکل کشا تم پہ کروڑوں درود
8	تم سے کھلا باب جود تم سے ہے سب کا وجود	د	تم سے ہے سب کی بقا تم پہ کروڑوں درود
9	خستہ ہوں اور تم معاذ بستہ ہوں اور تم ملاذ	ذ	آگے جوشہ کی رضا تم پہ کروڑوں درود
10	گر چہ ہیں بے حد قصور تم ہو عفو و غفور	ر	بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود
11	بے ہزو بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز	ز	ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود
12	آس ہے کوئ نہ پاس ایک تمھاری ہے آس	س	بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود
13	طارم اعلی کا عرش جس کف پاکا ہے فرش	ش	آنکھوں پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود
14	کہنے کو ہیں عام وخاص ایک تمہیں ہوخلاص	ص	بند سے کر دو رہا تم پہ کروڑوں درود
15	تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض	ض	خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود
16	آہ وہ راہ صراط بندوں کی کتنی	ط	المدد اے رہنما تم پہ کروڑوں

	بساط		درود
17	بے ادب و بد لحاظ کرنہ سکا کچھ حفاظ	ظ	عفو پہ بھولا رہا تم پہ کروڑوں درود
18	لو تہ دامن کہ شمع جھونکوں میں ہے روز جمع	ع	آندھیوں سے حشر اٹھا تم پہ کروڑوں درود
19	سینہ کے ہے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ	غ	طیبہ سے آکر صبا تم پہ کروڑوں درود
20	گیسو و قد لام الف کردو بلا منصرف	ف	لا کے تہ تیغ لا تم پہ کروڑوں درود
21	تم نے برنگ فلق جیب جہاں کر کے شق	ق	نور کا تڑکا کیا تم پہ کروڑوں درود
22	نوبت در ہیں فلک خادم در ہیں ملک	ک	تم ہو جہاں بادشا تم پہ کروڑوں درود
23	خلق تمہاری جمیل خلق تمہارا جلیل	ل	خلق تمہاری گدا تم پہ کروڑوں درود
24	خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم	م	تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود
25	برسے کرم کی بھرن پھولیں نعم کے چمن	ن	ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود
26	اپنے خطا واروں کو اپنے ہی دامن میں لو	و	کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود
27	کرکے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ	ھ	تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود
28	کام وہ لے لیجئے تم کو راضی	ی	ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں

درود[699]		کرے	

কাব্যানুবাদঃ

মাতলা'- কা'বার চাঁদনী প্রতিম, তোমাতে কোটি দরূদ,
তায়্যিবার রবি রঙ্গিন, তোমাতে কোটি দরূদ।

হুসন- বিচার দিনের কান্ডারী, তোমাতে কোটি দরূদ,
বিপদের দর্পহারী, তোমাতে কোটি দরূদ।

হুসন- পুণ্যত্মাদের হৃদ ও প্রাণ, তোমাতে কোটি দরূদ,
সব নবীগণের প্রধান, তোমাতে কোটি দরূদ।

১. অদৃশ্য জ্ঞান কি পরিমাণ, কি করিব বর্ণনা,
যখন; খোদাই গোপন রইল না, তোমাতে কোটি দরূদ।

২. সত্তা রবের বন্ধুত্বর, বৈশিষ্ট্য হল নিরুত্তর,
মুস্তাফা তাই রূপাক্ষর, তোমাতে কোটি দরূদ।

৩. তুমি তো জগৎ প্রাণ, তব লাগি সব অস্তিত্ববান,
ছায়ার কায়া তুমি মহান, তোমাতে কোটি দরূদ।

৪. তুমি আমার প্রহরী, হোক না শত্রু ভারি,
তুমি হতে কি ভয় করি, তোমাতে কোটি দরূদ।

৫. সে উর্ধ্বগমন-এর নন্দন, শাফা'আতের একক রাজন,
কে আছে তাহার মতন, তোমাতে কোটি দরূদ।

৬. হে! জীবন ও জগৎ ত্রাতা, হৃদয়ে দিন সুস্থতা,
স্পন্দনে দিন তীব্রতা, তোমাতে কোটি দরূদ।

৭. পথ মম কংকর পূর্ণ, পার্ষ্ণি হয়েছে চূর্ণ চর্ণ,
হে সহায়কর্তা অনন্য, তোমাতে কোটি দরূদ।

৮. তোমাতে খোলা দান অপার, সব প্রাণ মূখাপেক্ষী তোমার,
সব অস্তিত্বের তুমি আধার, তোমাতে কোটি দরূদ।

৯. হে বিপন্নের আশ্রয়স্থল, বন্দিত্বের ভাঙ্গা শিকল,
এখন তোমার মর্জি সকল, তোমাতে কোটি দরূদ।

১০. মম ত্রুটির নেই সীমা, তুমি দয়াচ্ছন্ন মহিমা,

[৬৯৯]. ইমাম আহমদ রেযা, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯২-১৯৭

Dhaka University Institutional Repository

দয়া করে করুন ক্ষমা. তোমাতে কোটি দরূদ।

১১. অথর্ব লোকের সান্তনা, কার কাছে করি প্রার্থণা,

এক তুমি বিনে নেই আস্তানা, তোমাতে কোটি দরূদ।

১২. আর কারো না করি আশা, এক তুমি শুধুই ভরসা,

যথেষ্ট তব প্রত্যাশা, তোমাতে কোটি দরূদ।

১৩. সমুচ্চ ওই আরশ, পায় তব পদ পরশ,

তা লোচনে রাখুন ক্ষণিক, তোমাতে কোটি দরূদ।

১৪. আছে তো গৌন্য মুখ্য, তবুও তুমি একক যোগ্য,

বন্দিত্ব হতে দিন মুক্তি, তোমাতে কোটি দরূদ।

১৫. তুমি আত্মা তরে সুস্থাতা, বাকি সৃষ্টিতে আত্মকেন্দ্রিকতা,

মোর আবেদনের কি যোগ্যাতা, তোমাতে কোটি দরূদ।

১৬. আহ্! সঠিক পথ করি দর্শন, সাধ্য কোথায় করি গমন,

হে দয়াবান! সহায় হন, তোমাতে কোটি দরূদ।

১৭. মম অশিষ্ট প্রবৃত্তি ভ্রান্ত, করতে পারিনি ক্ষান্ত,

ভুলে গেছে তব মহত্ব, তোমাতে কোটি দরূদ।

১৮. নিন তব চাদর তলে, পড়েছি ঝড় কবলে,

ঘূর্ণি হতে নিন তুলে, তোমাতে কোটি দরূদ।

১৯. হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত, দ্যায় যেন আরাম শত,

তায়্যিবার পূবালি হয়ে প্রবাহিত, তোমাতে কোটি দরূদ।

২০. যুলফি লাম আলিফ মত, না বালেন বিপদকে যত,

তব 'না' করে বিপদ অন্ত, তোমাতে কোটি দরূদ।

২১. তুমি প্রভাতের জনক, অন্ধ ধরা পেল পূর্ণ আলোক,

জ্যোতির হলেন উদ্বোধক, তোমাতে কোটি দরূদ।

২২. নভঃমন্ডলে উঠে ঝলক, স্বয়ং মলক তোমার সেবক,

তুমি রব জগতের রাজক, তোমাতে কোটি দরূদ।

২৩. সৌন্দর্যে তুমি পরম, চরিত্রতে অনুপম,

সৃষ্টি লয় তব শরণ, তোমাতে কোটি দরূদ।

২৪. সৃষ্টির বিচারক তুমি, খাদ্যেরও বন্টক তুমি,

যা জুটেছে দিয়েছে তুমি, তোমাতে কোটি দরূদ।

২৫. করুন দয়ার বর্ষণ, সিক্ত হোক নিয়ামত গগন,
উঠাও এমন সমীকরণ, তোমাতে কোটি দরূদ।
২৬. এমন পাপী-অধম চলে, তোমার চাদর তলে,
কে করে এমন মঙ্গল নিখিলে, তোমাতে কোটি দরূদ।
২৭. করে তোমার অমান্য, যাচি কৃপা তোমার প্রসন্ন,
তুমি বলো হ' আসন্ন, তোমাতে কোটি দরূদ।
২৮. সে কর্ম করুণ গ্রহণ, যাতে তুষ্টি তব হয় অর্জন,
ঠিক থাকে রেযা নামকরণ, তোমাতে কোটি দুরূদ।[৭০০]

৬.২. (ঘ) কাসিদায়ে দরুদ এর বৈশিষ্ট্য

১. মহান আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক লিখিত দরূদ।
২. ৬০ টি শে'র বিশিষ্ট উর্দূ ভাষায় দীর্ঘতম দরূদ।
৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উপর দরূদ পাঠের সাথে সাথে প্রতিটি শে'র-এ রাসূলের ভূয়েশী প্রসংশা।
৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র মর্যাদা সমূহের চমৎকার বর্ণনা।
৫. প্রিয় নবীর রহমতের অপূর্ব উল্লেখ।
৬. অলংকারিত্বের ব্যবহার।
৭. চমৎকার ছন্দের মিল।
৮. রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র আপাদ মস্তক পবিত্র নূরানী কায়ার মনোমুগ্ধকর বর্ণনা।

---

৭০০. মাওলান নেজাম উদ্দীন সম্পাদিত, *কাসিদায়ে দরূদ ও সালাম*, আদাবর, ঢাকা : গাউসূল আ'যম ও আ'লা হযরত রিসার্চ একাডেমী, ২০১৩, পৃ. ৩৩-৬২ (উক্ত কাসিদায়ে দরূদ-এর কাব্যানুবাদক- মাহ্দী আল গালিব। তিনি রংপুরস্থ তারাগঞ্জ থানার এক নং আলামপুর ইউনিয়নের ইসলামপুর (মধুরামপুর) গ্রামের ঐতিহ্যবাহী ও সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে ১৯৯৫ সালে ২৪-শে সেপ্টম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আল্লামা সূফি হিলাল উদ্দিন(রহ.) একজন স্বনাম ধন্য বিদ্বান ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। গালিবের ছোটবেলা থেকে তার পরিবারিক ভিত্তি তাকে সাহিত্য মনা ও রাসূল প্রেমের এক অনুপম রাজ্যে পদার্পন করতে সাহায্য করে। তিনি ছোটবেলা থেকে বিশ্ব প্রকৃতি ও রাসূল প্রেমে একাকার হয়ে রচনা করেছেন অসংখ্য কবিতা। তিনি কাসিদায়ে দরূদ ও সালামীর সফল কাব্যানুবাদক)

সপ্তম অধ্যায়

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রাহ:)-এর না'তিয়া কালামের ভাষান্তর

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর নবী প্রেমে রচিত না'তগুলো সারা বিশ্বে সমাদৃত এবং নবী প্রেমিকগনের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। রাসূল প্রেমের সুধা নিবারণের অনন্য মাধ্যম। তাই বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী আ'লা হযরতের না'তগুলোকে স্বীয় ভাষায় কাব্যিক আকারে রুপান্তর করেছেন। নিম্নে আরবী, ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় রুপান্তিত না'তগুলো উল্লেখ করা হলো।

৭.১. আরবী ভাষায় ভাষান্তর

بسم الله الرحمن الرحيم

انّ الله و ملائكته يصلّون على النّبى يا ايّها الذين امنوا صلّوا عليه و سلّموا تسليما

1 - الوصال الأول- فى مدح سيد العالمين صلّى الله عليه و سلّم

واه كيا جود كرم ہے شہ بطحا تيرا – نہيں سنتاہی نہيں ما نگنے والا تيرا

1- لقد نلت منك العجاب العجب – فما كنت يوما ترد الطلب

2- فمن قطرة منك ماج الخضم – ومن ذرّة فيك نجم بسم

3- و تسنيم فيض به كم تجود - فنهرك رىّ العطاشى يريد

4- وكل غنى إليك فقير – على الرأس كل إليك يسير

5- مقامك عال فمنذا وصل – مليك و بندك عرشا أظل

6- و من فى سماء و أرض ضيوف – فإنّك لا شك أنت المضيف

7- مليك وأنت حيب الإله – و كل حيب فدى فى هواه

8 - ومن عاش عندك تحت القدم – فهل عنده الشئ غير العدم

9 – أراك لى البحر ما لى قليب – بقطرة بحرك نفسى تطيب

10- وعن حاكم سارق يختفى – ولكن بقربك كم يحتفى

11- بقلبى وروحى يموج السرور- وإنك شمس و نور ونور

Dhaka University Institutional Repository

12- قلوب كما ورق فى الخريف – عليك إعتمادى فما بى وجيف

13- وماكنت يوما كثير الذنوب – وفيك رجائ أنا لايخيب

14- من الصالحات فما أعمل – و يوم القيامة قد تسأل

15- على كرم منك ربيّتنا - وقصدك وحدك علّمنا

16- إذا كنت فى الذنب من قد وقع – فمنذا سواك رحيم شفع

17- إذا ما ضللت فمنك الهدى – فأنت ذنوبى سمحوغدا

18- تطهر قلبى إذا ما تشاء – فقلبك طهر وكل الصفاء

19- فمن نرتجى ؟ ومنذا يكون؟ - على قدميك أريد المنون

20 - بأمّتك أنت ألحقنا- جميعا بفضلك اثرتنا

21- يقولون موت سمام العدم – و غسلى أريد و ضوء القدم

22- فمن آخذ مذنبا فى بعيد ببابك لومت موت الوحيد

23- كفانى أنا قطرة من كرم – ورى بكأس لخير الأمم

24- ومن طيبة أوسواها رمق – فنورك فيها رآه ائتلق

25- (رضا) يستغيثك يا "مصطفى" – بأعظم "غوث" و هذا كفى[701]

---

[৭০১]. ড. হোসাইন মুজিব মিসরী, *সাফওয়াতুল মাদীহ ফি মাদহিন্নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওয়া আ-লিল বায়ত ওয়াস সাহাবাহ্ ওয়াল আওলিয়া*, কাহেরা, মিশর : দারুল হেদায়া, ২০০১, পৃ. ২৫-২৭ ।

2- قصيدة النور

صبح طیبہ میں ہوئ بٹتاہے باڑا نور کا – صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا

১-هو النور فى طيبة أشرقا - أتى النجم يطلب ما يعشقا

২- من النور فى طيبة وردة - وللبلبل " النور" أغرودة

৩- شهر الربيع له يسجد - وللنجم نور و لا يخمد

8- وجنة خلد له حجرة - و فى روضة هذه سدرة

৫- بأنواره جنّة تعجب - وعرش بأنواره يخلب

৬- وفى يومنا جاءت البدعة - من النور ضاعت له اللمعة

৭- هو النور يسطع من جبهك - و إشرآقه ذاك من شيمتك

৮- لأنت الغنى و إنى فقير - تصدق على بلمحة نور

৯- عليك و فى الخمس نور ظهر - و محرابه النور ها قدغمر

১০- به النور يبدو بديجوره - و "موسى" رأى النور من نوره

১১- و هذى العمامة نور سطع - مليك بعظيمها كم ركع

১২- و بالنور يسطع أنف له - على الكل يفرض إجلاله

১৩- له عارض إنه مصحف - فيا مذنبون بهذا احتفوا

১8- على عارض سال هذا العرق - لدا مصحف الوجه هذا ألق

১৫- فداء لتلك العمامة نور- برأس شريف له إذ تدور

১৬- ومن هيبة رعدة للهب - ويمسى حريرا كماء الذهب

১৭- كمشكاة نور بغير حجاب - بمدح فله سورة فى الكتاب

১৮- له النور لا ريب نور طهور- قميص لنور يديم الظهور

১৯- و جبهة نور لها ركعة - وكان لنور بها لمعة

২০- جوارحه إنها فيض نور- فلا ظلّ, ما كان ظلّ لنور

২১- بعراجه كيف أمسى العروس - بثوب من النور و هو يميس

২২- و فى وحدة إن نور يزيد - ليلقاه طود أتى من بعيد

২৩- هی الحور غنت لنور تشید - ترنم نایّ بعذاب النشید

২৪- و سورته فی الکتاب أتت- سواه إلی کنهها ما القت

২৫- سوی نوره ما رأی من شهد - ومن قد رأی فی الرؤی قد وجد[৭০২]

৩- فی افضليّة النّبی صلّی الله علیه و سلّم

سب سے اولی و اعلی ہمارانبی - سب سے بالا و والا ہمارا نبی (صلی الله علیه و سلم)

১- نبی لنا کان خیر الرسل - وکل یبجله بعد کل (علیه الصلاة و السلام)

২- حبیب الإله نبی الهدی - و للعالمین عروسا بدی (علیه الصلاة و السلام)

৩- أضاء کشمع لدی الإختتام - و أول نور بدی فی الظلام (علیه الصلاة و السلام)

৪- جدیر سفرته فی السماء - عظیم دقیق بکل سناء (علیه الصلاة و السلام)

৫- مشاعل شمعه أخمدت - ومن بعد نار لها ما بدت (علیه الصلاة و السلام)

৬- وماء الحیاء وضوء القدم - وروح" المسیح" لحیی العدم (علیه الصلاة و السلام

৭- سماء لمقدمه ذینت - و أنوارها فی الدجی أشعلت (علیه الصلاة و السلام)

৮- وکل ولی وکل سول - إلی قدره ما اسطاع الوصل (علیه الصلاة و السلام)

৯- بحسن له کل حسن حلف - بحسن له کل قلب شغف (علیه الصلاة و السلام)

১০- ومن ذکره مجلس إن خلا - فما من جمال ,وإلا فلا (علیه الصلاة و السلام)

১১- له السلسیل وذاالکوثر - هما الماء من رحمة یقطر (علیه الصلاة و السلام)

১২- هو الرب رب لکل الأنام - رسول لکل علیه السلام (علیه الصلاة و السلام)

১৩- وفی کل عصر اتی المرسلون - لکل اتی البدر لیلا یکون (علیه الصلاة و السلام

১৪- کریم و منه جذیل العطاء - وما مثله قط فی الکرماء (علیه الصلاة و السلام

১৫- نجوم بدت واعتراها الأفول - وما من أفول لنجم الرسول (علیه الصلاة و السلام

১৬- ملوك لکونین کان الرسل - لهم سید من بذا لم یقل (علیه الصلاة و السلام)

১৭- هو النور یمضی إلی لا مکان- ونور النبی بکل مکان (علیه الصلاة و السلام)

---

৭০২. ড. হোসাইন মুজিব মিসরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭-২২০

Dhaka University Institutional Repository

১৮ هم الصالحون لهم أصلح - رسول الهدى صالح يصفح (عليه الصلاة و السلام)

১৯- هم العظماء لهم أعظم - و لكنه الأعظم الأكرم (عليه الصلاة و السلام)

২০- وللأنبياء أقول الملوك - نبى لهم ما بهذا شكوك (عليه الصلاة و السلام)

২১- به البدر فى فلذتين بدى - بنور له وحدة أوجدا (عليه الصلاة و السلام)

২২- وفى النور كم لامع قد لمع - بمرآة أعمى , النبى سطع (عليه الصلاة و السلام)

২৩- به عمر قلب هو السرمدى - كروح "مسيح" به نهتدى (عليه الصلاة و السلام)

২8- (رضا) قل لمن حزنوا أبشروا - حمانا النبى ألا فأذكروا (عليه الصلاة و السلام)[৭০৩]

8- فى افضال النبى و معجزاته (صلى الله عليه و سلم)

بنده ملنے كو قريب حضرت قادرگيا - لمعة باطن ميں گمنے جلوه ظاهر گيا

1- رسول ومن ربه يقترب – فذا النور عن غيره لم يغب

2- وشمس أشرت لها با لرجوع – و شق لك البدر عند الطلوع

3- لك النور أكثر من ظلمة – و شعرك ينساب فى ديمة

4- يثير هواؤك كل التراب – و يخمد نورك ذاك اللهاب

5- وأنجيت "آدم" فى ذورقة – و" نوحا" فماشئت أن تغرقه

6- بعثت فلليت كان السجود – و أصنامهم ما لها من وجود

7- من الله للمؤمنين القبول – محب الإله محب الرسول

8- من الله عون لمن قد فداه – وإلا فما نال قط جداه

9- يقولون عنى أفيه لمم – فأوهن رحلى طواف الحرم

10- فيا رحمة إننى فى بلاء – وقلبى بهذا إلى أساء

11- فديت يدا إنها قدرمت – حصاة رمت فالوجوه إنمحت

---

৭০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩-১২৮

Dhaka University Institutional Repository

12- عجبت لكوب وكم من شرب – وسؤر بقاع لمن قد رغب

13- إذا مات من كان فى مذهبك – تنزه برا عن الكفر بك

14- يقول الملائك ذا مؤمنو – و إن مات موت له محزنو

15- مقام النبى عن (رضا) ما عزب – هو العبد من ربه فاقترب

16- على الباب قف (رضا) عنده – فأنت الذى ههنا وحده[704]

5- رغبة فى روضة الرسول صلى الله عليه و سلم

دد-لم يأت نظيرك فى نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا -

جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا

1- نظيرك فى الكون ما إن وجد – و بين الأناسي ما إن ولد

2- بدنيا و أخرى لانت الملك – و تاج على الرأس ما تمتلك

3- هو الموج ماج ببحر مخيف - بطوفان بحرا رأنى الضعيف

4- أدور يبحرى وضدّى الرياح – و صولى إلى الشط غير المتاح

5- ذكاء نظرت إلى ليلى – إلى طيبة فاحملى مهجتى

6-أضائت بنورك تلك الدنى – وما يعرف الفجر ليلى أنا

7- لك البدر فى هالة من جمال – هى الشعر حسن عديم المثال

8- وطوعك بدر وحتى العبير – لرحمة غيمك غيث غزير

9- و من ظمأ إننى فى ضرم – برى فجد يا سحاب الكرم

---

৭০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২

Dhaka University Institutional Repository

10- وغيثك بحر إذا ما أنهم – فهب قطرتين إذا ما قطر

11- فسيرى رويدا أيا قافلة – لقد رمت فى ظمأ نائلة

12- خفوق لقلبى أنا فى التياع – إلا الأن لست تريد السماع

13- فواها لعهد لنا قد مضى – فعهد الزيارة تلك أنقضى

14- وصبحا تذكرتها والمسا – وذكرى تثير الجوى و الأسى

15- بقلبى المشوق عميق الشجن – و من شدة الوجد دمعى هتن

16- إلى من يكون له المشتكى – حزين و فى حزنه كم بكى

17- فديتك بالروح قلبى أحرقن – مزيدا من الجمر و لتنزلن

18- لى القلب والروح قد احرقا – فنار لحبك لا تتقى

19- (رضا) قال شعرا فما أطربا – وإن كان فى هديه راغبا[705]

---

৭০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৪৫

Dhaka University Institutional Repository

6 – الدعاء

ہے کلام الہی میں شمس وضحی ترے چہرہ نور فزا کی قسم-

قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم

1- و شمس الضحى ذاك منك الجبين – و شعرك ليل يظل الجفون

2- لك خلق إنه الأعظم – و بالحال أقسم ذا الأكرم

3- لك الله أعطاك أعلى الرتب – بما لك أقسم خير الكتب

4- هو الروح يكتم سرا لك – و ما فى الورى قط من مثلك

5- رسولك , لكننى عبدك – و جئتك فليكن رفدك

6- لك اللطف, منى إليك الدعاء – أريد أرى للرسول الضياء

7 – كثير الذنوب أريد الشفيع – له الرحمات تعم الجميع

8 – وبلبل جنات عدن يقول - بهند (رضا) مادح للرسول[706]

---

৭০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

7- غزل نظمه فى مكة المعظمة بعد الحج فى المحرم من عام 1296 للهجرة قبيل السفر إلى المدينة المنورة

حاجيو! آو شہنشاه کا روضہ دیکھو – کعبہ تو دیکہ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو

1- وذى كعبة يا حجيج أنظروا – لها كعبة مثلها أبصروا

2- من الركن عن غربة تبعدوا – بيثرب شوقا لكم جددوا

3- روينا بزمزم فى كل أن – لنشهد مليكا لنهر الحنان

4- و ميزاب جود علينا انهمر – ورحمة يثرب ملء البصر

5- يضج على بابه من عشق - ومن زاره فى الهوى يحترق

6- فراشا يحومون حول الشموع – فراشة قلبى بنار تضيع

7- بعين لمستم كساء لها – تجلى شتار له بالبها

8 – من الخوف هذى قلوب تذوب – بذيل يلوذون بعد الذنوب

9- شهدنا التجلى ليت عيق – تجلى بثرب بيت الشفيق

10- بزبنتها كالعروس بدت – وللكل هذى عروس أتت

11- تجلى لطور وفى ركنها – وكل التجلى لأنوارها

12- حنو الأمومة هذا الحطيم – و كل من الوالدين الكريم

13- أجابت لنا مكة سؤلنا – رسول بطيبة جادلنا

14- برئنا ومن قبلة للحجر – لقبلة ترب لديها خبر

15- إلى قمة اليت طار النظر – تراب بباب لديه استقر

16 – وفى مكة طاعة ترتعد – بثرب يرحم كل أحد

17- ويوم العروبة عيد العباد – هنا عيدنا يوم الأثنين عاد

18- دعاء لنا طال فى الملتزم – على الغوث فيها مريب عزم

19- سكة كم طال سعى بنا - بثرب صرنا لمحبوبنا

20- رأينا الذبائح عند مينا – دماء القلوب هنا عندنا

21- و من كعبة ذاك صوت يقول – (رضا) فانظرن روضة للرسول[707]

8 - فى ذكر صفاته صلى الله عليه وسلم و طلب شفاعته والرد على المخلفين

وہی رب ہے جس نے تجھکو ہم تن کرم بنایا – ہمیں بہیک مانگنے کو ترا آستاں بتایا

تجہے حمد ہے خدایا

1-الأ إنّ أنت من المخلصين – ببابك نحن من الواقفين.

لذالك ربّا لنا نحمد

2-خلائق إنّك فيها الحكم – بفضلك عنّا البلاء انعدم

كمثلك من ذاك جاء لنا

3- عظيم من الفضل " لابن التول" – أجلّ وأعظم " لأبن الرّسول

من الكل هذاهوالأفضل

4- و " جبريل " قال رأيت الدّنى – فما مثله قط كان هنا

فأنت الفريد وأنت الوحيد

5- حياتك منها لقيت النّصب – و منها لبرّك كان الطلب

وإنّا نؤمل منك العطاء

6- قضاء بحاجاتنا فارغبن – علينا عطائك فلتغدقن

لتشفع لنحط عنا الذنوب

7- إلى أين قلبى أنا قد ذهب – تفقده إنّه قد وجب

৭০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১-১১৬

وللبحث ما إن أرى من أحد

8- (رضا) إن قلبك ذا قد وجد – و عند الرسول فما إن فقد

و كيف و جدناه لا لاتسل ؟

9- و فى الحزن يشهد أو فى الفرح – و يبسم , فى الليل دمعا سفح

جلّية أمر له ما عرف

10- على الأرض رجل له فى السماء – و تسجد للعروش فى خيلاء

وعرش الإله إليه دنا

11- و يغضب أو كان منه العطاء – و يبكى و لكن بماء السّماء

و تحجب تلك السماء الغمام

12- كبلبل روض يرى منشدا – ويفتح وردا له موصدا

ووردة قدس له ناضرة

13- بدنيا وأحوالها يشغل – وعنها برغبته يعزل

تقول لنا الروح : أخييته

14- ويخفى ولكنه يظهر – و بالدمع عين له تغمر

وعشق تجلى بوجه له

15- شفاعته ينكر السّفهاء – وما كان ذلك إلاالهراء [708]

شفيع البرية هذا رسول

---

৭০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬

9- المنظومة السلاميّة فى مدح خير البريّة صلى الله عليه و سلم

مصطفى جان رحمت پہ لاكهو سلام – شمع بزم ہدايت پہ لاكهو سلام

1-سلام على صفوة الأنبياء – نبى الهدى رحمة للسماء (عليه الصلاة و السلام)

2- سلام ينير على بدره – وينفح عطرا على زهره (عليه الصلاة و السلام)

3- مليك إرم و هذا الحرم – شفاعته تلك منذا حرم (عليه الصلاة و السلام)

4- سلام على من سرى فى الظلام – له فى الحنان رفيع المقام (عليه الصلاة و السلام)

5- صلاة على من له العرش زان – ومن طيب الأرض كالمسك (عليه الصلاة و السلام)

6- صلاة على نور عين الكمال - سلام على الطهر بل والجمال (عليه الصلاة و السلام)

7-سلام على السروفى حكمته – ومن جاهد الكفر فى منّته (عليه الصلاة و السلام)

8- صلاة على السرفى وحدته – ومن كان كالقطب فى كثرته (عليه الصلاة و السلام)

9- له انشق بدر وردت ذكاء – ومن قدرة الله منه رماء (عليه الصلاة و السلام)

10- يلوذ به الناس يوم الجزاء – فطوبى له إن هذا سناء (عليه الصلاة و السلام)

11- من العرش و الفرش ما قد ملك - كذا الإنس والجن من غير شك(عليه الصلاة و السلام)

12- هو الأصل حقا لكل البشر – وكنزا عليهم جميعا نثر (عليه الصلاة و السلام)

13- و باب النبوّة من قد فتح – ومن بعده بابها ما فتح (عليه الصلاة و السلام)

14- صلاة و نور على نوره – و يبدو التقرب فى ظهره (عليه الصلاة و السلام)

15- عديم النظير عديم القرين – و جوهر فرد كما نسيّن (عليه الصلاة و السلام)

16- صلاة على سر غيب الهدى – سلام على منته أو بدى (عليه الصلاة و السلام

Dhaka University Institutional Repository

17- و لاهوته قمر المنتدى – وكان لناسوته سيّدا (عليه الصلاة و السلام

18- صلاة على كنز كل فقير – وكل به دائما يستجير (عليه الصلاة و السلام

19- ومن أظهر اسما لهذا الأحد – سلام عليه بغير عدد (عليه الصلاة و السلام

20- لكل سعادتنا مطلع – لكل سيادتنا منبع (عليه الصلاة و السلام)

21- ألا إنّه للفقير الثراء – شديد القوى كان للضعفاء (عليه الصلاة و السلام)

22- ولى مجلس إنه فى " دنى" – أنا فى " الهوية" دعنى أنا (عليه الصلاة و السلام

23- وما كان فرق و جمع معا – و فى وحدة كمرة جمعا (عليه الصلاة و السلام

24- على كثرة قبلها قلة – و عزأتت قبله ذلّة (عليه الصلاة و السلام)

25- من الربّ حامل طيب الكلام – على منة الله ألف سلام (عليه الصلاة و السلام)

26- صلاة عليه من البائسين – سلام على نشب المعسرين (عليه الصلاة و السلام)

27- و للمؤمن الموقن القلب سرّ - وحقد عليه لمن قد كفر (عليه الصلاة و السلام)

28- ألا إنّه كان كل سبب – و منّى السلام عليه وجب (عليه الصلاة و السلام)

29- ألا إنّه مظهر للظهور- كما أنه مظهر للصدور (عليه الصلاة و السلام)

30- تفتح زهر لدى رؤيته – هو الورد طهرا وفى نبتته (عليه الصلاة و السلام)

31- وظل له مرّة ما ظهر – لرحمته الظل ملء البصر (عليه الصلاة و السلام)

32-يحوم عليه حمام الغمام – يحيى و يمضى عليه السلام (عليه الصلاة و السلام)

33- على وجهه لاح حسن الإله – بهذا تميز منه بهاه (عليه الصلاة و السلام)

34- لكل الملوك انحناء لهام – لرأس النبى عليه السلام (عليه الصلاة و السلام)

Dhaka University Institutional Repository

35- ومن شعره غيمة للكرم – ومن شعره المسك دوما فغم (عليه الصلاة و السلام)

36- وليلة قدر بدا فجرها - ومن مفرق ساطع نورها (عليه الصلاة و السلام)

37- وكم من قلوب كواها الأسى – أساها ألا نعم من قد أسى (عليه الصلاة و السلام)

38- قريب بعيد به المخبر – فيا حبّذا ذلك الجوهر (عليه الصلاة و السلام)

39- سلام على الرائف الراحم – سلام على اصله الهاشمى (عليه الصلاة و السلام)

40- وتاج الشفاعة زين الجبين – سلام على سيّد الشافعين (عليه الصلاة و السلام)

41- لحاجيه قبله تنحنى – فمحرابها دائما ينتنى (عليه الصلاة و السلام)

42- ظلال لجفن على عينه - لرحمته تلك أومنّه (عليه الصلاة و السلام)

43- صلاة على عينه الباكية – بدمع الشفيع هى الجارية (عليه الصلاة و السلام)

44- وفيما راى كل صدق نطق – وحول عظيم لديه انبتق (عليه الصلاة و السلام)

45- وفى كل أرض بعين نظر – فلطف الاله عليها انهمر (عليه الصلاة و السلام

46- حياء به غض طرفا الحياء – و فى الأنف معنى لكل الأباء (عليه الصلاة و السلام)

47- وكم حجة هى بهر القمر – لها النور فى الخافقين أنتشر (عليه الصلاة و السلام)

48- خدّ أسيل عليه السلام – سلام على روعة للقوام (عليه الصلاة و السلام)

49- ببشارته كم أنارت قلوب – ومنا السلام عليها وجوب (عليه الصلاة و السلام)

50- من الوجه أين جمال القمر – سلام عليه لكل البشر (عليه الصلاة و السلام) [709]

---

৭০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩ - ২৭২

Dhaka University Institutional Repository

৭.২. ইংরেজি ভাষায় ভাষান্তর

1- SALAM ON THE PROPHET

مصطفی جان رحمت پہ لاکھو سلام – شمع بزم ہدایت پہ لاکھو سلام

1. Blessed be Mustafa, Mercy for Mankind,
   Allah's Light, the right way to find.
2. Blessed be the highest of the High,
   The brightest star of Prophecy's sky.
3. Blessed be the Sovereign of kaaba and Paradise.
   Who is the Compassionate, Merciful and Wise.
4. Blessed be the hero on the night of his Ascension,
   The apple of the people's eye in the Heaven.
5. Blessed be the splendour of the next World,
   The Dignity, Justice and Grandeur of this World.
6. Blessed be his noble mind,
   The most sublime of its kind.
7. Blessed be the source of Knowledge Divine,
   Outsanding and the last in the Prophet's line.
8. Blessed be the piont of Life's hidden unity,
   And also the centre of its visible diverstiy.
9. Blessed be Nature's privileged one,
   Who divided the Moon and called back the Sun.
10. Blessed be the blanket, rich in mystic quality,
    Under which the food did incrase in quantity.
11. Blessed be the sovereign, wise and high,
    Whose rule extends from the Earth to the Sky.

12.Blessed be the giver of Blessings Divine,
On whose account Allah created the Universe.
13.Blessed be the best of all the Prophets,
The Last and the most kind of the Prophets.
14.Blessed be the who merged in Allah's Light,
And established the rule of right over might.
15.Blessed be the Prophet, the most distinguished,
Matchless, exquisite and unparalleled.
16.Blessed be the star that brightly shone,
And in size has gradually grown.
17.Blessed be the jewel of Nature's plenty,
Whose knowledge extended from here to Eternity.
18.Blessed be the strong support of the helpess,
Committed to the uplift of the penniless.
19.Blessed be the our Prophet's perfection,
Which bore Divine Unity's perfection.
20.Blessed be the balm in hardship and dismay,
Whose aim in life is justice and fair play.
21.Blessed be my strength in misery,
My hope and wealth in poverty.
22.Blessed be the clue to the mystic signs,
That throws a light on Allah's designs.
23.Blessed be the totality of the most and the least,
That changes a pantheist into a monotheist.
24.Blessed be success after patience,
How nice! If shortage is followed by abundance.
25.Blessed be our Prophet's supplications,
Which met Allah Almighy's appobations.
26.Blessed be our valued patron in poverty,

Dhaka University Institutional Repository

Who leads us out of adversity.

27.Blessed be his caring concern for the evil and vicious,

And a satisfying affection for the righteous.

28.Blessed be the Prime Cause of Creation,

The Final Medium of Human Salvation.

29.Blessed be the focal point of revelation.

Initiating the process of Allah's manifestation.

30.Blessed be the gardener's noble strife,

Who gave withering flowers a new life.

31.Blessed be the symbol of beneficence,

Without a shadow or equal in any sense.

32.Blessed be the embodiment of grace,

And Brids of Heaven sing his praise.

33.Blessed be the broad forehead,

Truth on which was always read.

34.Blessed be the king of kings,

Whose name the most instant success brings.

35.Blessed be those tresses black,

Vision's feast and mercy's track.

36.Blessed be that stately parting,

Day coming in and night departing.

37.Blessed be his act of combing,

Which left the lovers hearts throbbing.

38.Blessed be those ears that hear,

Every sound from far and near.

39.Blessed be the dynasty Hashimite,

A dazzling wave in a flood of light.

40.Blessed be his head and his hair,

Which the crown of success does wear.

Dhaka University Institutional Repository

41.Blessed be those eyebrows,
For which the nice of the kaaba bows.
42.Blessed be the shade benign,
Of his eyelashes black and fine.
43.Blessed be his, those gems.,
From which Mercy's fountain stems.
44.Blessed be that rose of nature,
The glorious symbol of the Creator.
45.Blessed be the look affectionate,
Caring kind and compassionate.
46.Blessed be his awe and dignity,
Best in piety and humility.
47.Blessed be the cheeks so bright.
That they bedimmed even the moonlight.
48.Blessed be his suitable height,
To look at him was a real delight.
49.Blessed be that beaming complexion,
Which gave the onlookers satisfaction.
50.Blessed be that beautiful skin.
Which said that men are the same within.
51.Blessed be that fragrant sweat,
On workers which had a great inpact.
52.Blessed be the hair on his chin,
Holy, clean soft and thin.
53.Blessed be his beard's boon,
Glowing like the halo of the Moon.
54.Blessed be his lips, in talk or repose,
Which resembled the petals of a rose.

Dhaka University Institutional Repository

55.Blessed be the mouth, devoted to teach,
What Allah desired him to preach.
56.Blessed be the freshness of his palate,
Which in the desert flowers did create.
57.Blessed be his saliva's power,
Which changed the water from hard to softer.
58.Blessed be his tongue gifted and true,
Speaking words which Allah wanted him to.
59.Blessed be his persuasive speech,
Evil to quell, and virtue to reach.
60.Blessed be his rare gift of eloquence,
Which won the hearts of his audience.
61.Blessed be that moment of Allah's beneficence,
Which guaranteed his prayer's acceptance.
62.Blessed be his luminous galaxy,
Which threw Allah's men into ecstasy.
63.Blessed be his smile's influence,
Which could relax people, if they were tense.
64.Blessed be that throat's rare quality,
Fresh as milk and sweet as honey.
65.Blessed be his shoulders,dignified,
In whom Dignity itself took a pride.
66.Blessed be the Prophet's Seal that shone,
And in the kaaba shines the Black Stone.
67.Blessed be the strength of the nation,
An emblem of learning's consummation.
68.Blessed be that hand's generousity,
Which ushered in an era of prosperity,
69.Blessed be the strength of that arm,

Dhaka University Institutional Repository

Which bore all burdens without any alarm.

70.Blessed be his hands and their vigour,

Two pillars of our religion and culture.

71.Blessed be his palm, clear and bold,

Whose lines ‘ courage’ foretold.

72.Blessed be his fingers, long and bright,

Which looked like fountains of light.

73.Blessed be his crescent like nail,

Which brought health in its trail.

74.Blessed be his denunciation of rage,

And commendation of love and courage.

75.Blessed be his heart's sensitivity,

Which understood the mystery of unity.

76.Blessed be that millionaire's appetite,

Who ate only what a poor man might.

77.Blessed be that magnanimous mind,

Which sought Allah's Mercy for Mankind.

78.Blessed be his knees exalted,

Whose greatness Prophets acknowledged.

79.Blessed be the steps in the right direction,

Which led humanity nearest to perfection.

80.Blessed be those feet and the way,

And the Quran swore by his pathway.

81.Blessed be the moment of the Prophet's brith (arrival),

When unsurpassed glory spread over the Earth.

82.Blessed be the prayer for man's salvation,

Uttered by him in his first prostration.

83.Blessed be that fortunate breast,

Which fed him at Allah's behest.

84.Blessed be his regard for others,
When he used one & left the other breast for brothers.
85.Blessed be the glory of Prophethood,
Finest flower in the garden of Manhood.
86.Blessed be his Allah's beloved face,
And his childhood charm and grace.
87.Blessed be the sweet buds blossoming,
And the plants gradually growing.
88.Blessed be his habit of keeping away,
As a child from meaning gless play.
89.Blessed be his unpretentious style,
His informal but very encouraging smile.
90.Blessed be his way immaculate,
In every sense pious & great.
91.Blessed be his symbolic assertions,
Easy solutions to most difficult situation.
92.Blessed be his simple- heartedness,
Leading to acts of the higest selflessness.
93.Blessed be he who went to pray,
In a cave alone by night or day.
94.Blessed be his spritual domain,
Of beings, celestial and mundanc.
95.Blessed be his misssion of Islam,
Replacing violence by peace & calm.
96.Blessed be the nights of relaxation,
And the nights of prayer & meditation.
97.Blessed be the drops of rain gracious,
And rays of the morning auspicious.

Dhaka University Institutional Repository

98.Blessed be his love the repentant,
And his firmness with the insolent.
99.Blessed be his prophetic grandeur,
Before which there bowed every Emperor.
100. Blessed be he who stood at Allah’s Light,
Which Moses fainted just at the first night.
101. Blessed be the face as bright as the Moon,
Which dispelled the darkness so very soon.
102. Blessed be the Victot’s Holy cry
Echoing on the Warth and in the Sky.
103. Blessed be the brave liberators,
Who defeated the most cruel dictators.
104. Blessed be the Prophet Mustafa’s bravery,
And Jingling swords bore his testimony.
105. Blessed be the brave Lion’s Stride,
Who won bold Hamza to his side.
106. Blessed be his habits fair,
May Allah bless his every hair.
107. Blessed be his eventful life,
And Peace motivated his strife.
108. Blessed be his devoted friends,
Peace on whom every Muslim sends.
109. Blessed be the Prophet’s family members,
Who are like heavenly flowers.
110. Blessed be that garden of piety,
Whose plants grew with the water of purity.
111. Blessed be their nascent purity,
Who belong to our Prophet’s family.

112. Blessed be that symbol of honour,
Pious Batool, our Prophet's daughter.
113. Blessed be the Veils of graces,
Which from the Sun and the Moon hid their faces.
114. Blessed be our Prophet's beloved daughter,
Pious, pure and the women's leader.
115. Blessed be Hasan, the generous leader,
Who did ride on the Prophet's shoulder.
116. Blessed be his glorious magnificence,
A Symbol of knowledge and eloquence,
117. Blessed be the sweet sermons culture,
Preached by the honey- tongued Messenger.
118. Blessed be the martyr, red- attired,
In the desert of karbala who expired.
119. Blessed be our departed leader,
The Gem of Najaf, the Sun of Honour.
120. Blessed be those symbols of piety,
The mothers of the Muslim community.
121. Blessed be those emblems of modesty,
The Member of the House of dignity.
122. Blessed be the Prophet's bosom friend,
Whose affection and loyalty knew no end.
123. Blessed be that home blissful,
Declared by Allah as Peaceful.
124. Blessed be the House made of Pearls,
Whose no hard labour & commotion.
125. Blessed be that wedlock of honour,
Between the Prophet and Siddique's daughter.

Dhaka University Institutional Repository

126. Blessed be that face, holy and bright,
Which Allah praised in the Surah of Light.
127. Blessed be the house that was so honoured,
That even Geabriel only by permission entered.
128. Blessed be the adjudicator of the Schools,
Which interpret all the Islamic rules.
129. Blessed be the Disciples of the Messengers,
Who stood by him in the battles of Uhud and Badar.
130. Blessed be the group of ten wise men,
Who were assured of places in the Heaven.
131. Blessed be that radiant appearance,
Which was called by Allah into his presence.
132. Blessed be that pride of the Caliphate,
The Follower op the Prophet, true and consummate.
133. Blessed be Siddique's company and self,
Who is next to none but the Prophet himself.
134. Blessed be the man sincere and kind;
Who advised the Prophet with heart and mind.
135. Blessed be Omar, Allah's true friend,
Whose enemies awaited a bitter end.
136. Blessed be that administrator strong,
Helper of the right, enemy of the wrong.
137. Blessed be his justice and his fair play,
Which worked for the Prophet in every way.
138. Blessed be that spiritually rich worshipper,
Who offerd with the Prophet in poverty his prayer.
139. Blessed be the man who earned the rare honour,
Of marrying to the Prophet his own two daughters.

Dhaka University Institutional Repository

140. Blessed be Usman the generous and rare,
Who attained martyrdom while in prayer.
141. Blessed be Murtaza, the Lion of Allah,
Who vanquished the cruel with an iron rod.
142. Blessed be the leader of knowledge mystique,
Whose heredity and virtue were unique.
143. Blessed be the man, who re- esablished the Caliphate,
The renowned fourth pillar of the Islamic state.
144. Blessed be that rare marvel of Nature,
Whose sword flashed in his victory over khayber.
145. Blessed be that suporter of Islamic Light,
Who defeated the enemies of Islam with his might.
146. Blessed be those Muslims., fair and just,
Who had, before and after victory, in Allah their trust.
147. Blessed be that Muslim’s eyes and vision,
Who even once saw the Prophet’s sweet complexion.
148. Blessed be those who are loved by Allah,
Whose enemies have indeed been cursed by Allah.
149. Blessed be the pious, whose foreheads shine,
Who drink and distribute spiritual wine.
150. Blessed be the descendants male,
On whom his teaching did prevail.
151. Blessed be his love of Humanity,
The model of grace & humility.
152. Blessed be the Four Imams of Law,
Ahmad, Malik, Shafi and Abu Hanifa,
153. Blessed be the leaders of the Islamic way,
Who equally excelled in mystic way.

Dhaka University Institutional Repository

154. Blessed be that marvel of nature,
Ghaus –ul- Azam the Divine Leader.
155. Blessed be that pillar of Islam,
Who saw this World in his palm.
156. Blessed be that man's mysticism,
Who out – shone others in realism.
157. Blessed be that foot mirculous,
Which stood on the neck of the virtuous.
158. Blessed be that king of graces
Of past and present, and of all places.
159. Blessed be that fragrant flower,
Of Muhammad's virtuous power.
160. Blessed be the pride of the Qadri Creed,
Hamza, Allah and the prophet's Lion, indeed.
161. Blessed be the man, admittedly the best,
In name, body and Soul above the rest.
162. Blessed be my beloved benefactor,
Descendant of Allah's last Messenger.
163. Blessed be that embodiment of Light,
Helping others to attain spirituel height.
164. Blessed be Ahle-e-Sunnat till Eternity,
Without any danger from Allah's Judgement or
Accountability.
165. Blessed be O Allah, myself in the end,
For liking those, whome you befriend.
166. Blessed be my kind anscestors,
Parents, brothers, sisters and teachers.
167. Blessed be our Prophet's followers,
Who seek Allah's help in their prayers.

Dhaka University Institutional Repository

168. Blessed be his presence with grace,
On the Judgement Day, with Divine Praise.
169. Blessed be Mustafa, Mercy for Mankind,
May Angels sing it with ‘Raza’ and his kind.[710]

سب سے اولی و اعلی ہمارا نبی - 2

OUR PROPHET IS THE MOST SUBLIME AND THE HIGHEST

1. Our Prophet is the most sublime and the higest;
Our Prophet is the most elegant and the greatest.

2. Our Prophet is the beloved messenger of his Creator;
Our Prophet is the bridegroom of this world and the Hereafter.

3. Our Prophet is the first manifestation of God’s light;
Though he shone in this world as the last Prophet for human sight.

4. Our Prophet holds the most distingushed status alone;
It is worthy of him on the highest heaven to sit on God’s throne.

5. Our Prophet brought with him such a dazzling light;
That it outshone all others, which prior to his time were bright.

6. Our Prophet is that saviour, healer and secr;
The water that washed his feet is an elixir.

7. Our Prophet went to see God on His higest heaven;
For this occasion the most brighly decrorated mirrors were chosen.

8. Our Prophet is unique and the highest of his kind;
The prophets are from the mystics, who are from humankind.

---

৭১০. ড. সিরাজ আহমদ বাসতাওয়ী, *না'তিয়া শা'য়েরী*, দিল্লী : রেযভী কিতাব ঘর, ১৯৯৭, পৃ. ৩৩৯- ৩৪৭

Dhaka University Institutional Repository

9. Our Prophet has such a beautiful complexion;
That beauty itself takes oaths by his attraction.

10. Our Prophet's beauty is to humanity, what salt is to cookery;
There can be no taste in your words unitel you praise his personality.

11. Our Prophet is your's,theirs and that of one and all;
Just as there is one God Almighty for one and all.

12. Our Prophet finally emerged from the clouds as the moon;
Before him different prophets came to mankind as God's boon.

13. Our Prophet is the tro distributor of God's favours;
He alone can give, because he has these powers.

14. Our Prophet as sun has never set, nor will it ever set;
Innumerable stars, in the past, have shone and set.

15. Our Prophet is the leader of all the Prophet of God;
While, in their own places, they prophet enjoy authority form God.

16. Our Prophet's light extends even beyond the realm of space;
He is the essence of the light of every form of space.

17. Our Prophet is even nobler than that best;
Whom you regard as the best among the noblest.

18. Our Prophet is even higher than that best;
Whome you regard as the best among the highest.

19. Our Prophet is the Prophet of all other Prophets as well;
Though they are all our masters but this is what they tell.

20. Our Prophet is the powerful beacon of God's light,
Who divided the moon into two halves on a night.

21. Our Prophet shone even through the dark mirrors;
Who has given to dead head hearts a gift of eternal life.

22. Our Prophet is that Fountainhead of the water of life;

Who has given to dead hearts a gift of eternal life.

23.Our Prophet will help the helpless through his compassion;
O Raza! give this good news to those who are grief ridden.[711]

لم یات نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا - 3

1.Non like you was ever seen or created;
Authority stands in your person consummated;

2. Waves of stormy seas flout every rule;
Please rescue my boat from the whirlpcol.

3. On reaching Taybah , O Sun,You should pray;
His light may change my night into day.

4. your face is as bright as the full moon ;
Let your grace and light fall on me soon.

5. I am thirsty: you are a symbol of generosity;
Not a shower adrop will satisfy me.

6. O pilgrims ! I was always glad;
Memory of that time now makes me sad.

7. In Madinah I was always glad;
Memory of that time now makes me sad.

8. No one will listen to my tale of woe;
For help I have nowhere else to go.

---

৭১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫০-৩৫১

Dhaka University Institutional Repository

9. Let my soul burn in your loves flame;
To die in your service is my life's aim.

10. Raza ! it is not my style or norm;
Friends wished so I adopted this poetic form.[712]

ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوی ہے ہمارا- 4

DUS WE ARE

Translated by : prof. G.D. Qureshi

1. Dust we are, return to it we must,
   Adam, our ancestor, was crearted from dust.
2. Roduce us to it in your search,
   O Allah ! Dust is our medal from our dear Lord.
3. That dust on which Prophet set his feet,
   For us is better than a heavenly seat.
4. Sky was hurt deeply by the sharp irony,
   When Earth said. "Madinah is located on me"
5. Prophet described Ali as "dust's father"
   Who is our wise guide and brave leader.
6. O seekers ! walk humbly in right earnest,
   Under this earth is our Prophet's place of rest.

---

৭১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮

Dhaka University Institutional Repository

7. Prophet's grave and keebah are made with dust,
   So respect it always every-where we must.

8. Raza ! in Allah's we will have no worth.
   If we do not love Madinah on this earth.[713]

سرتا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول - 5

Randered into English by-
Zahoor Afsar Budaun

1. From top to bottom the body of Sultan-e- Zaman (Prophet Mohammad S.A.W) is flower.
2. Lips, flower, mouth flower, chin flower, body flower.
3. For your Bake, not only gardens, forests beget flower.
4. Permit this bud of heart too, to become a flower.
5. If we desire, it moves not even s single atom,
6. If you desire, the lofty mountain of sorrow becomes a flower.
7. By Allah, if the perpiration of my flower is made available.
8. Neverwould the bride ask for it, nor wuold she desire flower.
9. What to say of that garden of benevolence O Raza.
10. Wherein "Zohra" be a bud 'Husain' and 'Hasan' flower.[714]

---

৭১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯

৭১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১

واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا – 6

YOUR GENEROSITY IS BOUNDLESS

Translated by : Prof. G. D. Qureshi

1. Your generosity is boundless, O Allah's Messenger !
   For you always grant every wish of your seeker.
   واہ کیا جود و کرم شہ بطحا تیرا -
   نہیں سنتاہیں نہیں مانگنے والا تیرا
2. From your drop flow waves of magnanimity.
   From your particle emerge stars of rare luminosity.
   دہارے چلتے ہیں عطاکے وہ ہے قطرہ تیرا
   تارے کہلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرا تیرا
3. O master of the heavenly river ! you are so kind.
   The needs of the thirsty are dear to your mind.
   فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا
   آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا
4. People learn the art of generosity at your door,
   The most virtous walk humbly on your floor.
   آغنیا پلتے ہیں درسے وہ ہے باڑا تیرا
   اصفیا چلتے ہیں سرسے وہ ہے رستا تیرا
5. How can the earthly beings understand your grandeur,
   When the heavenly beings are dazzied by your splendour?
   فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانیں
   خسروا :عرش پہ اڑتاہے پہر یرہ تیرا
6. Heaven, earth and world you feed,
   Who then is the host? You are, indeed.
   آسماں خواں، زمیں خواں ، زمانہ مہمان
   صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیراتیرا

Dhaka University Institutional Repository

7. Since you are Allah’s beloved, yours is everything,
   In love mine and thine does not apply to anything.
   میں تو مالک ہی کہوں گا ک ہو مالک کے حبیب
   یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا

8. Those at you feet hold distinguished place,
   They find your feet bringhter than anybody’s face.
   تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں
   کون نظروں پہ چڑہے دیکہ کے تلوا تیرا

9. Not a well, but an ocean I want for a start,
   But from your hand a splash contents my heart.
   بحر سائل کا ہوں سائل نہ کنویں کا پیاسا
   خود بجھا جاے کلیجا مرا چھینٹا تیرا

10. Thieves always hide a way from their chier,
    But under your cloak takes refuge your thier.
    چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف
    تیرے دامن میں چھپے چورانوکھا تیرا

11. Grant our eyes, minds and bodies contentment,
    O True Sun ! Lead our hearts to enlightenment.
    آنکہیں ٹہنڈی ہوں جگر تازے ہوں جانیں سیراب
    سچے سورج وہ دل آراہے آجالا تیرا

12. Why then does my heart tremble like an autumn leaf,
    When your compassion can grant the weak relief ?
    دل عبث خوف سے پتا سارآڑاجاتا ہے
    پلّہ ہلکاسھی بھاری ہے بھروسا تیرا

13. Who am I with all my sins insignificant,
    When your word saves millions in my predicament.

ایک میں کیا مرے عصیاں کی حقیقت کتنی

مجھے سے سولاکہ کو کافی ہے اشارا تیرا

14.O master ! your kindness made me lazy,

Now fear of accountability drives me crazy.

مفت پالا تہا کبھی کام کی عادت نہ پڑی

اب عمل پوچھتے ہیں ہاے نکمّا تیرا

15.Don’t send your servants to others, O master,

Peace is near righteous, forgiving,elsewhere is disaster.

تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ ر ڈال

جھڑکیاں کھاءیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا

16.I am lowly, sinful, neglected being,

You are a righteous, forgiving, elevated being.

خوار و بیمار و خطاوار و گنہ گار ہوں میں

رافع و نافع وشافع لقب آقا تیرا

17.your decisions are final in every matter,

I beseech you change my fate for the better.

میری تقدیر بری ہو تو بھلی کردے کہ ہے ؎

محو وا ثبات کے دفتر پہ کڑوڑا تیرا

18.Allah has given you such authority,

Pray, return my sinful heart to purity.

تو جو چاہے تو ابہی میل مرف دل کے دھلیں

کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ تیرا

19.No one else in the world I wish to meet,

My cherished desire is to die at your feet.

کس کا منہ تکیے کہاں جائے کس سے کہیے ؎

تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا

20. You gave us Islam, and as muslims gave honour,
Who ever heard that you withdrew your favour.
تو نے اسلام دیا تونے جماعت میں لیا ہ
تو کریم اب کوی پھرتاہے عطیّہ تیرا

21. I understand the scars of painful death rimain,
But your post ablution water can cleanse this stain.
موت سنتاہوں ستم تلخ ہے زہرابہ ناب ہ
کون لا دے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا

22. Who knows what might be the fate of the sinner ?
Dying at your feet can make him a winner.
- دور کیا جانیئے بدکار پہ گزرے ہ
تیرے ہی در پہ مرے بکیس و تنہا تیرا

23. For me, a tiny droplet will suffice ,
When the virtuous get in plenty and nice.
تیرے صدقے مجھے اک بوند بہت ہے تیری ہ
جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا

24. Kaabah, Medinah, bagdad look where you may,
The radiane of your light is always at play.
حرم و طیبہ ، بغداد جدھر کیجے نگاہ ہ
جوت پڑتی ہے تری نورہے چھنتا تیرا

25. As my supporter , brfore you I (Raza) bring,
My spiritual guide, who is your off-spring.[715]
تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع
جو مرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا

৭১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২-৩৫৪

Dhaka University Institutional Repository

7 - وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے با لا تیرا

1. O Ghaus ! hold a place of prominence.
   You feet are above others heads in eminence.
2. Whose eyes can towards your head rise ?
   Mystics kiss your feet with their eyes.
3. Very brave are your protected men,
   Your dog frightens a lion its den.
4. Your illustrious ancestors are Hussain and Hassan,
   Both traditions in your person have become one.
5. With oaths Allah persuades your to cat,
   To him you are so dear , so sweet !
6. He who sees your personality's halo ,
   Actually sees our Prophet's spiritual shadow.
7. Zehra's son is blessed in your birh,
   Qasris enjoy your blessings on this pittasnce.
8. The art of giving is your by imberitance,
   The Prophet bequeathed to you his earth.
9. prophetic rain, Aivi crop, Batooli bower,
   Hussains fragrance in Hussan's moon .
10. Prophet supervision, Alvi star, Batooli,boon,
    Hussan's light in Hassan's nuby.
11. Prophetic beauty Alvi mountain Batooli quary,
    Hassan's dazzle in Hassan's ruby.
12. Ocean or land, garden or desert, city or village,
    Which place does not hear your message.

13.With purity of intent, one cannot cannot a vice,
I have tested your grace, not once but twice.

14.Your thirsty are too weak to atand and explain,
Their eyes long for your generous rain.

15.O Ghaws ! very sinful and dirty I have been,
Before my death please wash me clean.

16.your holy warer I need in right earnest
It purifies more than a handful of dust.

17.When time comes, the bird of my soul will fly
Hard lack ! cannot see you until die.

18.In your fold are dogs , young and old
Living so far away I am still in your fold.

19.Dogs with this insignia are never killed, nover !
Please leave your collar on my neck for ever.

20.Baghdadi dogs know my name and seal .
Though in india in Baghdad myself I feet.

21.O masret ! for the sake of your dignity
Upon your servant's pligh take pity.

22.A thiet, a criminal, a man so base
kind master ! I am yours in any case.

23.I shall still be after you named
O Ghaws ! if stand somewhere blamed.

24.Raza! do not crawl, you may be small
But your renowned masrer is the best of all.

25.Yet one more poem in praise of the master ?
Come Raza, inscribe your name in the poet sregister.[716]

[৭১৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫

8 - تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا

1. How temble is your anger, O Ghaws, the brave!
   Your vietun continues suffenng even in his grave.

2. Clouds Cannot stop the fonous hghtening
   Stuelds drop on seeing your sword tightening.

3. Your spear moves fast to every direction
   Strikes harder when it sees its own selletion.

4. White attacking you never miss your aim
   Just one stroke puts the worst enemy to shame.

5. How ironic al! Some foes mean by nature
   Want to lower down your high stature.

6. Had they sense, against God they would not fight
   Almighty allah has raised you to this height.

7. The last Prophet is your protector and gurde
   Your fame has and willl spread far and wide.

8. How hard ill-late enemies may undermine
   Your name is destined for ever to shine.

9. Your foes will fail, even if they try
   When Allah has promised to keep you high.

10. O foe! Your denial is here for you a curse
    Your fate in the hareafter will be worse.

11. Pretend outwardly that you are not afraid
    Your heart inwardly sinks on seeing my master’s blade.

12. About Ibne Zebra your thoughts are dangerous
    How date you hold views so blasphemous.

Dhaka University Institutional Repository

13. If you refuse to follow the falcon's path
    You will lose your bird of faith by divine wrath.
14. Do not cut the branch you are seated on
    Or the roots of your family tree will be gone.
15. Disobeying God to please men, near and far
    O I know how low your intentions are.
16. O fox! Inspite of your greed and cunning
    A look from the watch-dog will set you running.
17. O master! I am most willingly obedient
    To your eill I am fully subservient.
18. Yur word is law, your pen is sword, O guide!
    Your kingdom ranges far and wide.
19. An angry look drives the enemy away
    Your kind word makes a friend's day.
20. Control over hearst is yurs from above
    Please make my heart a reasure of love.
21. Rejected thief will run away with a start
    Your name when he sees engraved on my heart.
22. In life, death and hereafter, my guide!
    Under your spiritual cover I want to reside.
23. Oh dooms day the sun's heat will be hell-bent
    Luckity I shall have the advantage of your tent.
24. In "BAHJAT-UL-ISRAR" all my secrets lie
    Because your cover your disciples like the sky.
25. For the world's opposition I (Raza) do nto care
    I know my guide will grant my prayer.[717]

---

৭১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭

Dhaka University Institutional Repository

9 - A " MAIRAJ POEM

Prof. G. D. Qurishi. (England)

وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے

A Mairaj Poem expressing sincere and profound feelings of immense joy on the festive occasion of the journey to the highest heaven by the Most Illustrious Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him).

1. When the Supreme Prophet went on his journey to the Divine Throne of Allah

There were very special arrangements made to welcome this unique guest from Arabia;

2. It was the spring time : there were echoes of the salutary greetings in the dates;

The angels and the skies were singing happy songs in their own ways like the nightingales.

3. On the heavens above and the earth below there was a festive celebration,

The dazzling lights came down smiling and the fragrant perfumes went up on this occasion

4. The light emittid by his radiant face creared a moonlight near Allah's throne;

The night was resplendently lit through a multitiude of mirrors that brightly shone.

5. The kaabah dressed herself most immaculatelly to welcome her bridegroom with pride;

The blackstone looked like a beautiful mole on her charming body's side.

6. With bashful looks the niche lowered her upright head in sheer delight; The covering black curtain curtain gracefully moved., saturated with the Divine Light.

7. The coluds spontaneously advanced and the hearts engaged in a peacock sdance;

To honour the Prophet in a creative stance the kaabah gazed at him in a lyrical trance.

8. The golden ornaments of Meezaab gently moved towards the ear from her forehead;

When it drizzled, the raindrops gathered like pearls on Hateem's welcoming bed.

9. The bride's body- fragrance intoxicated the surrounding b reeze and ber own garment;

When the prrfumed curtain furled, the gazelles rushed to store its unique scent.

10. The happy hills smiled and their elegant tops stood out in the space;

Like a maiden's head – scarf the shoots of green grass rhythmically moved with grace.

11. The fresh- looking and well –clad rivers ran through the well-trimmed bowers;

It was a rare visual feast of stormy waves, rushing waterfalls and bubbling showers.

12. The old white-floor of moonlight was removed as it was not stain-free;

The new green-floor consisted of gardens and flowers as far as one could see.

13. More praccious to us than our lives! where is the Prophet's blessed path- way.

On which our humble hearts, the heavenly demscls and wings of the angels lay.

14. That moment was indescribably exciting, when the angels, pure and wise

15. The light emitted by his face was distributed among the beggars with generosity,

The moon and the sun begged most eagerly for this bright charity.

16. The same luminous warer is still shining in their bright path,

Which the srars had gathered in their cups from his overflowing bath.

17. With his surplus sole –washed water paradise was painted bright;

Those who wore his used –clothes became flowers of the garden of light.

18. The sun rervealed the news that God Almighty's beloved messenger;

Was soon expected to come back after meeting his Creator.

19.The wedding crown of God's light was on his head amidst a blissful prayer;

The angels is stood on both sides of his way to present a salute of honour.

20. Had we been there, we would have sought for some charity;

How could that happen,when we were destined to live this life of poverty?

21. He had hardly sat on the saddle that the journey of salvation ended at a glance;

The salvation itself congratulated him and the sins engaged themselves in a dance.

22. It is understandable why the Prophet's horse startled like a frightened deer;

The rays of light dazzled its eyes and the lightening flashed too near.

23. The clouds gave alms to the beggars and made sure there was enough room;

The angels held the reins respectfully and wilomed the bridegroom.

24. The dust of the luminous path rose up like the cliouds o light;

The space overflowed with ram and the whole way was exceptionally bright.

25. O moon! You should have brought some dust from the Prophet's way;

You would have got rid of your spos by rubbing it on thein just for a day.

26. The hoof-prints of the 'Buraq' filled the entire way with flowers;

In no time all over the place there were fragrant orchards and bowers.

27. The divine wisdom of 'Aqsa' prayer was to unfold the secret of first and last;

All the Prophets prayed behind him, though they had actually lived in the past.

28. The dignity of this arrival brightened up everything immaculately;

The stars, the skies, the cups and the containers were cleaned smarly.

29. When he advanced, his unveiled sunlike face shone with glamour;

The sky feltover-awed and the stars became dimmer and dimmer.

30. The overflowing light filled the path with huminous water;

The stars slipped time and again and fell at the feet of Allah's messenger.

31. The occan of Unity surged forward and washed the sands of Diversity;

Forget the dunes of the sky, just two bubbles were "God's Arsh and kursi".

32. His sun-like merciful face eclipsed the stars that shine;

The monlight and starlight loiled like shadows in his sunshine.

33. When the unique bridegroom advanced even the lote tree failed to hold him back;

In the wink of an eye he went beyond this and that range of the track.

34. The angels felt that a glimpse had flashed through their sight and mind;

The bridegroom went far ahead but his companions were left behind.

35. Gabriel's wings got tired and he could not accompany the divine guest;

The Prophet's stirrup slipped out of his hands tough he tried to hold it to his best.

Dhaka University Institutional Repository

36. He, who refleected on the Prophet's speed suddenly found his mind aflame;
All the trees in the woods of intellect started burning with shame.
37. The birds of intellect flying ahead of the Prophet ended in a miss rable plight;
They could not go beyond the lote tree in their insurmountable flight.
38. The strong-winged birds of superstition flew but soon lost their breath;
They sustained a fatal blow on their chests and ell down bleeding to death.
39. At that moment God's throne heard the angels raising s salutary uproar;
How nice to welcome back the same auspicious feet, which graced us before.
40. On hearing this, the devotee exclaimed, "Where is my master?
How lucky that my eyes will again kiss the soles of Allah's Messenger!"
41. Allah's throne knelt down to welcome; the angels fell into a prostration;
It rubbed its wyes on his feet; thye showed their utmost veneration.

42. Such bright lights shome that all the candles flickered;
The lamps felt ashamed when the sun itself appeared.

43. In this atmosphere the Messenger of Mercy came respectfully to say;
"Those ways are open for you today, which were closed for Moscs one day"
44. "Move forward, O Muhammad! Come nearee, O Ahmed, my beloved".
What a lovely call it was and what a joyful atmosphere it created!

45. O Allah, all praise be to You: You are undoubtedly carcfree;
Once Moses insisted to see You; here You become anxious to see.

46. Let intellect bow its head, becouse he has travelled beyond imagination;

Direction itself is baffled and it cannot dare to inagine his destination;

47. Who could answer or when? Who could tell us what or how?

There was neither any companion nor any milestone between then and now.

48. Allah gently encouraged him though his pace was humbly slow;

Grandeur checked him but Grace inspired him steadily to go.

49. He advanced hesitantly with feelings of respect and humility;

Allah led him on this endless journey with an exceptional agility.

50. The Prophet’s motion was nominal: it was all done by the divine will.

Whenever he slowed down, Allah commanded him to come nearer still.

51. At last a barge energed from the ocean of His personality;

It look him near Allah’s lap and untied the anchor of mortality.

52. Who could see this ocean’s shore? It was all speed and surprise.

He leapt like sight and become hidden from his own eyes.

53. When the secrets of Nearness were unveited, who konws what the Reality was?

There was no room for otherliness: don’t say he wasn’t; he really was.

54. The garden so blossomed that the busd and the roses looked very charming;

The unblown and the fully-blown flowers became equally invting.

55. To differentiate between the circumference and the centre was difficult;

The arches beowed and the circles felt giddy as a result.

56. Millions of veits disappeared ervealing endless occeans of luminosity;

It was a strange Union of Lights which symbolised diversity in Unity.

57. The waves showed their parched tongues and wriggied in search of water;
The whirlpool fainted with thirst and its eye stared farther and farther.
58. He is the First and the Last; He lives in the Absence and in the Presence;
His own hidden light went to see His own visible existence-
59. O dots on the arch of probability! Why do you guess the first and the last?
Ask the track of the circumference, where did the process begin in the past?
60. Here Allah gave His belvoed Messenger a gift of formal and reitual prayers.
He also honoured him with garlands of d'arood, and' salam's regal flowers.
61. The tongue was anxious to speak and the ear was eagerly trying to go very near;
Mysteriously and silently he said what he wanted to say and heard what he wanted to hear.
62. Then the Distinguished Guest was taken to Paradise soon;
The stars of paradise felt honoured to see the glory of their Arabian moon.
63. The Arabian moon was accorded a glorious welcome joyfully;
All the heavenly flowers become daffodils and the chandeliers shone more brightly;
64. The sprit of ecstasy edged him on but the sense of humility checked him moedstly;
A real conftict of emotions: "To advance or just to stay there reverently".
65. Allah's omnipotence be praised! His truthful moon shone at millions of stations on his way;

Dhaka University Institutional Repository

Even then he returned home by dawn before the starlight faded away.

66. Take pity on Raza, O our intercessor and Allah's Messenger of Mercy!
Grant him a small share from the gifts distributed during the Mairaj journey.

67. My mission is to praise the Prophet; my aIqvm is to achieve his pleasure;
The poetic rhymes and reframs have no value; Mustfa's Love is my real treasure.

(concluded)[718]

৭১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫- ৩৬৩

10-کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ
قرض لیتی ہے گنہ پرہزگاری واہ واہ

Kia Hee Zauq Afzaa Shafa'at

Translated by Aqib Farid alqadri

1. How encouraging is your intercession, O master! A wonder, A wonder
   Piety requests some sins as a loan! A wonder, A wonder!

2. Oh the beauty of the creation that received his special attention! A wonder, A wonder!
   How well has he crafted the Iqvmage of his beloved! A wonder, A wonder!

3. The fingers give out blessings, the thirsty rush ahead in ecstasy,
   The five rivers of mercy gush Forth! A wonder, A wonder!

4. Has the breeze from Madeena come? For I sense in the flowers today,
   A novel fragrance, sweet and light! A wonder, A wonder!

5. On one side is the light of the tomb, the blossom of the pulpit of the other,
   In between is a lovely nursery of Paradise! A wonder, A wonder!

6. May I be sacrificed, upon your greatness here and your status in the hereafter!
   Being hymned is your praise in both the words! A wonder, Awonder!

7. The tears roll down all nIqvght, awaiting the salvation of the nation,
   May I be sacrificed, the moon counts the stars, wide-awake! A wonder, A wonder!

8. Oh my soul! Why do you oppress with a new sin at every juncture?
   Such a heavy burden on the head of a frail one? A wonder, A wonder!

9. O Raza! You did not even gift them a piece from your heart!
   You love yourself more than the dogs of Madeena? A wonder, A wonder![719]

---

[719]. aqibfarid@ yahoo.com to nazirahmed.chowdhury@yahoo.com/ Thursday, April 10.2014 7:57pm

Dhaka University Institutional Repository

৭.৩. বাংলা ভাষায় ভাষান্তর

০১

واہ کیا جود و کرم شہ بطحا تیرا – نہیں سنتاہیں نہیں مانگنے والا تیرا

১. কী অশেষ দান দখিনা সাহারার বাদশা তোমার,
শোনে না ‘না’ কখনো ভিখারী যে দ্বারে তোমার।
২. দানেরই ধারা বহে, সে তোমার ফোটাঁ গো হে,
ওই অযুত তারা জ্বলে, সে যে এক বিন্দু দয়ার।
৩. উপমা নাই করুণার, হে মালিক জান্নতী ধারার,
খুজেঁ পিয়াসী কোথা আপনি দরিয়া তোমার।
৪. দুয়ারে রাজ রাজাড়া গড়ায়, নসীবে পড়বে আশায়,
সুফীরা মাথা ঠেকায় সে পদচিহ্ন তোমার।
৫. কী মোদের সাধ্য আবার, তোমারই মর্যাদা মাপার,
ওগো বাদ্‌শাহ্ আরশে উড়ে পতাকা তোমার ।
৬. কী যমীন, কী আসমান, যমানা সেও মেহমান,
এ সৃজন মালিকনায় সে তোমারই, তোমার।
৭. আমি বলি তো মালিক, মালিকের প্রিয়তম সঠিক,
প্রেমেরই এ ভূবনে নেই এ তোমার কি আমার।
৮. চরণে হয় যে হাজির, কোথা কি যায় সে ফকীর,
ও চরণতল যে হেরে, চোখে ফের কে আসে তার।
৯. দরিয়ার ধারাতে চাই, ভিখারী কুপে না যাই,
তোমারই ছিঁটে ফোঁ-টায় জুড়াবে আত্মা আমার।
১০. চোরা হাকীমে লুকায়, নীতি ভিন্ন যে হেথায়,
পাপী আচঁলে বাঁচে, তুলনা নাই গো দয়ার।
১১. আখিঁ ঠান্ডা ও পরান তাজা, তৃপ্ত গো প্রাণ,
আসলে সূর্য সে তো, চমক অপূর্ব তোমার।
১২. মিছে ভয়ে তো এ প্রাণ, পাতারূপ দেয় কি উড়ান,
পাল্লা হাল্কা হলেও তোমারই ভরসা ভার।

১৩. আমি এমন কি? আমার পাপের ও গ্লানি কী আর?
লাগো এমনি পাপীকে সারে ইশারা তোমার ।

১৪. করেছো মুফত্ লালন, কাজে নেই অনুশীলন,
আমলের কীইবা হিসাব অকেজো এ অভাগার ।

১৫. তব পালন পেলাম, করো না পরের গোলাম,
কারই বকুনী খাব ছেড়ে তোমারই দুয়ার ।

১৬. পাপী, লাঞ্চিত, লাচার, পীড়িত ও গুনাহ্গার,
মান ও কল্যানদাতা সুপারিশ শুধু তোমার ।

১৭. বিধি মন্দ যদি হয়, করো হে কল্যাণময়,
রাখা না রাখা বিধি, আছে তো সে অধিকার ।

১৮. তুমি ফিরালে নয়ন, কালিমামুক্ত এ মন,
প্রভু করে না তব শশীমুখ আঁধার ।

১৯. কাকে জ্বালাব কোথায়, ব্যথা কেবা শুধায়,
চরণে এ পোষ্য চাহে মিটে যাবর ।

২০. তুমি দ্বীন দিয়েছো হে, করেছো আশ্রিত হে,
তুমি দাতাকে ছেড়ে যাবে কাঙাল কী আর ।

২১. শুনেছি তিক্ত মরণ, বিষদাঁতে সে দংশন,
কে দেবে এনে আমায়, পা ধোয়া পানি তোমার ।

২২. পাপীরে রেখ না দূরে, কী যে ঝড় বয় অন্তরে,
দ্বারে পড়ে সে মরে, একা উম্মত এ লাচার।

২৩. তব দোহাই হে মোরে, এক বিন্দু বাঁচার তরে,
পাবে যবে প্রিয়রা সুধা, সেই সে পেয়ালার ।

২৪. তৈয়্যবা, বাগদাদে যেথা, যেদিকে পড়ে সে নেগাহ্,
চমকে তোমারই নূর, জ্যোতি সেই নূর তোমার ।

২৫. রেযা সে রাজ দুয়ারে, সুপারিশ নিল কারে,
আমারই গাউস তিনি, প্রিয় সন্তান তোমার ।[৭২০]

[৭২০]. মাওলানা মোহাম্মদ আনিসুজ্জমান, *কালামে রেযা*, চট্টগ্রাম : আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২, পৃ. ৯-১১

০২

۱- لم یات نظیرك فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا -

جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا

১. উপমা তোমার কেউ দেখেনি কখন, তোমারই মত কেউ হয়নি সৃজন,
সম্রাট-মুকুট তব শিরে তো শোভে, দোজাহানে তুমিই তো এমনি রাজন।

২. সাগর উচ্ছ্বাসে আর ঢেউ বে-সামাল, অসহায় আমি, ঝড় কী যে ভয়াল!
মাঝ দরিয়ায় আমি হাওয়া যে মাতাল, মম কান্ডারী তরী পার করো হে এখন।

৩. হে সূর্য দেখেছ রাত্রি আমার, মদিনায় গিয়ে নিবেদিও এ ব্যাপার,
তব কিরণ জ্যোতি কাটে ভবের আধাঁর, মম রাত্রি কাটেনা বিরহমগণ।

৪. সুন্দরতম মুখে পূর্ণ যে চাদঁ, দাগ আছে যেন তায় যুলফের ও বাধঁ,
তব চাঁদ মুখে যুলফও সে মায়ারই অঘাধ বরষে যে করুণাধারা বর্ষণ।

৫. তৃষ্ণার্ত আমি তব দান যে অপার, পূত কেশদামে মেঘ আছে তো দয়ার,
ঝরে রিমঝিম রিমঝিম ধারা করুণার, দুটি বিন্দু এদিকে হোক না পতন।

৬. থামো আরো কিছুক্ষণ কাফেলা মোর, দয়া করো, কাটুট মম তৃষ্ণার ঘোর,
কাঁপে কলজে সে ধুকধুক ভয়ে দূরু দূরু, তায়বাতে তবে কি করলো।

৭. হায় কেটে যায় সংক্ষিপ্ত প্রহর, মদিনাতে কাটে যা চরণে বিভোর,
যবে স্মরণে আসে সেইরুপ মনোহর, ব্যথা জাগে মদনিায় যেতে এখন।

৮. হতচিত্ত মম, জ্বালা অবরিত; মন ও প্রাণ জ্বলে তায় তিক্ত ক্ষত,
পথ এমনি বিপথে খুজব কত, তুমি ছাড়া বিজনে কে আছে স্বজন।

৯. নিবেদিত এ প্রাণ, বাড়ে প্রেমের অনল; প্রেম শিখা হৃদয়ে, এমনি ধকল,
মম তনুমন ধন সঁপে দিয়েছি সকল, প্রিয় নবী ছাড়া নাহি বাঁচে এ জীবন।

১০. দাও ক্ষান্ত কলম হে রেযা তোমার; না নিয়ম জানি, না যোগ্য যে তার,
পীড়াপীড়ি সাথীদের ছিল অপার, অসহায়ের এ পথে তাই তো চলন।[৭২১]

---

৭২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

০৩

حاجیو! آو شہنشاہ کا روضہ دیکھو- کعبہ تو دیکہ چکے کعبہ کا کعبہ دیکہو

১. হাজীপ্রাণ ছুটে এসো হেথা রাজাধিরাজ,
কা'বা তো দেখলে, এখন দেখো কা'বারই রাজ।

২. রুকনে শামীতে কাটে, যত আঁধার বিজন-বাটে,
মদিনাতে প্রাণ নাথ আছে, সেথা চলো আজ।

৩. আবে যমযম্ তো পেলে, খুশী মনেই তো খেলে,
কাওয়াসার ওয়ালার দয়ার জোয়ার দেখে নাও আজ।

৪. মীযাবে রহমত হতে, দয়াসিক্ত হলে মেতে,
মায়ামেঘলা হতে অঝোরে দেখে নাও আজ।

৫. ধরে কা'বারই সে আঁচল, অনুরাগীদের কোলাহল,
নবীজির প্রেমিকের হাহুতাশ! শোন তারই আওয়াজ।

৬. পতঙ্গসম ত্যাজে প্রাণ, যে প্রদীপে করে সন্ধান,
নিজ সেই প্রদীপের পতঙ্গ পড়ে হেথা রাজ।

৭. কা'বার ওই পূত গিলাফ, চোখে মুছে জুড়ালে তাপ,
তাঁরই প্রিয় নবীরই পর্দা! দেখ অপূর্ব সাজ।

৮. যত নেক বান্দা কা'বায়, ভয়ে অন্তরায় শুকায়,
হেথা দামানে মাখামাখি যতো পাপী সমাজ।

৯. প্রথম দেখলে কা'বার, জ্যোতি অহরহ আল্লাহ্র,
শেষে প্রিয় নবী নিবাসের দেখা সাজ।

১০. লাখো বাসরের সজ্জা, ঝলমলে রূপ কা'বার পর্দা,
দোজাহানের দুলহা দেখো শিরে নূরের তাজ।

১১. আয়মনে তুর কুরআন যা, রুকনে ইয়ামানীতে আছে তা,
তুরেরই দীপ্ত শিখাটা মদিনাতে দেখ আজ।

১২. হাতীমে কা'বার ছিল বেষ্টন, মমতা ভরা মায়ের ও বাধঁন,

Dhaka University Institutional Repository

বাবা-মা যাঁর পায়েনত করুনা তাঁর নিও আজ।

১৩. হাজত যত সামনে নিয়ে, কা'বা যায় সব মুক্তি দিয়ে,
মুক্তিপাগল উন্মত হেথা লুকায় নিজ নিজ লাজ।

১৪. হাজরে আসওয়াদে যে না চুম্বন, অন্তরের সব পাপ হয় মোচন,
চুমলে যমীন মর্যাদা পাই দেখো মদিনারই মাঝ।

১৫. কা'বারই উচ্চতা দেখে, দৃষ্টি তোমার পূন্য চাখে
টুপি মাথে স্বর্গভূমে এসে পড়ো নামায।

১৬. প্রতাপশালী খোদার তাপে, হেথায় নেকী ভয়ে কাঁপে,
দয়ার জোয়ার নবীর দারে, ভিড়ে পাপী সমাজ।

১৭. মক্কাতে ঈদ জুমার দিনে, পূন্যবান তা টিকই চিনে,
পাপী দেখো সোমবারে ঈদ মদিনায় সাজ, সাজ!

১৮. মুলতাযিমকে জড়িয়ে ধরে, মাঙলে অনেক কান্না করে,
আদব আশার এই মিতালী মদিনারই মাঝ।

১৯. সাফা ও মারওয়ার বুকে, ছুটলে তো খুব পূন্যসুখে,
থামো, হেথা দিল সাফাইর দেখো এ কারুকাজ।

২০.'আল্লাহ্‌র' নামের সে আন্দোলন, দেখলে মিনায় কী আবেদন,
হিয়ার জখম তড়পে কেমন দেখো মদিনাতে আজ।

২১. মন দিয়ে রেযা শোন, আর্তি করে কা'বা যেন,
এ নয়নে দেখো মম, বন্ধু সে মদিনার মাঝ।[৭২২]

---

৭২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩১

০৪

یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو- جب پڑے مشکل شہ مشکل کشاہ کا ساتہ ہو

১. প্রভু হে আমার, সবখানে যেন তোমার করুণা সঙ্গে রয়,
সংকটে যদি পড়ি তবে যেন উদ্ধারকারী সঙ্গে রয়।

২. প্রভু শুনে রাখো, ভুলে যাব আমি মরণ যাতনা বেদনাময়,
নবীজির চির মমতার রূপ, যদি এ মুগ্ধ নয়নে রয়।

৩. প্রভু হে যখন আঁধার কবরে কঠিন রাত্রি শংকাময়,
নূরানী প্রভাত সেই প্রিয়মুখ সাথী হলে মোর কিইবা ভয় ?

৪. হাশরে যখন পাকড়াও কালে গর্জন শোর কানে না সয়,
নিরাপত্তার বিধায়ক নবী সাথী হোক প্রভু হে দয়াময়।

৫. প্রভু হে আমার, যখনি সকল জিহবা তৃষিত শুষ্ক হয়,
'কাওছার' সুধা বন্টনকারী মোর পরে যেন হোক সদয়।

৬. হে প্রভু, যখন পাপীর উপরে হাশর সূর্য হবে উদয়,
ছায়াহীন সেই নবীর নিশান ছায়াতে যেন হোক সদয়।

৭. পুড়বে যখন হাশরে অঙ্গ ভীষন তপ্ত অগ্নিময়,
নবীর আঁচলছোয়া সে ঠান্ডা হাওয়া যেন তা শীতল হয়।

৮. ওগো দয়াময় আমলনামার হিসাব যখন সূচনা হয়,
ত্রুটিবিচ্যুতি গোপনকারী সে আধারে আশীষ যেন গো সঙ্গে রয়।

৯. হে খোদা যখন পাপের গ্লানিতে ছেপে দু নয়ন অশ্রু বয়,
মৃদু হাসিময় পাক সে আধারে আশীষ যেন গো সঙ্গে রয়।

১০. অযথা খুশীর অনুশোচনায় কাঁদব যবে হে মহিমায়,
ক্রন্দসী চোখে সুপারিশকারী সাথে হোন চির নিঃসংশয়।

১১. হাশরে যখন দেখব আমার লাগামহীনতা যত বিষয়,
তাঁর সে আনত দৃষ্টি লাজের সঙ্গ যেন গো নসীব হয়।

১২. খোদা হে, যখন পার হতে চাই তীক্ষ্ণ সে পুল তমসাময়,
চাইগো সঙ্গ হাশেমী রবির আলোর দিশারী জ্যোর্তিময়।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. শুনগো দয়াল শমসের ধারে চলবে যখন চরণময়,
'রক্ষা করো হে প্রভু' বলে সেই সমব্যথী যেন সঙ্গে রয়।

১৪. তোমার সকাশে প্রভু হে আমার যতনা ভিক্ষা পূন্যময়,
সে দোয়ার যেন পবিত্র মুখ ফেরেশতারাও আমীন কয়।

১৫. ঘুমঘোর কেটে যখন রেযার এই শির উত্তোলিত হয়,
চেতনার ধন ইশ্‌কে রাসূল সাথী হোক থাকি যত সময়।[৭২৩]

০৫

اٹھا دو پردہ دکہا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے
زمانہ تاریک ہو رہاہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے

০১. উঠাও পর্দা, দেখাও সে চেহারা, খোদার জ্যোতি সে রয়েছে পর্দায়,
জগত আধারে ডুবে ডুবে হায়, কতকাল আর চাঁদ চেহারা লুকায়।

০২. নহে সে নিছক দয়ারই দৃষ্টি, খোদারই রহমত এ মূর্ত সৃষ্টি,
গজব হতে তাঁর বাচাঁও এ সৃষ্টি, কেননা তায় খোদ খোদা ক্ষেপে যা।

০৩. পুড়ে যাওয়া বাষ্প হতে পয়দা, সে চোখ ওয়ালার প্রেমের ব্যথা,
কাবাব হরিণের অত না মজা, দিলের কাবাবে যে স্বাদ পাওয়া যায়।

০৪. ফুলের পূঁজি কি তাঁরই সে সৌরভ, রূপচ্ছটা তাঁর বসন্ত গৌরব,
তাঁরই করুনা বাগানে বৈভব, তাঁরই রূপে ফুল রাঙ্গা বাগিচায়।

০৫. মদিনারই চাঁদ তোমারই কব্জায়, ধরা আছে জান, থাকে কিবা যায়,
তোমারই অশ্বের রেকাবে প্রাণ হায়, মরণ শত্রুর সেও এ কব্জায়।

০৬. কালো পোষাকে এ দুনিয়াওয়ালা, কী আরশে সবুজ লেবাসওয়ালা,
সবার আছে তাঁর দয়ার পিয়াসা, চরণে যায় যে করুনা সেই পায়।

০৭. সে পুষ্পসম কোমল দু'ঠোট হাজারো পুষ্প ঝরে ও ফোটে,
কাননে ফুলে তাই অলিরা জোটে, কত মালঞ্চ এ পুষ্প শোভায়।

০৮. কী মর্ম জ্বালায় এ দগ্ধ অন্তর, হেরিত চায় সে শোভা নিরন্তর,
দেখাও, দেখাও সে পবিত্র অধর, রয় আবে হায়াত যারি সে ভাষায়।

---

৭২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

০৯. শিয়রে মুনকির নাকীর দাঁড়িয়ে, না আসে বন্ধু কেউ আগ বাড়িয়ে,
এসো সওয়ালের জওয়াব শিখায়ে কী সঙ্কটে দাস আজি অসহায়।

১০. গজবে আছেন খোদা সে কাহহার, হিসাবে পাপী, কঠিন সে দরবার,
বাঁচাও এসে হে শফীয়ে মাহশার, তোমারই বান্দা কী দূর্দশায়।

১১. মিলেছে দাতা কী মুক্ত হস্ত, সে রাজকোষ ও তাঁর কী প্রশস্ত,
বলো হে দু:স্থ, হে রিক্তহস্ত তবু কেন মন তব আশঙ্কায়।

১২. পাপের আঁধারে ছেয়েছে এ মন, গ্লানির কালিমা জমলো যে ক্ষণ,
খোদারই সূর্য করুণা এখন অনুপরিমান সার এ দশায়।

১৩. দাতা তোমারই দানের দোহাই, এ ক্ষুদ্র অধীনে ফেলোনা লজ্জায়,
অপর কাউকে হিসাবে নেওয়া যায়, রেযা বুঝি সে হিসাবে গোনা যায়।[৭২৪]

০৬

چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پا نے والے
مرا دل بہی چمکا دے چمکانے والے

১. জ্যোতির উৎস তুমি, পাওয়ার যে পেয়ে যায়,
বিকীর্ণ করো নূর আমারই এ আত্মায়।

২. করুণার যে ধারা, আদেখাই সে ঝরা,
করো গো হে বর্ষণ পাপীদের এ সত্ত্বায়।

৩. মদিনার এলাকায়, খোদা রাখে সে তোমায়,
গরীব আর ফকীরে বাঁচাবে সে দয়ায়।

৪. শপথ, তুমি যিন্দা, শপথ তুমি যিন্দা,
এ পার্থিব চোখে, কভু দেখতে না পায়।

৫. আমি তো গুনাহ্গার,সংগে নিও তোমার,
পথে পথে পাকড়াওকারীরা সদাশয়।

৭২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৬. হেরমের যমীন তায়, এ চরণে ফেলা দায়,
হে পথিক ঝুঁকাও শির আদবে তাহাই চায়।

৭. ঘষে তোর সে কপাল, দ্বারে আয় রে বেহাল,
সাকীন দ্বারে বইছে, করুণা নিতে আয়।

৮. তোমার খায়, তোমার এ দাসের উজাড়ে,
এ শত্রু আজাব ! কার খেয়ে কার গেয়ে যায়।

৯. রয়ে যাবে তোমার, চর্চা এরূপ আর,
পুড়ে হোক সে অঙ্গার যে হিংসায় জ্বলে যায়।

১০. এসেছে সে এখন, সুপারিশ ঝরা ক্ষণ,
ধরো ধৈর্য একটু, ভয়ে যে মৃতপ্রায়।

১১. রেযা নফস ও দুশমন, করো না অনুসরণ,
পথে রাখতে তোড়জোড়, কে আছে আজি হায়।[৭২৫]

০৭

سرور کہوں کہ مالک و مولی کہوں تجہے
باغ خلیل کا گول زیبا کہوں تجہے

১. বাদশাহ বলি, কি মাওলা, মালিক বলি তোমায়,
বাগে খলীলেরই ফুল ঠিক বলি তোমায়।
২. বঞ্চিত ভাগ্য মোর, তবু আশার নাহিতো ওর,
আশার জীবন রত্ন মানিক বলি তোমায়।
৩. কুদসী কাননে ফুল, রূপে রংয়ে অতুল,
ব্যথায় উপশম এবং অধিক বলি তোমায়।
৪. স্বস্তির প্রভাত না চাই, কষ্টে এ রাত কাটাই ,
দু:খীর সারথী, দক্ষ নাবিক বলি তোমায়।
৫. নূরানী যাতের আলো, কাটে সকল কালো,
জানের ও জান, তজল্লী মৌলিক বলি তোমায়।

---

৭২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

৬. তুমি দাগবিহীন ফুল, যে চাঁদে নেই কলঙ্ক চুল,
কাঁটাবিহীন ফুলে অলৌকিক বলি তোমায়।

৭. মুনিব, আমি গোনাগার, উপায় করি যে ক্ষমার,
হাশরে সে শাফা'আত সঠিক বলি তোমায়।

৮. মৃত প্রাণে সুসংবাদ, চিরহায়াতে আবাদ,
ঈসার সঞ্জীবনী চৌদিক বলি তোমায়।

৯. কত গুন অফুরন্ত, শেষ নেই তা অনন্ত,
হয়রান এ মান চায় আরো অধিক বলি তোমায়।

১০. তারীফ করেছে যাঁরা, নির্বাক, ভাষাহারা,
চুপ হই তো সৃষ্টিতে লা-শরীক বলি তোমায়।

১১. কিন্তু রেযা কথা তাঁর বলে শুধু এ সার,
স্রষ্টার এ বান্দা, সৃষ্টির মালিক বলি তোমায় ।[৭২৬]

০৮

نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا- ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا

১. নেয়ামতের বন্টন হয়, সেই শানওয়ালা যেথা যান,
রহমতের লিপিকর তাঁর সহচর হয়ে সাথে যান।

২. ত্বরা নাও, নাও গো খবর, ঘুরে না যায় অন্তর,
মালিক আমার, হে মুনিব, পূত চরণে তব দেই জান।

৩. পিপাসার্ত আজি এই দু'আঁখি, রয়ে যায় আশা শুধু বাকী,
সে তো সার্থক হৃদয় এদ্বারে যার পুরে আরমান।

৪. জানি সেটাই তো হৃদয়, যাতে শুধু তোমারই নিলয়,
জানি সেই শিরই সফল, যা ও চরনে হয় কুরবান।

[৭২৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

৫. জেনেছি মেনেছি তাঁকে, ফের চাই অপর কাকে,
শোকর আল্লাহ্‌র আমি চলেছি মুমিন প্রাণ ।

৬. মালিকের সেই বখশিস পেলনা তোদেরই হদিস,
নজদীরা! কলেমা পড়ার ভুলেছিস সেই অবদান ।

৭. আজই নে তাঁর আশ্রয়, নেরে নে ঠাঁই তাঁর নির্ভয়,
হাশরে মানতে হবেই, তাই মেনে নে,মান, আজই মান ।

৮. হায়রে অবাধ্যরে হায়, জেদে জেদে জীবন তোরই যায়,
অভাগার দলে ভিড়ে খোয়ালি শেষে ঈমান ।

৯. মন ও প্রাণ হুঁশ ও ধ্যানে, সবই তো মদিনা পানে,
তুমি গেলে না রেযা, সব কিছুই আজ আগোয়ান ।[৭২৭]

০৯

ہے کلام الہی میں شمس و ضحی ترے چہرہ نور فزا کی قسم

قسم شب تار میں راز یہ تہا کہ زلف دوتا کی قسم

১. সে কোরআন মজীদেতে চাঁদ কি সুরুজ, তব নূরানী চেহারা পাকের কসম,
রাতের ও তমসার শপথে হেতু, কেশগুচ্ছ মায়াবী দুয়ের কসম।

২. তব আখলাক শুনি হেথা খুলুকে আযীম, তব সুন্দর সৃষ্টি রুপে সে অসীম,
নহে তুল্য তোমার কেউ, না হবে কভু; রূপস্রষ্টা মহিমাময়ের কসম।

৩. বিধাতা সে মর্তবা দিয়েছে তোমায়, জুটেনি বরাতে কারো, কভু কেউ তা না পায়,
কালামে মজীদেও করেছে রাজন, তব বাণী, বসত, জীবনের কসম।

৪. আরশে ইলাহ্‌ তব পরশে ব্যাকুল. রুহুল আমীন-এ কী রহস্য অমূল,

---

৭২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

দোজাহানে তুমিই সম্রাট, রাসূল অতুল, সে করুণাময়ের কসম।

৫. এটাই আরজ ওগো স্রষ্টা ভবের, এ রাসূল তোমার আমি বান্দা জাতের,
তাঁরই কাছে দিও মোরে একটু সে ঠাঁই, যাকে অষ্ট বেহেশত সবের কসম।

৬. হে খোদা মায়া তব বান্দা পরে, ভরসা তোমার, মাঙি যুক্তকরে,
মোরে জলওয়া রাসূলের একটু দেখাও, তব ইজ্জত ও মহিমা নিজের কসম।

৭. নাহি সীমা যদি বা পাপে আমার, আশা কিন্তু তাহার তব দৃষ্টি উদার,
তুমি দয়ালু যে তাঁরই দয়া প্রমাণ, তিনি দাতা, তোমারই দানের কসম।

৮. বাগে- জান্নাতেরই বুলবুলি কহে, জে রেযার মতন যাদুগীত গাহে,
তাঁরই গুণগান গাইতে সে হিন্দ্-এ নাহি, রেযার উৎসাহী এই চিত্তের কসম।[৭২৮]

১০

وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں
یہی پہول خارسے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

০১. সে যে সুন্দর তার শেষ কোথায়, আসেনা সীমিত কল্পনায়,
সে যে ফুল এমন, যাতে কাঁটা নেই, সে তো দীপ এমন, নাহি ধোঁয়া তায়।

০২. ভাবো, দোজাহনেরই কোথা পাব হিত, আশা পূরবে কি, সে বুঝি অতীত,
বলো কী আছে যা হেথা নাহি, শুধু একটি ‘নাহি’ সে নাই হেথায়।

০৩. সঁপি নিজেকে কালামে তাঁর, পেলে কি থাকে সে ভাবনার,
সে বাণীর পরে কোন বাণী নেই, সে বয়ান নাহি আসে বর্ণনায়।

০৪. কসম খোদার এ যে খোদারই দ্বার, এছাড়া নাহি কোন ঠাঁই বাঁছার,
যা সেথায় হবে, তা হেথা থেকেই, যা হেথা নাহি, নাহি তা সেথায়।

০৫. করে মোস্তাফারই অবমাননা, আরো ধৃষ্টতা; কী নির্লজ্জ না!
বলে আমি নই কি মুহাম্মদী ? বলি, নয় গো নয়; তার চিন কোথায়।

৭২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

০৬. তব আকাশে আধোবদন, আরবেরই মহা মনীষীগণ,
মুখে কারো নেই কোন ভাষা নেই, কারো ধড়ে বা প্রাণ যায় সে যায়।

০৭. হেন মর্যাদা কাটে কুলমান, অতি নিকটে সে বড় দয়াবান,
ডেকো তাঁরে আর রেখা প্রত্যাশা, কবে নেই সখা, বলি নেই কোথায় ?

০৮. চির শান্তি সুখ কে না কয় নেকী, তাঁরে নেকীরই তো আব্র দেখি,
তবে মদিনামুখী বাসনা যারে পায় তাঁরে রাখে তাড়নায়।

০৯. তাঁরই নূরে সব কিছু আলোময়, তাঁরই উদ্ভাসে সব হাসিমাখা হয়,
তাঁরই চেহারারই নূরে ফোটে ভোর দেখে সূর্যমুখ ম্লান হয়ে যায়,

১০. সে পরম নূর, ছায়া বিধাতার, সেই নূর হতে সব, বলি সবই তাঁর,
মালিকানাতে সেই আসমান, আছে যমীন ও কাল সব কোথায়।

১১. লা- মাকানেতে তাঁরই বিচরণ, হল আরশ তাঁরই সিংহাসন,
তিনি সেই নবী যাঁর এই যে শান, খোদা জায়গাতে নাহি পাওয়া যাল।

১২. উঁচু আর্শেও তব বিচরণ, এ ধারার ও বক্ষে আছে দু নয়ন,
মালাকুত মুলকে কিছু নেই এমন, যা তোমারই সেই দৃষ্টি এড়ায়।

১৩. করি নামে প্রাণ নিবেদিত, একই প্রাণ তো নয় দূ'ভূবন নীত,
দোজাহানেও নাহি প্রাণ ভরে কোটি বিশ্ব কই আমি পাব হায়।

১৪. তব অঙ্গ রূপ সে অভিনব, উপমা নাহি তা কী করে দেব,
ফুল কিশলয়ে কোন শাখা নেই, সে মালঞ্চরূপ তাঁর কোথা কেবা পায়।

১৫. যাঁরই বর্ণে নেই কোন উপমা, নাহি নাহি কোথা সে সুষমা,
তাঁরই সাথে ফুলে কী তুলনা! লাখো ফুল আছে বাগ-বাগিচায়।

১৬. ধনবানে গুনে রেয়া নাহি গায়, কীবা কাজ জড়াবে সে সেই বালায়,
নিজ মুনিবে আমি ডেকে যাই, মম দ্বীনও তো নয় 'নানপারায়'।[৭২৯]

---

৭২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর মহান ও পবিত্র সত্তাকে কেন্দ্র করে যুগে যুগে, দেশে দেশে সারা পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন ভাষায় নবীপ্রেমী কবিগণ অসংখ্য না'ত, গজল ও কাব্য রচনা করেছেন। না'ত সাহিত্য জগতে রাসূল প্রশস্তি রচয়িতাদের মধ্যে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) অনন্য। তিনি ছিলেন একাধারে আলিম, সূফী, ওলী, মুফাস্সির, ফক্বীহ্, মুজতাহিদ, উসূলবিদ, আরবী ব্যাকরণবিদ, অভিধানবেত্তা, ইতিহাসজ্ঞ, ভাষাবিদ, রাসূল প্রেমিক, গ্রন্থকার, দার্শনিক, জ্যোর্তিবিজ্ঞানী, গণিতবিদ, কবি, সাহিত্যিক, দূরদর্শী চিন্তাবিদ, মুজাদ্দিদ সর্বোপরি একজন খাটি রাসূল প্রেমিক।

"মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ:) এর শানে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) রচিত না'ত সাহিত্য : একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ভূমিকাসহ সাতটি অধ্যায়ের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর জন্ম ও বংশ পরিচয়, শিক্ষার সূচনা, বৈষয়িক জ্ঞানার্জন, মেধা-মনন ও স্মৃতিশক্তি, কর্ম ও রচনাবলী, তরিকৃতে অন্তর্ভুক্তি ও খিলাফত প্রাপ্তি, শিক্ষাদান, পারিবারিক জীবন, অনুপম চারিত্রিক গুণাবলী, সংস্কার কার্যক্রম, যিয়ারতে হারামাঈন শরীফাইন, পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি, মালফুযাত, মনীষীদের মন্তব্য ও মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আ'লা হযরতের বহুবিদ অবদান হতে চারটি অবদান এ অভিসন্দর্ভে পত্রস্থ করার চেষ্টা করেছি। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) লেখালেখির পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অপ্রতুল অবদান রাখেন। ইসলামী শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি শিক্ষানীতিও প্রণয়ন করেন। উপমহাদেশে বেশীরভাগ কুর'আনের অনুবাদ উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় রচিত হয়েছে। এতে অনেক বিজ্ঞ আলেমদের অনুবাদে অসাবধানতা পরিলক্ষিত হয়। সেক্ষেত্রে আ'লা হযরত উর্দু ভাষায় 'কানযুল ঈমান ফি তারজুমাতিল কুরআন' নামে এক বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ তারজুমা গ্রন্থ রচনা করেন। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। আমার এ অভিসন্দর্ভে আ'লা হযরতের ইলমে হাদীস বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ধারাবাহিক সনদ উল্লেখ পূর্বক ইলমে হাদীস বিষয়ে লিখিত ৩৬টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশেষ করে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান রাহমুতল্লাহি 'আলায়হি ইসলামি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে যে অবদান রেখেছেন তৎমধ্যে ইলমে ফিক্হ-এর অবদান অন্যতম। ফিক্হী এমন কোন শাখা নাই যার জ্ঞান তাঁর কাছে ছিল না। যার কারনে ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) কে ওলামাগণ যুগের 'আবু হানীফা' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ইলমে ফিকহের সূক্ষাতি হতে সূক্ষ বিষয় নিয়ে তিনি চুল চেরা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর ফিকহী জ্ঞানের গভীরতা দেখে তাঁর যুগের বড় বড় আলিম-মুফতি সহ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও গবেষকগণ, এমনকি পবিত্র মক্কা-মদিনা, সিরিয়া, মিসর, ইরাক, এক কথায় প্রাচ্য-প্রাচ্যত্যের জ্ঞান-গুণীদেরকে তাঁর কাছে ফাতওয়া অন্বেষণে ছুঠে আসতে দেখা যায়। যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো তাঁর অনবদ্য ফিকহী গ্রন্থ 'ফাতওয়া-এ রেযভীয়াহ্'। ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের জগতে এটি একটি বিশাল ভান্ডার ও অমূল্য সম্পদ। যার মধ্যে নতুন-পুরাতন মিলে প্রায় লক্ষাধিক মৌলিক ও খুঁটিনাটি বিষয়ের বিশদ বিশ্লেষণ ও সুস্পষ্ট সমাধান রয়েছে। ইলমে ফিক্হ বিষয়ে তাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহ হতে আমার অভিসন্দর্ভে ১৫২টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে না'ত শব্দের বিশ্লেষণ, উৎস ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। কুর'আনের আয়াত ও হাদীস শরীফ উল্লেখ করে না'ত সাহিত্যের উৎস 'কুর'আন ও হাদীস' সেটা প্রমাণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম না'ত ও আদব শব্দ ব্যবহারকারী কে? তা উল্লেখ করেছি। নবীজীর শানে না'ত রচনাকরী সাহাবাদের ৪৫ জনের নাম উল্লেখ করেছি। যুগে যুগে ধারাবাহিকভাবে যারা আরবী, ফার্সী, উর্দূ ভাষায় না'ত রচনা করেছেন তাদের নাম ও না'তগুলো উল্লেখ করা হয়েছে অত্র অধ্যায়ে। প্রতিটি পরিচ্ছেদের পর আ'লা হযরতের আরবী, ফার্সী ও উর্দূ না'ত উল্লেখ করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে আ'লা হযরত ইমামে ইশ্ক ও মুহাব্বত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর না'ত সাহিত্যের উপজীব্য সমুহের বর্ণনা করেছি। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ;) কুর'আন ও হাদীস থেকে বিষয় চয়ন করতেন। কাজেই তাঁর কাব্যমালা যেন কুর'আন-হাদীসের নির্যাস। নবীপ্রেম, রাসূলের মর্যাদা, বুজুর্গানে দ্বীনের মহাত্ম এবং ধর্মের জৌলুসকে উপজীব্য করেই তিনি না'ত রচনা করতেন। তাঁর না'ত সাহিত্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মূল আক্বিদা সমুহ বিশদভাবে স্থান পেয়েছে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির মূল এবং তিনি হলেন নূরের সৃষ্টি আ'লা হযরত তাঁর কাব্য সাহিত্যে মুনোমুগ্ধকর ছন্দে বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন। অনুরুপভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব, সৌন্দর্য ও মু'জিযাকেও কেন্দ্র করে কাব্য রচনা করেন। নবীজীর শ্রেষ্ঠত্বের এক বর্ণনায় আ'লা হযরত রচনা করেন- 'ছবছে আউলা ওয়া আ'লা হামারা নবী, ছবছে বালা ওয়া আ'লা হামারা নবী'। উক্ত না'তটি নবী প্রেমীকগণ সবসময় গুণগুনিয়ে পাঠ করতে থাকে। বিশ্বের অনেক দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এসেম্বেলীর শুরতে এ না'তটি পাঠ করা হয়। এভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইখতিয়ার, শাফায়াত, মি'রাজ এবং তিনি যে অদৃশ্য জ্ঞানের ধারক তা বিশদভাবে তাঁর কাব্যিকতায় বর্ণনায় করেছেন। আ'লা হযরত নবী পরিবার সম্পর্কে যে না'ত রচনা করেছেন, তা আমি এ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর না'ত সাহিত্যের অবদান বিশেষ করে শৈল্পিক বৈচিত্র সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। না'ত ও হামদ মূলক কবিতা রচনায় আ'লা হযরত অসংখ্য সান'আত প্রয়োগ করেছেন এবং প্রবাদ-প্রবচন, দৃষ্টান্ত, উৎপ্রেক্ষা, পরিভাষা-অন্ত্যমিল-অনুপ্রাসের ব্যবহার দেখিয়েছেন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে। সান'আত সমূহের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও জটিল সান'আত 'সান'আতে ওয়াসিয়ূস সাফাতাইন' (উভয় ঠোটের ব্যবহার ব্যতীত না'ত পাঠ করা) এ বিষয়ে তিনি একটি পূর্ণ না'ত রচনা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি গভীর ভালাবাসার আতিশয্য প্রদর্শন করেন। তাঁর না'ত সাহিত্যে প্রয়োগকৃত অসংখ্য সানা'আত থেকে আমি মাত্র ১০টি সানা'আতের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আ'লা হযরতের কাসিদা সমুহের মধ্যে কাসিদায়ে সালামী ও কাসিদায়ে দরুদিয়া-এর উপর গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। আ'লা হযরতের অনবদ্য সৃষ্টি কাসিদায়ে সালামী। উক্ত কাসিদার বিন্যাসক্রম ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং মূল ইবারতসহ কাব্যানুবাদ প্রদান করেছি। কাসিদায়ে সালামী সম্পর্কে গুনীজনদের অভিমত ও কাসিদা-এর বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করা হয়েছে। কাসিদায়ে দরুদীয়ার আলোচনায় দরুদ (সালাত)-এর প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তুলে ধরেছি। উর্দূ ভাষায় এত দীর্ঘ দরুদ আর কোন কবি লিখেননি। উক্ত কাসিদার অলংকারিত্ব বর্ণনায় কাসিদার কয়েকটি পঙক্তি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পঙক্তিগুলোর মূল ইবারতসহ কাব্যানুবাদ উল্লেখ করেছি। পরিশেষে কাসিদার বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু তা'আল 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রেরিত দরূদ ও সালাম সম্বলিত কাসিদায়ে দরুদ ও কাসিদায়ে সালামী আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর অনবদ্য অবদান।

ষাট (৬০) পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট কাসিদায়ে দরুদ এবং এক শত তিহাত্তর (১৭২) পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট এ কাসিদায়ে সালামী নবী প্রেমের প্রস্রবন স্বরূপ যা থেকে রাসূল প্রেমিকগণ ক্বলবের ক্ষুধা নিবারণ করতে সক্ষম হবে।

সারা বিশ্বে আ'লা হযরতের না'তগুলো সুনাম কুড়িয়েছে। নবী প্রেমীকদের আন্তরের খোরাকে পরিণত হয়েছে আ'লা হযরতের না'তগুলো। তাই সারা বিশ্বে ভিন্নভাষীগণ আপন আপন ভাষায় ভাষান্তর করে নিচ্ছে। আমার এ অভিসন্দের্ভের সপ্তম অধ্যায়ে নয়টি আরবী ভাষায়, দশটি ইংরেজী ভাষায় এবং দশটি বাংলা ভাষায় ভাষান্তরিত না'ত পত্রস্থ করেছি।

কবিতায় ভাবসৌন্দর্য, ছন্দের সামঞ্জস্য, যথাযথ শব্দ প্রয়োগ ও উচ্চারণ শ্রুতিমধুর, প্রাঞ্জলময় ইত্যাদি দিকগুলো রক্ষা করে কবিতা রচনা করা দুরূহ ব্যাপার। আর এটি যদি ভিন্ন ভাষায় হয় তবে এ জটিল কাজকে আরো জটিলতম করবে নিঃসন্দেহে। কিন্তু এ দুসাধ্য কাজটি অত্যন্ত সাবলীল ও সুচারুভাবে সম্পাদন করে সাহিত্যাঙ্গনে অবিস্মরনীয় অবদান রাখেন। শব্দ প্রকরণ ও ছন্দ প্রকরনে অভিজ্ঞ প্রতিভাধর এ মহান ব্যক্তি। এ ভাষাবিদ একটি কবিতা আরবী, উর্দূ, ফার্সী ও হিন্দি এ চার ভাষায় প্রনয়ণ করে ভাষা ও কবিতায় দক্ষতা ও বিচক্ষনতা প্রদর্শন করেন। এতে ভিন্ন ভাষাভাষির নিকট নবী প্রেমে রচিত তাঁর কাব্যগ্রন্থ পৌছিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে ভালবাসায় যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হবে।

বিশ্বরহমত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহামহিমাময় মাহাত্ম্য ও অতুলনীয় মর্যাদাকে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) তাঁর কাব্যে আকর্ষনীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে প্রতিভাত করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ভক্তি ও শ্রদ্ধায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি না'ত সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ওলী, সূফী ও সিদ্ধপুরুষগণের সুউচ্চ মহাত্ম্য এবং ইসলামের সৌন্দর্যবোধকে উপলক্ষ্য করেও কবিতা রচনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির মূল, নূরের সৃষ্টি, তাঁর সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠত্ব, এখতিয়ার-শাফা'আত, মু'জিযাত, অশেষ দানশীলতা, অদৃশ্য জ্ঞানের ধারক, হায়াতুন্নবী, মি'রাজ এক বাক্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ ইত্যাদি তাৎপর্যময় বিষয়গুলো তিনি বৈচিত্র্যময় প্রাঞ্জলময় করে কাব্যে প্রকাশ করেছেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের আভিজাত্যময় মাহাত্ম্য সম্পর্কে প্রণীত তাঁর না'ত, গজল, কাসিদা, দিওয়ানসমূহ ভাব ও ভাষা ইত্যাদি সর্ববিদ আঙ্গিকে অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জলময় হয়েছে যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ও প্রগাঢ় ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর না'ত সমূহ পাঠে অন্তরে নবীপ্রেমের অমীয় আবহ সৃষ্টি এবং অমৃত পরশে অন্তরভরে যায়, অশান্ত মন প্রশান্তিময় হয়। ঈমানী নূরে অন্তর আলোকিত হয়; কেননা নবীজির প্রতি ভালবাসার নামই ঈমান। আর ঈমানী শক্তিতেই মু'মিন শক্তিমান হয় এবং মহান বিশ্বব্যবস্থাপক আল্লাহ্‌র খাটি ও একনিষ্ঠ বান্দায় পরিণত হয়। বিশ্বরহমত বা বিশ্বশান্তির একমাত্র উপলক্ষ্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংসামূলক আলোচনায় নীরস প্রাণ সরস হয়। নির্জীব আত্মা সজীব হয়, নিষ্প্রাণ ব্যক্তি প্রাণময় হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অপরুপ দৈহিক সৌন্দর্য ও অনুপম চারিত্রিক মাধুর্যকে বিভিন্নভাবে উপমিত করে শব্দালংকারে সুশোভিত করেছেন তাঁর কাব্য সাহিত্যে এ মহান নবী প্রেমীক। নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ এবং তাকে ভালবাসার নামই ঈমান। এ অবিসংবাদিত সত্যটি আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) তাঁর কবিতার ছন্দে

Dhaka University Institutional Repository

মনোমুগ্ধকর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অতুৎচ্চ শান ও মানকে শব্দালংকারের যোজনা দিয়ে দ্যোতনাময় করে শিল্পমনার পরিচয় দিয়েছেন।

বস্তুত, মহাবিশ্বের মহান নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) রচিত না'ত সাহিত্যাঙ্গনে এক অনন্য মাত্রার সংযোজন করেছে। তাঁর কাব্যসমগ্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সকল নবী প্রেমিকের জন্য প্রাণরসায়ন হয়ে মূখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদি।

ثمّ الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة و السّلام على اشرف الانبياء و المرسلين وعلى اله و اصحابه وجميع امّته اجمعين- امين

والله اعلم بالصّواب

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আরবী

	:	আল-কুর'আন আল-করীম।
আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস	:	*তাফসীরু ইব্ন আব্বাস*, বৈরুত, লেবানন : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, তা. বি.।
আলুসী, মাহমুদ, বাগদাদী	:	*তাফসীরু রুহুল মা'আনী*, কাহেরা : আল-আল-মাকতাবাতুত্তাওফিকিয়্যাহ তা. বি.।
আবু সা'য়ূদ, কাজী	:	*তাফসীরু আবী সা'য়ূদ*, বৈরুত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৯।
আল-হাসানী, আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ	:	*আল-বাহরুল মাদীদ*, মিশর : আল-মাকতাবাতুত্তাও ফিকিয়্যাহ্, তা. বি.।
আলী সাবূনী, মুহাম্মদ	:	*সাফওয়াতুত্ তাফসীর*, বৈরুত : ধালমুল কুতুব, ১ম সং., ১৪০৬হি./১৯৮৬।
আলী সাবূনী, মুহাম্মদ	:	*সাফওয়াতুত্ তাফসীর*, বৈরুত : 'ধালমুল কুতুব, ১ম সং., ১৪০৬হি./১৯৮৬খ্রি.।
আল-খতীব, আত্-তাবরীযী, ওলিয়্যুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ	:	*মিশকাতুল-মাসাবীহ*, লাহোর : মাকতাবাহ্ মুস্তফায়ী, তা. বি.।
আবূ যাহু, মুহাম্মদ	:	*আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৪হি./১৯৯৪।
আসকালানী, ইমাম	:	*আন-নুকাত 'আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ*(বিশ্লেষক : ড. রবী' ইব্ন হাদী 'উমায়রা), রিয়াদ্ব : দারুর রাইয়াহ, ৪র্থ সং., ১৪১৭হি.।
	:	*আল- ইসাবা ফি মা'রিফাতিস সাহাবা*, বৈরুত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ১৮৫৩।

: *তানবিহুল গালিলিন*, নয়াদিল্লী : আসতানায়ে বুক ডিপু, জানুয়ারী, ১৯৯৪।

: *তাহযীবুত তাহযীব*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১ম সং., ১৪১৬হি. ১৯৯৫।

: *তাক্বরীবুত-তাহযীব*, দামিসক্ব : দারুর রশীদ, ১ম সং., ১৪০৬হি.।

: *ফাতহুল বারী শরহে বুখারী*, কায়রো : দারুর রাইয়্যান ১ম সং., ১৪০৭হি.।

: *মুকাদ্দামা ফতহুল বারী*, কাহেরা : দারুল হাদিস, ২০০৫।

: *লিসানুল মিযান*, বৈরুত : দারুল ফিকরী, তা.বি.।

: *হাদয়ূস-সারী*, বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত-তুরাসিল 'আরবী, ১৪০২হি.।

আল-কুশাইরী, ইমাম আবু কাশেম : *আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা*, বৈরুত, লেবানন : দারুলকুতুব আল ইসলামিয়্যা, ২০০১।

আল-জাযরী, ইব্নুল আছীর : *উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবাহ্*, কাহেরা : মাকতাবাতুত্তাওফিকিয়্যাহ, তা. বি.।

আল-আরবী, আবু বকর ইব্ন : *আহকামুল কুর'আন*, দারুল ফিক্র, তা. বি.।

ইব্ন হাজার মক্কী : *আল-খায়রাতুল হিসান ফি মানাকিবিল ইমামিল আ'যম আবী হানিফা নু'মান*, পাকিস্তান : আদব মঞ্জিল, ১৪১৪হি.।

আমীমুল ইহসান, সায়্যিদ, মুফতী : *কাওয়া'ঈদুল ফিক্হ*, ভারত ; আশরাফী বুক ডিপো ১৯৯১, পৃ. ৪৯৫।

আলাউদ্দীন মুত্তাকী আল-হিন্দি : *কান্যুল 'যুম্মাল*, লাহোর : মাকতাবায়ে রহমানিয়্যাহ, তা. বি.।

আবুল হাসান আলী আল-হুসাইনী আন-নদভী : *আস-সীরাতুন নাবুবিয়্যাহ*, বৈরুত : দারুশ শুরুক, ১৪০৫হি.।

‘উমার ফাররূখ, ড. : *তারীখ আল-আদব আল-‘আরবী*, বৈরুত : দারুল ‘ইলম লিল মালায়ীন, ৫ম সং., ১৯৮৪।

আবুল ওয়াফা আল গানীমা আল তাফতাযানী, ড. : *মাদ্‌খাল ইলা আত্তাসাউফ আল ইসলাম* , কায়রো : দারুল ছিক্বাফাহ্- ১৯৮৯।

আলবানী, নাছির উদ্দীন,শায়খ : *আল-হাদীসু হুজ্জিয়াতুন*, ১ম সং., কুছে : দারুস সালাফিয়্যা, ১৯৮৬।

আল-আছীর, ইসাম‘ঈল : *সীরাতুন্নাবুবিয়্যাহ (সা.)*, কায়রো : প্রকাশকের নাম বিহীন, ১৯৬২।

আবদুল বাকী, ফুয়াদ : *মু‘জামুল মাফাহরিস লি আলফাযিল কুর’আন*, বৈরুত : দারুল শে‘রে বাঙলা জায়ল, ১৯৮৭।

আল-ইরাকী, আবদুর রহীম : *ফাতহুল মুগিছ বি শারহি আলফিয়াতিল হাদীস*, কায়রো : ১৯৩৭।

আল-হামিদী, ঈসা ইব্‌ন আব্দিল্লাহ, ড. : *আল-জুযয়ুল মাফকুদ মিনাল জুযয়িল আওয়াল মিনাল মুসান্নিফ*, বৈরুত : মুয়াচ্ছাছাতুল ফাওয়াইদি বিইউনু লিত্তাজলিদ, ১ম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.।

আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ : *আল-বাহরুল মাদীদ*, কাহেরা : আল-মাকতাবাতুত্তা ওফিকিয়্যাহ, তা. বি.।

আহমদ ইয়ার খান, নঈমী, মুফতী : *তাফসীরে নুরুল ইরফান*, লাহোর : মাকতাবাতু ইসলামিয়্যাহ, তা. বি.।

আবদুল্লাহ আল হামেদ : *শি‘রুল-দা‘ওয়াতিল ইসলামিয়্যা*, রিয়াদ্ব : দারুল ইসালা লিছছাকাফাতি ওয়ান নাছরি ওয়াল ই‘লাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৫।

আলী ফাউর, অধ্যাপক : *দীওয়ানু কা‘ব ইব্‌ন যুহায়র*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-‘ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৭।

কুরাইশী, আবু যায়েদ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবিল খাত্তাব : *জামহারাতুল আশ'আরিল আরব*, বৈরুত, লেবানন : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ., ২০০৩।

আযহারী, আখতার রেযা : *সাফীনায়ে বখশীশ*, বেরলী : মাকতাবায়ে সুন্নী দুনিয়া, তা. বি.।

আসগর আলী শাহ জা'পরী, সায়্যিদ : *ইন্তিখাব আয গাজলিয়াতে হযরত আমীর খসরু* (ফার্সী), দিল্লী : এম. এম. পাবলিকেশন, ২০১৪।

ইব্‌ন মাজাহ, ইমাম : *সুনানু ইব্‌ন মাজাহ*, কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৫।

ইমাম হাম্বল, আহমদ, ইমাম : *আল-মুসনাদ* (বিশ্লেষক : আহমদ শাকির), মিশর : দারুল মা'আরিফ, ১ম সং., ১৩৩৭হি.।

ইব্‌ন মাদীনী, 'আলী : *আল-ইলল*, কুয়েত : গাররাস লিন-নশর, ১ম সং., ২০০২।

: *ইলমুল হাদীস ওয়া মা'রিফাতির রিজাল ওয়াত-তারীখ*, রিয়াদ্ব : দারু ইবনিল জাওযী, ১ম সং., ১৪২৬হি.।

ইব্‌ন ' আসাকির, 'আলী ইব্‌ন হাসান : *তারীখু মাদীনাতি দামিশ্‌ক্ব*, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র১৪১৫হি./১৯৯৫।

ইব্‌ন জাওযী, আবদুর রহমান : *আল-ওয়াফাউল ওয়াফা বিআহওয়ালিল মোস্তাফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)*, বৈরুত, লেবানন : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৬৮৮।

: *গরীবুল হাদীস*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং., ১৪০৫।

: *আল-মুনতাযিম*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সং., ১৯৯২।

ইব্‌ন কাছীর, ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'উমর : *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, কাহেরা : দারুত তাকওয়া, তা. বি.।

: *আল-বায়িসূল হাদীস*, রিয়াদ্ব : দারুস সালাম,

১ম সং., ১৪১৪হি.।

	:	*জামি'উল মাসানীদ ওয়াস-সুনান*, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, ১৯৯৪।
ইব্‌ন হিশাম	:	*আস্‌সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্*, মিশর : দারুত তাকওয়াহ, তা. বি.।
ইব্‌ন আবেদীন	:	*মুকাদ্দামায়ে দুরের মুখাতার আ'লা হাশিয়াতে রদ্দে মুখতার*, ভারত : মাকতাবায়ে যাকারিয়া, ১৯৯৬।
ইব্‌ন হাম্বল, আহমাদ	:	*মুসনাদ*, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র, ২য় সং., ১৯৭৮।
ইব্‌নু তায়মিয়া, তাকী উদ্দীন আহমাদ	:	*মাজমাউল ফাতওয়া*, মক্কা : মাকতাবাতু নাহদাতিল হাদীসা, ১৪০৪হি.।
ইসমা'ঈল আজলুনী, শায়খ	:	*কাশফুল খেফাহ ও মুযিলুল ইলবাস*, বৈরুত : মাকতাবুল আসরিয়্যা, ১ম সং., ২০০০।
ইব্‌ন সায়্যিদুদ্দীন	:	*'য়ূনুল আছর ফি ফুনুনিল মাগাযি ওয়াশ শামায়েল ওয়াছ ছিয়র*, বৈরুত, লেবানন : মুয়াচ্ছাছাতুল ইয্‌যুদ্দীন, ১৯৮৬।
ইব্‌ন কায়্যুম	:	*জালাউল আফহাম ফি ফদ্বলিস সালাত ওয়াস সালাম 'আলা মুহাম্মাদিন খায়রিল আনাম*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-আরবী, ১ম সং., ১৯৯৬।
ইমাম আল্লামা আবুল আব্বাস কুরতুবী	:	*তাফসীরু আহকামিল কুর'আন*, কাহেরা : দারুল কুতুব মিসরিয়্যাহ সং., ১৩৮৪ হি।
ইব্‌নু আবী শায়বা, আবূ বকর	:	*আল-মূসান্নাফ*, করাচী : ইদারাতুল কর'আন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়া, ১৯৮৬।
কুশায়রী, মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ, ইমাম	:	*সহিহ্ মুসলিম*, মিশর : দারুত তাক্বওয়া, তা. বি.।
	:	*আত্ব-তাবকাত*, (বিশ্লেষক: আবূ 'উবায়দা মাশহুর ইব্‌ন হাসান) রিয়াদ : দারুল হিজরা, ১ম সং., ১৪১১হি.।

	:	*আল-কুনা ওয়াল আসমা*, মদীনা মুনাওয়ারা : ইয়াহইয়ায়িত তুরাসিল ইসলামী, ১৯৮৪।
	:	*রিজালু 'উরওয়াতি ইবনিয-যুবাইর ওয়া জামা'আতু মিনাতে-তাবি'য়ীন ওয়া গাইরিহিম*, দামিশক্ব : মাজমা'উল লুগাতিল 'আরবিয়্যা, সাময়িকীতে. ১৯৯৮খ্রি. প্রকাশিত।
কুসতালানী, ইমাম	:	*মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়া*, মিশর : মাকতাবাতুত্তাও ফিকিয়্যাহ, তা. বি.।
	:	*শরহু আল্লামা যুরকানী 'আলাল মাওহিবুললাদুনিয়্যাহ*, বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ্, ১৩৯৩হি.।
	:	*ইরশাদুস সারী লি শরহে সহীহিল বুখারী*, বৈরুত : দারূল কুতুব ইলমিয়্যা, তা. বি.।
কাযী আয়ায, ইমাম	:	*আশ-শিফা*, বৈরুত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ৩য় সংস্করণ, ২০০৬।
খাযেন, ইমাম	:	*তাফসীরু খাযেন*, বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল শা'বিয়্যাহ, তা. বি.।
খত্বীব বাগদাদী, আহমদ ইব্ন 'আলী	:	*তারিখু বাগদাদ*, বৈরুত : দারুল ফিক্হ, তা. বি.।
	:	*কিতাবুল কিফায়াতি ফী 'ইলমির রিওয়াইয়া*, বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যা, তা. বি.।
খত্বীব বাগদাদী, আহমদ ইব্ন 'আলী	:	*তারিখু বাগদাদ*, বৈরুত : দারুল ফিক্হ, তা. বি.।
	:	*কিতাবুল কিফায়াতি ফী 'ইলমির রিওয়াইয়া*, বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যা, তা. বি.।
খাওয়ারেযেমী	:	*জামিউল মাসানিদ*, কৌটা : মাকতাবায়ে হানাফিয়্যা, তা.বি.।
ছালাভী, ইমাম	:	*তাফসীরু ছালাভী*, বৈরুত, লেবানন : দারুল ইহইয়াউত তুরাস আল-আরবী, তা. বি.।
জা'পরী, আসগর আলী শাহ, সায়্যিদ	:	*ইন্তিখাব আয গাজলিয়াতে হযরত আমীর খসরু (রহ.)*

Dhaka University Institutional Repository

(ফার্সী), দিল্লী : এম. এম. পাবলিকেশন, ২০১৪।

তিরমিযী, আবূ ইসা মুহাম্মদ ইব্‌ন, ইমাম : *জামি'উত তিরমিযী*, কাহেরা : দারুল হাদীস, ২০০৫ খ্রি.।

: *শামায়িলু তিরমিযী*, দেওবন্দ : কুতুবখানা রশিদিয়্যা, তা. বি.।

ত্বহাবী, ইমাম : *শারহুল মা'আনিয়ীল আছার*, ঢাকা : মাকতাবাতুল হাফাহ বাংলাদেশ, তা. বি.।

তাবরানী, সলায়মান, ইমাম : *আল মু'জামুল কবীর*, বৈরত : দারুল ইহ্‌হিয়া আত্তুরাছ আল-আরবী, ১ম সংস্করণ, ২০০৯।

: *আল মু'জামস সাগীর*, বৈরত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যা, ১৪০৩হি.।

: *আল মু'জামুল আওসাত*, রিয়াদ্ব : মাকতাবাতুল মা'য়ারিফ, ১ম সং., ১৪০৫হি.।

তক্বী ওসমানী : *দরসে তিরমিযী*, ঢাকা : কুতুবখানায়ে রশিদিয়্যা, তা.বি।

দেহলভী, শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ : *হুজ্জাতুল্লাহি বালিগা*, দিল্লী : রশিদীয়া কুতুবখানা, ১৩৭৩হি.।

নাবলূসী, আবদুল গণী, শায়খ : *কাউকাবুল মাবানী ও মাওকিবুল মা'আনি*, কাহেরা : দারুল আফাক আল-ইলমিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, ২০১০।

নাসায়ী, ইমাম : *সুনানু নাসায়ী*, কাহেরা : দারুল হাদীস, ১৯৯৯।

নাবহানী, আল্লামা ইউসূফ : *শাওয়াহিদুল হক ফি এসতিগাছাতি বিসায়্যিদিল হক*, কাহেরাঃ আল মাকতাবাতুত্তাওফিকিয়্যাহ, ৪র্থ সং., ২০১৪।

নূরী হাম্মূদী, ড. : *শূ'আরা ইসলামিয়্যা*, বৈরুত : মাকতাবা আন-নাহ্‌দা আ-'আরবীয়্যা, ২য় সং., ১৯৮৪।

বুখারী, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল, ইমাম : *আল-জামি'উস সহিহ্*, দিল্লী : রশিদিয়া লাইব্রেরী, তা. বি.।

: প্রাগুক্ত, সাহারানপুর, ইউ.পি. : আশরাফী বুক ডিপু, দেউবন্দ, তা. বি.।

: প্রাগুক্ত, বৈরুত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ২০০৭।

: *আল-আদবুল মুফরাদ*, কাহেরা: দারুল হাদীস, ২০০৫।

: *আত-তারীখুস-সাগীর*, বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ১ম সং ১৪০৬হি.।

: *আদ্ব-দ্বু'য়াফাউস-সাগীর*, বৈরুত : দারুল মা'রিফা ১ম সং., ১৪০৬হি.।

: *আত-তারীখুর কাবীর*, বৈরুত : মুআস-সাসাতুল কুতুবিস-সাক্বাফীয়াহ্, ১৪০৭হি.।

বায়হাকী, ইমাম : *দলাইলুন নুবুওয়্যাত*, বৈরুত : দারুলকুতুব আল-ইলমিয়্যা, ২য় সং., ২০০২।

বাগবী, আবু মুহাম্মদ হুসাইন : *শরহুস সুন্নাহ*, বৈরুত, লেবানন : আল-মাকতাবাতু আল-ইসলামী, ১৯৮৩।

বুসূরী, আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন সা'ঈদ : *কাসিদায়ে বুরদাহ্*, গুজরাট : মারকাযে আহলে সুন্নাত বারকাত রেযা, তা.বি.।

মুহিউস সুন্নাহ, ইমাম : *মা'আলিমুত্ তানযীল*, রিয়াদ্ব : দারুত তৈয়্যবাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৯হি.।

মুদ্দিস দেহলভী, আবদুল হক, শায়খ : *আখবারুল আখয়ার*, দিল্লী : আদবী দুনিয়া- ১৯৯৪ খ্রি.।

মুহাম্মদ আত্তাওনাজী, ড. : *দিওয়ানে আবী তালিব*, দারুল কুতুব আল-আরবী, ১৯৯৪।

যাহাবী, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ, হাফিয : *আল-'ইবার ফী খাবরি মান গাবারা*, ১ম সং- ১৯৯৭।

: *আলা-কাশিফ*, বৈরত : দারুল ফিক্র, ১ম সং., ১৯৭২

: *মিযানুল ই'তিদাল*, বৈরুত : দারুল ফিক্র, তা.বি.।

: *আল-'ইবারা*, বৈরুত : দারুল ফিক্র, তা. বি.।

: *তাযকিরাতুল হুফফায*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা. বি.।

: প্রাগুক্ত, বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত-তুরাসিল 'আরবী, তা. বি.।

: *তারীখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফাতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম হাওয়াদিসু ওয়াফাত*, বৈরুত : দারুল কিতবিল 'আরবী, ২য় সং., ১৯৯৪।

: *সিয়ারু আ'রামিন নুবালা*, বৈরুত : মুওয়াস্সাসাতুর-রিসালাহ্, ১১শ সং., ১৯৯৬।

রাযী , ফখরুদ্দীন, ইমাম : *তাফসীরু কবীর*, কাহেরা : আল-মাকতাবাতুত্তাও ফিকিয়্যাহ, তা. বি.।

শাওকী দায়ফ, ড. : *তারীখ আল-আদব আল-'আরবী*, কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ৭ম সং., ১৯৭৬।

সূয়ুতী, জালাল উদ্দীন, ইমাম : *আল-হাবী লিলফাতাওয়ায়ী*, বৈরুত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, ২০১০।

: *আদ্দুররুল মানছুর*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪০৩হি.।

: *আল-ইতক্বান ফি উলুমিল কুর'আন*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪২৩হি.।

: *ইনবাউল আযকিয়াহ ফি হায়াতিল আম্বিয়া*, গুজরাট : মারকাযে আহলে সুন্নাত বারকাত রেযা, তা. বি.।

: *খাছায়িছুল কুবরা*, কাহেরা : দারুত তাওফিকিয়্যাহ, তা. বি.।

: তাবকাতুল হুফফায, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ২য় সং., ১৪১৪হি.।

: তাবকাতুল মুফাস্‌সীরীন. কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহাবা, ১ম সং., ১৯৭৬।

: তারীখুল খুলাফা, দিল্লী : ইতিক্বাদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৭।

: *তাবঈয়ুস সহীফা ফি মানাকিবি আবি হানিফা*, বৈরুত : শরীকাতু দারিল আরকাম ইব্‌ন আবিল আরকাম, তা. বি.।

: *তাফসীরু জালালাইন*, ঢাকা : ইসলামিয়্যাহ লাইব্রেরী, তা. বি.।

সাভী, আহমদ : *তাফসিরু সাভী*, কাহেরা : দারুল হাদিস, ১৪৩২হি.।

সুলাইমান ইব্‌ন আশআছ, আবু দায়ূদ, ইমাম : *সুনানু আবি দায়ূদ*, কাহেরা : দারুল হাদীস আল-সিজিস্তানী তা. বি.।

শাফে'ঈ : *দিওয়ানে শাফে'ঈ*, মাক্কাতুল মুকার্‌রামাহ : মাকতাবাতু নাযার মুস্তাফা আল-বায, ১ম সং., ২০০৬।

সাখাবী : *ফতহুল মুগীছ বি শরহি আলফিয়াতিল হাদিস* , মাওকা'শুবকা : মিশকাতুল ইসলামিয়্যা, তা.বি.।

সিদ্দিকী, শায়খ মুহাম্মদ তাহের : *মাজমা' বিহারুল আনোয়ার*, মদিনা মনোয়ারা : মাকতাবাতু দারিল ঈমান, ১৪১৫হি.।

সাঈদী , গোলাম রাসূল : *তাযকিরাতুল মুহাদ্দিসীন*, লাহোর : ফরিদ বুক স্টোল, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭

হোসাইন মুজিব মিসরী, ড. : *সাফওয়াতুল মাদীহ ফি মাদহিন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ওয়া আ-লিল বায়ত ওয়াস সাহাবাহ্ ওয়াল আওলিয়া*, কাহেরা, মিশর : দারুল হেদায়া, ২০০১।

হালভী : *সিরাতুল হালভীয়্যাহ*, বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১ম সং., ২০১২।

হক্কী, শায়খ ইসমা'ঈল : *তাফসীরু রুহুল বায়ান*, লাহোর : মাকতাবায়ে রহমানিয়্যাহ, তা. বি.।

হান্নাদ : *আয্‌যহুদ*, বৈরুত, লেবানন : দারুল কুতুব ইলমিয়্যা, ২০০৭।

ফার্সী/উর্দূ

আহমদ রেযা খান, ইমাম : *আদ্দাওলাতুল মাক্কিয়া বিল মাদ্দাতিল গায়বিয়্যা*, করাচি, পাকিস্তান, তা.বি.।

: *আলকালিমাতুল মুলহিমা ফিল হিতমাতিল মুহাক্কিমা লিওয়াহায়ী ফালসাফাতিল মাশআমা*, দিল্লী, ভারত : ১৯৭৪।

: *আল-মু'তামিদুল মুসতানিদ*, লাহোর : বরকাতী পাবলিসারজ, ১৪২০হি.।

: *আনোয়ারুল মান্নান ফি তরজুমাতিল কুর'আন*, লাহোর : বরকাতী পাবলিসারজ, ১৪২০হি.।

: *আসমাউল আরবাঈন ফী শাফায়াতি সায়্যিদিল মাহবুবীন*, মুম্বাই : রেযা একাডেমী, তা. বি.।

: আল-মুবীন লিখতমিন নাবিয়্যিয়িন, লাহোর : রেযা ফাউন্ডেশন, তা. বি.।

: *আল-কাওকাবাতুশ শাহাবিয়্যাহ*, লাহোর : রেযা ফাউন্ডেশন, তা. বি.।

: *আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত*, মুম্বাই : রেযা একাডেমী, ১৯৯৮/১৪১৮হি.হি.।

: *আহকামে শরীয়ত*, লাহোর : রেযা ফাউন্ডেশন, তা. বি.।

: *আসসূ ওয়াল ইকাব ‘আলা মাসিহিল কায্যাব*, লাহোর : রেযা ফাউন্ডেশন, তা. বি.।

: *আয-যালালুল আনক্বা*, লাহোর : রেযা ফাউন্ডেশন, তা. বি.।

: *আনহারুল আনোয়ার মিন ইয়াম্মি সালাতিল আসরার*, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, ১৯৯৮/১৪১৮হি.।

: *আল-হুজ্জাতুল ফাতিহা লিতিবিত তা'য়িন ওয়াল ফাতিহা*, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, ১৯৯৮/১৪১৮হি.।

: *আল-জলিয়ূল হুসন ফি হুরমাতিল ওয়ালাদি আখিল্লাবান*, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, ২০০১।

: *আন-নায়্যিরাতুল ওয়াদ্বিয়াহ শরহুল জাওহারাতিল মাদ্বিয়্যাহ*, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, ১৯৯৮/১৪১৮হি.।

: *আযকাল ইহলাল বিইবতালি মা আহদাছান্নাসু ফি আমরিল হিলাল*, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, ২০০১।

: *আল-মালফুয কামেল*, রেরলী শরীফ : ক্বাদেরী কিতাব ঘর, ১৪১৫হি./১৯৯৫।

: *আল-বদুরুল আজিল্লাহ ফি ওমুরিল আহিল্লাহ*, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, ২০০১/১৪২২হি.।

: *আতাইবুত তাহানি ফিন্নিকাহিস সানি*, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, ২০০১/১৪২২হি.।

: *আত্তাহবির বিবাবিত্তাদবির*, মোবারকপুর : আলমাজমা'উল ইসলামী, ১৯৮৫।

: *আল-হাদিয়ূল হাজিব, আন জানাযাতিল গায়েব*, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, ১৯৯৮/১৪১৮হি.।

: *আল-কাওয়াকিবুশ শাহাবিয়্যা ফি কুফরিয়াতিল আবিল ওহাবিয়্যাহ*, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, ১৯৯৮/১৪১৮হি.।

: *আল-ইছতিমদাদ ‘আলা আজইয়ালিল ইরতিদাদ, মুম্বাই*, : তাহরিকে ফিক্‌রে রেযা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৮খ্রি.।

: *ইতাক্বাদুল আহবাব*, লাহোর : রেযা ফাউন্ডেশন, তা. বি.।

: *ইরফানে শরীয়ত* (বাংলায় অনূদিত), ঢাকা ; সুন্নী গবেষণা কেন্দ্র, ১ম সং., ২০০৭।

: *ইহলাকুল ওয়াহাবিয়্যিন ‘আলা তাওহিনি কুবুরিল মুসলিমিন*, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, ১৯৯৮/১৪১৮হি.।

: *ইরাতুল আদব লিফাযিলিন নাসাব*, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, তা.বি.।

: *কানযুল ঈমান* (বাঙ্গানুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান), চট্টগ্রাম : গুলশান-ই-হাবিব ইসলামি কমপ্লেক্স, ১ম সং., ১৯৯৫।

: *কাসিদায়ে মুবারাকা গাউছিয়া*, মোম্বাই : রেযা একাডমী, ১৪১৮।

: *জামলূন্নুর ফি নাহয়িন্নেসা ‘আন যিয়ারাতিল কুবুর*, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, ১৯৯৮/১৪১৮হি.।

: *জাদ্দুল মমতার*, করাচী : মাকতাবাতুল মাদিনা, তা.বি.।

: *তাযাল্লিয়ূল ইয়াক্বীন*, ভারত : রেযা একাডেমী, তা. বি.।

: *তাদবীর-ই ফালাহ ওয়া নাজাত ওয়া ইসলাহ*, লাহোর : ১৯৯২।

: *তামহিদে ঈমান*, করাচী : মাকতাবায়ে মাদীনা, তা.বি।

: *তাফাসীরুল আহকাম লিফিদয়াতিস্ সালাত ওয়াস সিয়াম*, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, ১৯৯৮/১৪১৮হি.।

: *নুরুল মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম*(বাংলায় অনূদিত),
চট্রগ্রাম : ছিরাতুল মুসতাকিম প্রকাশনী, ২০০৪।

: *সালজুল সদর লি ঈমালি ক্বদর*, লাহোর : রেযা ফাউন্ডেশন, তা. বি.।

: *সালাতুস সাফা*, লাহোর : রেযা ফাউন্ডেশন, তা. বি.।

: *ফযায়েলে দোয়া*, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, ১৯৯৮/১৪১৮হি.হি.।

: *বাযলূল জাওয়ায়িযে আলাদ দোয়অ-ই বা'দা সালাতিল জানায়িয* (বাংলা অনূদিত), চট্রগ্রাম : লিলি প্রকাশনী, ১ম সং., ২০০৮।

: *খালিসুল ইতিক্বদ*, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, ১৯৯৮/১৪১৮হি.।

: *ফাতওয়ায়ে আফ্রিকা*, বেরলী : ক্বাদেরী কিতাব ঘর, ১৩৩৬হি.।

: *ফাতাওয়া-এ রেযভিয়্যাহ্*,খ. ১-১২, লাহোর : রেযা ফাউন্ডেশন, ২০০৬।

: *ফযিলতে গাউসে আ'যম*, মুম্বাই : রেযা একাডেমী, ১৯৯৮/১৪১৮হি.হি.।

: *মিলাদে মুস্তাফা*, মুম্বাই : রেযা একাডেমী, ১৪১৭হি.।

: শেকমে মা-দরমে কিয়া হে, মুম্বাই : রেযা একাডেমী, ১৯৯৮/১৪১৮হি.হি.।

: *শিফাউল ওয়ালাহ*, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, ১৯৯৮/১৪১৮হি.।

: *হেবাতুন্নেসা ফি তাহক্বীকিল মোছাহারা বিয়্যেনা*, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, ২০০১।

: *হুসামুল হেরমাঈন 'আলা মান্‌হারিল কুফরি ওয়াল মায়ন*(বাংলায় অনূদিত), চট্টগ্রাম : রেযা পাব্‌লিকেশন্স, ১ম সং. ১৯৯৬।

: *নিকাউস সালাফাহ ফি আহকামিল বায়'আতি ওয়াল খিলাফাহ*, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, তা. বি.।

: *হিক্কুল 'আয়ব ফি হুরমাতি তাসওয়ীদিশ শায়ব*, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, ১৯৯৮/১৪১৮হি.।

: *হায়াতুল মাওয়াত*, লাহোর : রেযা ফাউন্ডেশন, তা. বি.।

: *বারিকুল মানার বিশুমু'ইল* মাযার, মোম্বাই : রেযা একাডেমী, ১৯৯৮/১৪১৮হি.।

: *হাদায়িক্ব-ই-বখশিশ*, খ. ১,২, মুম্বাই : রেযা একাডেমী তা. বি.।

: *বাসা-তিনুল গুফরান*, লাহোর : রেযা একাডেমী, ১৯৯৭।

আমানত-ই-রাসূল, মুহাম্মদ : *তাজাললিয়াত-ই- ইমাম আহমদ রেযা* , ১ম সংস্করণ, ইউপি, ভারত : মাকতাবা আল-মুস্তাফা কাদিরী; ১৯৮৭খ্রি.।

আ'যমী, হাসান রেযা, ড. : *ফক্বীহে ইসলাম*, করাচী : এদারায়ে তাহক্বীক্বাত ইমাম আহমদ রেযা, তা. বি.।

আবদুল হক দেহলভী, শায়খ, মুহাদ্দিস : *মাদারেজুন নবূওয়্যাত*, দিল্লি : আদবে দুনিয়াহ, তা. বি.।

আল্লামা ইকবাল, ড. : *শিক্‌ওয়া ও জওয়াবে শিক্‌ওয়া*, বাংলায় অনূদিত, মালিবাগ, ঢাকা : মাকতাবাতুস সালাম, ১ম সং.,২০১৩।

ইয়ার খান, নঈমী, মুফতি : *জা'আল হক*, দিল্লী : মুবিন বুক ডিপু, তা. বি.।

: *দিওয়ানে সালেক*, চট্টগ্রাম : জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া, ১৯৮৫।

ইসমা'ঈল, সিদ্দিক : *রাঙেগ রেযা*, করাচী : ১৯৯৯।

ইলাহী বখশ আখতার আওয়ান, ড. : *ইরফানে রেযা*, মোবারকপুর : আল-মাজমাউল ইলাসলামী, ১ম. সং. ১৯৭২।

ওয়াজহাতুল রাসূল ক্বাদ্বিরী, সায়্যিদ : *তারীখে না'ত গুয়ী মে ইমাম আহমদ রেযা কা মক্বাম*, ইসলামাবাদ : ইন্টারন্যাশনাল ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, তা. বি.।

ওয়াহীদ মিরযা, ড. : *আমীর খসরু*, দিল্লী : আফিফ অফসেট প্রিন্টার্স, ২০০৯।

ওয়াইছী, ফয়েজ আহমদ, আল্লামা : *শরহে হাদায়িক্ব-ই- বখশীশ*, মুরাদাবাদ : আশরাফি কিতাব ঘর, তা. বি.।

ক্বাদ্বিরী, সিরাজ আহমদ, ড. : *না'তিয়া রিওয়াআত কা ওরুজ ও ইরতিক্বাহ*, দিল্লী রেজভী কিতাব ঘর, ২০০২।

ক্বাদিরী, ইলিয়াছ আত্তার : *ওয়াসায়েলে বখশিশ*, করাচী : মাকতাবাতুল মাদিনা, ২০১০।

গাঙ্গুহী, রশিদ আহমদ : *ফাতওয়ায়ে রশিদিয়্যাহ*, দিল্লী : জসিম বুক ডিপু, তা. বি.।

গোলাম মোস্তাফা নজমুল ক্বাদেরী : *ইমাম আহমদ রেযা আওর ইশ্‌কে মুস্তাফা*, ভারত : মারকাযী মাহসান মিল্লাত কমিটি. তা. বি.।

জামী, নূরুদ্দীন আব্দর রহমান : *শাওয়াহেদুন নবুয়্যত (উর্দূ)*, লাহোর : মাকতাবায়ে নবুয়্যা, ১৯৭৫।

: *দিওয়ানে জামী*, তেহরান : দফতার নাসার মিরাছ মাকতুন, ১২৪৫হি.।

: *কাসিদায়ে মুবারাকাহ গাউছিয়া* (ফার্সী কাব্যানুবাদ), তেহরান : খেয়াবানে শাহীদ, তা.বি.।

তাহেরুল কাদ্বিরী কৃত, অধ্যাপক, ড. : *কান্‌যুল ঈমান কী ফন্নী হাইসিয়্যাত*, নিউ দিল্লী : এসফ্রিসোয়েল পাবলিকেশন, তা.বি.।

: *হযরত মাওলানা শাহ্ আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহ.) কা ইলমী মক্বাম*, লাহোর : এদারায়ে মিনহাজুল কুর'আন, ১৯৮৮।

: *মা'মূলাতে মিলাদ*, লাহোর : ফরিদুল মিল্লাত রিসার্চ ইনিষ্টিটিউট, ১ম সং., ২০০৮।

থানভী, আশ্রাফ আলী : *তাহযীরুল ইখওয়ান আনির রিবা ফিল হিন্দুস্থান*, লাহোর, পাকিস্তান : আশরাফুল মাতাবি থানাবোন, ১৯৭৭।

: *তাযকারাতুল হাবীব লিতাসহিলি নাশরিত ত্বীব ফি যিকরিন্নবীয়্যিল হাবীব*, ঢাকা : হাকিমুল ইম্মত লাইব্রেরী, ২০০৩।

ফরিদ উদ্দীন আত্তার, শায়খ : *দিওয়ানে কামেল আত্তার নিশাবুর*, তেহরান : ইন্তিশারাতে ফখরে রাযী, তা. বি.।

: *পান্দ নামা*, করাচী : মাকাতাবাতুল বুশরা, ২০১১।

বদরুদ্দীন আহমাদ, মাওলানা : *সাওয়ানেহে আ'লা হযরত*, কানপুর : রেযা লাইব্রেরী, ১৯৯৭।

বিহারী, যুফর উদ্দীন, আল্লামা : *আলমুজমালুল মুআদ্দিদ লিতা'লিফিল মুজাদ্দিদ*, পাটনা, ভারত : মাকতবা-ই-হানাফিয়্যা, ১৯০৯ খ্রি.।

: *হায়াত-ই-আ'লা হযরত*, ভারত : মারকাযে আহলে সুন্নাত বারাকাত রেযা, ২০০৩খ্রি.।

বাদায়ুনী, আবদুল কাদির : *মুনতাখাবুত তাঁয়ারীখ*, লাহোর, পাকিস্তান : ১৯৬২।

বাসতাওয়ী, সিরাজ আহমদ, ড. : *না'তিয়া শা'য়েরী*, দিল্লী : রেযভী কিতাব ঘর, ১৯৯৭।

মাস'উদ আহমাদ, অধ্যাপক, ড. : *আশেকে রাসূল*, লাহোর : রেযা একাডেমী, তা. বি.।

: *ফাযেলে রেবলভী ওলামা-ই হিজায কী নযর মে*,

Dhaka University Institutional Repository

লাহোর : এদারায়ে মাস'উদিয়া, ১৯৭৬ খ্রি.।

: *মাওলানা আহমাদ রেযা বেরলভী*, করাচী : ইদা রায়ে মাস'উদীয়া, ১৯৯৭।

: *হায়াতে আ'লা হযরত*, করাচী, পাকিস্তান : এদারায়ে মাস'উদিয়্যা, ১৯৯৭।

: *হায়াত-ই-মাওলানা আহমদ রেযা বেরলভী (রহ.)*, ১ম সংস্করণ, সিয়ালকোট, পাকিস্তান : ইসলামী কুতুব খানা, ১৯৮১ খ্রি.।

মিসবাহী, ইয়াসিন আখতার, মাওলানা : *মাওলানা আহমদ রেযা আরবাবে ইলম ও দানীস কী নজর মে*, দিল্লী : দারুল কলম, ২০০৬।

: *ইমাম আহমদ রেযা আওর জদীদ আফকার ও নাজরিয়াত*, নয়া দিল্লি, ভারত : দারুল কলম, ২০০৭।

: *ইমাম আহমদ রেযা আওর রদ্দে বিদ'আত ওমুনক্বিরাত*, ভারত : রেযভী কিতাব ঘর,১৯৮১।

: *ইমাম আহামদ রেযা কী ফিক্হী বসিরত*, দিল্লী : রেযভী কিতাব ঘর, ১৯৯৩।

মাওলানা গোলাম হাসান ক্বাদ্বিরী : *শরহে কালামে রেযা ফি না'তিল মোস্তাফা (দ.)*, মাটিয়া মহল, দিল্লী : আদবে দুনিয়া, ২০১০।

মিসবাহী, রফিক আহমদ, মাওলানা : *প্যায়গামে রেযা*, বিহার : রিযা দারুল মুতালিয়া'হ, ১৯৯৮।

মজিদুল্লাহ ক্বাদেরী, অধ্যাপক : *ফাতওয়া-এ রেযভিয়্যাহ্ ফী মওজুয়াতী জায়োজাহ্*, করাচী : ইদারায়ে তাহক্বীক্বাত ইমাম আহমদ রেযা, তা. বি.।

: *ফক্বীহে ইসলাম বিহাইসিয়্যাতে আযীম শা'য়ের ও আদীব*, করাচী : এদারায়ে তাহক্বীক্বাত ইমামদ রেযা, তা. বি.।

মুহাম্মদ খান ক্বাদ্বিরী, মুফতি : *শরহে সালামে রেযা*, দিল্লী : ইসলামিকপাবলিকেশন,২০০৫।

রেযভী, আব্দুল মুজতাবা, মাওলানা : *তাযকারায়ে মাশায়েখে ক্বাদেরিয়া বারকাতিয়া রেযভিয়্যাহ্*, মুবারকপূর, আ'যমগড় : আলমাজমা'উল মিসবাহী জামেয়া আশরাফিয়া, ১৯৯৬ খ্রি.।

লক্ষ্মৌভী, আব্দুল হাই : *মাজমুআ-ই-ফাতওয়া*, লক্ষ্মৌ : ১৯২১।

লুদায়ানী, আসগর হোসাইন খান নাযীর ও গোলাম মুস্তাফা, ড. : *কালামে রেযা কা আদবী জায়োযাহ*, লাহোর : মারকাযে মাজলিসে রেযা, ১ম সং., ১৪০১হি.

রুমী, জালাল উদ্দীন : *মসনবীয়ে মা'নবী*, লৌকনো : মানসা নাওল কিসুর, ১৯৯৩।

শাহ্, মুহাম্মদ বাহাউদ্দীন : *ইমাম আহমদ রেযা মুহাদ্দিস বেরলভী আওর ওলামায়ে মক্কা মুকার্‌রামাহ্ রহিমাহুল্লাহ্*, করাচী : এদারায়ে ইমাম আহমদ রেযা ইন্টারন্যাশনাল, প্রথম সং.২০০৬।

সিরাজ আহমদ ক্বাদেরী, ড. : *না'তিয়া কালাম কা ওরুজ ও ইরতেক্বাহ্*, দিল্লী : রেজভী কিতাব ঘর, ২০০২, তা. বি.।

সম্পাদনা পরিষদ : *শাজরা শরীফ (উর্দূ)সিলসিলা-ই ক্বাদিরীয়া আলীয়া*, চট্রগ্রাম : আনজুমান এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া, ৯ম সং., ১৯৯৬।

সম্পাদনা পরিষদ : *শরহে দিওয়ানে হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত*, বৈরুত : দারুল ফিকির আল-আরবী, ১ম সং., ২০০৩।

হামদানী, আব্দু সাত্তার, আল্লামা : *ফন্নে শা'য়েরী আওর হাস্‌সানুল হিন্দ*, পুরবন্দ, গুজরাট : মারকাযে আহলে সুন্নাত বারকাত রেযা, তা. বি.।

হাসন রেযা খান : *ওয়াসায়েলে বখশিশ*, লাহোর : মাকতাবায়ে অ'লা হযরত, ২০১২।

: *যওক্বে না'ত*, মুরাদাবাদ : আশরাফী কিতাব ঘর, তা. বি.।

হফিজ, ইব্রাহিম : *দিওয়ানে হাফিয*, দিল্লী : সাবরং কিতাব ঘর তা. বি.।

বাংলা

আহমদুল হক, ছৈয়দ : *দিওয়ানে শামছ তাবরেজী*, চট্রগ্রাম : আল্লামা রুমী সোসাইট. তা. বি.।

আহমদ নওয়াজ : *হাজার না'ত*, ঢাকা : অনন্ত প্রকাশনী, ২য় সং., ২০০৬।

আবদুল মুকীত চৌধুরী : *নজরুল ইসলাম* ঃ ইসলামী কবিতা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৫ম সং., ২০১৩।

: *নজরুল ইসলাম* ঃ ইসলামী গান, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৫ম সং., ২০০৯।

আবদুল জলিল, ড. : *কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের মনোভাব*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।

আবদুল ওয়াজেদ, ক্বাজী, মুফতি : *শানে গাউসুল আ'যম*, টচ্রগ্রাম : গাউসিয়া প্রকাশনী, ২০০৩।

আ.ত. ম. মুসলেহ উদ্দীন : *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৬ষ্ট সং., ২০০৯।

অবদুল মাবুদ, মুহাম্মদ, ড. : *আসহাবে রাসূলের কাব্য প্রতিভা*, ঢাকা : আহাসান পাবলিকেশন, তা. বি.।

আবুল কাসেম, ভূএঞা : *পুথি সাহিত্যে মহানবী (সা:)*, ঢাকা : তাওহীদ প্রকাশনী, ১৯৯২।

আহমদ আলী, ড. : *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, চট্টগ্রাম : আল-আকিব প্রকাশনী, ২০০৪।

আবদুল কাদির : *বাংলা কাব্যে মুসলিম সাধনা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ, ড. : *ইকবাল কাব্যে ইসলামের ভাবধারা*, ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ১ম প্রকাশ- ফেব্রুয়ারী ২০০৬।

আমীমুল ইহসান, মুফতি : *তারিখে ইলমে হাদীস*, আনুবাদক- মাওলানা শরীফ মোহাম্মদ ইয়ূসুফ, ঢাকা : কুতুবখানায়ে রশিদিয়্যা, ১৪১১হি.।

আসাদ বিন হাফিজ : *আল কোরআনের বিষয় অভিধান*, মগবাজার, ঢাকা : প্রীতি প্রকাশন, ২য় সং., ১৯৯৪।

আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী, ড. : *আরবী প্রবাদ সাহিত্য*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম সং., ২০০২।

আমিনুল ইসলাম, ড. : *মুসলিম দর্শন* ও সংস্কৃতি, ঢাকা : নওরোজ কিতাবস্তান, ৫ম সং., ২০০৬।

এম. এ. জলিল, অধ্যক্ষ, হাফেজ : *নূর নবী*, ঢাকা : ছুন্নী গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৯।

: *কারামাতে গাউসে আ'যম (রা.)*, ঢাকা : এ, কে,এম আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী- ১৯৯৭।

: *মিলাদ ও কিয়ামের বিধান*, মোহাম্মদপুর : উজ্জীবন লাইব্রেরী, ৪র্থ সং., ২০০৯।

কে.এম আবদুল লতিফ, ড. : *ইমাম ইব্ন মাজাহ হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম সং., ২০০৮।

খান, রুহুল আমীন : *কাসিদায়ে সওগাত*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা. বি.।

চৌ:, নুরুল আনোয়ার হোসেন, দেওয়ান : *আমাদের সূফিয়ায়ে কিরাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

জিলানী, আবুদল ক্বাদির : *দিওয়ানে গাউসিয়া*, বাংলা অনুবাদক- সৈয়দ এ.টি. মাহুদ হুসেন, ঢাকা : ১৯৭৬।

তাহেরুল ক্বাদ্বিরী কৃত, অধ্যাপক, ড. অনুবাদক-মাওলানা বদিউল আলম রিযভী: *আ'লা হযরতের বৈচিত্রময় জ্ঞান পরিক্রমা*, চট্রগ্রাম : রেযা ইসলামিক একাডেমী, ১৯৯৯ খ্রি.।

তাহেরুল ক্বাদ্বিরী, ড. কৃত, বাংলা অনুবাদক- মাওলানা মীর জাভেদ ইকবাল : *ইশ্‌কে রাসূল*, চট্রগ্রাম : সান্‌জেরী পাবলিকেশন, ২০০৯।

নিজাম উদ্দীন, মাওলানা, মুহাম্মদ : *আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর সংস্কার ও চিন্তাধারা*, ভৈরব : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা কমপ্লেক্স, ছোবহানিয়া দরবার শরীফ, ২০১০ খ্রি.।

: *ইমাম আ'যম আবু হানীফা (রা.)-এর কাসিদা-ইনু'মান*, ঢাকা : গাউসুল আ'যম ও আ'লা হযরত (রা.) রিসার্চ একাডেমী, ৩০মে ২০০০।

: *ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রহ.) জীবন ও কর্ম*, চট্রগ্রাম : ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯৮।

ফকীর আবদুল রশিদ : *সূফী দর্শন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউনেডশন বাংলাদেশ, ২য় সং., ১৯৮৪।

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান : *বাংলা উচ্চারণসহ তরজমা-ই ক্বোরআন*, টট্রগাম : ইমাম আহমদ রেযা রিসার্চ একাডেমী, ২০০৪।

মাওলানা বদিউল আলম রিযভী : *সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন*, চট্রগ্রাম : রেযা ইসলামিক ডেমী, বাংলাদেশ, ৩য় সং., ২০১০।

মুক্তাদা হাসান, আযহারী, ড. : *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, অনুবাদক- ড, মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, রাজশাহী : মুহাম্মাদী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

মুহাম্মদ জমির উদ্দীন মিয়া : *বাংলা সাহিত্যে রাসূল রচিত*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।

মোহাম্মদ আনিসুজ্জমান, মাওলানা, হাফেজ: *কালেমা রেযা*, চট্রগ্রাম : আ'ল হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০ খ্রি.।

মোস্তাক আহ্মদ : *মাওলানা রুমির প্রেমতত্ত্ব*, বাংলাবাজার, ঢাকা : সমাচার, ২০১৩।

মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, ড. : *সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য*, ঢাকা ; ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সং., ১৯৮৪।

: *কুর'আনের চিরন্তন মু'জিযা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সং., ১৯৮৪।

গোলাম মোস্তাফা : *বিশ্বনবী*, ঢাকা : ইব্নী কম্পিউটার্স, ২০০৩।

মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার : *গাউসুল আ'যম জিলানী (রহ.)-এর সংস্কার ও ত্বরীকা*, চট্রগ্রাম : মুহাম্মদ ফজলুল করিম তালুকদার-২০০২।

গোলাম ইয়াহইয়া আনজুম, ড. : *তারিখ-ই মাসায়িখ-ই ক্বাদিরীয়া*, দিল্লী : কুতুবখানা আমজাদিয়া-২০০৩।

মুহাম্মদ নুরুল হক, মাওলানা : *নূরে মুজাস্সাম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম* , ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১১।

মুহাম্মদ মুনসুর উদ্দীন, অধ্যাপক : *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, ঢাকা : হাসি প্রকাশনালয়, খ. ২, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

মুহাম্মদ শফী, মুফতি : *তাফসীরে মা'আরিফুল কুর'আন*(বাংলা), মাদিনা : খাদেমূল হারামাইন শরিফাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রন প্রকল্প, তা.বি.।

মুন্সী, একে,এম ফজলুর রহমান : *গাউছুল আযম হযরত বড়পীর আব্দুল কাদেও জিলানী*, ঢাকা : বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ, ৮ম সং., ১৯৯৯।

মুহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ, ড. : *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা* : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ঢাকা : আল-কুর'আন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমী,২০০৪।

মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম : *কুর'আনের ইতিহাস*, ঢাকা : দারুল কুর'আন, ১৯৯৬।

মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী : *আল্লামা ইকবাল*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।

মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, ড. : *হযরত শামসে তাবরিযী (রহ.)*, তেজগাঁও, ঢাকা : ছায়াপথ প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১৫।

মোহাম্মদ আব্দল হালিম, ড. : *নূর তত্ত্ব*, হাটহাজারী, চট্রগ্রাম : ইমাম মুসলিম ফাউন্ডেশন, ১ম সং., ২০১৩।

: *আলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম*, চট্রগ্রাম : ইমাম মুসলিম ফাউন্ডেশন, ১ম সং., ২০১৫।

মনির উদ্দীন ইউসূফ : *বাংলা সাহিত্যে সূফী প্রভাব*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউনেডশন বাংলাদেশ, ২য় সং., ২০১৩।

মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত : *মহানবী (সা)-কে নিবেদিত কবিতা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউনেডশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০০৫।

মুহাম্মদ সিরাজুল হক : *ইসলামী প্রবন্ধ সংকলন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম সং., ২০০৫।

মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ড. : *ইমাম তাহাভী (র.) জীবন ওকর্ম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম সং., ১৯৯৮।

মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ড. : 'উলুমূ'ল-কুরআন, রাজশাহী : আল-মাকতাবাতুশ্-শায়িা, ৪র্থ সং., ২০১১।

মোহাম্মদ আবদুল হালিম, ড. : *ইমাম মুসলিম (রহ.) : জীবন ও কর্ম*, হাটহাজারী, চট্রগ্রাম : আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন, ১ম সং., ২০১২।

শে'রে বাঙলা, মুহাম্মদ আযীযুল হক,

সায়্যিদ : *দিওয়ান-ই আযীয*, বাংলা অনুবাদক- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চট্রগ্রাম : নিউ কনসেপ্ট লিমিটেড, প্রথম সং. ২০০৯।

সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯২, খ. ১৩, ২২।

সম্পাদনা পরিষদ : *কাসিদায়ে দরূদ ও সালাম*, ঢাকা : গাউসূল আ'যম ও আ'লা হযরত রিসার্চ একাডেমী, ২০১৩।

সম্পাদনা পরিষদ : *আল-মুখতার*, চট্রগ্রাম : আ'লা হযরত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০খ্রি.।

সম্পদনা পরিষদ : *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউনেডশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ২০০১।

সম্পাদনা পরিষদ : *কুল্লিয়াতে সা'দী*, তেহেরান : সাজেমানে ইন্‌তিশারাতে জাভিদান, ১৩৭১হি .।

সিদ্দিকী, মনযুর আহমদ : *তরানায়ে জান্নাত*, সিদ্দিক নগর : সিদ্দিকীয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

হামীদী, মুহাম্মদ মুস্তাফা, আল্লামা : *মীলাদ ও কিয়াম*, পিরোজপুর : ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী, ১ম সং., ২০০০।

ইংরেজি

Ali, Maulana Muhammad : *The Religion of Islam,* Lahor : The Ahmediyyin Anjuman.

: Muhammad the Prophet Lahor : The Ahmediyyin Anjuman, 3rd Edn, 1951.

Imam Ahmed Raza Khan : Kanzul- Uman (English Translation), Faisalabad Pakistan : Yayyab Group of Industries.

: *Fundamental Faith of Islam*, Translator- Haj Muhammad Moazan Ali, krachi : U-Mukter Publication, 1994.

: Hadaiq-i-Bakhshissh, English Translation by Prof., G. D Qureshi, Lahore : Vision Pablication, 1996.

: Divine Decree and Predestination, Karachi-Pakistan : Idara- i- Tahqeeqat-e-Imam Ahmad Raza International, 2008.

: Addowlatul Mokkia, English Translation and by Shaykh Abu-Muhammad Abdul Hadi al-Qadiri Radawi, Suth Africa : Imam Ahmad Raza Academy,2012.

K.A. Fariq : History of the Arabic Literature, Delhi : Vikas Publications, 1972.

Muhammad Mas’ud Ahmed, Dr. : *The reformer of the muslimworld*, Karachi-Pakistan : Idara- i- Tahqeeqat-e-Imam Ahmad Raza International, 2004.

: *Imam Ahmad Raza Reflection & Impressions*, Imam Ahmed Raza,

Dhaka University Institutional Repository

translated by : Prof. Zainuddin Siddiqui, Delhi-6 : Razavi Kitab Ghar, 1995.

Mohammad dilshad : *Iaman Ahmede Raza's Concept of a Teacher*, Karachi : Idara- i- Tahqeeqat-e- Imam Ahmad Raza International, 2000.

Madani S.M. : *Family planning of the Holy Prophet.* 1st Edi., New Delhi : Adam Publication, 1984.

P.K. Hitti : History of the Arabs, London : The Madcmillan Press, 10th Edn, 1970.

Seyd Wajhat Rasool Qaderi : *Imam Ahmad Raza Khan Barelvi,* Karachi : Idara- i- Tahqeeqat-e- Imam Ahmad Raza International, 2002.

Website : *www. imamahmadraza.net,*

www. alahazratnet.Com

অভিধান

আহমদ শরীফ : *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১০।

ইব্‌ন মানযূর , জামাল উদ্দীন মুহাম্মদ : *লিসানুল 'আরব*, বৈরুত : দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাসিল 'আরবী ২য় সং., ১৪১৩হি.।

	:	*মুখতাসারুল তারীখ দামিশক্ব*, দামিশক্ব : দারুল ফিক্র, ১ম সং., ১৪০৯হি./ ১৯৮৯।
ইলিয়াস আন্তুন	:	*Elias Modern Dictionary (Arabic-Eng)*, কায়রো : শিরকাতু দারি ইলিয়াস আল-'আসরীয়্যাহ, তা. বি.।
জুরজানী, আলী ইব্ন মুহাম্মদ	:	*কিতাবুত তা'রীফাত*, বৈরুত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ।
তাসাদ্দুক হুসাইন রিযভী সায়্যিদ	:	*লুগাত-ই কিশ্ওয়ারী*, করাচী : দারুল ইশায়াত, তা. বি.।
ফজলুর রহমান, মুহাম্মদ, ড.	:	*আল-মুনীর(আরবী-বাংলা অভিধান)* , ঢাকা : দারুল হিকমাহ বাংলাদেশ, ১ম সং., ২০১০।
	:	*আল-মু'জামূল ওয়াফী(আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান)*, ঢাকা : রিয়াদ্ব প্রকাশনী, ৭ম সংস্করণ, ২০১০।
ফিরোজাবাদী	:	*আল- ক্বামুসূল মুহীত্ব*, কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০৮।
ফিরোজ উদ্দীন মৌলভী	:	*জামে' ফিরোজ আল-লুগাত*, দিল্লী : আনজুম বুক ডিপো, ১৯৮৭।
রূহী আল-বা'লাবাক্কী	:	*আল-মাওরিদ আস-সুলাসী*, বৈরুত : দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১ম সং., ২০০৪।
রাগিব ইস্পাহানী	:	*মুফরাদাত আলফাযিল কুর'আন*, বৈরুত : দারুশ শামীয়্যাহ, দামিষ্ক : দারুল কলম, ২য় সং., ১৯৯৮।
শৈলেন্দ্র বিশ্বাস	:	*সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, কলিকতা : সাহিত্য সঙসদ, ৪র্থ সং., ১৯৮৪।
সম্পাদনা পরিষদ	:	*আল-মুনজিদ (আরবী)*, বৈরুত : দারুল কুতুব ইলমিয়্যা, তা. বি.।
সিরাজ রব্বানী	:	*ফরহঙ্গে রব্বানী*, ঢাকা : আশরাফিয়া লাইব্রেরী, তা. বি.।
সম্পাদনা পরিষদ	:	*বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১০।

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা-পত্রিকা/ সাময়িকী/ জার্নাল

অগ্রপথিক	:	অক্টোবর ২০১২
	:	সেপ্টম্বর ২০১৩
	:	মার্চ ২০১১
	:	সেপ্টেম্বর ২০১০
	:	ডিসেম্বর ২০১১
	:	অগস্ট ২০১২
	:	এপ্রিল ২০১১
	:	সেপ্টম্বর ২০১৪
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা)	:	৫২ বর্ষ ১ম সংখ্যা জুলাই- সেপ্টের ২০১০
	:	৫১ বর্ষ ৩য় সংখ্যা জানুয়ারি- মার্চ ২০১২
	:	৫৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা অক্টোর- ডিসেম্বর ২০১৪
	:	৫২ বর্ষ ২য় সংখ্যা অক্টোর- ডিসেম্বর ২০১২
	:	৫২৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা এপ্রিল- জুন ২০১২
	:	৫২ বর্ষ ২য় সংখ্যা অক্টোর- ডিসেম্বর ২০১৪
	:	৫০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা জানুয়ারি- মার্চ ২০১১

	:	৫০ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা এপ্রিল- জুন ২০১১
	:	৫৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারি- মার্চ ২০১৪
	:	৫৪ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা এপ্রিল- জুন ২০১১
	:	৫২ বর্ষ ১ম সংখ্যা জুলাই- সেপ্টম্বর ২০১১
	:	৫৩ বর্ষ ৩য় সংখ্যা জানুয়ারি- মার্চ ২০১৪
	:	৫২ বর্ষ ১ম সংখ্যা জুলাই- সেপ্টম্বর ২০১২
ইসলামী ও আইন ও বিচার (ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা)	:	বর্ষ : ৯ সংখ্যা : ৩৫ জুলাই- সেপ্টেম্বরঃ ২০১৩
জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার	:	সংখ্যা ৩-৪ জানুয়ারি- জুন ও জুলাই- ডিসেম্বর ২০১১
	:	সংখ্যা ৮-৯ জুলাই- ডিসেম্বর ২০১৩ ও জানুয়ারি- জুন ২০১৪।
	:	সংখ্যা ১-২ জানুয়ারি- জুন ও জুলাই- ডিসেম্বর ২০১০
	:	বর্ষ ১ সংখ্যা ১ জানুয়ারি- জুন ২০০৭
দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব ইসলামিক স্টাডিজ	:	বর্ষ ১ সংখ্যা ২ জুলাই- ডিসেম্বর ২০০৭
	:	বর্ষ ২ সংখ্যা ২ জুলাই- ডিসেম্বর ২০০৮
	:	বর্ষ ২ সংখ্যা ১ জানুয়ারি- জুন ২০০৮
মাসিক তরজুমান	:	ডিসেম্বর ২০১৪, ৩৬ তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
	:	জানুয়ারি- ফেব্রয়ারি ২০১০, ৩০তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
	:	নভেম্বর ২০০১, ২১ তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা
	:	ফেব্রুয়ারি- মার্চ ২০০৭, ২৭তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

	:	জানুয়ারি ২০১২, ৩৩তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
	:	এপ্রিল ২০০৩, ২৩তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
	:	ফেব্রুয়ারি- মার্চ ২০১০, ৩৩তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
	:	মার্চ ২০০৬, ২৬তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
	:	জানুয়ারি ২০১২, ৩৩তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
	:	জুন ২০১২, ৩৩তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা
	:	জুন- জুলাই ২০১২, ৩৩তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা
	:	ডিসেম্বর ২০১৩, ৬৫তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
	:	সেপ্টম্বর- অক্টোবর ২০১৩, ৩৩তম বর্ষ, ১১ সংখ্যা
	:	মে ২০১১, ৩২তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
	:	জানুয়ারি ২০১১, ৩২তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
	:	ফেব্রয়ারী ২০১৪, ৩৫তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
	:	ডিসেম্বর ২০১৪, ৩৬তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
	:	নভেম্বর ২০১১, ৩২তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
	:	ফেব্রয়ারি- মার্চ ২০০৮, ২৮ তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
	:	নভেম্বর- ডিসেম্বর, ৩৭তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
	:	ফেব্রয়ারি ২০১৪, ৩৫তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
মাহনামা হিজায-ই-জাদীদ	:	সেপ্টেম্বর- অক্টোবর ১৯৮৯, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা
মাসিক মা'আরিফ-ই রিযা	:	জানুয়ারি- মার্চ ২০০৯ বর্ষ ২৯ সংখ্যা ১, ২

Dhaka University Institutional Repository

	:	মার্চ-১০১৫ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ৩
	:	জানুয়ারি ২০১৪ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ১
	:	নভেম্বর ২০১৩ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ১১
	:	এপ্রিল ২০১৫ বর্ষ ৪ সংখ্যা ১৬
	:	জুন ২০১২ বর্ষ ৩২ সংখ্যা ৬
	:	ফেব্রয়ারি ২০১৩ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ২
	:	নভেম্বর ২০১৩ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ১১
	:	মার্চ ২০১৫ বর্ষ ৬ সংখ্যা ৩৩
	:	জুন- ২০১৩ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ১১
	:	জানুয়ারি- ২০১৫ বর্ষ ১ সংখ্যা ১৬
মাহনামা 'আল-মিযান'	:	ইমাম আহমদ রেযা সংখ্যা মোম্বঠন, ভারত : ১৯৭৬খ্রি.।
রাহমাতুল লিল আলামীন	:	২৯ মার্চ ২০০৭
	:	২২ ডিসেম্বর ২০১৫
সাহিত্য পত্রিকা	:	বর্ষ ৪৮ সংখ্যা : ৩ আষাঢ় ১৪১৮ জুন ২০১১
	:	পয়তাল্লিশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা আষাঢ় ১৪০৯
সাহিত্য সংস্কৃতি	:	সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ১

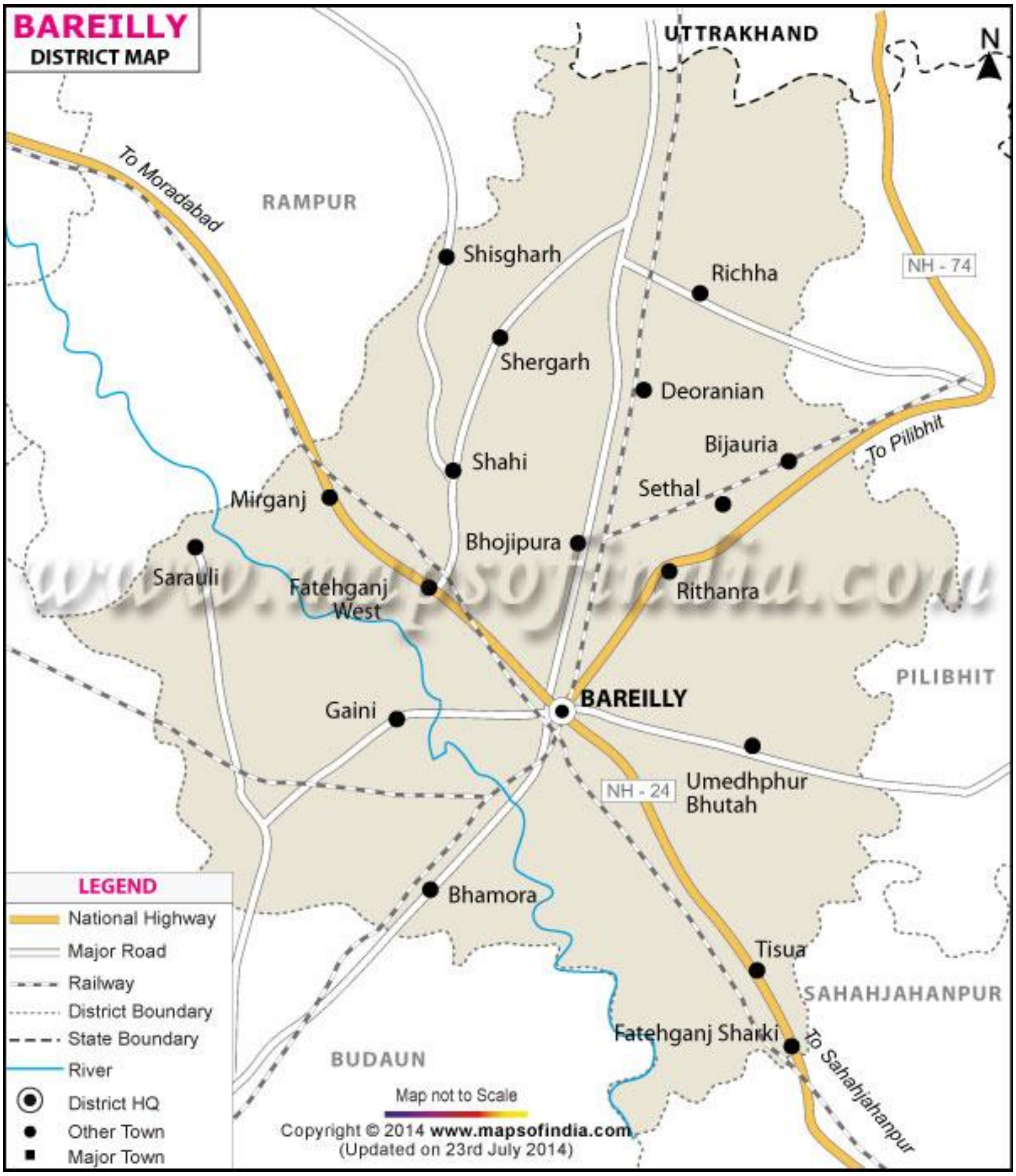

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর জন্মস্থান ও মাজার শরীফের মানচিত্র। ভারতের উত্তর প্রদেশ বেরেলী।

পরিশিষ্ট ২

হিন্দের হাস্‌সান অদ্বিতীয় নবী প্রেমক কলম সম্রাট চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ গাউসে জামান আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর মাজার শরীফ।

পরিশিষ্ট ৩

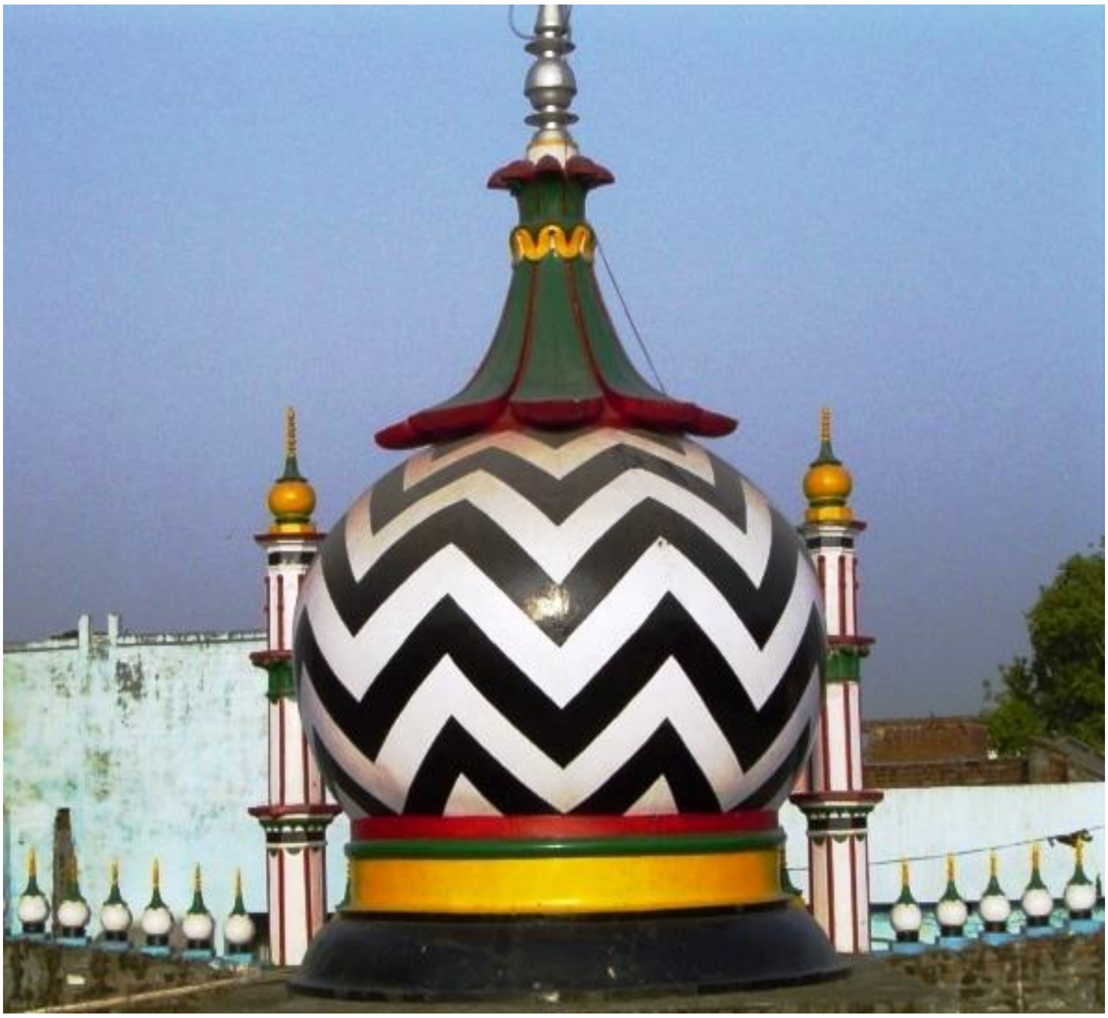

ইমামে ইশ্‌ক ও মুহাব্বত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর মাজার শরীফের গুম্বাদ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৪

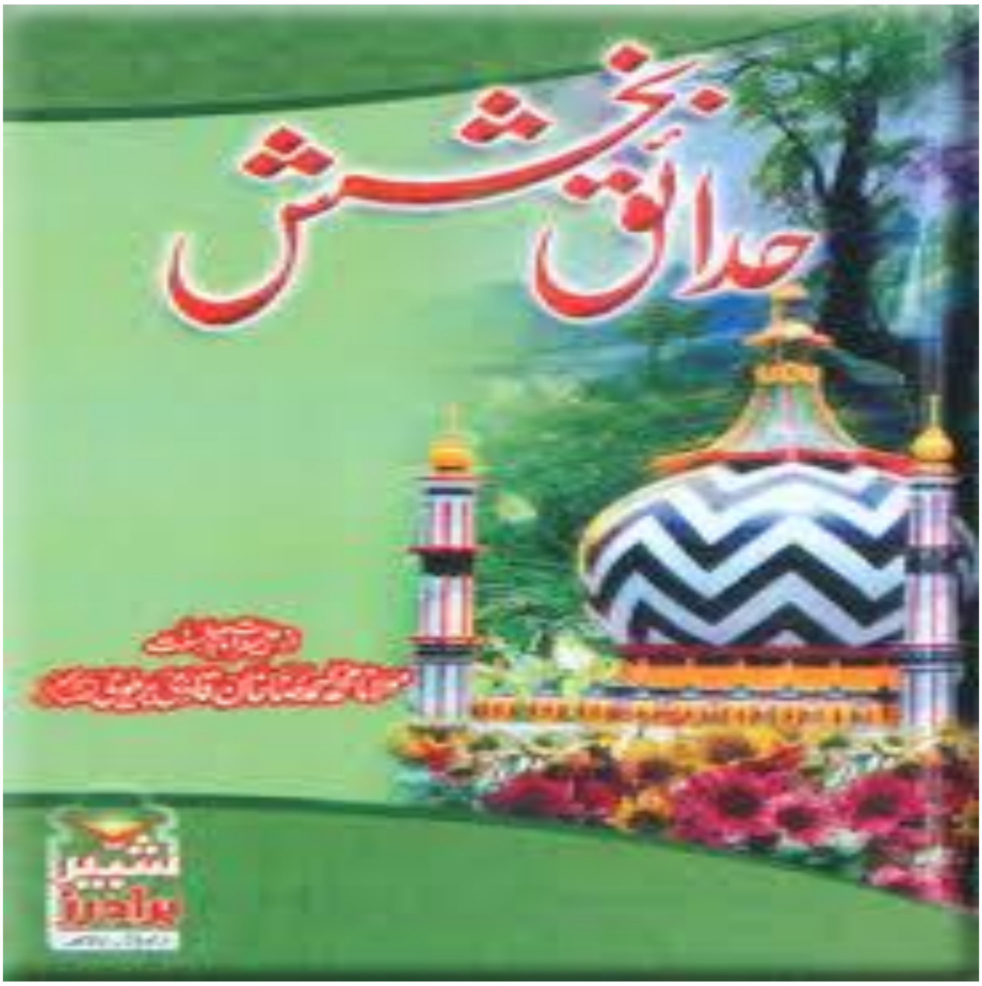

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর অনবদ্য দিওয়ান 'হাদায়িক্বে বখশিশ' এর কভার পেজ।

Dhaka University Institutional Repository

ذریعۂ قادریہ

۱۳۰۵ھ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْعَالَمِیْنَ وَاٰلِہٖ وَابْنِہٖ وَحِزْبِہٖ اَجْمَعِیْنَ

وصل اوّل درنعت اکرم حضور سیّد عالم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا

واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا

دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا
تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرّہ تیرا

فیض ہے یا شہِ تسنیم نرالہ تیرا
آپ پیاسوں کے تجسّس میں ہے دریا تیرا

اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا
اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستا تیرا

فرش والے تری شوکت کا غلو کیا جانیں
خسروا عرش پہ اُڑتا ہے پھریرا تیرا

آسماں خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان
صاحبِ خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا

تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں
کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا

Dhaka University Institutional Repository

بحر سائل کا ہوں سائل نہ کنوئیں کا پیاسا
خود بجھا جائے کلیجا مرا چھینٹا تیرا

چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یاں اس کے خلاف
تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا

آنکھیں ٹھنڈی ہوں جگر تازے ہوں جانیں سیراب
سچے سورج وہ دل آرا ہے اُجالا تیرا

دل عبث خوف سے پتّا سا اڑا جاتا ہے
پلّہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسا تیرا

ایک میں کیا مرے عصیاں کی حقیقت کتنی
مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا

مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی
اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکمّا تیرا

تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال
جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا

خوار و بیمار و خطا وار و گنہ گار ہوں میں
رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا

میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے
محو و اثبات کے دفتر پہ کروڑا تیرا

تو جو چاہے تو ابھی میل مرے دل کے دھلیں
کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا

کس کا منہ تکیے کہاں جائیے کس سے کہیے
تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর অনবদ্য দিওয়ান 'হাদায়িক্বে বখশিশ' এর

একটি না'তের ফটোকপি।

পরিশিষ্ট ৫

Building of Darul Uloom Manzar-e-Islam Bareilly Shareef

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত “দারুল উলুম মানযারুল ইসলাম” এর ছবি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৬

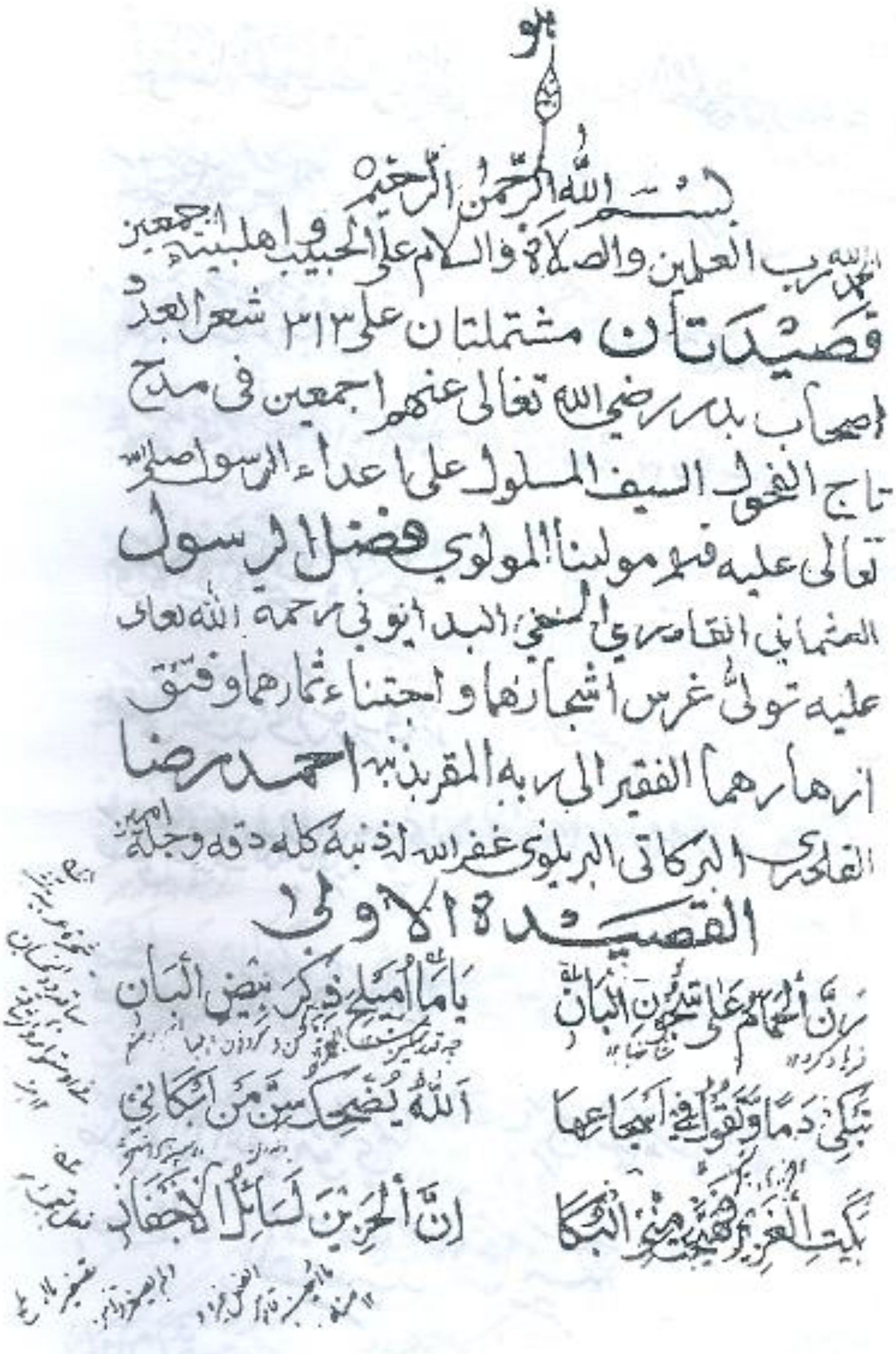

هو

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على الحبيب واهل بيته اجمعين

قصيدتان مشتملتان على ٣١٣ شعر العدد

اصحاب بدر رضي الله تعالى عنهم اجمعين في مدح

تاج الفحول السيف المسلول على اعداء الرسول صلى الله

تعالى عليه وسلم مولنا المولوي فضل الرسول

العثماني القادري السني البدايوني رحمة الله تعالى

عليه تولى غرس اشجارهما واجتناء ثمارهما وفتق

ازهارهما الفقير الى ربه المقتدر احمد رضا

القادري البركاتي البريلوي غفر الله له ذنبه كله دقه وجله امين

القصيدة الاولى

ان الحمام على غصون البان ... يا ما املح ذكر بيض البان

تبكي دما وتقول في اسجاعها ... الله يضحك سن من ابكاني

بكت الغزيز ففنيت في البكا ... ان الحزين لسائل الاجفان

Dhaka University Institutional Repository

ثم ارزقنا بالحق وانصرنا على ... بدع العقود ونزغة المجان

حتى نكون حماة دين قيم ... وحماة شر الزيغ والبطلان

فلك الثناء بدئه وثنائه ... ولك المديح بأول وبيان

وصلاة ربي دائما أبدا على ... خير البرية سيد الأكوان

والآل والأصحاب والأحباب والـ ... ـتواب والأصهار والأختان

صلى المجيد على الرسول وفضله ... ومحبه ومطيعه بجنان

صلى عليك الله يا ملك الورى ... ما غرد القمري في الأفنان

صلى عليك الله يا فرد العلى ... ما أطرب الورقاء بالألحان

صلى عليك الله يا مولاي ما ... رن الحمام على شجر من البان

القصيدة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم

Dhaka University Institutional Repository

الحمد للمتوحّد بجلاله المتفرّد وصلاة مولانا على

خير الأنام محمّد والآل أمطار الندى والصحب سحب عوائد

لا هم قد هجم العدى من كل شاء وابعد في خيلهم ورجالهم

مع كل عاد معتد هاوين له منشد باغين ذلة مهتد

لكن عبدك آمن إذ من دعاك نؤيد لا أخشى من بأسهم

يا ناصري أقوى يد يا ربّ يا رباه يا كنز الفقير الفاقد

بك النجي بذا أدفع في نحر كل ممرّد أنت القوي فقوّني

أنت القدير فأيّد فإلى العظيم توسّلي بكتابه وبأحمد

وبمن أتى بكلامه وبمن هدى وبمن هدي وبطيبة وبمن حوت

وبمنبر وبمسجد وبكل من قد جدّ بالرضى من عنده قد أحمد

لا هم فادفع شرهم وقني مكيدة كائد لا هم سيّر كمسلم

Dhaka University Institutional Repository

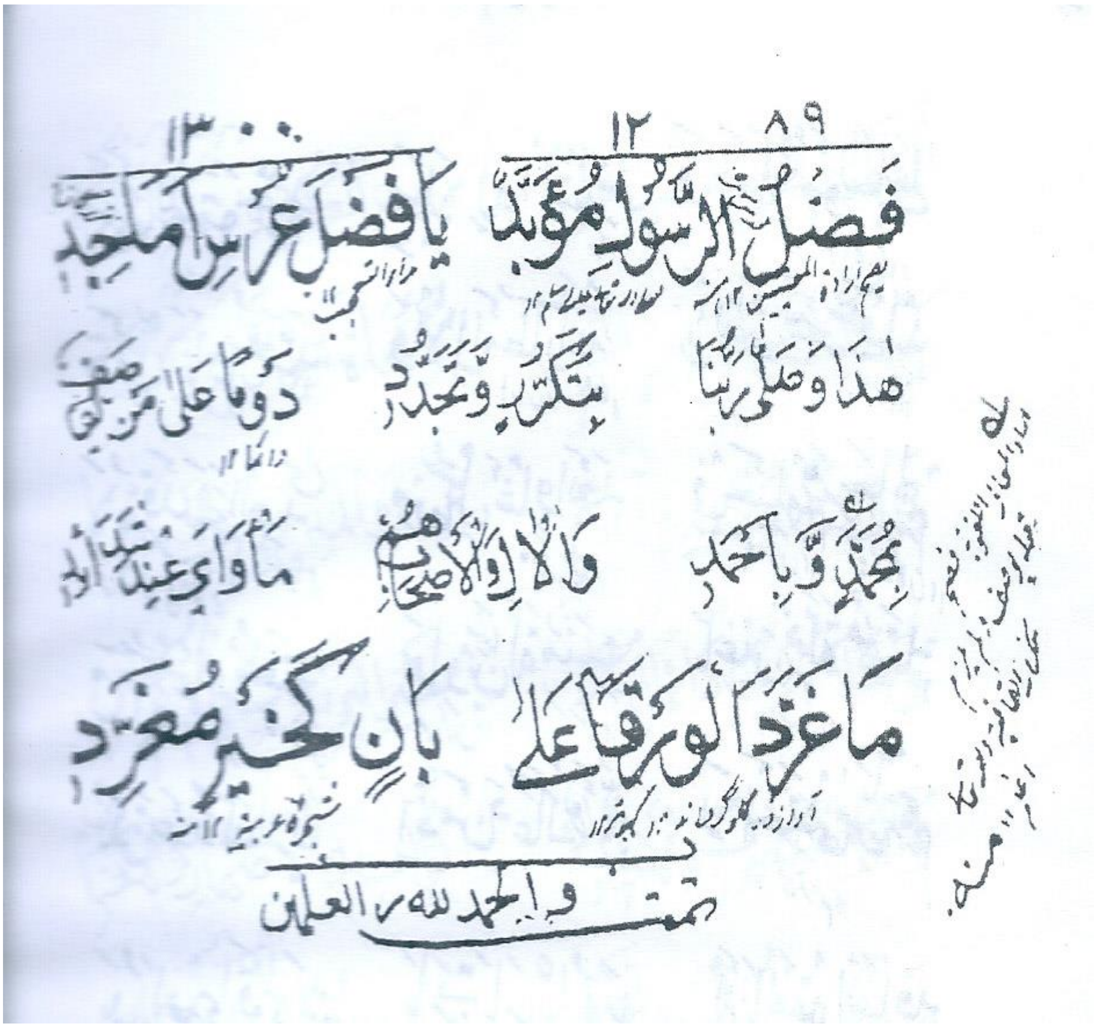

ভাব ও ভাষার সম্রাট আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর নিজ হাতে আরবী ভাষায় লিখিত দু'টি না'তের নমুনা কপি। ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহবীদের সংখ্যা ছিল (৩১৩) তিনশত তের জন। আ'লা হযরত বদরী সাহাবীদের সংখ্যার অনুপাতে (৩১৩) তিনশত তের শে'র বিশিষ্ট উক্ত না'ত দু'টি রচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৭

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

ما قولکم دام فضلکم فی من باع جلد اضحیتہ لیصرف ثمنہ فی وجوہ القرب کاعانۃ المدارس الاسلامیۃ
وشراء حصر المساجد وزیت قنادیلہ وغیر ذلک من القربات التی لا تملیک فیہا فہل یجوز
والصرف الی تلک الوجوہ سائغ ام لا بل یکون صدقۃ واجبۃ لا یصرف الا فی مصارفہا افیدوا رحمکم اللہ تعالی

الجواب

الحمد للہ وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ما تقرب الی اللہ تعالی
بالقرابین نعم اذا باعہ بالدراہم لا للمال یتمول او ربح یحصل بل لیصرفہ الی وجوہ القرب ومصالح [illegible]
جاز لہ ذلک وان لم یوجد تملیک ہنالک فان المطلوب فی الاضاحی مطلق التقرب دون خصوص
التملیک من الفقیر ولذا اجازت الاباحۃ ولو لغنی والمعنی المانع فی البیع انما ہو التصرف علی قصد التمول
کما نص علیہ الائمۃ الاعلام قال فی الہدایۃ لا یشتری بہ ما لا ینتفع بہ الا باستہلاکہ کالخل والابازیر
اعتبارا بالبیع بالدراہم والمعنی فیہ انہ تصرف علی قصد التمول اھ وفی مجمع الانہر شرح ملتقی الابحر
لا یبیعہ بالدراہم لینفق الدراہم علی نفسہ وعیالہ والمعنی انہ لا یتصرف علی قصد التمول اھ ومثلہ
فی البنایۃ شرح الہدایۃ للعلامۃ البدر وغیرہ من اسفار العلماء الغر وظاہر ان البیع للتقرب لیس
من التمول فی شیئ فلا وجہ لمنعہ بل ہو قربۃ لکونہ فعلا لاجل قربۃ فیکون اقامۃ للمطلوب الشرعی
لا دخولا فی الوجہ المنہی الا تری الی ما قال الامام العلامۃ فخر الدین الزیلعی فی تبیین الحقائق
شرح کنز الدقائق لو باعہا بالدراہم لیتصدق بہا جاز لانہ قربۃ کالتصدق اھ فانما علل الجواز
بکونہ قربۃ وما نحن فیہ ایضا کذلک فیکون مثلہ فی حکم الجواز ویا لیت شعری من این یحکم
بوجوب التصدق مع انہ لم یکن متعینا فی القربان راسا ولا حدث آخرا ما یوجبہ عینا بخلاف ما

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর নিজ হাতে লিখিত ফাতওয়ার ফটোকপি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৮

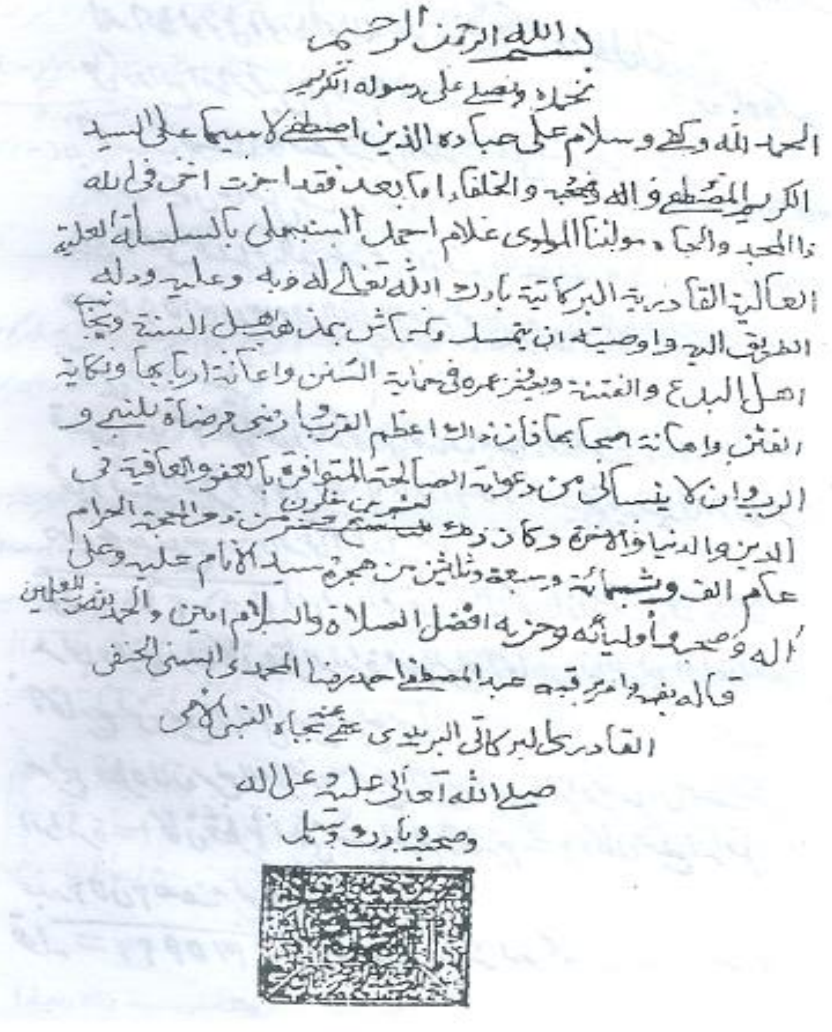

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على السيد

الكريم المصطفى وآله وصحبه والخلفاء أما بعد فقد أجزت أخي في الله

ذا المجد والجاه مولانا المولوي غلام احمد ... بالسلسلة العلية

العالية القادرية البركاتية بارك الله تعالى له وبه وعليه ودله

الطريق الحق وأوصيه أن يتمسك ... بمذهب أهل السنة ويجانب

أهل البدع والفتنة ويجتهد عمره في حماية السنن وإعانة أربابها ونكاية

الفتن وإهانة أصحابها فإن ذلك أعظم القربات ومرضاة للنبي و

الرب وأن لا ينساني من دعواته الصالحة المتوافرة بالعفو والعافية في

الدين والدنيا والآخرة وكان ذلك لعشر بقين من ذي الحجة الحرام

عام ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثين من هجرة سيد الأنام عليه وعلى

آله وصحبه وأوليائه وحزبه أفضل الصلاة والسلام آمين والحمد لله رب العالمين

قاله بفمه وأمر برقمه عبد المصطفى أحمد رضا المحمدي السني الحنفي

القادري البركاتي البريلوي عفي عنه بجاه النبي الأمي

صلى الله تعالى عليه وعلى آله

وصحبه وبارك وسلم

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর স্বহস্তে লিখিত মাওলানা গোলাম আহমদ আল-ফরিদী কে প্রদত্ত খিলাফতের ফটোকপি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৯

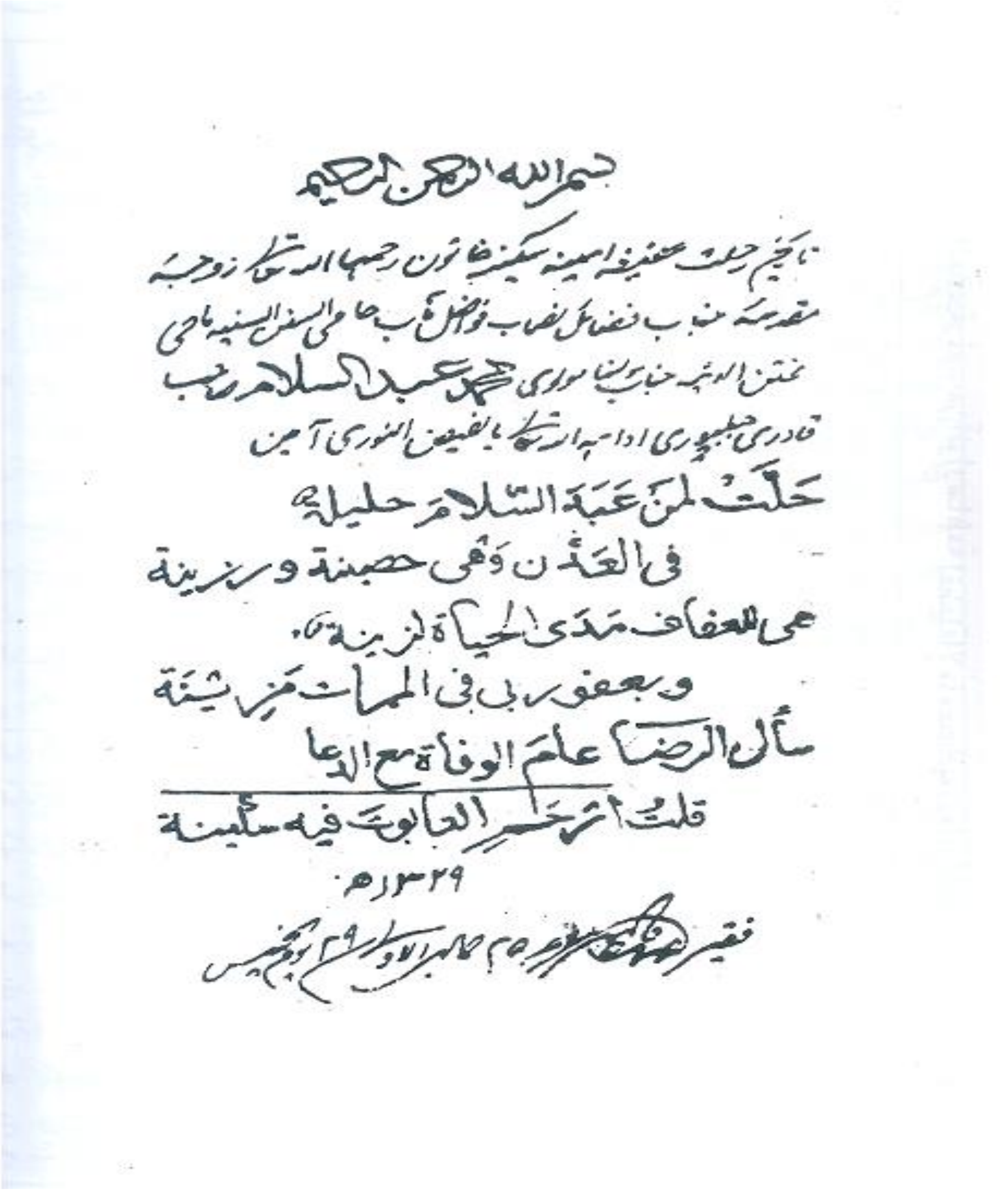

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حلت لمن عبد السلام حليلة

في العدن وهي حصينة و رزينة

على العفاف مدى الحياة لزينة

و بعفو ربي في الممات مزينة

سأل الرضا عام الوفاة مع الدعا

قلت ان خير التابوت فيه سكينة

١٣٢٩ھ

ইমামুল আকবর চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর নিজ হাতে লিখিত চিটির ফটোকপি, যেটি মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুস সালাম জবল পুরি (রহ.) কে পাঠানো হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ১০

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর নিজ হাতে আরবী ভাষায় উসূলে হিন্দাসা উপর লিখিত ব্যখ্যা গ্রন্থের নমুনা কপি।

পরিশিষ্ট ১১

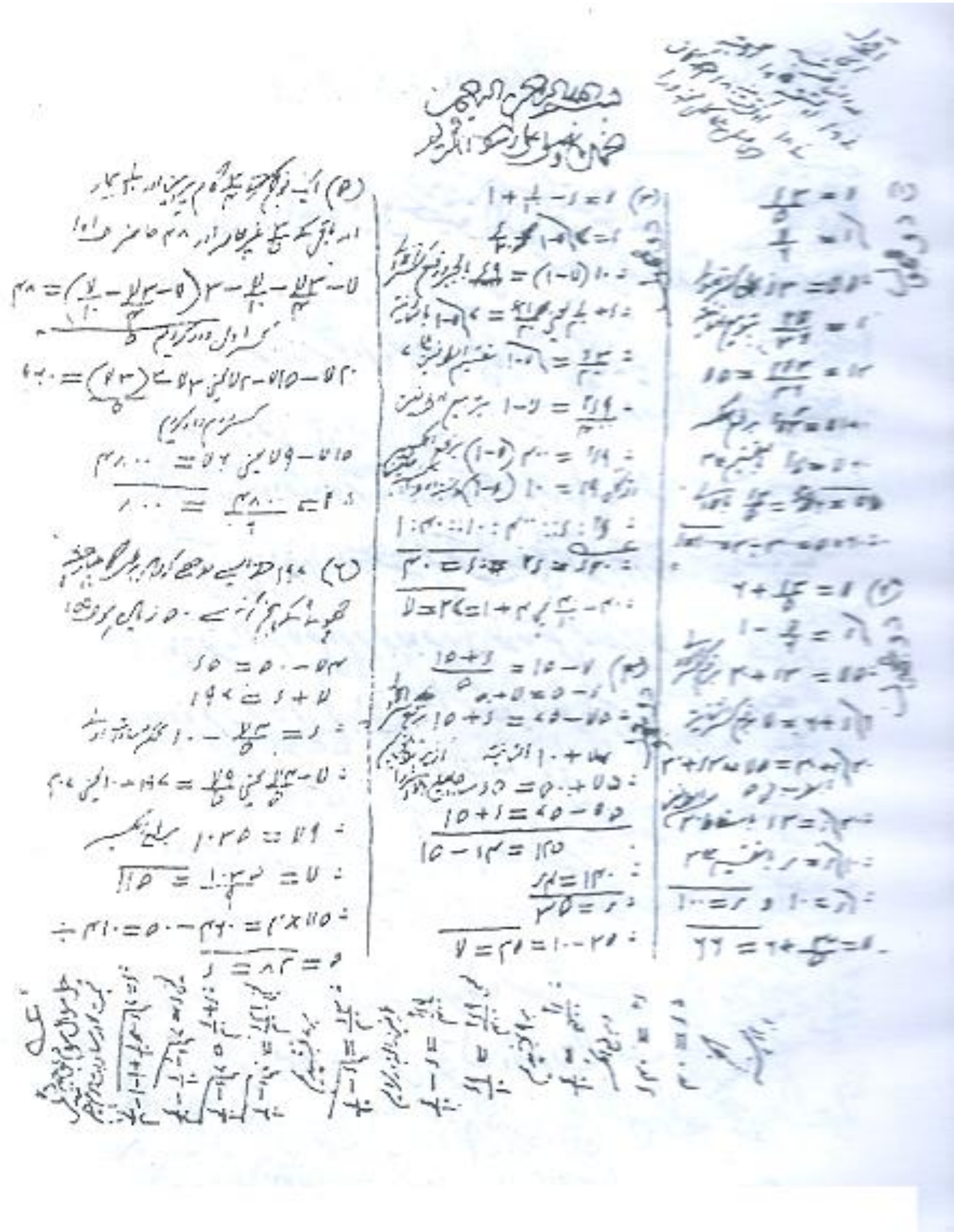

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর নিজ হাতে আরবী, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় জবর ও মুকাবিলা বিষয়ে লিখিত-এর নমুনা কপি।

পরিশিষ্ট ১২

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم
لک الحمد یا من کشف عنا وکفی وصلاتہ دوما علی المصطفی
وال وصحب فاتباعهم وغوث الوری ثم اشیاعهم

ইমামুল আকবর চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর স্বহস্তে লিখিত চিটির ফটোকপি, যেটি মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুস সালাম জবল পুরি (রহ.) কে পাঠানো হয়েছিল।

পরিশিষ্ট ১৩

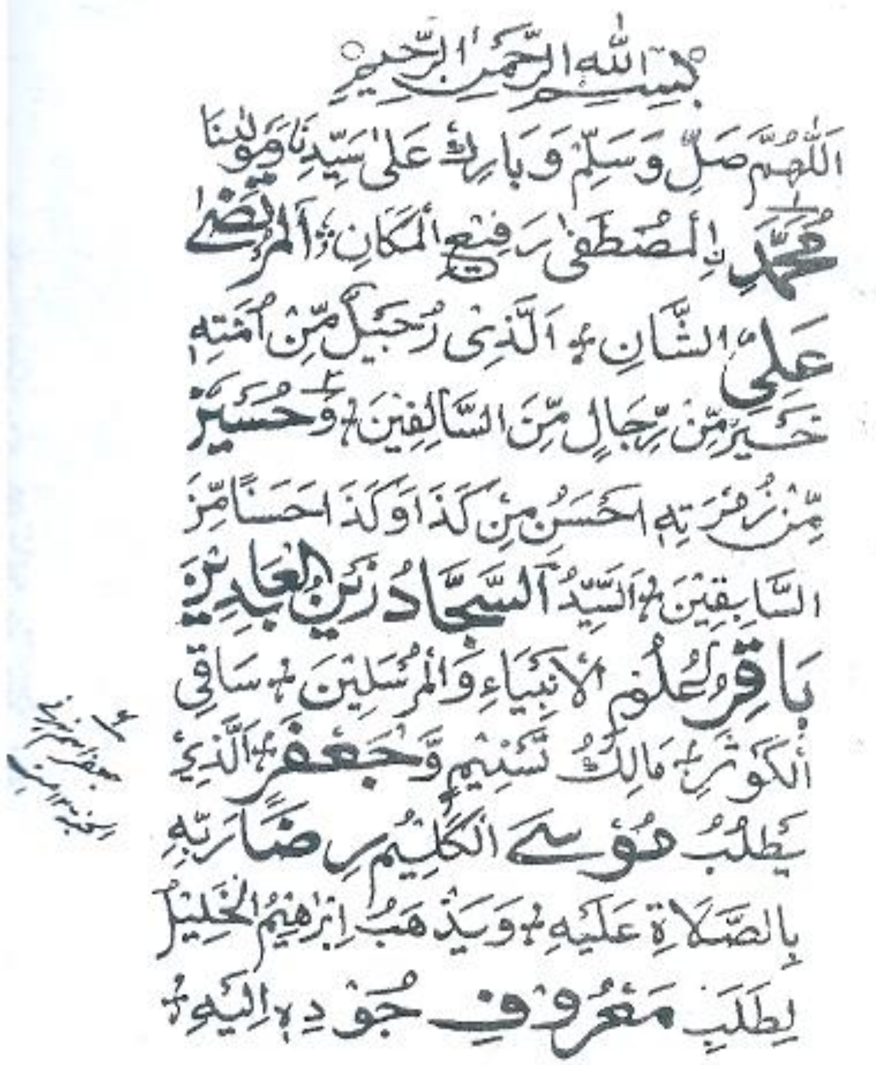
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا
محمد المصطفى رفيع المكان والمرتضى
علي الشان الذي جعل من امته
خير من رجال من السالفين وحسين
من ذريته الحسن من كذا وكذا احسانا من
السابقين والسيد السجاد زين العابدين
باقر علوم الانبياء والمرسلين وساقي
الكوثر مالك تسنيم وجعفر الذي
يطلب موسى الكليم رضا ربه
بالصلاة عليه ويذهب ابراهيم الخليل
لطلب معروف جوده اليه

Dhaka University Institutional Repository

السَّرِيُّ السَّارِي سِرُّهُ فِي ذَرَّاتِ الْأَكْوَانِ
الْغَالِبُ جُنَيْدٌ مِنْ جُنُودِهِ عَلَى جُيُوشِ
الْجَوْرِ وَالْعُدْوَانِ أَصْلُ الْمُرَادِ مِنْ عَالَمِ
الْإِيجَادِ الَّذِي لَهُ أَنْ يَقُولَ لِآدَمَ وَمَنْ
دُونَهُ تَجَلِّي وَلِكُلِّ أَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللهِ
شِبْلِي الْأَحَدُ الْمَاجِدُ عَبْدُ الْوَاحِدِ
أَخُو الْأَحْزَانِ فِي عِشْقِهِ أَبُو الْفَرَحِ
مِنْ لُطْفِهِ وَفِقْهِ الْإِيمَانِ حَسَن
وَهُوَ أَبُو الْحَسَنِ إِذْ مِنْهُ نَشَأَ وَبِهِ
ظَهَرَ وَالْمُؤْمِنُ سَعِيدٌ وَهُوَ أَبُو سَعِيدٍ
إِذْ هُوَ الَّذِي رَبَّى وَهَدَاهُ فَبَرَّ وَافِرُ
الْأَيَادِي وَدَرُّ الْأَيْدِينِ عَبْدُ الْقَادِرِ

Dhaka University Institutional Repository

غوث الثقلين عبد الرزاق
قاسم الارزاق ابو صالح
المؤمنين نصر الاسلام محي الدين
علي المرتقى والمدارج موسى
طور المعارج حسن الخلق احمد
الخلق بهاء الدين الكريم سنا
شريعة ابراهيم الامي القاري
نظام دين الباري العرب والفرس
والهند كلهم له سائل گدا او بهکاری
ضياء الانبيا جمال الاوليا محمد
الذات احمد الصفات فضل الله
وبركة الله وعلى آل محمد

Dhaka University Institutional Repository

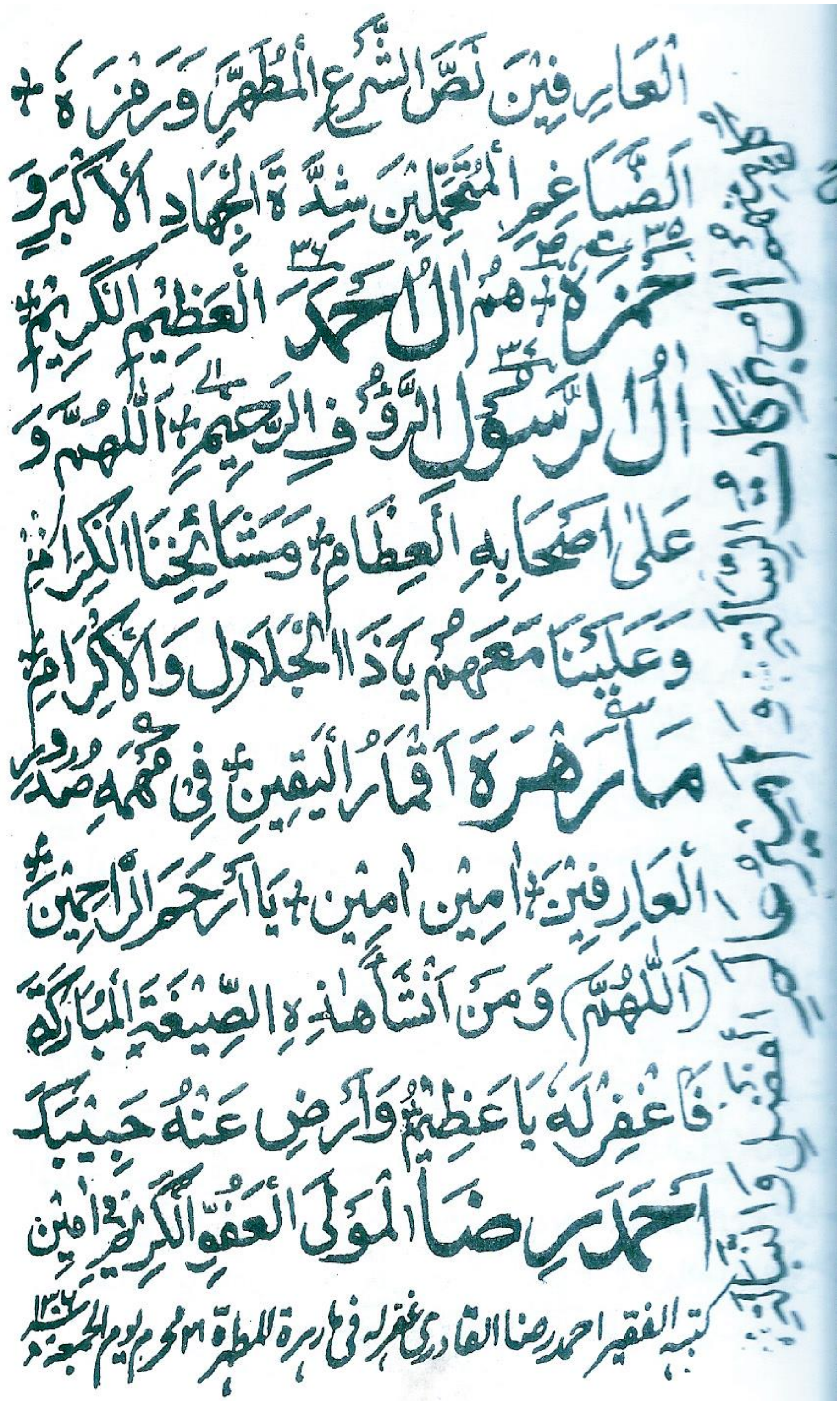
العارفين نص الشرع المطهر ورمزه
الصاغر المتحملين شدة الجهاد الاكبر و
حمزة سر ال احمد العظيم الكريم
ال الرسول الرؤف الرحيم اللهم و
على اصحابه العظام ومشائخنا الكرام
وعلينا معهم يا ذا الجلال والاكرام
مارهرة اقمار اليقين في
العارفين امين امين يا ارحم الراحمين
(اللهم) ومن انشأ هذه الصيغة المباركة
فاغفر له يا عظيم وارض عنه حبيبك
احمد رضا المولى العفو الكريم امين
كتبه الفقير احمد رضا القادري غفر له في مارهرة المطهرة ١١ محرم يوم الجمعة

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর স্বীয় পীর মুর্শিদের অনুমতিক্রমে দরুদ শরীফের পদ্ধতিতে স্বহস্তে লিখিত সাজারায়ে আলিয়া বারকাতিয়াহ্ মারহারা শরীফ-এর নমুনা কপি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ১৪

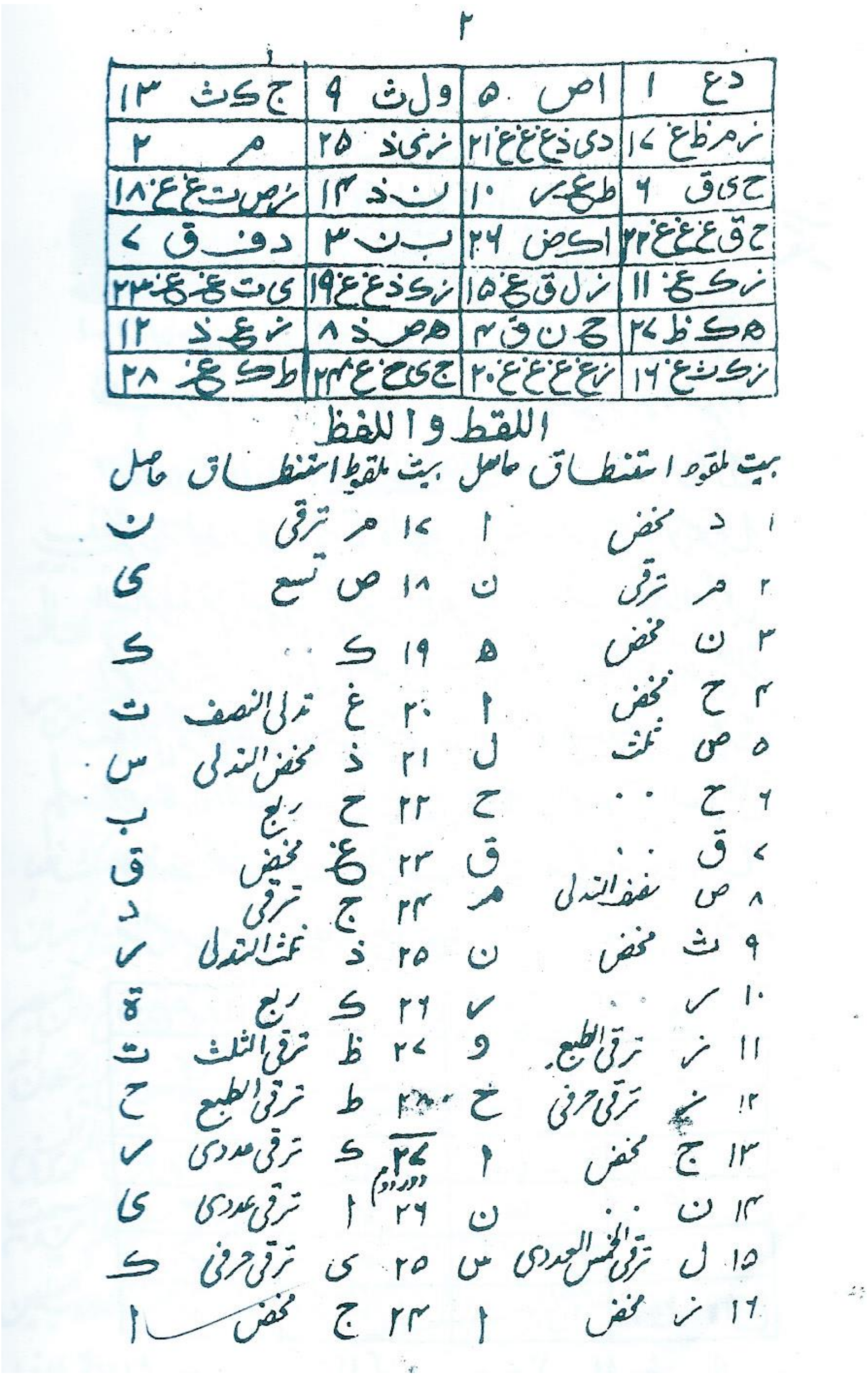

۲

دع ۱	اص ۵	ول ث ۹	ج ک ث ۱۳
زمظغ ۱۷	دی ذغ غ ۲۱	زی ذ ۲۵	م ۲
ح ی ق ۶	طغ س ۱۰	ن ذ ۱۴	ز ص ت غ غ ۱۸
ح ق غ غ غ ۲۲	اک ض ۲۶	ب ن ۳	د ف ق ۷
ز ک غ ۱۱	ز ل ق غ ۱۵	ز ک ذ غ ۱۹	ی ت غ غ ۲۳
ہ ک ظ ۲۷	ح ن ق ۴	ہ ص ذ ۸	ز غ ذ ۱۲
ز ک ش غ ۱۶	ز غ غ غ ۲۰	ج ی ح غ ۲۴	ط ک غ ۲۸

اللقط و اللفظ

بیت	ملفوظ	استنطاق	حاصل	بیت	ملقوط	استنطاق	حاصل
۱	د	مخض	ا	۱۷	ہ	ترقی	ن
۲	ہ	ترقی	ن	۱۸	ص	تسع	ی
۳	ن	مخض	ہ	۱۹	ک	..	ک
۴	ح	مخض	ا	۲۰	غ	تدلی النصف	ت
۵	ص	ثلث	ل	۲۱	ذ	مخض التدلی	س
۶	ح	..	ح	۲۲	ح	ربع	ب
۷	ق	..	ق	۲۳	غ	مخض	ق
۸	ص	نصف التدلی	ہ	۲۴	ج	ترقی	د
۹	ث	مخض	ن	۲۵	ذ	ثلث التدلی	ر
۱۰	ر	..	ر	۲۶	ک	ربع	ۃ
۱۱	ز	ترقی الطبع	و	۲۷	ظ	ترقی الثلث	ث
۱۲	ز	ترقی حرفی	خ	۲۸	ط	ترقی الطبع	ح
۱۳	ج	مخض	ا	۲۷ دور دوم	ک	ترقی عددی	ر
۱۴	ن	..	ن	۲۶	ا	ترقی عددی	ی
۱۵	ل	ترقی الخمس العددی	س	۲۵	ی	ترقی حرفی	ک
۱۶	ز	مخض	ا	۲۴	ج	مخض	ا

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর নিজ হাতে লিখিত ওয়াসায়েল-এ রেযভিয়্যাহ্ এর ফটোকপি।

পরিশিষ্ট ১৫

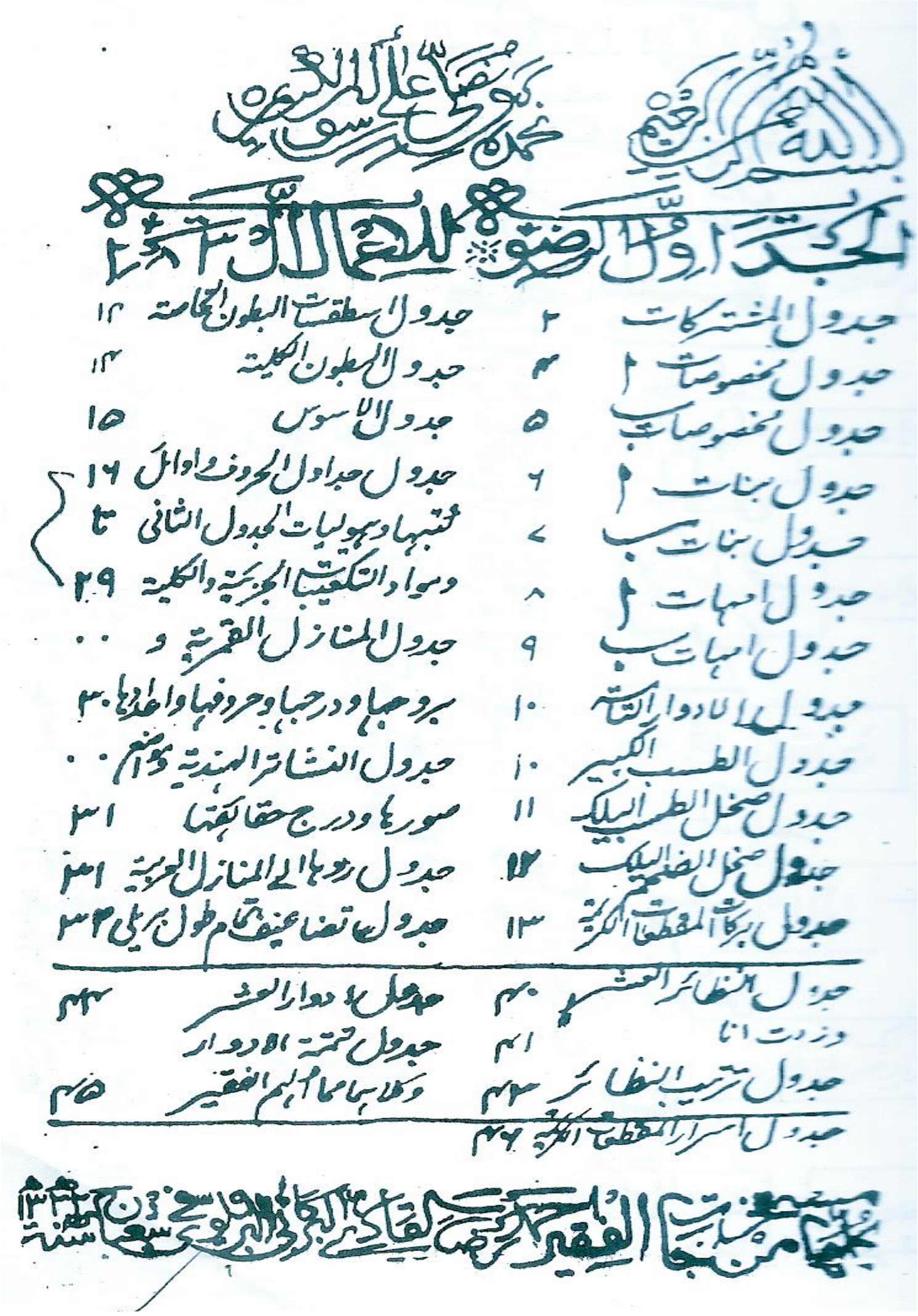

جدول المشتركات ٢ — جدول سطقسات البطون الخامسة ١٢
جدول مخصوصات ا ٤ — جدول البطون الكلية ١٤
جدول مخصوصات ب ٥ — جدول الاسوس ١٥
جدول بنات ا ٦ — جدول جداول الحروف واوائل ١٦
جدول بنات ب ٧ — تنبيهات وسهوليات لجدول الثاني
جدول امهات ا ٨ — وسواد التكعيبات الجزئية والكلية ٢٩
جدول امهات ب ٩ — جدول المنازل القمرية و
جدول الادوار التاسعة ١٠ — بروجها ودرجها وحروفها واعدادها ٣٠
جدول الطسب الكبير ١٠ — جدول النشائر الهندية
جدول صحل الطسب البليك ١١ — صورها ودرج حقائقها ٣١
جدول صحل الضخم البليك ١٢ — جدول روحها الى المنازل العربية ٣١
جدول بركات المقطعات الكريمة ١٣ — جدول تضاعيف تمام طول بريلي ٣٢
جدول النظائر العشر ٤٠ — جدول الادوار العشر ٤٣
وزدت انا
جدول تتمة الادوار ٤١
جدول ترتيب النظائر ٤٣ — وكذا ساسما الهم الفقير ٤٥
جدول اسرار المقطعات الكريمة ٤٦

আল-ইমামুল আকবার আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর নিজ হাতে লিখিত "আল-জিদওয়ালিল রেযভিয়্যাহ্ লিল-আ'মালিল জফরিয়্যাহ্" এর ফটোকপি।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ১৬

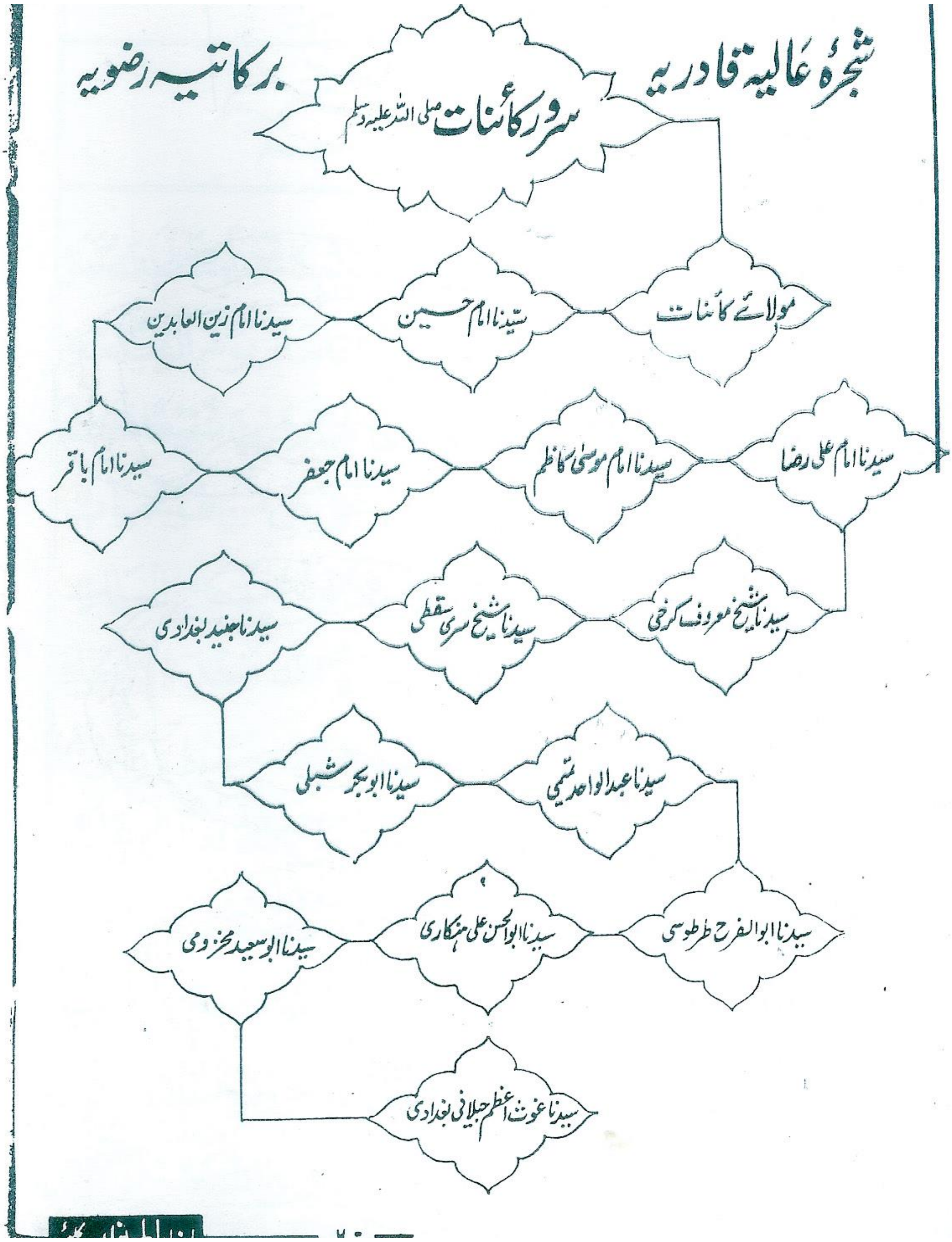

Dhaka University Institutional Repository

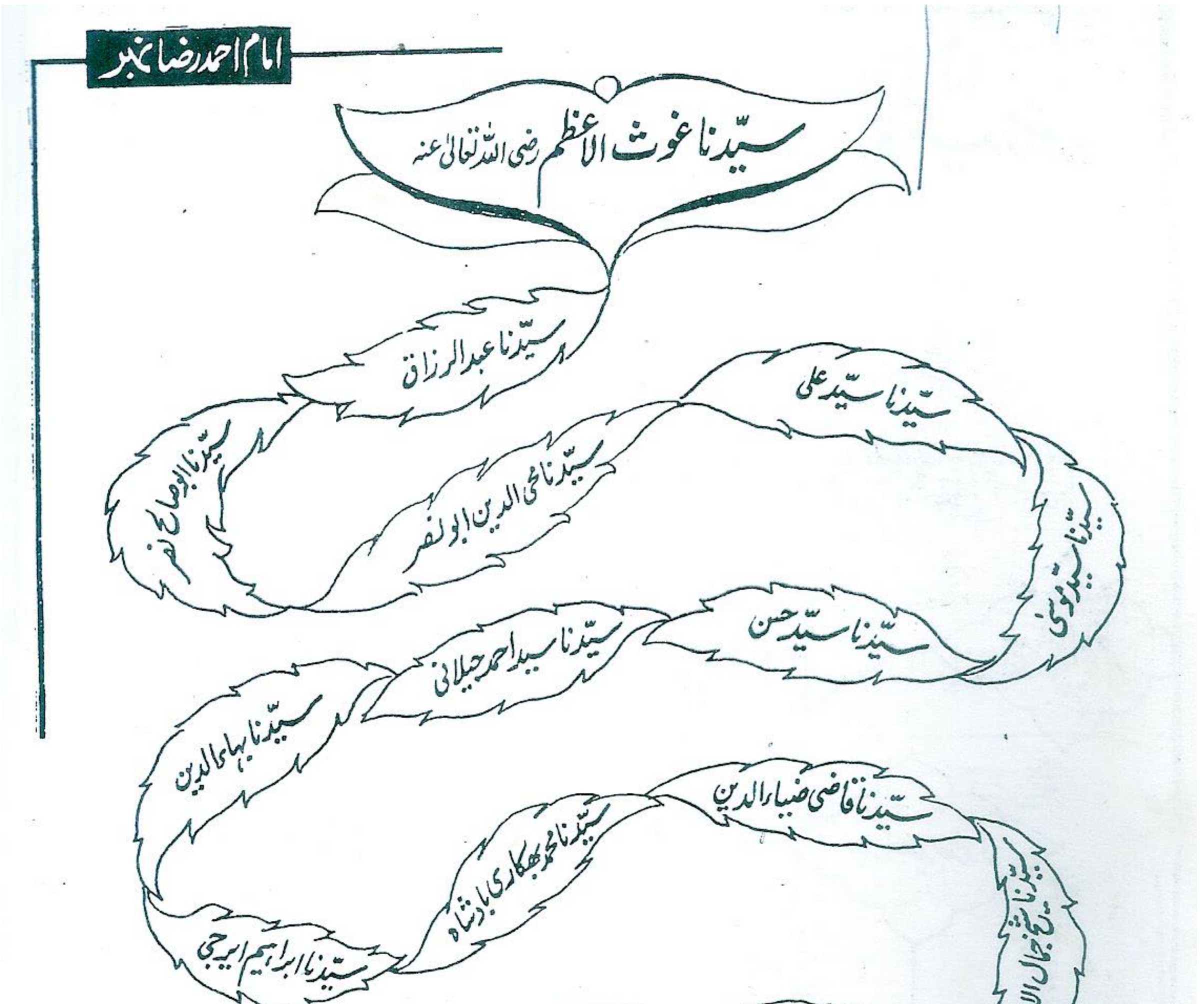

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর তরিক্বতের সনদ, যা 'সাজরায়ে আলিয়া ক্বাদেরয়িা বারকাতিয়্যাহ রেযভিয়্যাহ' নামে প্রসিদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাবষ্ট্রাক্ট

<u>পিএইচ.ডি. থিসিসের শিরোনাম</u>

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ:) এর শানে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ:) রচিত না'ত সাহিত্য : একটি বিশ্লেষণ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গবেষক
মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন
রেজি: নং ১৪২, শিক্ষা বর্ষ: ২০১২-১৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ফেব্রুয়ারি ২০১৬

<u>পিএইচ.ডি. থিসিসের শিরোনাম</u>

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর শানে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহঃ) রচিত না'ত সাহিত্য : একটি বিশ্লেষণ

এ্যাবষ্ট্রাক্ট

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র। অসংখ্য দরূদ ও সালাম সরওয়ারে কায়েনাত, নূরে মুজাস্‌সাম, শাফি'উল মুযনিবীন, রাহমতুল্লীল 'আলামীন, সায়্যিদুল মুরসালিন, খাতামুন্নাবীয়্যিন, সর্বকাল ও সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি। সৃষ্টিকুল যাঁর প্রশংসা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় মুখরিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাঁর মাহবুবের প্রশংসা করেছেন কুর'আন মাজীদে।

রাসূলের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা এবং তাঁর শানে না'ত রচনা করা আল্লাহ্‌রই প্রিয় রীতি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের কাছেও একান্ত প্রিয় বিষয় ছিল না'তে রাসূল। তাই রাসূলের শানে প্রশংসা করায় হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.)-এর জন্য মসজিদে নববীতে মিম্বর তৈরী করে দু'আ করছিলেন এই বলে- اللّٰهم ايّده بروح القدس 'হে আল্লাহ্! আপনি হাস্‌সানকে জিবরাইল দ্বারা সহায়তা করুন'। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামা'র প্রতি অনুপম প্রেম ও অকৃত্তিম ভালবাসা, হৃদয় নিংড়ানো ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে যুগে যুগে কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, পণ্ডিত, দার্শনিক, নবীপ্রেমিক ও আউলিয়ায়ে কেরাম বিভিন্ন ভাষায় প্রিয় নবীর শানে না'ত ও কাসিদা লিখে নিজেদের জীবনকে ধন্য করেছেন এবং নিজেদের রচনা ভান্ডারকে করেছেন সমৃদ্ধ। যেমন- আরবী ভাষায় হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.), হযরত কা'ব ইব্‌ন যুহায়র (রা.), হযরত কা'ব ইব্‌ন মালেক আনসারী (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.), হযরত নাবিগা জা'দী (রা.), হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), হযরত মাওলা আলী (রা.), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.), খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রা.), হযরত যায়নুল আবেদীন (রা.), হযরত ইমাম আ'যম আবু হানীফা (রহ.), হযরত শারফুদ্দীন বূসীরী (রহ.), ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় হযরত আবুল কাসিম ফেরদৌসী, শায়খ সা'দী, রূমী, জামী, হাফিজ, আমীর খসরু, ইকবাল, দাগ, হাসান রেযা, শাহ্ সূফী ফতেহ আলী এবং বাংলা ভাষায় শাহ্ মুহাম্মদ সাগীর, দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খান, সায়্যিদ আলাওল, শাহ্ আব্দুল করিম, দৌলত কাজী, আলী রেযা, আব্দুল হাকীম, হায়াত মাহমুদ, ফকীর গরীবুল্লাহ, সায়্যিদ হামজা, লালন ফকীর, পাঞ্জ শাহ্, মুন্সী মেহেরুল্লাহ, কবি ফররুখ আহ্‌মদ, কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তাফা, মরমী কবি সাবির আহমদ চৌধুরী, মহান সাধক আহমদ নেওয়াজ প্রমুখ রাসূল প্রশস্তির সার্থক পূর্বসূরী।

এ ধারাবাহিকতায় নবী প্রেমে না'ত সাহিত্য রচনা করেন 'হিন্দের হাস্‌সান' নামে খ্যাত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ না'ত রচয়িতা, চলন্ত বিশ্বকোষ, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, অতুলনীয় নবী প্রেমিক, চর্তুদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, ইমামে ইশ্‌ক ও মুহাব্বত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)। শিক্ষা ও ধর্মীয় চর্চার ন্যায় না'ত সাহিত্য জগতে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ছিল। তবে সাহিত্য চর্চা বা কাব্য চর্চা তাঁর মূখ্য বিষয় ছিল না। তিনি অন্যান্য কবিদের মত কাব্য চর্চায় নিমগ্ন থাকতেন না। বরং যখনই তিনি রাসূলের স্মরণে আত্মহারা হতেন, তখনই তাঁর অন্তরে উদয় হতো অপূর্ব সব ছন্দের উত্তাল তরঙ্গ। সেগুলো আবৃত্তির মাধ্যমে তিনি নবী প্রেমের উচ্ছ্বাসিত জ্বালাকে প্রশমিত করতেন। এ প্রসঙ্গে আ'লা হযরতের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

جب سروار عالم صلی اللہ علیہ و سلم کی یاد تڑپاتی ہے تو میں نعتیہ اشعار سے بے قرار دل کو تسکین دیتا ہوں – ورنہ شعر وسخن میرا مذاق طبع نہیں

অর্থাৎ আমি যখন প্রিয় নবীর স্মরণে আত্মহারা হতাম, তখন কবিতার চরণ আওড়িয়ে আমি স্বস্তি খুঁজে পেতাম। নিছক কাব্যের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। (ইমাম আহমদ রেযা, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, মুম্বাই : রেযা একাডেমী, তা. বি., ভূমিকা- পৃ. ৩)

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) তাঁর না'ত সাহিত্যের প্রাণবন্ত উপাদান ও উপকরণ গ্রহণ করেছেন কুর'আন ও হাদীস থেকে। কাজেই তাঁর না'ত সাহিত্যের পঙ্‌ক্তিমালা কুর'আন-হাদিসের নির্যাস। তিনি শরী'আতের গণ্ডি থেকে কিঞ্চিত পরিমাণ নড়েননি। সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে না'ত রচনা করতেন এবং বলতেন,

حقیقتا نعت شریف لکھنا بہت مشکل کام ہے جس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں اس میں تلوار کی دھار پر چلنا ہے- اگر شاعر بڑھتا ہے تو الوہیت میں پہونچ جاتا ہے اور کمی کرتا ہے تو تنقیص ہوتی ہے-

অর্থাৎ বস্তুত না'ত রচনা করা অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয়, যাকে মানুষ সহজ মনে করে। এটি যেন ধারালো তলোয়ারের উপর দিয়ে চলার ন্যায়। যদি এতে বেড়ে যায়, তাহলে উলুহিয়্যাতে পৌঁছার সম্ভাবনা থাকে, আর যদি কম হয় তাহলে রাসূলের গুণকীর্তনে সংকীর্ণতা হয়। (মাওলানা বদরুদ্দীন আহমাদ, *সাওয়ানেহে আ'লা হযরত*, কানপুর : রেযা লাইব্রেরী, ১৯৯৭, পৃ. ৩৫১)

আ'লা হযরত তাঁর কাব্য ধারার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন,

قرآن سے میں نعت گوئی سکھی

یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ

আমি কুর'আন থেকেই না'ত শিখেছি,

যাতে শর'ঈ বিধি-বিধান অটুট থাকে।

(ইমাম আহমদ রেযা, *হাদায়িক্বে বখশিশ*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৫)

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর কাব্য মূলতঃ রাসূল প্রশস্তিকে কেন্দ্র করেই রচিত হত এবং তাঁর কাব্য শর'ঈ উৎকর্ষতা ও আধ্যাত্মিকতার সুরে অনুরণিত। নবীপ্রেম, রাসূলের মর্যাদা, বুজুর্গানে দ্বীনের মাহাত্ম্য এবং ধর্মের জৌলুসকে উপজীব্য করেই তিনি কাব্য চর্চা করতেন। জাগতিক কোন মতাদর্শকে প্রশংসা করে তিনি কাব্য রচনা করেননি।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর না'ত সাহিত্যে অনবদ্য সৃষ্টি হলো তিন খণ্ড বিশিষ্ট 'হাদায়িক্বে বখশিশ'। তিনি আরবী, ফার্সী, উর্দূ, ও হিন্দি চার ভাষায় উক্ত কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। 'বাসাতিনুল গুফরান' নামক আরো একটি দিওয়ান রয়েছে যা আরবী ভাষায় রচিত। অনারবী হয়েও তিনি আরবী ভাষায় অসংখ্য কাসিদা রচনা করেন। তিনশত ষাটটি শে'র বিশিষ্ট 'আল-ইসতিমদাদ 'আলা আজইয়ালিল ইরতিদাদ' নামে আরো একটি কাসিদার

কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। আমার এই অভিসন্দর্ভে উক্ত তিনটি কাব্যগ্রন্থকে কেন্দ্র করে গবেষণার কাজ চালানো হয়েছে। তাঁর রচিত সকল না'তের উপর গবেষণা করা অসম্ভব ব্যাপার। তাঁর এমন এমন না'ত ও কাসিদা রয়েছে যার একেকটি না'ত ও কাসিদার উপরও গবেষণাকর্ম হতে পারে। যেমন কাসিদায়ে সালামীয়্যাহ, কাসিদায়ে দরূদিয়্যাহ, কাসিদায়ে নূরীয়্যাহ, কাসিদায়ে মি'রাজিয়্যাহ, কাসিদায়ে ইসতিমদাদিয়্যাহ্ ইত্যাদি। একবাক্যে স্বীকার করতে হবে যে, সীমিত পরিসরে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর না'ত সাহিত্যেও পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করা কখনো সম্ভব নয়।

একথা সত্য যে, আরো সুসমৃদ্ধ গবেষণালব্ধ লেখা সময়সাপেক্ষ। তবুও আমার এ গবেষণা কর্মটির ব্যাপারে পাঠক, গবেষক, বিদ্যানুরাগীগণ নিম্নোক্ত বিষয়ে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে আশা রাখি:

- ❖ এ গবেষণা কর্মটির দ্বারা বাংলা ভাষাভাষীগণ চলন্ত বিশ্বকোষ, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ না'ত ও কাসিদা রচয়িতা আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অবগত হতে পাবেন।
- ❖ বিশেষ করে তাঁর না'তিয়া কাব্যের বিশাল ভান্ডার সম্পর্কে সম্যক ধারনা অর্জিত হবে।
- ❖ নবী প্রেমিকগণ এ অভিসন্দর্ভ থেকে আত্মার খোরাক রাসূল প্রশস্তি খুঁজে পাবেন।
- ❖ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপাদান ও দিক-নির্দেশনা লাভ করতে পারবেন।
- ❖ গবেষক ও শিক্ষাবিদগণ পরিবর্ধিতরূপে আরো সুসমৃদ্ধ লেখার কাজে এগিয়ে আসবেন।
- ❖ এ অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা 'আলায়হি ওয়াসাল্লামার মাহাত্ম্য, মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হয়ে মহা বিশ্বব্যবস্থাপক আল্লাহ্‌র পরিচয়-জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবেন।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-এর কর্ম আরবী, ইংরেজি, ফার্সী, উর্দূ ও হিন্দি ভাষায়। বাংলা ভাষায় তাঁর উপর গবেষণা নেই বললেই চলে। বিশেষ করে তাঁর না'ত সাহিত্য আরবী, ফার্সী, উর্দূ ও হিন্দি ভাষায় রচিত। তাই বাংলা ভাষায় তাঁর এ বিশাল না'ত সাহিত্যের মূল্যায়ন করা সত্যিই কষ্টসাধ্য। তদুপরি সীমাবদ্ধতাকে সামনে রেখে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) রাসূলের শানে যে না'ত সাহিত্য রচনা করেছেন তার উপর গবেষণায় ব্রতী হই এবং যথার্থ মৌলিক তত্ত্ব ও তথ্য সংযোজনের মাধ্যমে তাঁর না'ত সাহিত্যের অবদানকে মূল্যায়নে প্রচেষ্টা চালাই।

এ অভিসন্দর্ভে স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এর তথ্য, উপাত্তগুলোও মৌলিক ও প্রামাণ্য তথা গ্রহণযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ, হাদীস গ্রন্থ, জীবনীকার, রিজাল শাস্ত্র, ঐতিহাসিকদের মূল গ্রন্থ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, দেশী-বিদেশী জার্নাল, সাময়িকী ইত্যাদি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এতদসংশ্লিষ্ট তথ্য, উপাত্ত, সাময়িকী, সংকলন সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ, ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের পাঠাগার ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে গবেষণা কর্মটিকে মৌলিক, তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ করতে একান্ত প্রয়াস চালানো হয়েছে। আমার গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমি ২০১২ সালে ভারতে সফর করি। দীর্ঘদিন কলকাতা, দিল্লী, বিশেষ করে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.)-জন্ম স্থান বেরেলীতে অবস্থান করে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে গমণ করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভের মূল আলোচনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রবন্ধকার ও গ্রন্থাকারের লেখনীর শিরোনাম হুবহু রেখে দেয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু সাংকেতিক বর্ণ এবং পাদটীকায় তথ্যসূত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাংকেতিক রূপসহ আরবী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসৃত হয়েছে, অভিসন্দর্ভের শুরুতে পৃথকভাবে সেগুলোর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আমার এ অভিসন্দর্ভটি সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে উপাস্থাপন করেছি। প্রতিটি অধ্যায় আবার কয়েকটি পরিচ্ছেদে সজ্জিত করেছি। যেমন:

প্রথম অধ্যায় : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.) : জীবন পরিক্রমা

এতে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর জন্ম ও বংশ পরিচয়, শিক্ষার সূচনা, বৈষয়িক জ্ঞানার্জন, মেধা-মনন ও স্মৃতিশক্তি, কর্ম ও রচনাবলী, তরিক্বতে অন্তর্ভুক্তি ও খিলাফত প্রাপ্তি, শিক্ষাদান, পারিবারিক জীবন, অনুপম চারিত্রিক গুণাবলী, সংস্কার কার্যক্রম, যিয়ারতে হারামাঈন শরীফাইন, পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি, মালফুযাত, মনীষীদের মন্তব্য ও মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর অবদান

এ অধ্যায়ে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর ইসলামী শিক্ষায় অবদান সমূহের মধ্যে মাত্র চারটি অবদান চারটি পরিচ্ছেদ করে আলোকপাত করা হয়। ১. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অবদান, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর প্রণীত শিক্ষানীতি, পাঠ্যসূচি, পাঠ নির্দেশিকা। ২. তরজুমায়ে কুর'আন ও ইল্‌মে তাফসীরে অবদান, তারজুমাতিল কুর'আন- এর বৈশিষ্ট্য, অনুবাদের তুলনামূলক পর্যালোচনা, কান্‌যুল ঈমান সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের অভিমত। ৩. ইল্‌মে হাদিসে অবদান, সনদ সূত্র, ইল্‌মে হাদীস বিষয়ক রচনাবলী, ৪. ইল্‌মে ফিক্‌হে অবদান, ফাতওয়া প্রণয়ন, বিজ্ঞ মহলের অভিমত, 'ফাতাওয়া-এ রেযভিয়্যাহ্' গ্রন্থের বৈশিষ্টাবলী বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : না'ত সাহিত্য : পরিচয়, উৎস, উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ

এ অধ্যায় দু'টি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়। ১. না'ত সাহিত্যের পরিচয় ও উৎস, আরবী ভাষায় সর্বপ্রথম না'ত শব্দের ব্যবহার, না'তে রাসূল পরিবেশনকারী সাহাবীয়ে রাসূলুল্লাহ-এর তালিকা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ২. না'ত সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশ, নববী যুগে আরবী ভাষায় না'ত, নববী যুগের পরে আরবী ভাষায় না'ত, ফার্সী ও উর্দূ ভাষায় না'ত ধারাবাহিকভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর না'ত সাহিত্যের উপজীব্য

এ অধ্যায়ে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রোযা খান (রহ.)-এর রচিত না'ত সাহিত্যের অসংখ্য উপজীব্য হতে মাত্র ১৫টি উপজীব্য নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন- হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির মূল, নূরের সৃষ্টি, রাসূলের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা, সৌন্দর্যের বর্ণনা, বিভিন্ন মু'জিযা প্রসঙ্গ, শাফা'আত ও অশেষ দানশীলতার প্রশংসা, অদৃশ্য জ্ঞানের ধারক, হায়াতুন্নবী, মি'রাজ প্রসঙ্গ, নবী পরিবার ও খোলাফায়ে রাশেদীন-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা, গাউসুল আ'যম হযরত আব্দুল ক্বাদির জিলানী (রহ.)-এর প্রশংসা, আলে রাসূল মারহারুভী (রহ.)-এর প্রশংসা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দুশমনের সাথে শত্রুতা পোষণ ইত্যাদি।

পঞ্চম অধ্যায় : না'ত সাহিত্য রচনায় আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর শৈল্পিক বৈচিত্র্য

এ অধ্যায়ে আ'লা হযরতের না'তিয়া কালামে অবদান ও শৈল্পিক বৈচিত্র্য তুলে ধরা হয়েছে। যেমন-একটি কবিতায় চার ভাষার ব্যবহার, কবিতায় প্রবাদ প্রবচন ও অলংকার প্রয়োগ, সান'আতে তালমীহ, সান'আতে ইক্বতিবাস,

সান'আতে ওয়াসিয়ূস সাফাতাইন, সান'আতে ইশতিক্বাক্ব, সান'আতে তাজনিসে নাকেস, সান'আতে ইশতিক্বাক্ব কবিতায় সান'আতে মুসতাযাদ, সান'আতে তারসী, অন্ত্যমিল ও অনুপ্রাস, উপমা প্রয়োগ, বিভিন্ন পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে তাঁর পাণ্ডিত্যের নমুনা, সান'আতে হুসনে তলব এর ব্যবহার বিশদভাবে দেখানো হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর অনুপম গীতি কাব্য কাসিদায়ে সালাম ও কাসিদায়ে দরূদ

এ অধ্যায়টিতে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (রহ.) গীতি কাব্যসমূহ হতে দু'টি গীতি কাব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি দু'টি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়। ১. কাসিদা- এ সালাম, এতে সালামের গুরুত্ব, সালাম পাঠের শিষ্টাচার, কাসিদায়ে সালামী সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের অভিমত, কাসিদায়ে সালামীর শে'র'র সংখ্যা, কাসিদায়ে সালামী-এর বৈশিষ্ট্য এবং কাসিদায়ে সালামী-এর বিন্যাসক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। ২. কাসিদায়ে দরুদ, এখানে দরূদ (সালাত)-এর প্রকৃত অর্থ, কাসিদায়ে দরূদ-এর অলংকারিত্ব এবং কাসিদায়ে দরূদ এর বিশেষত্ব নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর না'ত সাহিত্যের ভাষান্তর

সপ্তম অধ্যায়টি তিনটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়েছে। ১. আরবী ভাষায় ভাষান্তর, এখানে ০৯টি না'তের আরবী ভাষায় রুপান্তরের নমুনা দেখানো হয়েছে। ২. ইংরেজি ভাষায় ভাষান্তর, এখানে ১০টি না'তের ইংরেজি ভাষায় রুপান্তরের নমুনা দেখানো হয়েছে। ৩. বাংলা ভাষায় ভাষান্তর, এখানে ১০টি না'তের কাব্যানুবাদ তুলে ধরা হয়েছে।

পরিশেষে গবেষণার সার-সংক্ষেপের উপর একটি উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে সামগ্রিক ক্ষেত্রে লিখিত তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন করা হয়েছে। তথ্যসমূহ একাধিক সূত্র থেকে যাচাই করে এর যথার্থতা ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর সন্নিবেশ করা হয়েছে। সর্বশেষে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)-এর জন্মস্থানের মানচিত্র, স্বহস্তে লেখার ফটোকপি, তাঁর মাজার ও মাজারের চমকপ্রদ গুম্বাদসহ তাঁর কর্মের নিদর্শন সমূহের কয়েকটি ছবি পরিশিষ্টে সংযোজন করা হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমার এ গবেষণা কর্ম জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হবে ইনশাআল্লাহ্। মহান আল্লাহ্ তা'আলা এই অভিসন্দর্ভ দ্বারা আমাকে ও এর পাঠকগণকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন!

তত্ত্বাবধায়ক

(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গবেষক

(মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন)
রেজি: নং ১৪২, শিক্ষা বর্ষ: ২০১২-১৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

পিএইচ.ডি. থিসিসের শিরোনাম

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ:) এর শানে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ:) রচিত না'ত সাহিত্য : একটি বিশ্লেষণ

HEADING OF THE THESIS

NAAT LETARETURE WRITTEN BY ALA HAZRAT IMAM AHMAD REZA KHAN (RH.) REGARDING THE GREATEST PROPHET HAZRAT MUHAMMAD (SM.) : AN ANALYSIS

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

গবেষক
মোহাম্মদ নাছির উদ্দীন
রেজি: নং ১৪২, শিক্ষা বর্ষ: ২০১২-১৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Adviser
Dr. Muhammad Abdor Rashid
Professor & Chairman
Department of Islamic Studies
University of Dhaka

Researcher
Muhammad Nasir Uddin
Department of Islamic Studies
University of Dhaka

ফেব্রুয়ারি ২০১৬

February 2016